শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

প্রথম খণ্ড।

কালী মাহাত্ম্য।

কালের কামিনী কালী কালভয় হরা।
পরমেশী পরাৎপরা পরাৎপরা॥
রক্ত কোকনদ সম কিবা শ্রীচরণ।
ঘোর ঘন সম মা'র[১] সুন্দর বরণ॥
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী করাল বদন।
করশ্রেণী কটিতটে অতি সুশোভন॥
অর্দ্ধ শশী শোভে ভালে আলুলিত কেশ।
রণবেশ মূর্ত্তি মা'র চরণে মহেশ॥
আরাধিলে পদ মা'র সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
রাজদ্বারে রণে বনে নাহি রহে ভয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহে যার মন।
আরাধনা ফলে হয় বাসনা পূরণ॥
সঙ্কটে করেন রক্ষা কৃপা বিতরিয়া।
দুর্গমে করেন রক্ষা মা ভৈ বলিয়া॥
অপুত্রকে পুত্র মাতা করেন প্রদান।
রাজ্যচ্যুত জনে রাজ্য করেন মা দান॥
অন্ধ চক্ষু লাভ করে আরাধনার ফলে।
খঞ্জ পদ প্রাপ্ত হয় মা'র কৃপাবলে॥
ব্রহ্মপদ বিষ্ণুপদ শিবপদ আর।
সকলি জানিবে মাত্র কৃপা কালিকার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মা'র কৃপা বিতরণে।
যমের যমত্ব তাঁর করুণা দর্শনে॥
জলাধিপ লভে পদ সেবি মা'র পদ।
মা'র পাদপদ্ম হৈতে যেখানে যে পদ॥
যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি জননীর হয়।
কোন মতে তার আর বিপদ না রয়॥
প্রকাশকে কর মাতা কৃপা কণা দান।
সর্ব্বমতে কর মাগো তাহার কল্যাণ॥
রাজ্যের মঙ্গল কর কৃপা বরিষণে।
প্রজাগণে সুখে রাখ চাহিয়া নয়নে॥

১। মা'র—মাতার ; মায়ের (মধ্যবর্তী শব্দ লোপের কারণে ব্যবহৃত হয়েছে)।

সময়েতে জননীগো কর বরিষণ।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি না হয় কখন॥
দুর্ভিক্ষ না হয় যেন কভু মাগো আর।
সর্ব্বত্রেতে কৃপাদৃষ্টি হউক তোমার॥
রাজা প্রজা সুখে কাল করুন যাপন।
ধর্ম্মপথগামী যেন হয় জনগণ॥
অধর্ম্মের বশ যেন কেহ নাহি হয়।
সর্ব্বলোক যেন মাগো সদা সুখে রয়॥
অধিক তোমারে মাতা কি বলিব আর।
তব পদে মতি যেন রহে অনিবার॥
চিত্তে যেন বহে তব পদ অনুক্ষণ।
কৃপা করি কর এই কৃপা বিতরণ॥
প্রকাশ হইলে তাহা চরিতার্থ হয়।
সর্ব্বফলপ্রদ তব পাদপদ্মদ্বয়॥

শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণং।

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী হাম্বির,—তাল চৌতাল।

বন্দ দেব শিবসুত, খণ্ড শশধর যুত,
মহিমা দর্শিত দরশনে।
অখণ্ড অব্যয় দেহ, বেদান্তেতে কহে কেহ,
ব্রহ্ম যে সাকার গজাননে॥
কিবা এ অপূর্ব্ব লীলা, শিব অংশে প্রকাশিলা,
প্রকাশিত আগম পুরাণ।
হিঙ্গুল বরণ তনু, গিরিজা শরীর জনু,
গুণাতীত পুরুষ প্রধান॥
হেলে খর্ব্ব কলেবর, স্থূলাকার লম্বোদর,
চারিকর চারি পদ্মাপদ্ম।
আজানুলম্বিত মিত, মৃণালাদি সুবলিত,
ধৃত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম॥
সূর্পকর্ণ ত্রিলোচন, কুম্ভা সিন্দূর ভূষণ,
ছিন্ন দন্ত সর্ব্ব বিঘ্নহর।
পরিধান বাঘছাল, যজ্ঞ উপবীত ব্যাল,
মূষিক বাহনে ভরাভর॥
চরণ সরোজরাজে, কাঞ্চন মঞ্জীর সাজে,
বাজে গঞ্জি অলির ঝঙ্কার।
নত মৌলি পুরন্দর, পদতলে নিরন্তর,
পূজা করে অর্পিয়া মন্দার॥
সর্ব্বদেব অগ্রগণ্য, তুমি দেবতার ধন্য,
অগ্রে পূজ্য অমরে বিধান।
তোমাতে বিমুখ যেই, মহাবিঘ্ন পায় সেই,
পদে পদে ঘটে অকল্যাণ॥
তুমি প্রভু পরাৎপর, মহাযোগী যোগেশ্বর,
হের মোরে করুণ নয়নে।
তুমি প্রভু কৃপাময়, আমি অকৃতি তনয়,
রাখ কৃপা অনুগত জনে॥
সঙ্গীত শ্রবণ কর, বিনাশক বিঘ্ন হর,
নিবেদন করি তব পায়।
তুমি অখিলের পতি, তব পদে করি নতি,
শ্রীনন্দকুমার রস গায়॥

অম্বিকা বন্দনা।

রাগিণী বিভাস,—তাল ছোট চৌতাল।

নমস্তে অম্বিকা তারা, জগদম্বা সারাৎসারা,
শৈলসুতা বিন্ধ্য-নিবাসিনী।
ভৈরবী ভবানী বাণী, হৈমবতী হররাণী,
শঙ্করার্দ্ধ অঙ্গ-বিলাসিনী॥
স্থলজ কমল পায়, পঞ্চদশ শোভে তায়,
অরুণ উদয় তথি করে।
নখ শক্র[১] ধনু কাঁদ, সমুদায় পূর্ণচাঁদ,
ক্ষোভে শোভে নিষ্প্রভে নখরে॥
রতন নূপুর পায়, কিবা সাজিয়াছে তায়,
মণিময় মঞ্জীর চরণে।
তরুণ অরুণ নিভা, হাটকে আটক কিবা,
অলিবর গঞ্জিত গমনে॥

১। শক্র—ইন্দ্র, পেচক, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

করিকর জিনি উরু, নিতম্বে কি ভার গুরু,
করিকুম্ভ শোভ ম্রিয়মাণ।
ত্রিবলী জঘন তার, তুলনা কি দিব তার,
নাভি সরোবরে সোপান॥
লোহিত বসন সাজে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
কৃশোদরী ক্ষীণ মাজাখানি।
ক্ষুধিত কেশরী মাজে[1], শরণ লইল লাজে,
পদতলে রাখিলা ভবানী॥
তনুরুহাবলী কত, সুশোভিত নিয়মত,
যেন মরকত মণিচয়।
উচ্চ কুচ গিরিবর, ভরে নত কলেবর,
পরিসর দেবীর হৃদয়॥
অকণ্ট মৃণাল ভুজ, পাণি পঞ্চ দলাম্বুজ,
তরারক্ত নখ শশধর।
আভরণ নানা ছন্দ, তাড় তোড় ভুজবন্দ,
কেয়ূর কঙ্কণ রবিকর॥
সকল অঙ্গুলি মাঝে, মাণিক অঙ্গুরী সাজে,
গলে দোলে গজমতি হার।
ক্ষুদ্র মতিমালা কত, হেম মণি মরকত,
ঝলমল করে অলঙ্কার॥
অকুল্লিত শতদল, শোভে বদন কমল,
আহ্লাদ জনমে যেন শশী।
ভক্ত-হৃদি সরোবরে, ভক্তি দিবাকর করে,
স্ফুটে নাশি অজ্ঞান তমসী॥
ওষ্ঠাধরে রাগ হেন, হিঙ্গুল[2] অরুণে যেন,
মিলিত হইল এক ঠাঞি।
দশনে মুক্তার পাঁতি, সিন্দূরে মার্জ্জিত ভাতি,
মূল্য কি জগতে তুল্য নাই॥
তিল কুসুম নাশায়, তিলক শোভিত তায়,
তদগ্রে দোলনি গজমতি।
সুদৃশ্য বেশর দোলে, নাসা সমীর হিল্লোলে,
ভাবিলে বিবিধ ভাব তথি॥
ত্রিনয়ন নিরমল, সুদীর্ঘ কমল দল,
ভ্রূলতা পর্শিত শ্রুতিমূলে।
কিবা নয়ন পলকে, বিষ অমৃত ঝলকে,
ভয়দা বিনাশ রিপুকুলে॥

অভয় সেবক জনে, বরদ এ ত্রিভুবনে,
অনুগত প্রণত কিঙ্করে।
অলকা তিলকা ভালে, যেন তারকার মালে,
বেষ্টিত কপাল শশধরে॥
সীমন্তে সিন্দূর ফোঁটা, তাহে কত কত ঘটা,
সীমন্তাভরণ শোভা খণ্ডে।
শোভিত শ্রুতি মণ্ডলে, ঝলমল কি কুণ্ডলে,
পরিমল বিমোহিত গণ্ডে॥
বিরস চিকুর জালে, শোভিত বকুল মালে,
ভ্রমর গুঞ্জিত মধু লোভে।
প্রতপ্ত কাঞ্চন আভা, বরণে বরণ থাবা,
গমনে গঞ্জিত করী ক্ষোভে॥
আমি অতি বিচেতন, মোরে কৃপাবলোকন,
আসরে কর মা অধিষ্ঠান।
শ্রীনন্দকুমার ভণে, উর মা শঙ্কর সনে,
শুন মা আপন লীলা গান॥

সরস্বতী বন্দনা।

রাগিণী বসন্ত,—তাল আড়া।

পঙ্কজোপরে বিহরে বাক্‌বাদিনী। শারদে বরদে এমা অজ্ঞান জনের জ্ঞানদায়িনী॥ জয়দে শারদে বাণী, বিশ্বজননী, বিধি শঙ্করবন্দিনী, শশাঙ্কবদনী॥ ধুয়া॥

নমস্তে শারদা সদানন্দময়ী মূর্ত্তি।
যাহার স্মরণে হয় সর্ব্ব বিদ্যা স্ফূর্ত্তি॥
আহ্লাদিনী শক্তি সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান।
যাঁহার কৃপায় রটে ঘটে দিব্য জ্ঞান॥
চরণ কমল কান্তি ভ্রান্তি অলিগণে।
মধুপান আশে গুঞ্জে পুলকিত মনে॥
নখর সুধাংশু খণ্ড নখ সুশোভন।
মগ্নভাবে আছে তার শোভা বিমোচন॥
জিনি কুন্দ ইন্দু কিবা তুষার সঙ্কাশা।
শুক্লভূষা শুক্লবেশ দেবী শুক্লবাসা॥
কুন্দ পুষ্পমালা গলে বিনিহিত মতি।
শুক্লে প্রীতি অতি সর্ব্ব শুক্ল সরস্বতী॥
চন্দন লেপিত গায় কুঙ্কুম কস্তুরী।
সর্ব্ব আভরণ পরা মুক্তাবলী ঝুরি॥

১। মাজে—মাজাতে, কোমরে। ২। হিঙ্গুল—রসসিন্দুর।

কটি অতি ক্ষীণতরা মৃগেশ[১] মোহিত।
কুচগিরি ভারে তনু ঈষৎ নমিত॥
প্রবাল মুকুতা মণিময় করাভর।
বিদ্যা ব্যাখ্যা মশিপত্র[২] বীণা দণ্ডধর॥
হল স্বর অধিষ্ঠাত্রী অক্ষর রূপিণী।
বাক্যরূপে বাক্‌দেবী ত্রৈলোক্য ব্যাপিনী॥
কমল আসনে স্থিতি তাণ্ডবের বেশ।
বীণায় রাগিণী রাগে সঙ্গীত আবেশ॥
অকলঙ্ক বিধুমুখি বিম্বকী অধরে।
দশনে মুকুতা পাঁতি গঞ্জি দীপ্তি করে॥
তিল ফুল জিনি নাসা অগ্রে গজমতি।
নিশ্বাস পবনে দোলে কিবা শোভা তথি॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি ভ্রূলতার পাশে।
আনন্দে নাচিছে যেন বিম্বাধর আশে॥
শশিকলা ললাটে অলকা সাজে ভালে।
লুকাইল কাদম্বিনী আসি কেশজালে॥
তাহাতে মল্লিকা মালা হয় সুশোভন।
তাহে লুব্ধ ক্ষুব্ধ মুগ্ধ বন্ধি ভৃঙ্গগণ॥
বেদবিদ্যা বুদ্ধি বাক্য তব অনুগত।
তুমি ছাড়া হৈলে মা সকল হয় হত॥
তুমি যারে কর কৃপা ধন্য সেই জন।
সর্ব্ব অংশে পটু সেই অজ্ঞান মোচন॥
স্থূল ভুল সকল জানিতে সেই পারে।
ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে পূজা করে তারে॥
তব অনুগ্রহ ছাড়া হৈলে ধনবান।
শোভা নাহি পায় তার কিংশুক সমান॥
অতেব তোমায় মাতা করি নিবেদন।
অকৃতি তনয়ে দয়া রেখো অনুক্ষণ॥
তোমার কৃপায় গীত করিনু রচন।
কবিরত্নে কহে মাতা করগো শ্রবণ॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

রাগিণী মল্লার,—তাল খয়রা।

কমলে কমলালয়ে কমলদায়িনী।
জিনি কান্তি কমলতা কনকবরণী॥
কমল ভূষণ, কমল আসন,
কমল ধারণ কমলিনী।
হরি মনোহরা, ধনদায় ভরা,
দুঃখ দূর করা প্রজালিনী॥ ধুয়া॥

নন্দা নারায়ণী সর্ব্ব সম্পদকারিণী।
কমলা কল্মষহরা, দুর্গতিহারিণী॥
পঙ্কজ-আসনে পদ্মে পঙ্কজধারিণী।
চরণ সরোজে রবিকর বিনাশিনী॥
নখরে মিলিত শশী করে পদ্ম ফুটে।
শশীতে প্রকাশে রবি কত দুঃখ উঠে॥
সেই খেদে ভাস্কর কেশবে করি সঙ্গে।
আপনার মণ্ডলেতে বসাইয়া রঙ্গে॥
আপনি প্রকাশিলা মহাতেজ দাহনে।
অতি প্রখরতা পায় না যায় সহনে॥
শশী দর্পনাশে রবি আপন সাধনে।
পদ্মে করে মাতা তব অন্বেষণে॥
এই হেতু পদ্ম ফুটে রবির কিরণে।
নিশায় মুদ্রিত লাজে চক্র দরশনে॥
ভ্রাতৃদেব ধন্দ[৩] মনে কিবা দেখ তায়।
কেশব হৃদয়ে লক্ষ্মী দেখিতে না পায়॥
কে বুঝিতে পারে মহালক্ষ্মী তব মায়া।
কৃপা করে কাতরে দেহি মা পদছায়া॥
দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীছাড়া হয়।
তব পদ আরাধিয়ে পায় সমুদয়॥
দেবাসুরে সমুদ্র মথি কুতূহলে।
তুমি মা তাহাতে জন্ম নিলে আসি ছলে॥
বাসবে শ্রী দিলে সুস্থ করিতে অমরে।
রত্নাকর নাম দিয়ে বাড়ালে সাগরে॥
তুমি যারে কর দয়া সেই সুখী হয়।
তোমাতে বৈমুখ হৈলে নহে সুখোদয়॥
তব দৃষ্টি যাতে মান্য মান সেই জন।
কুল না থাকিলে তবু কুলিনে গণন॥
বুদ্ধি না থাকিলে তবু সেই বুঝে সার।
অনাচার যদি করে সেই সুআচার॥
বিদ্যা না থাকিলে তবু বিজ্ঞ সবে কয়।
বড় বড় বিদ্যাবান বশীভূত হয়॥

১। মৃগেশ—সিংহ। ২। মশিপত্র—পুঁথি। ৩। ধন্দ—সন্দেহ।

অতেব তোমার কৃপা সকলের সার।
কৃপা রেখ কৃপাময়ী ভরসা তোমার॥
শ্রীনন্দকুমারে দয়া কর গো কমলা।
নৃসিংহের গৃহে রহ হয়ে মা অচলা॥
আসরেতে পঞ্চদশ দিন অধিষ্ঠান।
হইয়া শ্রবণ কর অম্বিকার গান॥

সাবিত্রী বন্দনা।

রাগিণী প্রভাতি,—তাল রূপক।

বন্দ বেদমাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা,
বিধি ভার্য্যা[1] ভাবনীয়॥
করুণাকরণী, অরুণবরণী,
বরণ্যে মা বরণীয়॥
বেদে কহে সার, তুমি মুলাধার,
তুমি বিধাতা-বনিতা।
পুরাণে বারতা, পরম দেবতা,
বরণে তেজ সবিতা॥
তব উপাসক, পরম সাধক,
ঋষি মুনি দ্বিজগণ।
তব মন্ত্র নিজ, সর্ব্ববেদ বীজ,
তুমি ব্রাহ্মণের ধন॥
তব গর্ব্ভে বেদ, জন্মে নানা ভেদ,
প্রভেদ বস্তু নির্দ্দেশ।
জ্ঞান চক্ষু দিলে, জগন্নিস্তারিলে,
ক্রিয়া স্থাপিলে বিশেষ॥
তোমা করি ধ্যান, দ্বিজ মান্যমান,
তুমি বিপ্রের জননী।
বিপ্রের চরণ, হৃদয়ে ধারণ,
কৈলা শ্রীহরি আপনি॥
শক্তি সবে কয়, তোমায় নিশ্চয়,
শক্তি কিন্তু তুমি নও।
বিষ্ণু তেজ যায়, বিষ্ণু রূপ কায়,
সাক্ষাৎ সবিতা[2] হও॥
তব তত্ত্ব ভেদ, নাহি জানে বেদ,
তুমি চতুর্ব্বেদ সার।
তোমার খেলায়, সৃষ্টি রক্ষা পায়,
তোমাতে স্থিতি সংসার॥
তুমি সর্ব্বমূল, কভু সূক্ষ্ম স্থূল,
কে জানে তত্ত্ব তোমার।
আমি শিশুমতি, হেন কি শকতি,
নারে পঞ্চমুখ যাঁর॥
সেবিয়া তোমায়, নর মোক্ষ পায়,
দ্বিজে রাখ নিজ কাছে।
অনন্ত মহিমা, কিঞ্চিতের সীমা,
গায়ত্রী কবচে আছে॥
সুরাসুর নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
আদি উপাসক তব।
নাম গুণ অন্ত, না পায় অনন্ত,
কিঞ্চিৎ জানেন ভব॥
গায়ত্রী বাখানি, সাবিত্রী ব্রহ্মাণী,
তুমি কৃপা রেখো মোরে।
আমি অভাজন, না জানি ভজন,
ঘুরি মরি ভবঘোরে॥
গুণে আপনার, কর মা নিস্তার,
সুকৃতি নাহি আমার।
আশ্রিত ও পায়, তার ভব দায়,
দীন শ্রীনন্দকুমার॥

কালী বন্দনা।

রাগিণী জয়ন্তী,—তাল ঝাঁপতাল।

জয় কালিকে জয় কালিকে।
মা ত্রিভুবন-পালিকে, ধরণীধর-বালিকে॥
দানবঘাতিনী, সুর-নিস্তারিণী,
কৃপাণী, কাতিনী, নরশিরমালিকে॥ ধুয়া॥

নমামি কালিকে, কপালমালিকে,
শিবে নৃমুণ্ডধারিণী।
শিব শবোপরা, অতি ভয়ঙ্করা,
শুভে অশিবহারিণী[3]॥

১। ভার্য্যা—স্ত্রী, পত্নী, বনিতা। ২। সবিতা—সূর্য্য। ৩। অশিবহারিণী—অমঙ্গলবিনাশিনী; শিবা।

অরুণ চরণে, শব আরোহণে,
শিব-হৃদি-সরোবরে।
এ নীল উৎপল, বিকশিত নল,
শশী প্রকাশ নখরে॥
মঞ্জীর মুখর, গতি খরতর,
উরুত তরু কদলী।
নিতম্ব সুঠাম, জঘনানুপম,
থাকে শোভিত ত্রিবলী॥
কটি ক্ষীণতরা, দিগম্বর পরা,
নরকর কাঞ্চি সাজে।
পীন পয়োধর, নাভি সরোবর,
লোমাবলী তার মাঝে॥
চারু[1] চারি করে, বরাভয় ধরে,
অসিমুণ্ড ঘোরতর।
বিপক্ষ সভয়, দেখি সদা হয়,
অনুগত ভয়হর॥
প্লাবিত রুধির, শোণিত শরীর,
মেঘে সতড়িত জালে।
আপদ ললিত, শোণিত গলিত,
দোলিত নৃমুণ্ড মালে॥
বিকট দশনা, চর্ব্বিত রসনা,
দ্বিসৃক্কে[2] রক্তের ধারা।
নাসাগ্র দোলনে, বেশর নলনে,
ত্রিনেত্রে বহ্নি বিকারা॥
শশীকলা শিরে, বিনাশে তিমিরে,
অলকা তারকা জাল।
বিগলিত কেশী, ঘোরতর বেশী,
চর্চ্চিত মল্লিকা মাল॥
মুনি মনুগণ, করিছে স্তবন,
নম্রার্ত্ত হয়ে সকলে।
জবায় চর্চ্চিত, চরণ অর্চ্চিত,
চন্দন শ্রীফল দলে[3]॥
পরাৎপরা তারা, তুমি সারাৎসারা,
তুমি প্রকৃতি প্রধানা।
অনেক মানস, জানিতে ও যশ,
কার সাধ্য হয় জানা॥
করি কৃপাদান, হও অধিষ্ঠান,
শুন নিজ লীলা গীত।
শ্রীকবি রতন, করে নিবেদন,
নৃসিংহে হও সুপ্রীত॥

সর্ব্বদেব বন্দনা।

দয়া কর হে আদি আদ্য গুরু মহেশ্বর।
অনাদি অচিন্ত্য চিন্তা স্থূল কলেবর॥ ধুয়া॥

প্রণমামি সর্ব্ব জ্ঞানদাতা মহেশ্বর।
তন্ত্রবাদি দেবগুরু শিব দিগম্বর॥
বন্দ দেব নারায়ণ মুক্তির কারণ।
যাহার স্মরণে ভব-বন্ধন বিমোচন॥
নমঃ বিধি বেদ পিতা পিতামহ নাম।
অনাদি অনন্ত প্রভু না হইও বাম॥
বন্দ দেব ভাস্কর ব্রহ্মাণ্য পরাৎপর।
ব্রাহ্মণেশ স্মরণেতে নিরাপদ নর॥
নমো নমো হুতাশন যজ্ঞের করণ।
ধনদ পরম সর্ব্ব দেবের বদন॥
বন্দ গঙ্গা ভীষ্মমাতা ত্রিলোকতারিণী।
হরিচরণ-সম্ভবা পতিতোদ্ধারিণী॥
বন্দ বহ্নি পিতৃ পতি নৈর্ঋত প্রধান।
বরুণ মরুত আর কুবের ঈশান॥
উর্দ্ধে ব্রহ্ম অধো শেষ দিক্‌পালগণে।
করিলাম ভক্তিভাবে সবার বন্দনে॥
বন্দ নবদ্বীপে অবতার গৌরহরি।
প্রকাশিলা সংকীর্ত্তন জীবে কৃপা করি॥
বন্দ শ্রীগুরুচরণ তরণে ভবতরি।
যে দিল অপূর্ব্ব জ্ঞান তমঃ নাশ করি॥
পশুত্ব মোচন করি করিলা নিস্তার।
দিব্য চক্ষু দিল গুরু মূল কর্ণধার॥
সর্ব্বদেব গুরুময় শিবের বচন।
গুরু হৈতে অধিক না হয় কোনজন॥
আগে গুরু পশ্চাৎ অভীষ্ট দেব জানি।
অতেব অভীষ্ট হৈল গুরু শ্রেষ্ঠ মানি॥

১। চারু—সুন্দর। ২। দ্বিসৃক্কে—দুই কষে (অধর এবং ওষ্ঠের দুই প্রান্তে)। ৩। শ্রীফল দলে—বিল্ব (শ্রীফল) পত্রসমূহে।

অভীষ্ট হইলে রুষ্ট গুরু রক্ষা করে।
গুরুরুষ্টে নষ্ট স্পষ্ট অশক্ত অমরে॥
শিরসি সহস্রদলে গুরুর আসন।
পরাৎপর বস্তু ভাব শ্রীগুরু-চরণ॥
বন্দ গ্রহযোগ তিথি নক্ষত্র করণ।
ভূত প্রেত রুদ্র ভদ্র ভৈরব চারণ॥
দিবা সন্ধ্যা নিশি সিদ্ধচারণ কিন্নর।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর নদ নদী বিদ্যাধর॥
যোগিনী ডাকিনী বন্দ জলদ সাগর।
বন্দিলাম মনসা মাতৃকা অতঃপর॥
বন্দ দশ মহাবিদ্যা দশ অবতার।
দেব দেবীগণ যত বিদ্যা আছে আর॥
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ করিনু বন্দন।
চতুর্দ্দশ মনু মুনি যোগী ঋষিগণ॥
বন্দ কবি বেদব্যাস বাল্মীকি-চরণে।
একবারে বন্দ আর অন্য কবিগণে॥
আগু পাছু দোষ না ধরিহ কোন জন।
অনভিজ্ঞ শিশুমতি[1] কি জানি রচন॥
সকলে করিয়া কৃপা হও অধিষ্ঠান।
কবিরত্নে বলে শুন অম্বিকার গান॥

দিক্ বন্দনা।

প্রণমহ শিক্ষাগুরু গুরু পর্য্যা[2] যত।
ব্রাহ্মণ চরণে প্রণিপাত শত শত॥
নিজ গ্রামে ধুলুক ঈশ্বরী চণ্ডিকায়।
প্রণাম করিনু অতি পুলকিত কায়॥
আষাঢ় নবমী দিনে তার জাত হয়।
মহা মহোৎসব সে লিখিতে সাধ্য নয়॥
রামেশ্বর নামে শিব বাটির ঈশ্বর।
শিলারূপী বিশ্ববন্দ্য আখ্যান শ্রীধর॥
পূর্ব্বে বন্দ পরাৎপর অম্বা হুতাশনে।
দক্ষিণেতে দাক্ষায়ণী করিনু বন্দনে॥
নৈর্ঋতে নৈর্ঋতি মাতা পশ্চিমে পার্ব্বতী।
বায়ু বাম উত্তরেতে বন্দ উমা সতী॥
ঈশানে ঈশানী বন্দ অধোশিব যুতা।
উর্দ্ধে বন্দ বিশ্বমাতা উর্ব্বীধর[3] সুতা[4]॥
অসংখ্য দেবীর মূর্ত্তি কে বর্ণিতে পারে।
কিঞ্চিৎ বন্দনা কৈনু দিক্ অনুসারে॥
বন্দ পিতা মাতা পাদপদ্ম কুতূহলে।
যাহা হইতে দেখিলাম অবনীমণ্ডলে॥
যার পর গুরু নাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
মা বাপে করিলে ভক্তি মোক্ষ লাভ হয়॥
বিনয় পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া প্রণতি।
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে মধুর ভারতী॥

ভূমিকা।

অতঃপর ভূমিকা করিব সমুদয়।
যে **কুলে উৎপন্ন** কবি তার পরিচয়॥
রাঢ়ীশ্রেণী বন্দ্যঘটী কুলীনের সার।
ত্রিকুলে পালটি আঁটা বল্লালি ব্যাভার॥
দ্বিজ নিধিকৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তপুরে বাস।
ধ্যানে জ্ঞানে কৃত্তিবাস দ্বিতীয় প্রকাশ॥
সুসম্পন্নে ধনে মানে অতি মান্য মান।
ধন্য কীর্ত্তি দেশ যুড়ে যাহাতে বাখান॥
দানে ধরা খর্ব্বতরা গুণে অনুপম।
যার তিনপুত্র জ্যেষ্ঠ রামকৃষ্ণ নাম॥
তার যশে পূর্ণা ক্ষিতি সুখ্যাতি অপার।
মধ্যম কুমার প্রাণকৃষ্ণ গুণাধার॥
মহা দাতা দান সংখ্য শক্তি অনুসার।
অতিথিসেবায় মন নিতান্ত তাঁহার॥
দারিদ্রের প্রতি দয়া অন্ন বস্ত্র দান।
আত্মচেষ্টা নাহিক ভোজন পরিধান॥
কনিষ্ঠ তনয় দ্বিজ নবকৃষ্ণ ধীর।
গুণের নাহিক সীমা পুণ্যের শরীর॥
সাক্ষাৎ মহর্ষি প্রায় পুরাণে অভ্যাস।
স্বদেশে বিদেশে মহা সুখ্যাতি প্রকাশ॥
তাঁর তিন সংসারেতে সন্তান উৎপত্তি।
সে সব যা হোক কব মধ্যম সম্প্রতি॥

১। **শিশুমতি**—শিশুর ন্যায় বুদ্ধি; অবোধ। ২। **পর্য্যা**—পর্য্যায়; সম্বন্ধীয়। ৩। **উর্ব্বীধর**—পর্ব্বত। ৪। **সুতা**—কন্যা।

ধুলুকে মাতুলালয় শ্রীনন্দকুমার।
মধ্যপক্ষে সংসারে মধ্যম পুত্র যার॥
মাতুল আলয়ে ধুলুকেতে বাস তার।
মাতামহ চাটুতি চৈতন্য কুল সার॥
বৃদ্ধ প্রমাতামহ দ্বিজ বলরাম।
পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধসত্ত্ব গুণধাম॥
তাঁহার তনয় অযোধ্যারাম অভিধান।
পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধসত্ত্ব গুণধাম॥
তাহার তনয় কৃষ্ণমোহন আধ্যান।
মাতামহ আমার পরম ধর্ম্মবান॥
কুলশ্রান্ত পূর্ব্বাপর পরম ধার্ম্মিক।
যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি কি কব অধিক॥
তাঁহার সন্তান দুই মাতুল আমার।
জ্যেষ্ঠ দ্বিজ রামানন্দ গুণের আধার॥
বশীভূত গ্রাম্যজন করে মান্য মান।
কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অতি দয়াবান॥
ক্রমে বংশ বিস্তার করিতে আর নারি।
সংক্ষেপেতে কহিলাম গ্রন্থ হয় ভারি॥
এই দুই বংশে মাতৃ পিতৃ পরিচয়।
শ্রীনন্দকুমারে চণ্ডিকার কৃপা হয়॥
যে রূপ হইল তার শুন বিবরণ।
করিলাম চণ্ডিকার সঙ্গীত রচন॥

নৃসিংহের বংশ বিস্তার বিবরণ।

কলিকাতা নগরে যুগলোদ্যানে বাস।
কাংসকার বণিক বেহারি চরণ দাস॥
পরম দয়াল ধীর পুণ্যবান অতি।
ধনী মহাদাতা দেব দ্বিজে নিষ্ঠা মতি॥
গুরুভক্ত অতিশয় ইষ্টপদে মন।
অনুগত জন প্রতি স্নেহ অনুক্ষণ॥
দারিদ্রপালক যশে পূর্ণ বসুমতী।
সকলের মান্য ধন্য সুশ্রীমন্ত অতি॥
পুণ্যর উদয়ে ছয় তনয় তাঁহার।
একজন বংশহীন নামে কি তাহার॥
জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ পরম দয়াশীল।
যার যশ গন্ধ বহে বদন অনীল॥
দ্বিতীয় সন্তান রামতনু নাম হয়।
তৃতীয়ত রামধন পুণ্যের উদয়॥
শ্রীরামকানাই দাস চতুর্থ নন্দন।
পঞ্চম তনয় তার শ্রীদেবীচরণ॥
শ্রীরামকানাই দাস পুণ্যের শরীর।
ধনী গুণী জ্ঞানী অতি শিষ্ট শান্ত ধীর॥
স্বয়মুপচিত বিত্ত গুরুভক্ত অতি।
কুলজন হিতকারী সদা ধর্ম্মে মতি॥
তাহার তনয় ছয় তিন গত তার।
বর্ত্তমান তিনজন যশের আধার॥
সম্প্রতি জ্যেষ্ঠের নাম শুনহ নির্যাস[১]।
শ্রীযুক্ত শ্রীল বাবু চুনিলাল দাস॥
দয়াল সুধীর অতি গুরুপদে মন।
মুক্তহস্ত মতি মত্ত শিষ্টের পালন॥
শ্রীমান নৃসিংহ দাস মধ্যম তাঁহার।
ধন্য কীর্ত্তিলতা ব্যাপ্ত জগতে যাঁহার॥
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কনিষ্ঠ গণনে।
দ্বিজে ভক্তি নিষ্ঠ মন অভীষ্ট চরণে॥
দয়াবান সর্ব্বজন প্রতি রহে স্নেহ।
ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত পুলকিত দেহ॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে সদয়া পার্ব্বতী।
স্বপ্নে দরশন দিলা দেবী হৈমবতী॥
তাহার কারণ কহি ক্রমে বিস্তারিত।
যদনুসারেতে প্রকাশিনু ভাষা গীত॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস শীর্ণ কলেবর।
বৎসরেক পীড়ায় হইয়া সকাতর॥
কত মত চিকিৎসক দেখে কত জন।
কত মতে কৈলা কত ঔষধ সেবন॥
কিছুতে নাহিক হয় ব্যাধির আরাম।
অবশেষে করিলেন সার দুর্গানাম॥
সর্ব্বদা জপেন নাম নিষ্ঠা করি কন।
কাতরাত্মা হৈয়া করে চণ্ডিকা স্মরণ॥
প্রসন্না প্রসন্নময়ী হৈল তাঁর প্রতি।
স্বপনে দিলেন দেখা দেবী হৈমবতী॥

১। নির্যাস—নিশ্চয়।

ধুলুকে মাতুলালয় শ্রীনন্দকুমার।
মধ্যপক্ষে সংসারে মধ্যম পুত্র যার॥
মাতুল আলয়ে ধুলুকেতে বাস তার।
মাতামহ চাটুতি চৈতন্য কুল সার॥
বৃদ্ধ প্রমাতামহ দ্বিজ বলরাম।
পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধসত্ত্ব গুণধাম॥
তাঁহার তনয় অযোধ্যারাম অভিধান।
পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধসত্ত্ব গুণধাম॥
তাহার তনয় কৃষ্ণমোহন আধ্যান।
মাতামহ আমার পরম ধর্ম্মবান॥
কুলশ্রান্ত পূর্ব্বাপর পরম ধার্ম্মিক।
যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি কি কব অধিক॥
তাঁহার সন্তান দুই মাতুল আমার।
জ্যেষ্ঠ দ্বিজ রামানন্দ গুণের আধার॥
বশীভূত গ্রাম্যজন করে মান্য মান।
কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অতি দয়াবান॥
ক্রমে বংশ বিস্তার করিতে আর নারি।
সংক্ষেপেতে কহিলাম গ্রন্থ হয় ভারি॥
এই দুই বংশে মাতৃ পিতৃ পরিচয়।
শ্রীনন্দকুমারে চণ্ডিকার কৃপা হয়॥
যে রূপ হইল তার শুন বিবরণ।
করিলাম চণ্ডিকার সঙ্গীত রচন॥

নৃসিংহের বংশে বিস্তার বিবরণ।

কলিকাতা নগরে যুগলোদ্যানে বাস।
কাংসকার বণিক বেহারি চরণ দাস॥
পরম দয়াল ধীর পুণ্যবান অতি।
ধনী মহাদাতা দেব দ্বিজে নিষ্ঠা মতি॥
গুরুভক্ত অতিশয় ইষ্টপদে মন।
অনুগত জন প্রতি স্নেহ অনুক্ষণ॥
দারিদ্রপালক যশে পূর্ণ বসুমতী।
সকলের মান্য ধন্য সুশ্রীমন্ত অতি॥
পুণ্যর উদয়ে ছয় তনয় তাঁহার।
একজন বংশহীন নামে কি তাহার॥

জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ পরম দয়াশীল।
যার যশ গন্ধ বহে বদন অনীল॥
দ্বিতীয় সন্তান রামতনু নাম হয়।
তৃতীয়ত রামধন পুণ্যের উদয়॥
শ্রীরামকানাই দাস চতুর্থ নন্দন।
পঞ্চম তনয় তার শ্রীদেবীচরণ॥
শ্রীরামকানাই দাস পুণ্যের শরীর।
ধনী গুণী জ্ঞানী অতি শিষ্ট শান্ত ধীর॥
স্বয়মুপচিত বিত্ত গুরুভক্ত অতি।
কুলজন হিতকারী সদা ধর্ম্মে মতি॥
তাহার তনয় ছয় তিন গত তার।
বর্ত্তমান তিনজন যশের আধার॥
সম্প্রতি জ্যেষ্ঠের নাম শুনহ নির্যাস[১]।
শ্রীযুক্ত শ্রীল বাবু চুনিলাল দাস॥
দয়াল সুধীর অতি গুরুপদে মন।
মুক্তহস্ত মতি মন্ত শিষ্টের পালন॥
শ্রীমান নৃসিংহ দাস মধ্যম তাঁহার।
ধন্য কীর্ত্তিলতা ব্যাপ্ত জগতে যাঁহার॥
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কনিষ্ঠ গণনে।
দ্বিজে ভক্তি নিষ্ঠ মন অভীষ্ট চরণে॥
দয়াবান সর্ব্বজন প্রতি রহে স্নেহ।
ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত পুলকিত দেহ॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে সদয়া পার্ব্বতী।
স্বপ্নে দরশন দিলা দেবী হৈমবতী॥
তাহার কারণ কহি ক্রমে বিস্তারিত।
যদনুসারেতে প্রকাশিনু ভাষা গীত॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস শীর্ণ কলেবর।
বৎসরেক পীড়ায় হইয়া সকাতর॥
কত মত চিকিৎসক দেখে কত জন।
কত মতে কৈলা কত ঔষধ সেবন॥
কিছুতে নাহিক হয় ব্যাধির আরাম।
অবশেষে করিলেন সার দুর্গানাম॥
সর্ব্বদা জপেন নাম নিষ্ঠা করি কন।
কাতরাত্মা হৈয়া করে চণ্ডিকা স্মরণ॥
প্রসন্না প্রসন্নময়ী হৈল তাঁর প্রতি।
স্বপনে দিলেন দেখা দেবী হৈমবতী॥

১। নির্যাস—নিশ্চয়।

শিয়রে বসিয়া দেবী নৃসিংহেরে কন।
কর বাছা মম লীলা সঙ্গীত রচন॥
ব্যাধিতে হইবে মুক্ত নাহিক সংশয়।
অচিরে[১] সম্পদ হবে যাবে শত্রুভয়॥
কাল কালে যমের যন্ত্রণা যাবে দূর।
অচিরে নিস্তার পাবে চিন্তামণি পুর॥
এই স্বপ্নে কন দেবী পরম-ঈশ্বরী।
পরে যা হইল তাহা নিবেদন করি॥

স্বপ্নোত্তর।

স্বপ্নে দেখি সবিস্ময়, স্বপ্নে দেবী প্রতি কয়,
অসম্ভব কহিলে আমারে।
নাহিক বিশেষ বসু, জ্ঞানহীন আমি পশু,
কবিতা রচিব কি প্রকারে॥
না জানি সঙ্গীত পথ, সদা বিষয়েতে রত,
এ ভার আমারে গুরুতর[২]।
বুঝিনু বাক্যের ঘোরে, বঞ্চনা করিলে মোরে,
না হবে আরোগ্য কলেবর॥
চণ্ডীপাঠ স্বস্ত্যয়ন, গ্রহ যাগাদি কারণ,
নানা স্তব পুরাণ শ্রবণ।
তাহে নহে প্রতীকার, শেষে দিলে গুরুভার,
অতেব নহিল বিমোচন॥
বলিতে কাতর হয়, চক্ষে অশ্রু ধারা বয়,
ভগবতী করেন আশ্বাস।
চিন্তা না করিহ আর, নহে গুরুতর ভার,
তোমা হইতে হইবে প্রকাশ॥
কবিরত্ন আখ্যা যার, দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার,
তারে তুমি করহ আদেশ।
সে জন রচিবে তবে, কবিতা প্রকাশ হবে,
কহিলাম এইত বিশেষ॥
অদর্শন মহামায়, নৃসিংহ চৈতন্য পায়,
দুর্গা বলি উঠিল তখন।
আনন্দে পুলক অতি, ইতস্তত গতাগতি,
করে সদা আনন্দিত মন॥
বেলা ছয় দণ্ডাতীত, আমি তথা উপনীত,
মোরে সব কহিল বিস্তার।
শুনি সে সব বচন, বিচারিনু কতক্ষণ,
বিশ্বাস না হইল আমার॥
কি ভাবে রচিব তার, গ্রন্থ হবে কি প্রকার,
তত্ত্ব নহে বিশেষ বিস্তার।
এই স্বপ্ন কিছু নয়, বায়ু স্বভাবেতে হয়,
মিথ্যা জ্ঞান হইল সবার॥
এই যুক্তি হৈলা সার, নিশাকালে পুনর্ব্বার,
মোরে দেবী কহেন স্বপনে।
সন্দেহ নাহিক ইথে, কর গীত মোর প্রীতে,
সত্য স্বপ্ন দেখেছ নয়নে॥
মিথ্যা বোধ নাহি কর, আমার আদেশ ধর,
প্রকাশহ দশভুজা তত্ত্ব।
দুর্গোৎসব প্রকর্ষণ, দুই কালে নিরূপণ,
বিস্তারিত সকল মহত্ত্ব॥
মার্কণ্ডেয় প্রকাশিলা, ভাগুরিরে বলেছিলা,
রচ তুমি সেই অনুসার।
সংস্কৃত শব্দে তাই, ভাষায় সঙ্গীত নাই,
তুমি ভাষা করহ বিস্তার॥
ইহা বলি কাত্যায়নী, অদর্শনা নারায়ণী,
চেতন পাইয়া উঠিলাম।
নৃসিংহ কহিল যাহা, বিশ্বাস হইল তাহা,
আসিয়া তাঁহারে কহিলাম॥
নৃসিংহের আনন্দোদয়, অন্যে না করে প্রত্যয়,
তবে পত্রাবলী কৈল পটে।
ধর্ম্মে পত্রে উঠে তায়, সকলে বিস্ময় যায়,
নিত্য নিত্য নরাঙ্কিতে রটে॥
মাঘ মাসে তৃতীয়ায়, আরম্ভিনু কবিতায়,
পূজিয়া শারদা শ্রীচরণে।
কলিকালে এ ব্যাপার, বিশ্বাস না হবে কার,
জানেন চণ্ডিকা সব মনে॥
সুবুদ্ধি সাধ যেই, যথার্থ মানিবে সেই,
অকৃতজ্ঞ কি জানিবে মর্ম্ম।
স্বেচ্ছাময়ী অম্বিকার, নিরাঙ্কুশা ক্রিয়া যার,
কালাকালে নহে তার কর্ম্ম॥

১। অচিরে—ক্ষণকালের মধ্যেই। ২। গুরুতর—ভারী, অসম্ভব ; সহজসাধ্য নয়।

সর্ব্ব শক্তিময়ী তারা, পরাৎপরা ভবদারা,
বিফলে ফলদা কাত্যায়নী।
মূকে[1] করেন মুখর, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর,
সর্ব্ব মূলাধার নারায়ণী॥

আসর বন্দনা।

কালিকে করুণা কর দেখ অকিঞ্চন[2]।
নাহি জানি ভজন সাধন অভাজন॥
অতি মূঢ়মতি তব চিন্তায় রহিত।
অসম্ভব আমা হৈতে সঙ্গীত রচিত॥
আমি কি বর্ণিতে পারি তব গুণগান।
শেষ নাহি জানে বিধি বিষ্ণু ত্রিনয়ান॥
আমা হৈতে নাহি হয় এ সব বিস্তার।
তবে যে হইল ইচ্ছা নিতান্ত তোমার॥
গানি বাণী পানি হৈয়ে করি শুন গান।
শেষ রাখ কাত্যায়নী বচন প্রমাণ॥
তোমা বই ভরসা নাই তব পদ সার।
অনুগত জনে কালী কর অঙ্গীকার॥
যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ উঠ যোগমায়া।
সেবক স্মরণ করে দেহ পদছায়া॥
ছাড়িয়া কৈলাস গিরি মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠান।
আসরে করিয়া ভর শুন নিজ গান॥
শঙ্করে করিয়া সঙ্গে সহ আবরণ।
অষ্ট শক্তি স্ববাহনে গুহ[3] গজানন॥
ক্রমে অধিষ্ঠান কর দিন পঞ্চদশ।
শুন মা দক্ষিণ কর্ণে সঙ্গীত সুরস॥
অকাল বোধনে পূজা অকালে কীর্ত্তন।
সেবকের অনুরোধে কর মা শ্রবণ॥
তোমার মহিমা ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত হয়।
এ তিন ভুবনে তারা তব পূজা হয়॥
বলি হোম ধূপ দীপে পূজে সর্ব্বজন।
আমি হীন নাহি পারি পূজিতে চরণ॥
আশা নিবারিতে কালী রচিলাম গীত।
শুনিয়া সেবকে কালী হও মনঃপ্রীত॥

অন্যথা না কর মা আসর ছাড় যদি।
সেবকের হত্যাভাগী শিবের সপদি॥
শশী শিরোমণি শিরে শঙ্কর-বনিতে।
কৃপা কর গিরিসুতে হও কৃপান্বিতে॥
নিতান্ত সঁপিনু মন তোমার চরণে।
রক্ষ গিরিসুতে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে॥

গ্রন্থ আরম্ভ।

রাগিণী কালকোষ,—তাল তিওট।

কহ কহ গুরু তোমারে সুধাই।
কি সাকারা তারা তারা তত্ত্ব আমি চাই। ধ্রু।

সপ্ত-কল্পান্তরী-জীবি মার্কণ্ডেয় মুনি।
তপস্বী পরম ধীর পুরাণেতে শুনি॥
ভাগুরিরে কহিলেন দেবীর মাহাত্ম্য।
শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী পরম পদার্থ॥
নিরাকার সাকারা হইলা সেইরূপে।
সমাশ্রিত সংসার তাহার লোমকূপে॥
মায়ার মহত্ত্ব আর সংসার কারণ।
মহামায়া প্রভাবে জগৎ নিরূপণ॥
সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান সর্ব্ব ব্যাপী যিনি।
ষড়চক্রে[4] স্তুতি ভেদ আবির্ভাব তিনি॥
মায়া যোগে দেহী হৈতে দেহের ধারণ।
ভূতেন্দ্রিয় সবশের শক্তি যে কারণ॥
সাড়ে তিন কোটি নাড়ী সূক্ষ্মরূপে রয়।
স্থূল নাড়ী চতুঃষষ্ঠি তাহাতে নির্ণয়॥
প্রধান বহিত্র নাড়ী সবার আধার।
আধারের আধার পঞ্চ নাড়ী তার॥
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না অমৃত সৌ আর।
নিশ্বাসের অধিষ্ঠাত্রী তিন নাড়ী আর॥
হংস বীজ তন্ত্র করে প্রমাণ গণন।
সৌনাড়ী স্থিতিরূপা অমৃত জীবন॥
সুষুম্না দেখহ ঘট পদ্মের মৃণাল।
ইড়া পিঙ্গলাতে বেড়া তাহাতে মিশাল॥
গুহ্য লিঙ্গ নাভি হৃদি তালুকা কপালে।
শক্তিরূপে যোগমায়া যোগাযোগ-কালে॥

১। মূকে—বোবাকে। ২। অকিঞ্চন—নির্ধন, দরিদ্র। ৩। গুহ—কার্ত্তিক। ৪। ষড়চক্রে—যোগশাস্ত্রোক্ত দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত পদ্মাকার ছয়টি চক্র; যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

মায়ার প্রভাব বিনা শরীর না বয়।
অতএব শক্তিসার জানিবে নিশ্চয়॥
শক্তিহীন জীবের জীবন নাহি থাকে।
শক্তিহীন হৈলে দেখ কেবা রাখে কাকে॥
বুদ্ধি বাক্য বিদ্যা বাদ্য গমনাদি যত।
সকল জানিবে সার শক্তি অনুগত॥
শিবশক্তি কদাচ না রহে ছাড়া শিব।
শক্তিযুক্ত বিপরীত মহেশ্বর জীব॥
সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ শুনহে ব্রাহ্মণ।
সুরত[1] ব্যতীত নাহি মুগ্ধ হয় মন॥
মায়া আচ্ছাদিয়া সৃষ্টি করিবার যোগে।
শিবশক্তি নাভিপদ্মে সর্ব্বদা সম্ভোগে॥
এই তত্ত্বে অস্ত্রে তারা পতির আদেশ।
ত্রিগুণে জড়িত জীব বিষয়ে আবেশ॥
শক্তি সৌর[2] শৈব গাণপত্য[3] যে বৈষ্ণব।
শক্তি অনুগত শক্তি জানিলাম সব॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ভাগুরির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আবর্ত্তন।

শুনিয়া ভাগুরি কয়, মাহাত্ম্যেতে সমুদয়,
বিস্তারিত করেছি শ্রবণ।
অতেব সে সব আর, না কহিও পুনর্ব্বার,
আর তত্ত্ব কহ তপোধন॥
দেবীর শারদা পূজা, সহস্রেতে দশভুজা,
কিবা ধ্যান মন্ত্রাদি কেমন।
নবম্যাদি কল্প তাঁর, প্রতিপদী কল্প আর,
ষষ্ঠি সপ্তম্যাদি কি কারণ॥
এক পূজা কল্পচারি, প্রকারে বুঝিতে নারি,
বোধনের করাও বোধন।
এই সব দেবীপুরে, চৈত্রকল্প নাহি ধরে,
বোধনে নাহিক নিরূপণ॥
চৈত্রমাসে দশভুজা, কোন জন কৈল পূজা,
পৃথিবীতে না হৈতে প্রচার।
আশ্বিনে পূজক কেবা, করিল অম্বিকা সেবা,
কহ মোরে করিয়া বিস্তার॥
কেন হইল ফের ফার, অর্চ্চনা এ চণ্ডিকার,
সন্দেহ ঘুচাও মুনিবর।
শুনিয়া ভাগুরি মুখে, মার্কণ্ডেয় অতি সুখে,
আরম্ভিল প্রশ্নের উত্তর॥
জিজ্ঞাসিলে চমৎকার, প্রশ্ন চণ্ডিকা পূজার,
শুন দেব বিধির বিধান।
শুন কল্প ভেদ তার, হইল সে যে প্রকার,
শুনিলে শমনে পরিত্রাণ॥
শারদীয় দশভুজা, চারিজনে কৈল পূজা,
অকালের কারণ বোধন।
চৈত্রমাসে তিনজন, কৈল দেবী আরাধন,
বসন্তেতে শয়ন শোধন॥
ভাগুরি মুনিরে কন, কহ ধর্ম্ম পরায়ণ,
দীন দেখে দয়ান্বিত হও।
এই যে কয়েক জনে, অম্বিকার শ্রীচরণে,
কি কারণে পূজা কৈল কও॥
মার্কণ্ডেয় ঋষি বলে, শুনে দ্বিজ কুতূহলে,
আদ্যাশক্তি প্রকৃতি অর্চ্চনা।
শ্রবণে কৃতান্ত-ভয়, কোন মতে নাহি হয়,
কালাকালে না থাকে যন্ত্রণা॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিল করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গোৎসবের কর্ত্তা নিরূপণ।

বলরে রসনা দুর্গা নাম বদনে।
ইঙ্গিতে হইবে জয়ী দারুণ শমনে॥ ধুয়া॥

কহে মার্কণ্ডেয় মুনি করহ শ্রবণ।
প্রথম বসন্তে কৃষ্ণ কৈলা আরাধন॥
তার পর বিধি পূজে সৃষ্টির কারণ।
পৃথিবীতে প্রকাশ করিল দশানন॥
বাসন্তী পূজার এই ব্যক্তি তিনজন।
পরে শারদীয়ার শুনহ বিবরণ॥
প্রথম পূজায় ইন্দ্র মৈষাসুর[4] নাশে।
মৈষে দুর্গা বিনাশ করিল অনায়াসে॥

১। সুরত—রতিক্রীড়া। ২। সৌর—সূর্য্যের উপাসক। ৩। গাণপত্য—গণপতির (গণেশের) উপাসক। ৪। মৈষাসুর—মহিষাসুর।

দ্বিতীয়ে সুরথ রাজা আরাধনা করে।
শত্রু বিনাশিল রাজ্য পাইল ধরা পরে॥
তৃতীয়ে পূজিলা রাম সমুদ্রের ধার।
সীতা উদ্ধারিলা করি রাবণ সংহার॥
চতুর্থে পূজিল ব্রজে যত গোপাঙ্গনা।
কৃষ্ণপতি প্রাপ্ত হৈবে ঘুচিবে যন্ত্রণা॥
এই রূপে প্রকাশ পাইল দেবী পূজা।
প্রতিমা করিয়ে সবে পূজে দশভুজা॥
দয়াময়ী সদয়া যাহার প্রতি হয়।
নিরাপদে থাকে শত্রু পদে পদে ক্ষয়॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে কহ তপোধন।
প্রশ্নগুলি বিস্তারিয়া করাহ শ্রবণ॥
মার্কণ্ডেয় মুনি বলে অপূর্ব্ব আখ্যান।
প্রকার প্রস্তাব শুন পূজার বিধান॥
গোলোকে গোলোকনাথ ব্রহ্ম সনাতন।
আদি ভগবান হরি রাধিকারমণ॥
বিশ্ব শূন্য একা সেই পুরুষ প্রধান।
অন্য বস্তু নাহি আর এক ভগবান॥
গোলোকে বিরাজাধারে শ্রীরাস মণ্ডলে।
দ্বিধারূপে শ্রীহরি হইলা কুতূহলে॥
বামাঙ্গ রাধিকা হৈল সুরূপসী অতি।
তাহাতে বিহারাসক্ত হইল শ্রীপতি॥
কন্দর্পের জন্ম নাই ভাবিয়া তখন।
কিরূপে হইবে আজি সুরত রমণ॥
মায়া বিনা বিমোহিত হৈবে কিসে মন।
নিরাকার মায়ায় নাহিক নিরূপণ॥
অতেব চিন্তিত হৈলা দেব নারায়ণ।
সাকারা করিতে তাঁরে চিন্তিত তখন॥
মুখ হইতে উৎপত্তি করিল চারি বেদ।
যাহাতে পাইলা জগতের বস্তুভেদ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥
স্তব কৈলা নারায়ণ দেবীর বিস্তর।
তুষ্টা হয়ে শঙ্করী ধরিলা কলেবর॥
সহস্রেক ভুজ নানা শস্ত্র প্রহরণ।
কৃষ্ণের অগ্রেতে দেবী দিলা দরশন॥

আবরণ অঙ্গ হৈতে করিলা আপনি।
ভৈরবী নায়িকা শক্তি যোগিনী ডাকিনী॥
প্রকৃতি জন্মিল সব শস্ত্র প্রহারিণী।
সাবিত্রী কমলা বাণী জগন্নিস্তারিণী॥
পূর্ব্ব কল্প ভেদমতে হইলা শঙ্করী।
মহিষমর্দ্দিনী-রূপ বাহন কেশরী[১]॥
নৃত্য করে দুই পাশে অতি কুতূহলে।
শারদা কমলা ফুল কমলের দলে॥
কার্ত্তিক গণেশ স্ববাহনে করি ভর।
দুই দিকে অবস্থিতি দেখিতে সুন্দর॥
মধ্যে দেবী দশভুজা হইলা তখন।
ভয়ঙ্করী দানবেরে করিতে নিধন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অঙ্কুশধারিণী।
অসিচর্ম্ম[২] বজ্রঘণ্টা কার্ম্মুক[৩] শূলপাণি॥
বাম করে দৈত্যকেশ সপাশ ধারিণী।
যাম্যে শূলে দানবের হৃদি বিদারিণী॥
অতসী কুসুম সম শরীরের শোভা।
শরদিন্দু পূর্ণ কোটি বদনের প্রভা॥
জটাজূট মুকুট ধবল[৪] শশীভালে।
ঝলকে ললাটে ভাল অলঙ্কার জালে॥
নানা আভরণ শোভা করে কলেবরে।
বালা তাপে তাহার কিরণ জ্যোতি ধরে॥
দেবীর অঙ্গেতে সব মলিন আকার।
কোটি সূর্য্য সম তেজ ঝলকে যাহার॥
রক্তবস্ত্র পরিধান মায়ার অঞ্চল।
দেখিয়া রূপের ছটা গোলোক চঞ্চল॥
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইলা তখন।
ইচ্ছায় করিল সব দেবতা সৃজন॥
মায়া আচ্ছাদন কৈলা মায়া কুতূহলে।
মোহিত করিলা যোগে দেবতা সকলে॥
মহা মহোৎসব সমারোহ করি অতি।
করিলা দেবীর পূজা গোলোকের পতি॥
স্তব কৈলা কেশব করিয়া সবিনয়।
তুষ্টা হৈয়া তারিণী কৃষ্ণের প্রতি কয়॥
কি নিমিত্তে এই স্তব করিলে আমারে।
বিস্তারিয়া কহ, বর দিব হে তোমারে॥

১। কেশরী—সিংহ। ২। অসিচর্ম্ম—খড়্গ বা খাঁড়া এবং ঢাল। ৩। কার্ম্মুক—ধনুক। ৪। ধবল—শ্বেত; শ্বেতবর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবী করি নিবেদন।
অনুপায় দেখিয়াছি বিশ্বের কারণ॥
সৃষ্টি হেতু করিলাম অর্চ্চনা তোমায়।
অম্বিকা আশ্রয় হও বারেক আমায়॥
অনাসক্ত[১] চিত্ত মোর মোহ মায়া হীন।
মায়াবোধ বিনে কাম হইয়াছে ক্ষীণ॥
আবির্ভূত হয়ে তারা কর যোগাযোগ।
আবেশেতে হয় যেন প্রকৃতি সম্ভোগ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী হৈলা অদর্শন।
রাধাকৃষ্ণ করিলা বিহার সেইক্ষণ॥
কালে রাধা-গর্ব্ভে মহাবিরাট উৎপত্তি।
চতুর্ভুজ পীতাম্বর কিরীটবিভূতি॥
কৃষ্ণের বরেতে হৈল বিশ্বের আধার।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহে রোমকূপে যাঁর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

১। অনাসক্ত—আসক্তি (ইচ্ছা) হীন।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

দ্বিতীয় খণ্ড।

অথ সৃষ্টি নিরূপণ আবর্ত্তন।

বিশ্বশূন্য দেখি ছলে, কারণে বটের দলে,
মহাবিষ্ণু করিলা শয়ন।
নিদ্রারূপে হরজায়া, আবির্ভাব যোগমায়া,
সমাচ্ছন্ন তাহার নয়ন॥
নিদ্রায় অবশ হরি, দেখি চিত্তে মহেশ্বরী,
সৃষ্টি করিবারে কৈল মন।
বিষ্ণুর ঈক্ষণ[1] ছলে, গর্ত্ত ধরি কুতূহলে,
তিন গুণে করিলা সৃজন॥
বিষ্ণু নাভিপদ্মে বাস, করিতে বিধির আশ,
পদ্মোপরি মূর্ত্তি প্রবেশিলা।
বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভব, মধুকৈটভ দানব,
বিধাতারে গ্রাসিতে চলিলা॥
সময়ে কমলোদ্ভব[2], করিলা নিদ্রায় স্তব,
বিষ্ণুদ্বারা বিনাশিলা মাতা।
তার মাংসে বসুমতী, জলে কৈল নিবসতি,
দেখে চিন্তা করেন বিধাতা॥

শূন্য হৈতে কন মাতা, তপস্যা করহ ধাতা,
সৃষ্টি হেতু জনম তোমার।
ব্রহ্মা ভাবে অপরূপ, নাহি দেখে কোনরূপ,
কেবা হেথা কহে চমৎকার॥
মুখে নাহি সরে ভাষ, বহে ঘন ঘন শ্বাস,
তাহে হরি হৈল অবতার।
ব্রহ্মায় অভয় দিয়ে, জলে প্রবেশিল গিয়ে,
হয়ে দিব্য শূকর আকার॥
আদি দৈত্য ধরাপক্ষ, বিনাশিয়া হিরণ্যাক্ষ,
দন্তে করি ধরা উর্দ্ধারিলা।
অনন্ত হইলা হরি, কূর্ম্ম হয়ে পৃষ্ঠে করি,
নিজ শিরে ধরণী ধরিলা॥
তাহে ব্রহ্মা করি দৃষ্টি, আরম্ভ করিলা সৃষ্টি,
গিরি দরী[3] সাগর কানন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, দিক্ বিষ্ণুপদ তল,
দিবা সন্ধ্যা যামিনী সৃজন॥
সত্ব তমঃ দুইজন, আসি দিলা দরশন,
সঙ্গে করি যতেক অমর।
দেখে তবে প্রজাপতি, সমাদর করে অতি,
বসাইল পুলক অন্তর॥

১। ঈক্ষণ—দর্শন। ২। কমলোদ্ভব—বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভব বা জাত ; ব্রহ্মা। ৩। দরী—পর্ব্বতগুহা।

সৃষ্টি করে পুনর্ব্বার, পক্ষ মাস অয়ন আর,
বর্ষ দণ্ড পল অনুপল।
বার তিথি ঋক্ষ[১] যোগ, করিলে সুসম্ভোগ,
কালাকাল যে আদি সকল॥
সৃজন হইল সব, সানন্দে সরোজোদ্ভব,
দেবগণে দিল বাসস্থান।
আনন্দিত হয়ে অতি, অতঃপরে প্রজাপতি,
যুগাদির কৈলা অধিষ্ঠান॥
প্রজা সৃষ্টি করিবার, চিন্তা হৈল বিধাতার,
শিবেরে করিলা অনুমতি।
শঙ্করের সৃষ্টি শুন, স্বভাবেতে তমোগুণ,
পিশাচের করিল উৎপত্তি॥
গুহ্যক বেতাল তাল, ভূত প্রেত দানা কাল,
রুদ্র ভদ্র ভৈরব চারণ।
ব্রহ্ম রাক্ষস করঙ্গি, সিদ্ধি নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গি,
সিদ্ধি ঝুলি বৃষভ বাহন॥
ভস্ম সিদ্ধি বাঘাম্বর, শূল শিঙ্গা বিষধর,
ডম্বরু ধুস্তুর ফল ফুল।
শিবের দেখিয়া সৃষ্টি, টলমল করে সৃষ্টি,
পদ্মযোনি ভয়ে সমাকুল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

প্রজা অস্থির সনকাদির নৈরাশ।

তারিণী একি ঠেকাইলে দায়।
পড়িনু বিপদে প্রজা রাখা নাহি যায়॥ ধুয়া॥

শিবের নিবর্ত্ত করি নারায়ণে কন।
অতঃপর তুমি কর প্রজার সৃজন॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব নারায়ণ।
আপন আকৃতি প্রজা করিলা সৃজন॥
শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র ধর।
কিরীট[২] কুণ্ডল ভূষা[৩] অতি মনোহর॥
অন্য রূপ সৃষ্টি করিবারে নাহি পারে।
দেখিয়া চিন্তিত ব্রহ্মা কহিলেন তাঁরে॥
আর সৃষ্টি করিবার নাহি প্রয়োজন।
যে সৃষ্টি করিলে তাই লহ দুইজন॥
নারায়ণ মহেশ্বর দুই আত্মারাম।
সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে করি গেল নিজ ধাম॥
হরি হরে হিরণ্যগর্ভ্তার হৈল রোষ।
আপনি করিছে সৃষ্টি করিয়া আক্রোশ॥
স্থূল তিন ঋতু আগে করে পদ্মাসন।
হেমন্ত ও গ্রীষ্ম বর্ষা এই নিরূপণ॥
চারি চারি মাসে তিন ঋতুর গণন।
হেমন্ত প্রথম ঋতু ব্রহ্মার সৃজন॥
হেমন্তের আদি বন্যা ধনু তার শেষ।
পরে গ্রীষ্ম আর বর্ষা গণনা বিশেষ॥
তার অন্তঃপাতি তিন ঋতু অভিমৎ।
শিশির বসন্ত আর বিশেষ শরৎ॥
গ্রীষ্মের আদ্যভাগ দু'মাসে শিশির[৪]।
অন্তঃভাগ বসন্ত আছয়ে এই স্থির॥
অমাবস্যা বরিষা না হয় অপ্রমাণ।
হেমন্তাদ্য দুই মাস শরৎ বিধান॥
কোন কল্পে ঋতু ভেদ ছিল নিরূপণ।
হেমন্তে আদ্য মাস বৃশ্চিক বর্ণন॥
সে সব প্রভেদ বল কি কার্য্য আমার।
উপস্থিত যাহা হয় বিধান তাহার॥
আশ্বিনাদি হেমন্ত আপনি প্রজাপতি।
ক্রোধযুক্ত হৈল অতি হরি হর প্রতি॥
উৎপত্তি হইল মনে প্রথমে সনক।
দেখিল জননী নাই একাকী জনক॥
বিবেক হইল অতি ধর্ম্মে জন্মে রতি।
ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাযোগী সুনির্ম্মল মতি॥
সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা করিলা আদেশ।
না শুনিয়া কাননেতে করিলা প্রবেশ॥
তাহাতে ব্রহ্মার কোপ হৈল অতিশয়।
বিবেচনা করিতে আশ্বিন গত হয়॥

১। ঋক্ষ—নক্ষত্র। ২। কিরীট—মুকুট। ৩। ভূষা—ভূষণ। ৪। শিশির—শীত।

সানন্দ জন্মিল অতি দেখিতে সুন্দর।
উৰ্দ্ধরেতাঃ[১] মহাযোগী যোগেতে তৎপর॥
ব্রহ্মা আদেশিল তারে সৃষ্টির কারণে।
না শুনিয়া পিতৃআজ্ঞা তপে গেল বনে॥
দেখিয়া ব্রহ্মার কোপ জনমিল তায়।
ভাবিতে চিন্তিতে তুলা গত হয়ে যায়॥
সনৎকুমার পরে লইল জনম।
উৰ্দ্ধরেতাঃ মহাযোগী তপস্বী পরম॥
কৃষ্ণ প্রতি মতি হৈলা নিরুপম অতি।
ধার্ম্মিক ধর্ম্মের সেতু হৈল কৃষ্ণ প্রতি॥
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবারে।
শুনিয়া অবজ্ঞা ঋষি করিল ব্রহ্মারে॥
তৃণ তুল্য বাক্য তাঁর করিল লঙ্ঘন।
যোগ আরাধিতে বনে করিল গমন॥
তাহাতে বিধির অতি ক্রোধ জন্মিল।
ভাবিতে বৃশ্চিক সাঙ্গ ধনু প্রবেশিল॥
সনাতন চতুর্থে জন্মিল আসি ছলে।
কোটি সূর্য্য সম তেজ অগ্নি হেন জ্বলে॥
মহাজ্ঞানী নাহি গেল বিধাতার সৃষ্টি।
সনাতন সে আজ্ঞায় না হইল তুষ্টি॥
মহাজ্ঞানী নাহি গেল বিধাতার মতে।
তিন ভাই যে পথে চলিল সেই পথে॥
দেখিয়া ব্রহ্মার বড় হইল হুতাশ।
যারে করি সৃষ্টি সেই যায় বনবাস॥
অনুপায় সৃজনে ঠেকিনু ঘোর দায়।
কোন জনে স্থাপনা নাহিক করা যায়॥
ভাবিয়া না পাই কিছু হায় কি করিব।
ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি কি রূপে পালিব॥
ধনু গত হৈল আসি প্রবেশ মকর।
ব্রহ্মার মনেতে চিন্তা বাড়িল বিস্তর॥
বরাহ কল্পের শেষ হইল আসিয়ে।
পৃথিবী হইল শূন্য প্রজার লাগিয়ে॥
কেমনে রহিবে প্রজা ভাবিয়া না পাই।
ঠেকিনু বিষম দায় কোনোপায় নাই॥
কুম্ভ মাস গত হৈল বরাহের শেষ।
ভাবিয়া অস্থির বিধি হইলেন শেষ॥
ভ্রান্তিতে জন্মিল ভ্রম সদা মনোভ্রম।
সৃষ্টি রাখিবার কিছু নাহি হয় ক্রম॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রহ্মার প্রতি দৈববাণী আবর্ত্তন।

বিধাতা ভাবেন মনে, চৈত্র মাস আগমনে,
ধরা খরা রবির কিরণে।
ঈশ্বরের নাহি দৃষ্টি, প্রজা হানি হয় সৃষ্টি,
কেবা জন্মাইবে তুষ্ট মনে॥
ভাবিয়ে না পাই নীত, অন্য সৃষ্টি অনুচিত,
প্রজা বিনে সব বিপর্য্যয়।
অরণ্য অর্ণব নীর, সৃজনে নাহিক স্থির,
নর বিনা কার্য্য সিদ্ধি নয়॥
ঈশ্বরে করিয়া ধ্যান, তেয়াগিয়ে বাহ্যজ্ঞান,
সৃষ্টিকর্ত্তা চিন্তা করে অতি।
হেনকালে শূন্যবাণী, কহিলেন চক্রপাণি,
আরাধনা কর ভগবতী॥
বিনা সে মায়ার দৃষ্টি, রাখিতে নারিবে সৃষ্টি,
তুষ্টিরূপা দেবী কাত্যায়নী।
সর্ব্বত্র ব্যাপিনী শক্তি, স্মরিলে সঙ্কটে মুক্তি,
তার ভক্তি সুফল দায়িনী॥
শুনিয়া দেবের কথা, বিধাতা তুলিয়া মাথা,
উৰ্দ্ধদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় কারে, নয়ন পূর্ণিত নীরে,
স্তব করি কহেন তখন॥
আদেশে করিলে উক্তি, অর্চ্চনা করিতে শক্তি,
অনবিজ্ঞ অনুক্রম তার।
কিবা ধ্যান কিবা তন্ত্র, কিরূপ তাহার মন্ত্র,
কহ তত্ত্ব করিয়া বিস্তার॥

১। উৰ্দ্ধরেতাঃ—শুক্রসংযমকারী এবং স্ত্রীসম্ভোগ বিরত যোগী।

শুনি তারে নারায়ণ, বিশেষ করিয়া কন,
শুন বিধি পূজার বিধান।
চৈত্র মাসে ষষ্ঠী তিথি, শুক্লে নিশাপতি স্থিতি,
দেবীরে করিবে অধিষ্ঠান॥
সন্ধ্যাকালে বিল্বদলে, অধিবাস কুতূহলে,
করিবে মানস করি স্থির।
সে নিশা করিয়ে সায়, সপ্তমীতে পুনরায়,
আরাধনা করিবে দেবীর॥
মৃন্ময়ী প্রতিমা করি, পূজিবে হে মহেশ্বরী,
চতুর্থাহে সঙ্কল্প করিয়া।
অষ্টমীতে দশভুজা, মহাষ্টমী সন্ধিপূজা,
ধূপ দীপ বলিদান দিয়া॥
নবমী করিয়ে সাঙ্গ, বলি হোম অর্চ্চনাঙ্গ,
দক্ষিণান্তে কর্ম্ম সমর্পণ।
দশমীতে কুতূহলে, প্রতিমা অর্পিবে জলে,
দেবীরে করিয়া বিসর্জ্জন॥
এই নিয়মেতে পূজা, করিবে হে দশভুজা,
শিব শক্তি সুপ্রসন্না হবে।
উপায় তোমার তারা, সৃষ্টি করিবার ধারা,
করিয়া দিবেন প্রজা সবে॥
অনন্ত অচিন্ত্য কায়, এতেক বলিয়া তায়,
শূন্য হৈতে দিলেন পদ্ধতি।
উপায় ব্রহ্মারে কয়ে, হরি অন্তর্দ্ধান হয়ে,
অহি তরে করিলা বসতি॥
পদ্ধতি পাইয়া ধাতা, পূজিতে জগত-মাতা,
নিষ্ঠা হৈল নিতান্ত তাঁহার।
নিমন্ত্রিয়ে দেবগণে, আনিলেন নিকেতনে,
করিতে অর্চ্চনা অভয়ার॥
বিধিমত দ্রব্য যত, আয়োজন কৈল তত,
গৃহে কৈল মঙ্গলাচরণ।
ধ্যান দেখি মহেশ্বরী, মৃন্ময়ী প্রতিমা করি,
কৈল রত্ন বেদীতে স্থাপন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর বাসন্তী পূজা ও বিল্বাধিবাস সপ্তমী পূজা আবর্ত্তন।

চৈত্রে সৌর মধুমাস চন্দ্রে মীনরাশি।
বসন্ত সময়োদিত যত অংশে শশী॥
গোধূলি সময় কন্যালগ্নে কুতূহলে।
অধিবাস আমন্ত্রিতে বসে বিল্বতলে॥
ভক্তিভাবে আপনি পূজক পদ্মাসন।
তন্ত্রের ধারক হইলেন ত্রিলোচন॥
নারায়ণ সদৃশ রহিলা সেই স্থানে।
হেমঘট বিধিমত আরোপিল জ্ঞানে॥
ধ্যান করি পূজিলা দেবীর শ্রীচরণ।
সঙ্কল্প পূজাঙ্গ কৈলা গন্ধাদি আসন[1]॥
দুই মন্ত্রে নিমন্ত্রণ করি মহামায়া।
পরমানন্দেতে বিধি সংযত হইয়া॥
বান্ধিল পত্রিকা নব পল্লডোর দিয়া।
বেষ্টন করিল লতাপরাজিতা দিয়া॥
পরিধান করাইল বিচিত্র বসন।
বিচিত্র পীড়িতে লয়ে করিল স্থাপন॥
দেবীর দক্ষিণ দিকে গণেশের ঘট।
নব পত্রিকার স্থান তাহার নিকট॥
মঙ্গলাচরণ করে যত দেবগণ।
প্রজাপতি পুলকে পূর্ণিত অনুক্ষণ॥
বেদ উচ্চারণ আর দেবী-গুণ গায়।
গীত-বাদ্য মহোৎসবে সে রজনী সায়॥
পরদিন দিনমণি না হৈতে উদয়।
স্নান করি বিধি ভব আইল উভয়॥
সপ্তমী নক্ষত্র মূলা এ মীন লগনে।
বরণ করিল বিধি পূজি ত্রিলোচনে॥
ব্রতী হন বিরূপাক্ষ ব্রহ্মার পূজায়।
পরেতে পত্রিকা স্নান করাইতে যায়॥
করাইলা মন্ত্রে স্নান পদ্ধতি প্রমাণ।
পরে অষ্ট কলস সহস্রধারে স্নান॥
মাষভক্তবলি দিয়ে পিষি[2] বিঘ্ন করে।
আরতি করিয়া পাত্র রাখে পীঠোপরে॥

১। আসন—পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, আসন ইত্যাদি পূজার অঙ্গবিশেষ। ২। পেষণ—পিষিয়া; কোমলার্থে 'পিষি'।

পূজক আশ্চর্য্য দেবী অগ্রে কুশাসনে।
নারায়ণ রহিলেন সদৃশ্য কারণে॥
আর দেবগণ দ্রব্য করে আয়োজন।
অর্চ্চনার অনুক্রম করে পদ্মাসন॥
স্থাপিল সুবর্ণ ঘট পরিপূর্ণ জল।
আচ্ছাদে পল্লব পঙ্কে সহিত শ্রীফল॥
দধি দূর্ব্বাক্ষত মাখাইল তার গায়।
জল শুদ্ধি তীর্থ আবাহন কৈল তায়॥
সঙ্কল্প করিয়া পরে কামোল্লেখ করি।
করিল আসন শুদ্ধি পার্ব্বতী সঙরি[১]॥
ধ্যান পড়ি আপনার শিরে দিয়ে ফুল।
মানসে পূজিল দেবী সকলের মূল॥
মন্ত্রে আবাহন কৈল ঘটে চণ্ডিকার।
করিল মাতৃকান্যাস অঙ্গন্যাস আর॥
পীঠাদি করাঙ্গন্যাস আর ভূতশুদ্ধি।
প্রাণায়াম ব্রহ্মবীজ পাঠ ঋত ঋদ্ধি॥
নারায়ণ সহ মন্ত্রে দিলেক অধীষ্ঠা।
করিল চক্ষুর দান জীবন প্রতিষ্ঠা॥
ঘটের নিকটে বিধি রাখিয়া দর্পণ।
প্রতিমূর্ত্তি তাহে সবে করে দরশন॥
মন্ত্রের করায় স্নান বিধি বেদাচারে।
আরম্ভিল দেবী পূজা যোড়শোপচারে॥
আসনাদি বন্দনান্ত করি আরাধনা।
পরে কৈল সেই রূপ সগণ অর্চ্চনা॥
আদেশিলা নৃসিংহ দাসের নরাঙ্কিতে।
কবিরত্ন রচিলেন চণ্ডিকার প্রীতে॥

কাত্যায়নীর স্তব।

রাগিণী পরজ খাম্বাজ,—তাল খয়রা।

নিস্তার তারিণী ভবভয় বারিণী কলুষ হারিণী
কলি কলেবর কারিণী॥ ধ্রু॥

বিধিমতে ধাতা, পূজে বেদমাতা,
ধূপ দীপ উপহারে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, বিনয় করিয়া,
স্তব করে চণ্ডিকারে॥

জয় জয় তারা, ত্রিভুবন সারা,
চণ্ডিকা চণ্ডদায়িকে।
ত্রিলোকতারিণী, মোহনকারিণী,
বিফল ফলদায়িকে॥
গদিনী চক্রিণী, শূলিনী, শঙ্খিনী,
খড়্গিনী শক্তি ধারিণী।
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিনী, সৃজন রূপিণী,
স্থিতি প্রলয় কারিণী॥
সর্ব্বাশ্রয় দীপ্তি, শক্তি মুক্তি তৃপ্তি,
ব্যাপ্তি প্রাপ্তিতে অনিমে।
অক্ষরাধিষ্ঠাত্রী, হলবর্ণ ধাত্রী,
সাবিত্রী তুমি গো ভীমে॥
মাত্রামাত্রা রূপা, উচ্চার্য্য স্বরূপা,
অনুচ্চার্য্য তুমি মাতা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ধর্ম্ম, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম,
শুভাশুভ ফলদাতা॥
তুমি বসুন্ধরা, অহিরূপে ধরা,
ধীরা হয়ে গো ধারিণী।
জল স্থলাকাশ, তোমাতে প্রকাশ,
তুমি ব্রহ্মাণ্ড তারিণী॥
শাস্ত্রাশাস্ত্র বেদ, তন্ত্রমন্ত্র ভেদ,
ছেদাচ্ছেদ ছন্দরূপা।
শ্রোতা বক্তা তুমি, কি বলিব আমি,
ত্বমেকা বস্তু অনুপা॥
হরি হর তব, গর্ভ্ভ সমুদ্ভব,
মম শরীর গ্রহণ।
কহিতে নিপুণ, নাহি তব গুণ,
বিগুণ মম বচন॥
যদি ছন্দপাত, দোষে অবঘাত,
মহিমা কহিতে হয়।
আমি সুনির্ব্বোধ, না করিহ ক্রোধ,
জ্ঞান মা তাদৃশ নয়॥
পূজা অঙ্গহানি, হইলে চক্রপাণি,
অপরাধ নাহি লও।
বালকের দোষে, মাতা নাহি রোষে,
অতেব সন্তোষ হও॥

১। সঙরি—স্মরণ করিয়া।

তোমার মহত্ত্ব, যথার্থ যে তত্ত্ব,
কে জানিতে বল পারে।
না ধর আকার, তথাপি সাকার,
হয়ে নিস্তার সবারে॥
চক্ষু নাহি ধর, সৃষ্টি দৃষ্টি কর,
মন্ত্রহীন কথা কয়।
নিজ লোমকূপে, বুদ্ধি সাক্ষিরূপে,
সর্ব্ব ঘটে ঘটে রও॥
হস্ত পদ নাই, তুমি সর্ব্ব ঠাঁই,
সর্ব্ব কর্ম্ম কর তারা।
কিরূপে তোমার, তুল্য হওয়া ভার,
ভেবে জীব হয় সারা॥
আমি অতি দীন, হইয়াছি ক্ষীণ,
কর কৃপাবলোকন।
সৃষ্টির উপায়, কহ না আমায়,
প্রজা করিতে সৃজন॥
পড়িয়া বিপাকে, ডাকি মা তোমাকে,
দয়া কর দীনহীনে।
কে করে নিস্তার, বল তারা আর,
তনয়ে জননী বিনে॥
জনম আমার, উদরে তোমার,
সৃষ্টি করিতে কহিলে।
সে কথায় পুষ্টি, বৃথা হৈল সৃষ্টি,
মিথ্যা না থাকিবে হলে॥
এইরূপে স্তব, সরোজ-সম্ভব,
করি দেবী চণ্ডিকায়।
শিবেরে কহিল, পূজাতো হইল,
আর কিবা ভুতরায়॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে,
কহিলেন কাত্যায়নী।
সঙ্গীত কলায়, দ্বিজ কবি গায়,
কালী কৈবল্যদায়িনী॥

বলির নির্ণয়।

শুনিয়া সে কথা শিব ঈষৎ হাসিল।
ইন্দু সহ যেন শতদল প্রকাশিল॥
পূজার কিছুই নাই কর পূজা সাঙ্গ।
বলিদান বিনা পূজা ভঙ্গ প্রধানাঙ্গ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ দুর্গোৎসব অনুকল্প।
মনে নাই করিয়াছ প্রথমে সঙ্কল্প॥
পূজা হোম বলিদান ব্রাহ্মণ ভোজন।
এই চারি অঙ্গ দুর্গোৎসবে নিরূপণ॥
একাঙ্গ হইলে পূজা তিন অঙ্গ রয়।
পদ্ধতিতে প্রমাণ লিখন সমুদয়॥
বলিদান করিতে হইবে প্রজাপতি।
উৎপত্তি নাহিক জীব[১] কি হবে সম্প্রতি॥
না হইল পূজা সাঙ্গ এ কর্ম্ম মলিন।
হতযজ্ঞ পাপজন্মে ক্রিয়া ফলহীন॥
লক্ষ বলি দিবে পদ্ধতিতে লেখা আছে।
তাহা দিলে ফলপ্রাপ্তি চণ্ডিকার কাছে॥
লক্ষ থাক সম্প্রতি পাইলে চতুষ্টয়।
অঙ্গের সে জন পূজা ফল প্রাপ্তি হয়॥
শঙ্করের বচন শুনিয়া প্রজাপতি।
কহিতে লাগিল তবে সকাতর অতি॥
পূজা অঙ্গহীন হৈল কি উপায় করি।
কোথা বা পাইব বলি পূজিতে শঙ্করী॥
জীব সৃষ্টি হয় নাই কি করি বিধান।
বৃথা হৈল পূজা অঙ্গহীন বলিদান॥
ভাবিয়া অস্থির ধাতা চক্ষে বহে জল।
অধৈর্য্য হইল অতি জীবন বিফল॥
এক বলিদান বিনা পূজা হৈল পণ্ড।
অনুপায় প্রজা সৃজনেতে হৈনু ভণ্ড॥
নৃসিংহে সঙ্কটে তারা হও গো সদয়।
চণ্ডিকার প্রীতে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

১। জীব—জীবের (প্রাণীর) তখন উৎপত্তি (সৃষ্টি) হয়নি। তারজন্য বলি (এস্থলে পশু বা প্রাণী বলি) দানে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

বলি নিমিত্তক ব্রহ্মার বিলাপ।

রাগিণী সুরট মল্লার,—তাল আড়া।

এখন বল ত্রিপুরারি কি উপায় করি।
কোথা পাইব বলি পূজিতে শঙ্করী॥ ধুয়া॥

মনস্তাপ যথোচিত অনুচিত সব।
ব্যাঘাত ঘটিল ঘোর বিপরীত ভব[১]॥
শঙ্করী কি ঠেকাইল সঙ্কটে আমায়।
ভগ্ন যজ্ঞপাতক কি ঘটাইল দায়॥
চিন্তায় চঞ্চল চিত্ত করিলেন স্থির।
বলি বিনা পূজা সিদ্ধ না হবে দেবীর॥
বিজ্ঞ বিধি বিবেচনা করিবেন সার।
পূজা না হইলে প্রাণে কিবা কার্য্য আর॥
কাত্যায়নী বৈমুখ হইল যেইজনে।
তাহার শরীর বৃথা জীবনে মরণে॥
শঙ্করে সম্বোধি কন শুন পশুপতি।
নিজ মুণ্ড বলি দিয়ে তুষিব[২] পার্ব্বতী॥
এ জন্মে আমার সৃষ্টি না হইল পাতন।
জন্মান্তরে কর্ম্মফলে করিব ভজন॥
এক্ষণেতে পূজা সিদ্ধ করিব আপনি।
যা হবার হবে পরে জানেন জননী॥
শুনিয়া মহেশ কন এ কেমন হয়।
চারি দিনের পূজাতো এক দিনে নয়॥
কেমনে হইবে সিদ্ধ পূজা এ তোমার।
মিথ্যা প্রাণদণ্ড করিবেন আপনার॥
ব্রহ্মা কন একদিন দেই বলিদান।
ইহাতে সম্পূর্ণ হবে কর্ম্ম সমাধান॥
শক্তি অনুসার মত পূর্ণ ফল হয়।
কার্পণ্যতা কৈলে তাতে ফল প্রাপ্তি নয়॥
আর বলি নাহি মোর দেখ বিশ্বনাথ।
এক বলিদানে কর্ম্মে না হবে ব্যাঘাত॥
শুনে শিব কন বটে শাস্ত্রের প্রমাণ।
কিন্তু তুমি প্রথম পূজায় দিলে প্রাণ॥
পূজা সিদ্ধ এক দিনে অনায়াসে হবে।
কিন্তু তিন পূজা আর অবশিষ্ট রবে॥
চারি পূজায় কাম পূর্ণ দুর্গোৎসব নাম।
বল বিধি তাহাতে তো না পূরিবে কাম॥
সর্ব্বার্থ অনর্থ অঙ্গহানি নাহি হয়।
সুসিদ্ধ হইয়া ফল না ঘটে উভয়॥
আর বলি নাহি মোর দেখ পঞ্চানন।
এক বলিদানে চারি পূজা সমাপন॥
জীবন পর্য্যন্ত সংখ্যা হইল যখন।
ফলের ব্যাঘাত যেন না হবে তখন॥
যা হকু তা হকু শুদ্ধ অশুদ্ধ বিধান।
আমার কর্ত্তব্য নিজ মুণ্ড বলিদান॥
নিতান্ত বুঝিয়া নিষ্ঠা নীলকণ্ঠ কন।
তবে কর মহাশয় খড়্গ আরাধন॥
সিন্দূর লেপিয়া বীজ করিল লিখন।
ধ্যান পড়ি অর্চ্চিলেন কমলনন্দন॥
ধূপদীপ গন্ধাদি নৈবেদ্য নিবেদিয়ে।
বলির অর্চ্চনা করে পার্ব্বতী ভাবিয়ে॥
আপনারে দিল ফুল গন্ধাদি লেপন।
মন্ত্র পড়ি খড়্গে কৈল গ্রীবার স্পর্শন॥
রাখিল খর্পর[৩] অগ্রে কদলীর দলে।
ফলযুক্ত শঙ্কর করিলা কুতূহলে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রহ্মার স্বমুণ্ড বলিদান।

রাগ মঙ্গল,—তাল ছোট চৌতাল।

কৃপাণ করতলে, ধরিয়া কুতূহলে,
বিধাতা কহিছে শঙ্করে।
শুনহে ত্রিপুরারি, লইয়ে এসো বারি,
দেহ আমার কলেবরে॥
যত দেবতা মেলি[৪], ডাকিবে দুর্গা বলি,
সঘনে করতালি দিয়ে।
আমারে বেড়ে রও, অন্তর নাহিক হও,
নাচিয়ে ডাক মা বলিয়ে॥

১। ভব—শিব। ২। তুষিব—তুষ্ট (সন্তোষ) করিব। ৩। খর্পর—খড়্গ, অসি। ৪। মেলি—মিলিত হইয়া।

মহেশ বিধি বলে, কৃপাণ দিল গলে,
কাটিয়া ফেলে নিজ শির।
মস্তক ভূমে ঠেকে, মা মা বলি উঠে ডেকে,
খর্পরে পড়িল রুধির[১]॥
কবন্ধ খর্পর নেয়, রুধির মাকে দেয়,
সমাংস করি নিজ কায়।
প্রদীপ জ্বালি মাথে, তুলিয়া নিল হাতে,
আরতি করে অভয়ায়॥
মস্তক দিয়া মায়, বিধিরোপরে কায়,
দেবতা দেয় জয়ধ্বনি।
প্রেমেতে পুলকিত, শঙ্কর আনন্দিত,
নাচিছে কাঁপয়ে ধরণী॥
অর্চ্চনা কৈলে ধাতা, মনেতে জানি মাতা,
সদয় হইলা তখন।
করিয়া শুভ দৃষ্টি, মস্তক করি সৃষ্টি,
স্কন্ধে করিলা যোজন॥
বিধাতা পায় প্রাণ, হইল দিব্যজ্ঞান,
দেবীরে তোষে বহু স্তবে।
দেখিছে তবে ধাতা, আপন নিজ মাথা,
পড়ে দেবীর পদপল্লবে॥
হোমাদি করি পরে, পুলক কলেবরে,
পঠিল চণ্ডিকা মাহাত্ম্য।
যুড়িয়া যুগল পাণি, হইয়া ধীর জ্ঞানী,
প্রার্থনা করে নিজ স্বার্থ॥
করিল নৃত্য গীত, হইয়ে আনন্দিত,
পুলক চিত হিত মনে।
অন্ন সুপরিমিত, পায়স দধি ঘৃত,
ব্যঞ্জন পঞ্চাশ গণে॥
চব্য চোষ্য আদি, পিষ্টক ফলকাদি,
লড্ডুক অনেক প্রকার।
সলিল সুবাসিত, গন্ধ কর্পূরাতীত,
পক্কান্ন ফল মূল আর॥
করিয়া প্রস্তুত, বিধি ভক্তিযুত,
নিবেদিল চণ্ডিকায়।
করায়ে আচমন, তাম্বুল নিবেদন,
বিবিধ দ্রব্য যুক্ত তায়॥
আরতি করি মায়, আহ্লাদে নাচে গায়,
সপ্তমী পূজা হৈল সায়।
নৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিজায়া,
কবিরত্নে রস গায়॥

বাসন্তী পূজা ও নবমী পূজা আবর্ত্তন।

পরদিন অষ্টমীতে আরাধনা করে।
পূর্ব্বমত সঙ্কল্প অঙ্গাদি ন্যাস পরে॥
নানা পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচার।
পুষ্পাঞ্জলি স্তব পাঠ প্রার্থনা পূজার॥
পূজা সাঙ্গ সময়েতে করিয়া বিধান।
পূর্ব্বমত নিজ মুণ্ড দিল বলিদান॥
নিবেদিল রুধির স্বপ্রদীপ আরতি।
কাটাস্কন্ধ পড়িয়া লোটায় বসুমতী॥
কাটামুণ্ড দেবী-পদে গড়াগড়ি যায়।
দেবীর কৃপায় আর একমুণ্ড পায়॥
দুই মুণ্ড ভূমে দুই মুণ্ড স্কন্ধে তার।
দেবগণে দেখিয়া ভাবিল চমৎকার॥
সজীব হইয়া বিধি উঠে ততক্ষণে।
ছিন্ন দুই মুণ্ড দেখে দেবীর চরণে॥
পরে হোম চণ্ডীপাঠ করিলেন সায়।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিবেদিল অভয়ায়॥
বিধি ভব পূজার সুসার ভাবি তবে।
অষ্টমী নবমী সন্ধি মহারাত্রে হবে॥
সে সময় পূজা করি বলিদান দিলে।
চণ্ডীর প্রস্তাবে বাঞ্ছাতীত ফল মিলে॥
অসাধ্য সুসাধ্য হয় জানিবে নিশ্চয়।
বেদের লিখন কদাচিত মিথ্যা নয়॥
শুনিয়া সানন্দ বিধি সদানন্দে কয়।
সন্ধিপূজা করাইবে বুঝিয়া সময়[২]॥
শঙ্কর পদ্ধতি দেখি প্রথমে পূজার।
উদ্‌যোগ করিলা সব যেরূপ তাহার॥

সময় নির্দ্ধার্য্য জানি পূজায় বসিল।
মহাষ্টমী ন্যায় চণ্ডী অর্চ্চনা করিল॥
অষ্টমী নবমী সন্ধি সময় হইল।
পূজা করি বিধি মুণ্ড বলিদান দিল॥
পুনর্ব্বার সেইরূপ পাইল মস্তক।
স্তব করে চণ্ডিকারে বিধাতা ত্র্যম্বক॥
হোম স্তুতিপাঠ অন্ন আদি নিবেদন।
নৃত্য গীতে রজনী হইল সমাপন॥
প্রাতঃস্নান করিয়া আইল দুইজনে।
পূজিতে পার্ব্বতী-পদ বসিলা আসনে॥
নবমী উল্লেখেতে সঙ্কল্প আদি করি।
স্থির মনে বিধাতা পূজিল মহেশ্বরী॥
পূর্ব্বমত খড়্গ আনি পূজি বিধি জ্ঞানে।
করে অসি নিজ মুণ্ড দিতে বলিদানে॥
একান্ত করিয়া মন দেবীর চরণে।
নিতান্ত ভাবিয়া মাকে হৃদি পদ্মাসনে॥
তদ্গত চিত্তার্পিত অন্যমত নয়।
ভাব বুঝি বিশ্বেশ্বরী দয়ান্বিতা হয়॥
বারে বারে নিজমুণ্ড দিল বলিদান।
আর্দ্র মন অম্বিকার কম্পিল পরাণ॥
পুত্রে করে মায়ের উদ্দেশে তনুপাত[১]।
কৃপান্বিতা কাত্যায়নী হইল সাক্ষাৎ॥
প্রতিমা হইতে দেবী হইল বাহির।
কি কর বলিয়া হস্ত ধরিল বিধির॥
আর না কাটিও মুণ্ড সিদ্ধ হৈল পূজা।
আসিয়াছি আমি এই দেবী দশভুজা॥
আমার কারণে কষ্ট হইল যথোচিত।
তাহাতে আমার হইয়াছে মনঃপ্রীত॥
এত বলি খড়্গ ফেলি দিল বিধাতার।
প্রিয়বাক্য আশ্বাসে বিশ্বাস দিলা তার॥
দেবীরে দেখিয়া বিধি হরষিত কায়।
পুলকে পূর্ণিত স্তব করে অভয়ায়॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব।

রাগিণী বাহার,—তাল তিওট।

তারা ত্রিভুবন জন মোহিনী।
ত্রিপুরেশ জায়া গুণ কে জানে তব মহামায়া।
গুণধাত্রী গুণাত্মিকা, গুণিশাগুণ সাধিকা,
জীবে জীবে অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বত্র ব্যাপিনী।
ত্রিপুরে ত্রিলোচনী, ত্রিগুণা অর্দ্ধরূপিণী,
আব্রহ্ম কটাহে লূতাতন্তুরূপে আচ্ছাদনী॥ ধুয়া॥

দয়া কর দয়াময়ী দনুজদলনী।
দেবী দশভুজা দুর্গা দুষ্টের দমনী॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা তারা তারিতে তারিণী।
ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনা দুর্গমে শরণী॥
দুঃখহরা দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী।
নিত্যনিত্য শান্তশান্তি ব্রহ্মপরায়ণী॥
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পাপহরা।
পার কর পাপিষ্ঠেরে সর্ব্ব শান্তিকরা॥
বর্ণিতে কি জানি আমি তুমি বর্ণাধীশা।
তুমি কাল দণ্ড পল দিবা সন্ধ্যা নিশা॥
নিরাকারা সাকারা মা ত্রিগুণধারিণী।
তুমি বিদ্যা বেদমাতা ত্রিলোকতারিণী॥
তুমি মা পাতাল স্বর্গ তুমি গো ধরণী।
তুমি নিদ্রা যোগমায়া ব্রহ্ম-সনাতনী॥
তুমি ধন ধান্য রূপা বুদ্ধি ক্ষুধা তুষ্টি।
সর্ব্বশক্তি কান্তি ভ্রান্তি ক্ষান্তি সবাপুষ্টি[২]॥
রক্ষা কর রঙ্গিণী বঙ্গিনী রুদ্রজায়া।
অন্নপূর্ণা অপর্ণা অম্বিকা মহামায়া॥
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় মৃগাঙ্ক[৩] বদনী।
হের মা নয়ন কোণে কুরঙ্গ[৪] নয়নী॥
পদ্ম দিয়ে বঞ্চনা করো না আর তারা।
অনুপায়ে অকৃতি বালক হয় সারা॥
পদান্তে নখর প্রান্তে স্থান দে মা মোরে।
নিমগ্ন হয়েছি মাতা চিন্তার্ণব ঘোরে॥
সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত স্থির নহে প্রাণ।
স্থির বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিরূপা পরিত্রাণ॥

১। তনুপাৎ—তনু (দেহ) ত্যাগ। ২। সবাপুষ্টি—সকলের প্রতিপালিকা বা বুদ্ধিদাত্রী। ৩। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। ৪। কুরঙ্গ—হরিণ।

সৃষ্টি করিবার জন্যে হৈয়াছি কাতর।
সৃষ্টির উপায় করে রাখ মা কিঙ্কর[১]॥
একান্ত ভাবেতে বলি করগো নিস্তার।
হয় সৃষ্টি নৈলে সৃষ্টি ছাড়া দেহ ভার॥
তোমার করুণা দৃষ্টি বিনে মহামায়।
কোনমতে প্রজা রক্ষা করা নাহি যায়॥
বিস্তর যন্ত্রণা পায়ে পূজিনু তোমায়।
মস্তক স্বহস্তে কাটি বলি দিনু পায়॥
আর না সহিতে পারি ক্লেশ যথোচিত।
দয়ান্বিতা হও দুর্গা দেখিয়া দুঃখিত॥
বলিতে বলিতে বিধি ভাসে অশ্রুজলে।
অধৈর্য্য হইয়া পড়ে চণ্ডী-পদতলে॥
তুষ্টা হয়ে তুষ্টিরূপা তোলে করে ধরি।
অঞ্চলে মুছান মুখ আপনি শঙ্করী॥
চিন্তা নাই চিন্ত কিবা সম্বর রোদন।
অতঃপর প্রজা সৃষ্টি হইবে এখন॥
দয়াময়ী সদয়া হইলে কৃপান্বিতে।
কবিরত্ন গায় গীত চণ্ডিকার প্রীতে॥

অথ দেবীর বরদান।

বসন্ত রাগেন রূপক তালেন গীয়তে।

করুণা করুণাময়ী, নিস্তারিণী জগত্রয়ী,
বিধাতারে কহিলা তখন।
এক মনে আরাধিলে, নিজ মুণ্ড বলি দিলে,
পরিতুষ্ট হৈল মোর মন॥
এত বলি বিশ্বমাতা, লইয়ে তিন কাটা মাথা,
বিধাতার স্কন্ধে নিয়োজিলা।
পূর্ব্ব সহ হৈল চারি, স্তব করে অক্ষধারী,
দেবী চতুর্ম্মুখ নাম দিলা॥
সবে শুন এ কৌতুক, বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ,
এ অবধি ঘুষিল[২] সকলে।
পুনর্ব্বার পিতামহে, বর লহ দেবী কহে,
বিধি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে॥
অন্য বরে কার্য্য নাই, এক বর দেহ চাই,
সৃষ্টি যেন আমা হৈতে হয়।
প্রজা সৃষ্টি নাই করে, আছে তাহে সকাতরে,
তব বরে প্রজা যেন রয়॥
শুনিয়া তথাস্তু বলি, ঈষৎ হাসিয়া কালী,
কহিলেন জগত-ধাতায়।
সৃষ্টি করিবে যখন, মোরে স্মরিহ তখন,
গিয়ে কব উপায় তোমায়॥
চারি মুখে করে স্তব, চণ্ডীরে পঙ্কজোদ্ভব,
করে নতি লোটাইয়া ক্ষিতি।
করে আঁখি ছল ছল, বুকে মুখে পড়ে জল,
শান্ত করে শঙ্কর-প্রকৃতি॥
প্রবোধিয়া জগদ্ধাতা, তিরোধান হৈল মাতা,
প্রতিমায় করিলা প্রবেশ।
জয়ধ্বনি দেয় সবে, প্রজাপতি উঠে তবে,
করিল সকল কর্ম্ম শেষ॥
দক্ষিণান্ত চণ্ডীপাঠ, মহোৎসব গীত নাট[৩],
যামিনী করিল জাগরণ।
দশমীতে বিজয়ায়, মন্ত্রদ্বারা শ্রবণায়,
দেবীরে করিলা বিসর্জ্জন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি আরম্ভ।

কি আজি ধাতার আনন্দ অপার।
হইল উপায় সার সৃষ্টি রাখিবার॥ ধুয়া॥

পরদিন একাদশী নন্দা[৪] বুধবার।
ধনিষ্ঠানক্ষত্র সিদ্ধিযোগ চমৎকার॥
সৃষ্টি করিবারে বিধি উদ্যোগ করিলা।
যোগমায়া প্রকৃতিরে মানসে স্মরিলা॥
জানিল জননী ব্রহ্মা করিছে স্মরণ।
ততক্ষণে আসিয়ে দিলেন দরশন॥

১। কিঙ্কর—ভৃত্য, চাকর। ২। ঘুষিল—ঘোষণা করিল। ৩। নাট—নাট্য, নাটক। ৪। নন্দা—তিথিবিশেষ।

পার্ব্বতীকে দেখে প্রজাপতি হৃষ্টমতি।
ধূলায় লোটায়ে তাঁরে করিল প্রণতি॥
পার্ব্বতী বলেন বিধি করহ শ্রবণ।
উপায় করিয়া দেই সৃষ্টির কারণ॥
বলিতে বলিতে যোগ কৈলা মহেশ্বরী।
স্বমূর্ত্তি সম্বরি হইলা মানবী সুন্দরী॥
নবীন যৌবন কিবা ষোড়শিয়া কন্যা।
হাব-ভাবে পরিপূর্ণা মোহিত লাবণ্যা॥
শরৎ পার্ব্বণচন্দ্র জিনিয়া বদন।
কুন্তল কাদম্ব পুঞ্জ অনঙ্গ ঘটন॥
কবরী তাহাতে ভারি শোভে মল্লি মালে।
মধুলোভে ভ্রমে মগ্ন মধুব্রত জালে॥
অলকা ঝলকা দেয় ত্রিলোকের শোভা।
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি তনু মনোলোভা॥
ভ্রূভুজঙ্গ ম্লান ধনু নয়ন খঞ্জন।
নাসা তিল প্রসূন মুকুতা সুরঞ্জন॥
ওষ্ঠাধর বিম্বর দশন মুক্তাপাঁতি।
মার্জ্জিত সিন্দুরেতে উজ্জ্বল তার ভাতি॥
মৃণাল জিনিয়া ভুজ রক্ত করতল।
উচ্চ স্তনী ক্ষীণ মধ্যা নাভি শতদল॥
নিতম্ব উন্নত কিবা ত্রিবলী নির্ম্মাণ।
রতিগৃহে জঘনের উঠিতে সোপান॥
জিনিয়া কদলী তরু উরুযুগ শোভা।
গমন সুধীর গজ রাজহংস ক্ষোভা॥
চরণ যুগল স্থল দল বিকশিত।
নখর সুধাংশু খণ্ড নখরে মিলিত॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান হাব-ভাবে ভরা।
সর্ব্ব ভূষান্বিতা ভ্রূকটাক্ষে মনোহরা॥
দেখিয়া রূপের ছটা চঞ্চল বিধাতা।
আদেশিলা সৃষ্টি হেতু দেবী বিশ্বমাতা॥
এইরূপে কর আগে প্রকৃতি সৃজন।
পরে কর প্রজোৎপত্তি হইবে মোহন॥
ইহা বলি বিশ্বেশ্বরী হৈলা তিরোধান।
ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবারে করিলা বিধান॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীনন্দকুমার গায় চণ্ডিকার গান॥

অথ প্রজা সৃষ্টি।

ভৈরব রাগ,—তাল ছেপুকা।

জপরে কালী নাম যদি এড়াবে শমন। ধুয়া।

আনন্দিত মন, বিধাতা তখন,
কন্যা করিয়া উৎপত্তি।
আকৃতি উত্তমা, অতি নিরুপমা,
নাম শতরূপা সতী॥
নবীন যৌবনী, ভুবন মোহিনী,
দেবীর সদৃশ রূপ।
হাব-ভাব ভরা, সূক্ষ্ম বস্ত্রপরা,
মোহময়ী মায়াকূপ॥
বিধাতার মন, হয় উচাটন,
তারে করি নিরীক্ষণ।
পুলকে পূরিল[১], সৃজন করিল,
এক পুরুষরতন॥
স্বায়ম্ভুব মনু, বিধি মন জনু,
তনু অতি মনোহর।
জিনিয়া কাঞ্চন, লাঞ্ছন বদন,
যেমন রজনীকর॥
জনম লইয়া, নয়ন মিলিয়া,
দেখে শতরূপা সতী।
পরম সুন্দরী, রূপের লহরী,
মনুর চঞ্চল মতি॥
বুঝিয়া মনন, চতুর-আনন,
বিভা দিল দুইজনে।
মনু-শতরূপে, মগ্ন কামকূপে,
মত্ত হইলা রমণে॥
ছোটে কামবাণ, রতি সমাধান,
করিল পুলকে অতি।
তাহে গর্ভবতী, হইল যুবতী,
কালে প্রসবিল সতী॥
দুই পুত্র হয়, সর্ব্বগুণময়,
প্রিয়ব্রতোত্থানপাদ[২]।
দেখিয়া ব্রহ্মার, আনন্দ অপার,
পূর্ণ মত সাধি সাধ॥

১। পূরিল—পূর্ণ হইল (পূরিল)। ২। প্রিয়ব্রতোত্থানপাদ—প্রিয়ব্রত এবং উত্থানপাদ।

আকুতি প্রসূতি, আর দেবহুতি,
তিন কন্যা হৈল আর।
রূপের আধান, লাবণ্য বাখান,
তুলনা নাহি তাহার॥
বিধাতার পাশে, রহিল প্রকাশে,
মগ্ন বিধাতা চিন্তায়।
শ্রীনৃসিংহ দাস, করিলা আভাস,
কবিরত্নে রস গায়॥

ব্রহ্মার পুত্রাদির উৎপত্তি।

বিধাতার মানসে জন্মিল পুত্র দশ।
পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বোঢ়ু আঙ্গিরস॥
পঞ্চশিখ প্রচেতা মরীচি ভৃগু জতি।
এই দশ জনমিল অগ্র প্রজাপতি॥
কর্দ্দম নারদ রুচি হংসি দক্ষ আর।
অত্রিসহ পুত্রগণে দিল সৃষ্টিভার॥
তার মধ্যে নারদ না করিল স্বীকার।
হইল পরম যোগী অতি শুদ্ধাচার॥
ভগবত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের শিরোমণি।
আত্মারাম কর্ম্ম কার্য্য আপনা-আপনি॥
এর মধ্যে তিন জনে দেখি রূপবান।
স্বায়ম্ভুব মনু তিন কন্যা কৈল দান॥
রুচিকে আকুতি দিলা দক্ষের প্রসূতি।
সযৌতুক কর্দ্দমে সঁপিলা[১] দেবহুতি॥
মরীচি রমণে কশ্যপের জন্ম হয়।
ভৃগু হৈতে জনমিল শুক্র মহাশয়॥
অঙ্গিরার পুত্র দেব গুরু বৃহস্পতি।
অত্রি নেত্রজলে জনমিলা নিশাপতি[২]॥
বিশ্বশ্রবা জনমিল পুত্র পুলস্ত্যের।
তার পুত্র ধনেশ্বর হইল কুবের॥

দেবহুতি-গর্ব্ভে হৈল কপিল জনম।
সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু তপস্বী পরম॥
দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ব্ভজাতা।
ষষ্ঠী কন্যা রূপে-গুণে ত্রিভুবন খ্যাতা॥
তাহে দক্ষ প্রজাপতি সচেষ্টিত মনে।
পাত্র বিচারিয়া বিভা দিল কন্যাগণে॥
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্যা সমর্পিল।
একাদশ রুদ্রে একাদশ কন্যা দিল॥
ধর্ম্মরাজে আট চন্দ্রে সপ্তম বিংশতি।
শঙ্করে কনিষ্ঠ কন্যা নাম তার সতী॥
কশ্যপ হইতে প্রজা হৈল বহুতর।
সুরাসুর বিহঙ্গ[৩] পতঙ্গ নাগ নর॥
ক্রমে এইরূপ সৃষ্টি অনেক হইল।
তার পুত্রাদিতে এই জগত পূরিল॥
বিধাতা আনন্দযুক্ত হৈল অতিশয়।
ক্রমে ক্রমে যত প্রজা পৃথিবীতে হয়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণি আর।
মনু মুনি জীব জন্তু সাগর বিস্তার॥
আনন্দিত সৃষ্টি দেখি নিশ্চিন্ত বিধাতা।
এক মনে নিত্য পূজা করে বিশ্বমাতা॥
দুই খণ্ড সমাপ্ত হইল এত দূরে।
শুনিলে আপদ খণ্ডে মনোবাঞ্ছা পূরে॥
অনুগ্রহ শঙ্করীর হয় তার প্রতি।
ইহকালে পরকালে রাখেন পার্ব্বতী॥
ধন-ধান্য পুত্র-পৌত্র ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
নিরাপদে সম্পদে সর্ব্বদা সুখে রয়॥
গায়েন বায়েন পালি চণ্ডীর কৃপায়।
পরম আনন্দে থাকি মা'র গুণ গায়॥
নায়কের কল্যাণ করুন কাত্যায়নী।
ধন-পুত্র বৃদ্ধি করিবেন নারায়ণী॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

তৃতীয় খণ্ড।

রাবণোপাখ্যান।

ত্রিলোকতারিণী তারা জননী ত্রাণ কর সবে। ধুয়া॥

ভাগুরি বিপ্রেরে কন, মার্কণ্ডেয় তপোধন,
পরে শুন অপূর্ব্ব কথন।
করিয়া দেবীর পূজা, চৈত্রমাসে দশভুজা,
ত্রিভুবন জিনিল রাবণ॥
বিশ্বশ্রবা মুনিবর, তাঁর পুত্র ধনেশ্বর,
লঙ্কাপুরে করিলেন বাস।
সদা যাগ যজ্ঞ করে, থাকয়ে সম্পদ ভরে,
কোন জনে নাহি তার ত্রাস॥
শুন রঙ্গ অতঃপর, মাল্যবান নিশাচর,
ব্রহ্মার তনয় রক্ষপতি।
নিকষা তনয়া তার, পত্নী সে বিশ্বশ্রবার,
কামভাবে করিয়াছে রতি॥
কালেতে গর্ব্ভিণী হৈল, তিন পুত্র প্রসবিল,
এক কন্যা হৈল পর সখা।
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ তনয় রাবণ,
তনয়ার নাম শূর্পণখা॥

জনমিয়া তিনজন, তপস্যায় দিল মন,
বিধাতা দিলেন দরশন।
তিনজনে দিল বর, বিভীষণেরে অমর,
কুম্ভকর্ণে নিদ্রা সমর্পণ॥
রাবণ চাহিল বর, মোরে করহ অমর,
বিধাতা নারিল দিতে বর।
প্রকারান্তে বর কৈল, বিশেষ অমর হৈল,
মৃত্যু হেতু দিল মৃত্যুবর॥
নর-বানরের কর, যখন পড়িবে শর,
তখন তোমার যে মরণ।
শুনিয়া রাক্ষস কয়, ভাল সেতো খাদ্য হয়,
তাহাতে না মরিবে রাবণ॥
বিধাতা প্রস্থান করে, রাবণ আইল ঘরে,
বাসস্থান করে অন্বেষণ।
দেখে সমুদ্র-উপরে, লঙ্কাপুরী মনোহরে,
তাহে তার হইল মনন॥
বৈশ্রবণ[১] চলে তথা, কুবের বসিয়া যথা,
প্রণাম করিয়া তারে কয়।
নিবাস করিব আমি, লঙ্কা ছাড়ি দেহ তুমি,
কবি কহে করিয়া নির্ণয়॥

১। বৈশ্রবণ—বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র ; কুবেরাদি রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ সকলেই 'বৈশ্রবণ'।

দেবীর একটি পদ্ম হরণ।

করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।

হরিলেন আর, একপদ্ম তার,
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২১৫]

রাবণ বধ।

শর দেখি রাম চাপে, দশানন ভয়ে কাঁপে,
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন।

আকর্ণ পূরিয়া শর, ছাড়িলেন গদাধর,
প্রাণ ত্যাগ করিল রাবণ॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২২০]

রাবণের কুবের স্থানে বর যাচ্ঞা।

রাগিণী মল্লার,—তাল পোস্তা।

মজরে মজরে মন শ্যামাপদ নীলকমলে।
ত্যজ মায়া ভজ কালী দিন গেলরে বিফলে॥
ত্যজ মিছে অভিলাষ, মধু পীয় পুরি আশ,
বিষয় কুটজ পাশ, হলাহল রজছলে॥ ধুয়া॥

মূঢ় বাক্য শুনিয়া কুবের হৃষ্ট হয়।
কে তুমি হে কিবা নাম কাহার তনয়॥
কুবের বলিয়া মোরে নাহি ভয় জ্ঞান।
যজ্ঞেশ ধনেশ বিশ্বশ্রবার সন্তান॥
অনোচিত বাক্য কেন কহিলে আমারে।
আপনার বস্তু বল কেবা দেয় কারে॥
কোন দায় তোমারে ছাড়িয়া দিব পুর।
পাপিষ্ঠ দুর্নীত[১] নিশাচর দূর দূর॥
বিস্তর ভর্ৎসনা করে কুবের তখন।
শুদ্ধ মন গুণ শুনি রুষিল রাবণ॥
কেন গালি দেহ মোরে বল অকারণ।
যাচ্ঞা[২] করিনু বাসে এ লঙ্কা ভুবন॥
ইচ্ছায়তো দিতে এতো জোর করা নয়।
এই অপরাধে এত গালি মহাশয়॥
যদ্যপি লঙ্কায় মোর নাহি ছিল কাজ।
লইতে হইল আর না করিব ব্যাজ॥
তোমারে নাশিব আজি করিয়া সংগ্রাম।
এই স্বর্ণ লঙ্কায় করিব নিজ ধাম॥
শুনিয়া কুবের অতি ক্রোধিত হইল।
রাবণের সহ যুদ্ধ করিতে আইল॥
রাবণ ধনুক ধরি দিলেন টঙ্কার।
দুই সিংহে সিংহনাদ ছাড়িছে হুঙ্কার॥
বিপরীত শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবনে শঙ্কা।
পদভরে সকম্পিতা টলমল লঙ্কা॥
দুই বীরে বাণ মারে ডাকে মার মার।
বাণে বাণে ছিন্ন তনু হৈল দোঁহাকার॥
মহাবীর কুবের দুর্জ্জয় বলবান।
রাবণের উপর হানিছে খরবাণ॥
নিবারণ করে বাণ নিকষা-কুমার।
ব্যর্থ শর বৈশ্রবণ কোপিল অমর॥
ধনু অস্ত্র ফেলি পুনঃ বাহুযুদ্ধ করে।
মুষ্টিক মারিল রাবণের বক্ষোপরে॥
অচৈতন্য হইয়া পড়িল নিশাচর।
রুধির বমন করে কাঁপে থর থর॥
সম্বিত পাইয়া পরে যুঝে পুনরায়।
বেড়াপাক বাণেতে কুবের বান্ধে তায়॥
এড়াইতে নারে আর ভাবিল হুতাশ।
নড়িতে চড়িতে বদ্ধ হয় গলে ফাঁস॥
হস্তপদ অবশ নিশ্বাস নাহি সরে।
সকাতরে রাবণ কুবের স্তব করে॥
তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভাই নাহি অন্য জ্ঞান।
গর্ভ্ভ ভেদ কিন্তু এক পিতার সন্তান॥
আমি তব ছোট ভাই পুত্রতুল্য হই।
বড় ভাই পিতার সমান করি কই॥
আমারে মারিলে হবে অখ্যাতি তোমার।
অনুগ্রহ করে রাখ জীবন আমার॥
অল্প বুদ্ধি আমার বিশেষ নাহি বুঝি।
অন্যায় তোমার সঙ্গে সংগ্রামেতে যুঝি॥
অকৃতি অজ্ঞান আমি বুদ্ধি সাধারণ।
তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অতি বিচক্ষণ॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি অপরাধ হয়।
জ্যেষ্ঠ যেই তাহায় ক্রোধিত কভু নয়॥
স্তব শুনি কুবেরের দয়া উপজিল।
কাতর দেখিয়া শেষে বন্ধন ঘুচাইল॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাবণের কুবের জয় আবর্ত্তন।

করি কুবেরে বিনয়, কাতরে রাবণ কয়,
ছোট ভাই আমি হে তোমার।
তুমি দাদা মহাশয়, দেহ কিঞ্চিৎ অভয়,
অনুপায় সকলি আমার॥

১। দুর্নীত—দুঃশীল, দুর্নীতিপরায়ণ। ২। যাচ্ঞা—প্রার্থনা, ভিক্ষা।

বাসনা কিঞ্চিৎ আছে, শিখিব তোমার কাছে,
বাণ যুদ্ধে তুমি মহাবীর।
সমরের ফেরফার, বুঝিতে না পারি আর,
বুদ্ধি মোর সর্ব্বদা অস্থির॥
কুবের পূরিলা সায়[১], কাতর দেখিয়া তায়,
দয়া করি রণ শিখাইল।
সমর সন্ধান যত, কহিলা বিবিধ মত,
কত মত বাণ তারে দিল॥
নিকষা-কুমার পরে, কুবেরে বিনয় করে,
মেগে লয় বেড়াপাক বাণ।
দয়ান্বিত হয়ে অতি, রাবণেরে যক্ষপতি,
বেড়াপাক করিল প্রদান॥
বাণটি পাইয়া করে, আপন বিক্রম করে,
যুদ্ধ করি কুবেরে বান্ধিল।
রাক্ষসের দেখ কর্ম্ম, অনায়াসে নাশি ধর্ম্ম,
গুরুমারা বিদ্যা প্রকাশিল॥
বুকেতে পাথর দিয়া, রাখে কারাগারে নিয়া,
দেখে পলাইল যক্ষগণ।
অন্যায়ে করিল মন্দ, কুবের হইয়া বন্ধ,
রাবণেরে কহিছে তখন॥
ক্ষমা কর ছাড় ভাই, লঙ্কাপুরী দিয়া যাই,
যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন।
রাবণ কহিছে দেখে, জয়পত্র দিলে লিখে,
তবে হবে বন্ধন মোচন॥
ধনপতি স্বীকারিল, যখন লিখিয়া দিল,
বন্ধনতে মোচন কৈল শেষ।
কুবের হয়ে নৈরাশ, তেয়াগিয়া লঙ্কা বাস,
চলিয়া গেলেন উত্তর দেশ॥
নিকষা-তনয় পরে, লঙ্কাপুরে বাস করে,
লয়ে যত রাক্ষসের গণ।
বিশাই করে নির্ম্মাণ, করে যত বাসস্থান,
গৃহ দ্বার বন উপবন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাবণের বিবাহ।

রাগিণী মূলতান,—তাল পোস্তা।

কত রঙ্গ জান রঙ্গময়ী রঙ্গে থাক রণ কর।
তোমার কখন কি হয়, ভাবের উদয়,
সে ভাব ভাবিয়া না পায় হর॥
ত্রিলোকতারিণী, মোহনকারিণী,
মোহরূপে মোহে এ চরাচর।
সচর অচর, খেচর ভূচর,
ভূধর-তনয়া ভূধর ধর॥ ধুয়া॥

কুবেরে করিয়া জয় রাক্ষস রাবণ।
পুষ্পক বিমান আর লয় রত্নধন॥
বিজয় করিতে গেল দানব নগর।
জিনিল অসুর-কুল করিয়া সমর॥
অসুর-ঈশ্বর ময়দানব আছিল।
রাবণে বিনয় করি কর আনি দিল॥
মন্দোদরী নামে কন্যা পরম সুন্দরী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গঞ্জি বিদ্যাধরী॥
রূপে গুণে প্রশংসিতা লাবণ্য ললনা।
ত্রিভুবনে তার সমা না হয় তুলনা॥
সেই কন্যা অসুরেন্দ্র রাবণে অর্পিল।
যৌতুক স্বরূপ বাণ শক্তিশেল দিল॥
আনন্দে রাজার সীমা পরিসীমা নাই।
পুলকেতে পুলকিত রাবণ জামাই॥
দিনেক তথায় থাকি রাক্ষস রাবণ।
আপন আবাসে আসিবারে কৈল মন॥
মন্দোদরী সঙ্গে দিল দানবের পতি।
নানাবিধ রত্ন আভরণ হীরা মতি॥
বহু গাবি[২] বহু দোলা তুরঙ্গ[৩] বারণ[৪]।
দাস দাসী দিল কত সেবার কারণ॥
পরম আনন্দে রাজা হইল বিদায়।
দৈত্যকুলে শোক-জলে নদী বহে যায়॥
মঙ্গল বাজনা কত বাজিতে লাগিল।
শুভক্ষণেতে রাবণ রথে আরোহিল॥
শূন্যমার্গ দিয়া যায় রাজা লঙ্কেশ্বর।
দৈবযোগে দেখে বালী দুর্জ্জয় বানর॥

১। সায়—সায়ক ; বাণ, শর, তীর। ২। গাবি—গাভী, গরু। ৩। তুরঙ্গ—ঘোটক, ঘোড়া। ৪। বারণ—হস্তী, হাতি।

পরম সুন্দরী কন্যা রথের ভিতরে।
নিশায় তিমির[১] নাশে দিক্ দীপ্ত করে॥
কার কন্যা কেবা লয়ে করে নিদর্শন।
দেখিলে যে মন্দোদরী সঙ্গেতে রাবণ॥
অমনি রুষিল বীর ইন্দ্রের কুমার।
জনমিল ঈর্ষ্যা মনে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
পূর্ব্ব কথা স্মরিয়া কহিছে বীরবর।
রাখ রথ দুরাচার পরপত্নী হর॥
দানব-দুহিতা এই মন্দোদরী সতী।
আমার যুবতী হয় শুন দুষ্টমতি॥
মন্দোদরী লব আজি তোরে করি নাশ।
হরিতে আমার নারী নাহি হয় ত্রাস॥
শুনিয়া রাবণ বলে এ কথা কেমন।
এক কন্যা দুই বিভা না শুনি কখন॥
ময়দানবের কন্যা জানত প্রমাণ।
বেদমতে বিধি মোরে করিল প্রদান॥
তুমি হৈলে কপি পশু সে দানব-পতি।
তার কন্যা তব পত্নী অসম্ভব অতি॥
বালী কহে একথা না কর অপ্রমাণ।
মন্দোদরী গর্ব্ভে হৈল আমার সন্তান॥
অবিবাহিতা সময়ে মোর সঙ্গে রতি।
তাহে পুত্র হইল অঙ্গদ মহামতি॥
জিজ্ঞাস এ সুন্দরীকে হয় কিবা নয়।
তোমার এ বিভা করা সিদ্ধ নাহি হয়॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া করগো অভয়া।
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে রাখ দয়া॥

তারা বিভাগ।

বালীর বচন শুনি, রাবণ বিষাদ গণি,
মন্দোদরী প্রতি তবে কয়।
কহ শুনি বিবরণ, বালী বলে এ কেমন,
সত্য কহ হয় কিবা নয়॥
মন্দোদরী বলে হয়, একথা অন্যথা নয়,
বালী সহ পূর্ব্ব বিবরণ।
রাবণ চিন্তিত হয়, অধোমুখ হয়ে রয়,
লজ্জা পেয়ে না তোলে বদন॥
বালী কহে দম্ভ করি, মোরে দেহ মন্দোদরী,
মম নারী আসুক আলয়।
রাজা কয় কুবচনে, দৈত্য-কন্যা কপি সনে,
বিবাহ কখন সিদ্ধ নয়॥
পিতৃদত্তা কন্যা হয়, বেদে এই সার কয়,
তোরে কন্যা দিব কোন দায়।
শুনি এ হেন উত্তর, কোপে বালী বীরবর,
বলে এত নাহি সহে গায়॥
হরিলে রমণী মোর, পুনঃ কেন এত জোর,
আজি তোর নিতান্ত মরণ।
লাঙ্গুল[২] আঘাতে তূর্ণ[৩], মস্তক করিব চূর্ণ,
দেখিবি আমার আস্ফালন॥
মহাকোপে কপিরাজ, তিলেক না করে ব্যাজ,
কন্যার দক্ষিণ কর ধরে।
টেনে লয় বীরবর, দেখে তবে লঙ্কেশ্বর,
বাম পদ ধরে ক্রোধভরে॥
মন্দোদরীতে প্রয়াস, দু'জনারি নিতে আশ,
টানাটানি করে পরস্পর।
দোঁহার সমান আড়ি[৪], কেহ নাহি দেয় ছাড়ি,
ধরাধরি দ্বিতীয় প্রহর॥
মন্দোদরী হয় হানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি কয়।
প্রাণ যায় মরি মরি, কি আপদ মোরে ধরি,
একজন ছাড় মহাশয়॥
বিবাদ না কর আর, আমি হৈব দু'জনার,
হিচকা টানে কেন মোরে মার।
দণ্ডেক মধ্যেতে প্রাণ, হইবে হে সমাধান,
ওষ্ঠাগত জীবন আমার॥
নাহি শুনে কোনজনে, দ্বন্দ্ব করে ক্রোধমনে,
দুইজন মহা বলবান।
সম বলে দিল টান, মন্দোদরী ছাড়ে প্রাণ,
দেহ চিরে হইল দুই খান॥
দুই ভাগ দুইজন, লয়ে ভাবে মনে মন,
এক্ষণে উপায় কিবা হয়।
হৈল পরম প্রসঙ্গ, দেবগণ দেখি রঙ্গ,
আইলেন হইয়া সদয়॥

১। তিমির—অন্ধকার। ২। লাঙ্গুল—লেজ। ৩। তূর্ণ—শীঘ্র। ৪। আড়ি—প্রতাপ।

অমরগণে দেখিয়ে, বদনে বসন দিয়ে,
হেসে বলে কিবা লিপিযোগ।
এমন সুন্দরী কন্যা, রূপে-গুণে মহীধন্যা,
বানর রাক্ষসে হৈল ভোগ॥
পরস্পর বলে সবে, এমন না দেখি কবে,
রসিকার রসিক মিলন।
সুবৃত্তি রসিক হয়, দোঁহে উন কেহ নয়,
জাতি ভাল বটে দুইজন॥
বিধাতা চিন্তিয়া মনে, তুষিবারে দুইজনে,
দুই মূর্ত্তি কৈল মূর্ত্তিমান।
অর্দ্ধ-অঙ্গে মন্দোদরী, অর্দ্ধেকে তারা সুন্দরী,
দুইজনে করিলা প্রদান॥
দেবগণ তিরোধান, রাখি দু'জনার মান,
উত্তরিল রাবণ লঙ্কায়।
তারাসুন্দরী সহিত, কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত,
বালীরাজা কবিরত্ন গায়॥

রাবণের তপস্যা।

রাগিণী মূলতান,—তাল খয়রা।

নিতান্ত ভ্রান্ত মন, অশান্ত না ভাব গৌরীকান্তেরে। ওরে দুরান্ত কৃতান্ত, শিয়রে একান্ত, ডাকিবে প্রাণান্তেরে॥ অসময়ে কি করিবে, দুই দিক্ হারাইবে, কারে ডাকিতে নারিবে, পড়িবে ঘোর ধ্বান্তেরে॥ ধুয়া॥

ভাগুরি কহেন মুনি কর্ণ রসায়ন।
এ বড় অদ্ভুত কথা না শুনি কখন॥
বাল্মীকি মতের নাহি হয় এ প্রমাণ।
কোন মতে কহিলে এ কহ মতিমান॥
মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহ সযতনে।
ধরিয়াছে প্রমাণ বশিষ্ঠ রামায়ণে॥
অঙ্গদের রায়বারে বচন যেমন।
রাম-দূত হয়ে গেল যথা দশানন॥
হিত উপদেশ বহু দেয় লঙ্কেশ্বরে।
মায়ায় রাবণ শত শত মূর্ত্তি ধরে॥
ইন্দ্রজিৎ সমূর্ত্তিতে আছিল তথায়।
ইঙ্গিতে অঙ্গদ বহু ভর্ৎসে ছিল তায়॥
মন্দোদরী সম্পর্কে করিল উপহাস।
তাহে হৈল অঙ্গদের পাপের প্রকাশ॥
সেই পাপে ব্যাধ হৈল কর্ম্ম-অনুসারে।
দ্বাপর যুগের শেষ কৃষ্ণ-অবতারে॥
পুরাণে লিখেছে ব্যাস, করিয়া প্রকাশ।
সেই পাপে রাজসেবা ফলের বিনাশ॥
শুনি শান্ত হইল ভাগুরি তপোধন।
মার্কণ্ডেয় বলে পুনঃ করহ শ্রবণ॥
কিছু দিবসের পরে নিকষা-তনয়।
করিতে বিজয় দিক্ অভিলাষ হয়॥
প্রথমে করিল যুদ্ধ দেবরাজ সনে।
পরাজয় হইয়া ফিরিয়া আইল রণে॥
একান্ত ভাবেতে রাবণের চিন্তা হয়।
ভাবে দৈব বিনা কিছু কার্য্য সিদ্ধ নয়॥
আশুতোষ বিনা আরাধিব কারে আর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে দয়াদৃষ্টে তাঁর॥
এত বলি তপস্যায় চলিল রাবণ।
প্রথমেতে হিমালয়ে দিল দরশন॥
একমনে যোগাসনে করি ভরাভর।
চিন্তা করে হৃদিপদ্মে দেবতা শঙ্কর॥
নিত্য নিত্য বিল্বদল সহিত চন্দনে।
ধ্যান করে সমর্পিয়ে শিবের চরণে॥
নানা উপহার আর মালা ফুল ফল।
ভক্তিভাবে ভব ভাবে নহে চিত-চল[১]॥
গালবাদ্য কক্ষ্যবাদ্য[২] ঘন নৃত্য করে।
জয় শম্ভু জয় শম্ভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
সমাধিতে বসিয়া ডাকিছে মহেশ্বরে।
নয়ন মুদিয়া হৃদিপদ্মাসনোপরে॥
ত্রিলোচন জটাধারী দেব পঞ্চাননে।
ললাট অনল শশীখণ্ড প্রজ্জ্বলনে॥
বিভূতি ভুজঙ্গ অঙ্গে অতি সুশোভন।
দ্বীপীচর্ম্ম অস্থি শৃঙ্গ[৩] ডমরু ধারণ॥
ধ্যান করে এক মনে না পায় দর্শন।
চিন্তিত হইয়া চিন্তা করিছে রাবণ॥
বলে কোথা আশুতোষ কোথা দয়াময়।
অতি দুরারাধ্য বাধ্য নহে মৃত্যুঞ্জয়॥

১। চিত-চল—চিত্তচাঞ্চল্য। ২। কক্ষ্য (কক্ষ) বাদ্য—বগল বাজানো।
৩। দ্বীপীচর্ম্ম—চিতাবাঘের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত পরিধেয়। অস্থি—হাড় ; এস্থলে খট্টাঙ্গ। নর-অস্থি-নির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ। শৃঙ্গ—শিঙ্গা ; একপ্রকার বাদ্যবিশেষ।

দেখা না পাইয়া শিব হইল কাতর।
কঠোর তপেতে মন দিল অতঃপর ॥
ফল মুল ভোজনে করিল শিব-ধ্যান।
তাহে না পাইয়া শুদ্ধ করে জলপান ॥
তাহাতেও শঙ্করের করুণা নহিল।
পরেতে কেবল বায়ু ভক্ষণে রহিল ॥
এইরূপে সহস্র বৎসর গত হয়।
তবু তারাপতির তাহাতে কৃপা নয় ॥
চিন্তাকুল রক্ষঃপতি পশুপতি বিনে।
অতি কষ্টে জপ আরম্ভিল দিনে দিনে ॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী ॥

রাবণ শিবকে নিজমুণ্ড কাটিয়া অর্ঘ্য দেয় আবর্ত্তন।

কষ্টে কাল গত হয়, শিবের সাক্ষাৎ নয়,
সচকিত হইল রাবণ।
বহুমতে করে স্তব, মৃঢ় রুদ্র শূলী ভব,
চন্দ্রচূড় ভুবনপাবন ॥
ব্যোমকেশ দিগম্বর, মৃত্যুঞ্জয় স্মরহর,
বিষধর ভস্ম-বিভূষণ।
মহাকাল মহেশ্বর, ত্রিপুরবিনাশকর,
ত্রিদশের অরিষ্ট-দূষণ[1] ॥
আমি অতিশয় দীন, ভজন বিহীন ক্ষীণ,
দেখে ঘৃণা করিয়াছ মনে।
আপন মহিমা রাখ, নির্দ্দয় না হয়ে থাক,
হের হর বারেক নয়নে ॥
আমি ও চরণাশ্রিত, ভক্তি-ভাবাদি রহিত,
নামমাত্র করিয়াছি সার।
আশুতোষ দয়াময়, সকল পুরাণে কয়,
লৈলে নাম সঙ্কটে নিস্তার ॥
পড়েছি সঙ্কটে ঘোর, উপায় নাহিক মোর,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তব নাম।
আপনি করেছ বেদ, পুনঃ খণ্ডে করি ভেদ,
দিলে ভক্তজনে হয়ে বাম ॥

এইরূপে স্তুতি কৈল, তবু দয়া নাহি হৈল,
শেষ পূজা আরম্ভ করিল।
শঙ্করে করিয়া ধ্যান, পূজা করে মতিমান,
মুণ্ড কাটি অর্ঘ্যদান দিল ॥
পড়িল তাহার কায়, ধরণীতলে লোটায়,
কাটামুণ্ড ডাকে শিব নাম।
কৈলাশে থাকিয়া হর, জানি কৈল মতান্তর,
আসি দেখা দিল গুণধাম ॥
কাটাস্কন্ধ কোলে করি, কান্দেন করুণা করি,
বিলাপ করিয়া বহুতর।
রাবণ ভক্তের সার, ত্রিভুবনে হেন আর,
নাহি মিলিবেক প্রিয়ঙ্কর ॥
রোদন সম্বরি পরে, মুণ্ড স্কন্ধে যোগ করে,
রাবণেরে দিলা প্রাণদান।
উঠিয়া নিকষা-সুত, দেখে শিব অবধূত[2],
প্রণাম করিল মতিমান ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল ভব, মস্তক ছেদন তব,
অদ্যাবধি না হবে রাবণ।
বর শুনে পুলকিত, হয় রাবণের চিত,
বর চাহে জিনিতে ভুবন ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা কবিরত্ন, গায় গীত কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী ॥

রাবণের প্রতি শিবের দেবী পূজার আদেশ।

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল মধ্যমান ঠেকা।

কর তারিণী-চরণ আরাধনা।
যদি আছে শমন-বিজয়ে বাসনা ॥
ত্রিলোকতারিণী তারা, পরাৎপরা, গতি সারা,
বিফলে ফলদা, ফলে ফলিবে কামনা।
ভজ সেই বিশ্বমাতা, পদরজে অজ-ধাতা,
কৃপাকর কৃপায় যে অসাধ্য সাধনা ॥ ধুয়া ॥

রাবণের বাক্য শুনি কহেন শঙ্কর।
আমি না পারিব দিতে এ নিয়ম বর ॥

১। ত্রিদশের অরিষ্ট-দূষণ—দেবতাগণের বিপদ বিনাশকারী। ২। অবধূত—যোগী।

কতজনে বিজয় করিতে কতবার।
এর মধ্যে মধ্যে আছে ভক্ত কত আর॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া[1] যদি রাজা হৈতে চাও।
ত্রৈলোক্যজননী তারা তাঁহারে ধেয়াও[2]॥
আরাধনা কর আগে দেবীর চরণ।
প্রসন্না হইলে হবে মানস পূরণ॥
আরাধনা করিয়া যাঁহারে ভগবান।
প্রকৃতি সম্ভোগে পাইলা বিরাট সন্তান॥
ব্রহ্মা আরাধনা করি হৈল প্রজাপতি।
চতুর্ম্মুখ নাম তারে দিলেন পার্ব্বতী॥
তুমি পূজা কর দেবী দীন-দয়াময়ী।
পাইবে সম্পদ হবে ত্রিভুবন-জয়ী॥
এত বলি অনুক্রম করিয়া বিস্তার।
পদ্ধতি দিলেন তারে ব্রহ্মার পূজার॥
রাবণ প্রণাম করে লোটায় ধূলায়।
উপদেশ কহিয়া গেলেন ভূতরায়॥
আইল লঙ্কায় রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
মানস হইল ভগবতী আরাধিতে॥
আয়োজন করে দ্রব্য পদ্ধতি প্রমাণ।
দশভুজা মূর্ত্তি কৈল প্রতিমা নির্ম্মাণ॥
মহিষমর্দ্দিনী-রূপ অতি চমৎকার।
লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গণপতি আর॥
বসন্ত সময় অতি রসাল সকল।
সুপ্রসন্ন দিক্ দশ বনস্থল জল॥
ষষ্ঠীতে রাবণ রাজা পূজে ভদ্রকালী।
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প আর নরবলি॥
সপ্তমীতে পূজে পুনঃ নিকষা-সন্তান।
মৈষ মেষ ছাগ নর দিয়ে বলিদান॥
গীত বাদ্য মহোৎসব করে রক্ষগণ।
আনন্দে সপ্তমী নিশি কৈল জাগরণ॥
এইরূপ এখন অর্চ্চনা হৈল সায়।
অষ্টমীতে আরাধনা করে পুনরায়॥
বেদ বিধিমতে পূজা করে অনুরাগে।
নানা জাতি বলি দিল চণ্ডিকার আগে॥
বিধির বিধানে দিবা হৈল সমাপন।
সন্ধিযোগে পুনর্ব্বার পূজিল রাবণ॥
ছাগল মহিষ মেষ আদি বলি দিল।
পুষ্পাঞ্জলি স্তব পাঠ আরতি করিল॥
নৃত্য গীত পুলকিত আনন্দিত মন।
যামিনী করিল সাঙ্গ করি জাগরণ॥
পুনর্ব্বার নবমীর পূজা আরম্ভিল।
কবিরত্ন গায় শ্রীনৃসিংহ আদেশিল॥

রাবণের নবমী উৎসাহ।

পুলক অন্তরে, চণ্ডী পূজা করে,
ধূপ দীপ উপহারে।
ভূষণ বসন, আসন অশন,
দ্রব্য অনেক প্রকারে॥
দেয় বলিদান, পদ্ধতি প্রমাণ,
ছাগল মেষ মহিষ।
নানা বনচর, জলচর নর,
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ শেষ॥
করিয়া পূরিত, খর্পর শোণিত,
করে আবরণে পান।
খর্পরেতে আর, দিবে কতবার,
শেষে রক্ত নদী দান॥
আপনি রাবণ, নাচিছে তখন,
ঘন ডাকে দুর্গা বলে।
নাহি রহে জ্ঞান, উন্মত্ত সমান,
ভাসে আনন্দাশ্রু জলে॥
মহা মহোৎসব, করে রক্ষ সব,
মা মা বলে ঘন ডাকে।
আনন্দে মগন, হয় বিস্মরণ,
আপনারা আপনাকে॥
বাজিছে বাজনা, না হয় গণনা,
বীণা বেণী[3] করতাল।
মাদল মৃদঙ্গ, মুরলী মোচঙ্গ,
সপ্তস্বরা সুরসাল॥

১। জিনিয়া—জয় করিয়া। ২। ধেয়াও—ধ্যান (আরাধনা) কর। ৩। বেণী—'বেণী' শব্দটি বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সারিঙ্গা সেতার, সুধার আধার,
পাখোয়াজ পিনাক কাড়া।
শানি সারোয়াল, বারি বারোয়াল,
ঢোল তাসা রামকাড়া॥
জয়ঢাক ঢোল, শব্দ উতরোল,
জগঝম্প ঘোর বাজে।
মা'র গুণ গায়, অতি উচ্চরায়,
আনন্দ রাক্ষস মাঝে॥
কাম অভিলাষী, কতজন আসি,
ধুনা পোড়ে অতি সুখে।
গীত বাদ্য নাট, করে চণ্ডীপাঠ,
ব্রাহ্মণেরা সকৌতুকে॥
ধুনায় আঁধার, চণ্ডিকা-আগার,
পুলকিত সবে হয়।
ভক্তিভাবে অতি, রাক্ষসের পতি,
দেবী-ভাবে ভাবময়॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের আশে,
কহে দেবী নরাঙ্কিতে।
তাহে পুরি সায়, কবিরত্ন গায়,
দেবী কাত্যায়নী প্রীতে॥

রাবণ কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যার স্তব ও প্রথম বিদ্যা আদ্যাকালীর স্তব।

রাগিণী সুরট,—তাল খয়রা।

নমামি জয় কালিকে। করালিকে কালরাত্রিকে॥
কত কর-কিঙ্কিণী নৃশির-মালিকে॥
অশুভনাশিনী শ্যামা, বগলা বরদা বামা,
অশেষ গুণধামা, শশি-কপালিকে।
প্রণতের ভয়হরা, মহেশ-শব-উপরা,
ঘোরাশি-শিরধরা, গিরীশ-বালিকে॥ ধুয়া॥

ভক্তিভাবে লঙ্কাপতি আর্দ্রচিত হয়।
গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি দাণ্ডাইয়ে রয়॥
দেবীর সাক্ষাৎ নহে অনুকম্পা হীন।
তাহে দুঃখী হৈল অতি ভূপতি মলিন॥
দু'নয়নে ধারা বহে ভাসে কলেবরে।
গদগদ স্বরে আদ্যাকালী-স্তব করে॥

কঙ্কালমালিনী কালী করালাস্যা তারা।
করালী হারিণী কালী কৃত্তিবাস-দারা[১]॥
কুল-কুণ্ডলিনী কুম্না কুরু কুম্নাসতী।
কুরঙ্গনয়নী কৃষ্ণা কুন্দ পুষ্পদ্যুতি॥
বরাভয়ধরা হরা কিঙ্কণী কালিকে।
কপালমালিনী ফেরুকুকুদ পালিকে॥
কারণা-কারণ-কালী কারণ-কারিকে।
কালপাদ-বিপতিতা কাল-নিবারিকে॥
কাদম্বিনী-কান্তি কেশে কুন্তল-বারিকে।
কপোল-কুন্তলা কুন্দকুসুম-হারিকে॥
কাল পরকালে কালী কালরূপ-করা।
আদি বিদ্যা আদ্যা অঙ্গী অনন্ত অপ্সরা॥
কামিনী কুলালী কোপবতী করালিনী।
কৌশাম্ভক্ষরিকা কালরাত্রি কপালিনী॥
কৌশিকা কৌমারী কীর্ত্তি কুষ্মাণ্ডী কুশলা।
কাবেরী কুটিলা কৃষা কামাক্ষ্যা কমলা॥
কালপ্রিয়া কালপূজা কাল-বিড়ম্বিনী।
কাল-বক্ষঃস্থল-স্থিতা কাম-নিতম্বিনী॥
কালী কল্পলতা কালী কলুষ-হারিণী।
কপালর্ঘ প্রিয় কর মালা বিধারিণী॥
কুঙ্কুমাঙ্গী কামধাত্রী কাম রাজেশ্বরী।
কাদম্বিনী করুণাক্ষী কলা কাদম্বরী॥
কাতরে করুণা কর হের মা কালিকে।
কুরতি কুমতি জনে মৃগাঙ্গ ভালিকে॥
ঘৃণা না করিহ কালী দেখিয়া রাক্ষস।
হীন জনে নিস্তারিলে ও নাম পৌরষ॥
স্তব করে সকাতরে দেবী-পদতলে।
ভাসে অশ্রুজলে দ্বিজ কবিরত্নে বলে॥

রাবণের স্বমুণ্ড বলিদান আবর্ত্তন।

স্তব করিল রাবণ, গদগাদ করি মন,
তবু কৃপা না হলো দুর্গার।
কান্দিয়ে অস্থির হয়, পুরোহিতে ডাকি কয়,
মিথ্যা পূজা হইল অসার॥

১। কৃত্তিবাস-দারা—কৃত্তি (মৃগাদি চর্ম্ম-নির্ম্মিত) বাস (পরিধেয়) যাঁহার অর্থাৎ শিব। তাঁহার দারা (পত্নী)।

দয়া না হইল তাঁর, আমার জীবনে আর,
প্রয়োজন নাহিক বিধান।
দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণ, করিব হে সমাধান,
নিজ মুণ্ডে দিব বলিদান॥
চক্ষে অশ্রুধারা গলে, খড়গ লৈল করতলে,
মানসে ডাকিছে দুর্গা নাম।
কাটিল আপন শির, খর্পরে পড়ে রুধির,
দেয় মা'কে পূরাইতে কাম[১]॥
নাহি মরে লঙ্কেশ্বর, আছয়ে শিবের বর,
কাটামুণ্ড উঠে জোড়া লাগে।
পূজা ফলে অভয়ার, এক মুণ্ড বাড়ে আর,
দুই মুণ্ড হৈল দেবী আগে॥
নাচিছে রাক্ষসগণ, প্রেমে পুলকিত মন,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি ডাকে।
দুই মুখ পেয়ে রায়, অতি পুলকিত কায়,
স্তব করে দ্বিতীয় বিদ্যাকে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী॥
আদেশিলা কবিরত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দ্বিতীয় বিদ্যা তারার স্তব।

রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।

তার গো তারিণী তারা, কাতরে এবার মা।
আর কেহ নাহি ভবে ভরসা তোমার মা॥
ও রাঙ্গা যুগল পায়, নিতান্ত সঁপেছি কায়,
করুণা কটাক্ষ দিয়ে ভবে কর পার মা।
কাতর হয়েছি অতি, ত্রাণ কর ভগবতী,
গতি মতি, রতি হীন শ্রীনন্দকুমার মা॥ ধুয়া॥

নমস্তে তারিণী তারা ত্রিপুরাসুন্দরী।
ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী ত্রিলোক-ঈশ্বরী॥
ত্রিলোচনী তৃষা তৃষ্ণা ত্রিগুণধারিণী।
তপোময়ী ত্রিলোকপালিনী নিস্তারিণী॥
ত্রিশিখী ত্রৈলোক্য-মাতা শুভদা ত্রিলোকে।
ত্রাণ কর তত্ত্বসার পরাৎপরা শোকে॥
ত্রিজটাত্ত্ব পরাতত্ত্ব ত্রিভুবন ত্রাতা।
ত্রিপুরারি-মনোহরা ত্রিলোচন-মাতা॥
তপোদাত্রী তুশিরূপা তত্ত্ব-পরায়ণী।
তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ত্রাহি নারায়ণী॥
ত্রিবলীধারিণী স্তনভারা নিতম্বিনী।
ত্রিবিক্রমী ত্রিপুরঘ্না ত্রিত্রি স্তম্ভিনী॥
ত্রৈকালিক ফলদাত্রী ত্রিফল স্বরূপা।
ত্বকাম্বরা লম্বোদরা তাপিনী অনুপা॥
পঞ্চক পালিনী পঞ্চ অর্দ্ধেন্দু শেখরা।
ত্রিশূলধারিণী তারা শবমঞ্চোপরা॥
দানবনাশিনী পূজা দক্ষিণ-আচারে।
তোমার মহিমা তত্ত্ব কে জানিতে পারে॥
রক্ষা কর তারিণী মা উদ্ধার আপদে।
গতি নাহি গতি হীনে স্থান দেহ পদে॥
রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা না করিহ মনে।
নিস্তার আশ্রিত আমি ও রাঙ্গা চরণে॥
কাতরে ডাকি মা যত নাহি শুন কাণে।
মা হয়ে কেমনে বুক বান্ধিলে পাষাণে॥
অকিঞ্চন প্রতি যদি করুণা না হবে।
ত্রিভুবনে তারা নাম বল কেবা লবে॥
বলে বলে নেত্র জলে ভাসিল রাবণ।
নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচন॥

রাবণের দ্বিমুণ্ড বলিদান।

করিয়া তারাকে স্তব লঙ্কার রাবণ।
ক্ষুণ্ণ মন না পেয়ে দেবীর দরশন॥
আক্ষেপ বিলাপ করি পুরোহিতে কয়।
কি করিব কি হইবে কালীর কৃপায়॥
এ প্রাণ রাখিতে নারি দুঃখ উঠে মনে।
সঁপিব এ ছার প্রাণ অম্বিকা-চরণে॥
এতেক বলিয়া পূজা করে মতিমান।
দুই মুণ্ড কাটিয়া দিলেন বলিদান॥
সম্মুখে পড়িল রক্ত দেবীর খর্পরে।
স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া লাগে শঙ্করের বরে॥
আর এক মুণ্ড বাড়ে চণ্ডিকার প্রীতে।
তিন মুখ পাই রাজা আর্দ্র পুলকেতে॥

১। কাম—কামনা, মনের ইচ্ছা।

বাহু তুলি কালী বলি নাচে ঘনেঘন।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আনন্দিত মন॥
রাবণ করিছে স্তব তৃতীয় বদনে।
বিদ্যা মধ্যে তৃতীয় ষোড়শীর চরণে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শীর স্তব।

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল খয়রা।

কলেবরে কৃপাকর দীন বিহনে ওমা রাজরাজেশ্বরী। বিপাকে পড়িয়া ডাকি রাখ গো শঙ্করী॥ সুখদা মোক্ষদা ভীমা, অসিমা মহিমা সীমা, অকৃতি অধমাধমে তোমা বিনে কে আর তারিবে শুভঙ্করী॥ ব্রহ্মাণ্ড কারণ জলে, বিধাতারে রাজা বলে, তাহার ঈশ্বরী তুমি সর্ব্ব-শক্তিময়িগো তেঁই তব নাম স্মরি॥ ধুয়া॥

ষোড়শী সুমুখি সর্ব্বমঙ্গলা শিবানী।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বরূপা সাবিত্রী সর্ব্বাণী॥
স্বর্গমুক্তি বিধায়িনী শোকার্ত্ত-হারিণী।
সুরেশ্বরী সর্ব্বশত্রু বিনাশ-কারিণী॥
সপ্তশতী[1] সহস্রাক্ষী সুন্দরী শঙ্করী।
সর্ব্ব বিদ্যাময়ী সুখপ্রদা শাকম্ভরী॥
স্বর্ণরূপা শবোপরে সরোজ-বাসিনী।
পঞ্চপ্রেত-মঞ্চোপরা শোক-বিনাশিনী॥
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী সুরসাস্বাদিনী।
ষড়রস-আস্বাদিনী রণ-উন্মাদিনী॥
সহস্রাক্ষ-প্রসূতিনী সহস্র-রসনা[2]।
সহস্র শিরসি শিরে সলিল-নয়না॥
সুগন্ধি সুভগা সুধামুখী সুলোচনী।
শুভে সুবচনী সর্ব্ব বন্ধ বিমোচনী॥
সুচারু-বদনী চারু চতুর্ভুজ ধরা।
বিধিভব বাসব মাধব শিরোপরা॥
চতুরস্ত্র-ধারিণী সুখণ্ড শশী ভালে।
সুভূষা ভূষণ শতদল মল্লি ঘামে॥
সুকেশী সুবেশি রক্তবস্ত্র-পরিধানা।
রাজ রাজেশ্বরী রঙ্গে রঙ্গনাথ-প্রাণা॥

রক্তাঙ্গী রক্তাক্ষী রক্ত ভূষণ ভূষণা।
দাড়িম্ব কুসুম কান্তি সুরঙ্গ দশনা॥
রামেশ্বরী রামরাজ্য-প্রদা রাজ্যেশ্বরী।
রুদ্ররূপা রক্তদন্তা রাক্ষস-সুন্দরী॥
রাজ রাজেশ্বরী তুমি ষোড়শী সুন্দরী।
কর কৃপা দান কালী কাতরে শঙ্করী॥
না জানি ভজন স্তুতি নিজগুণে তার।
আর নাহি ভরসা অপারে পারাবার॥
স্তব করে রাজা অতি পুলকিত কায়।
তথাপি দেবীর কৃপা না হইল তায়॥
পরে রাজা নিজ মুণ্ড দিল রাঙ্গা পায়।
পূর্ব্বমত বাড়ে মাথা দেবীর কৃপায়॥
চারি মুখ পেয়ে রাজা পুলক অন্তরে।
সবিনয়ে চতুর্থ বিদ্যার স্তব করে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

চতুর্থ বিদ্যা ভুবনেশ্বরীর স্তব।

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল মধ্যমান ঠেকা।

ভুবনেশ্বরী কিঞ্চিৎ করুণা কর দান। মা ময়ি বঞ্চিত পতিত অজ্ঞান॥ দীন হীন অচেতন, গতি হীন অভাজন, অসারেতে সার ভ্রম, সারেতে অসার জ্ঞান। কে জানে তোমার গুণ, গুণের নাহিক গুণ, নির্গুণের শত গুণ, গুণ সমাধান॥ সে জানে তোমার গুণ, যার কপালে আগুন, সদা গায় গুণাগুণ, গুণে তান গুণ॥ ধুয়া॥

নমস্তে ভুবনেশ্বরী পাশাঙ্কুশধরা।
ভ্রূকুটি ভীষণা ভীমা ভীতা ভয়ঙ্করা॥
ভগবতী ভোগবতী ভবভয়হরা।
ভিক্ষুকী ভারতী ভানুরূপা ভয়ঙ্করা॥
ভবার্ণব-নিবারিণী ভূতাত্মা-ভাবিনী।
ভূতাত্মা ভূভৃতা ভবা ভবাব্ধি-দ্রাবিণী॥
দানবনাশিনী মাতা ত্রিলোক-তারিণী।
কর কৃপা কৃপাময়ী ভূভৃত-ধারিণী॥
আগম নিগমে কয় মহিমা তোমার।
ভুবনে ভুবনেশ্বরী নামে মোক্ষ সার॥

২। সহস্র-রসনা—সহস্র (অসংখ্য ; যাহা গণনা করা অসম্ভব) জিহ্বা।

১। সপ্তশতী—চণ্ডী ; শ্রীশ্রীচণ্ডী-পুঁথিতে সাত শত শ্লোক আছে।

ভয়ার্ত্ত হয়ে ভয় ভাঙ্গি গো ভবানী।
অকৃতজ্ঞ অকৃতি অধম গো শিবানী॥
বিশীর্ণ হয়েছি মাতা নাহি সহে ক্লেশ।
জাতিতে রাক্ষস নাহি জানি ভক্তিলেশ॥
ঘৃণা যদি কর তবে কে রাখিবে আর।
সর্ব্বত্র ব্যাপিনী তুমি তনয় তোমার॥
অনাচার দুরাচার সকলি মা তুমি।
ত্রিভুবনেশ্বরী ব্যক্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমি॥
নিস্তার নিস্তারকর্ত্রী নিবেদিয়ে কই।
তারিতে উচিত মা ভুবন ছাড়া নই॥
এইরূপ স্তব করে দাণ্ডায় সাক্ষাৎ।
তবু দেবী অদর্শন ভাবে লঙ্কানাথ॥
আক্ষেপ করিয়া রাজা সম্মুখে দেবীর।
ভৈরবীর উদ্দেশ্যে কাটিয়া পাড়ে শির॥
পূর্ব্বমত জোড়া লাগে বাড়ে এক শির।
সেই মুখে স্তব করে বিদ্যা ভৈরবীর॥
পঞ্চানন পায় অতি আনন্দ আবেশে।
বিরচিল কবিরত্ন নৃসিংহ উদ্দেশ্যে॥

পঞ্চম বিদ্যা ভৈরবীর স্তব।

রাগিণী কালেংড়া,—তাল আড়া।

ভবে ভরসা তোমার। ভৈরবী ভবভাবিনী গতি সবাকার। কে বুঝে তোমার মায়া, সংসারে রাখিয়া ছায়া, মিছে ভ্রমে ভ্রমাইছ করি ফের ফার। এবার বুঝেছি সার, কেন বহি আর ভার, বার বার এই বার, যে ভুলালে নহে ভার। ধুয়া।

ভৈরবী ভ্রামরী, ভীমা ভয়ঙ্করী,
ভূষণ্ডী ভূভৃতা বাণী।
ভোগ মোক্ষ প্রদা, স্বর্গাপবর্গদা,
ভয়চ্ছেদা ভবরাণী॥
ভূতাত্মা-মোহিনী, ভারতী সোহাগিনী,
ভূতভাবন-ভাবিনী।
ভূতাধ্যক্ষভিয়া, ভক্তোদ্দাম দিয়া[১],
ভূতভীষণ-কারিণী॥
ভুবন ভূষণা, ভাস্কর দূষণা,
ভস্ম কেশ বিধায়িনী।
দিশৃক গলিত, শোণিত বলগিত,
ভবার্ণব নিবারিণী॥
ভীতাত্ম পালিনী, ভূতক্ত হালিনী,
ভূরদা ভবগেহিনী।
ভাগীরথী মাতা, ভয়া ভবদাতা,
ভুবনে ভক্তদেহিনী॥
ভয়ানক বেশ, বিভীষণ কেশ,
প্রভিন্ন রক্ত শরীর।
ভীরু চারি করে, অতীব খর্পরে,
পূরিত দৈত্য-রুধির॥
বিহীন বসন, শোণিত অশন,
শবোপরে ভরাভর।
নরশিরদাম, উর্দ্ধে অনুপাম,
সেবিত ভৈরব-চর॥
ভবভয়হরা, মিতু বিশ্বোদরা,
ভৈরবী ভুবন-মাতা।
বেদাগমে সার, মহিমা তোমার,
তুমি চতুর্ব্বর্গ দাতা॥
স্মরণে ও নাম, লভ্য মোক্ষধাম,
সংসারে সংসার তুমি।
আদ্যাশক্তি হও, ভব হৃদে রও,
ছলে প্রকাশ এ তুমি॥
শুনিয়াছি সার, স্মরণে তোমার,
বিপদে উদ্ধার হয়।
জানিলাম তবে, তোমায় মা সবে,
ভকত-বৎসলা কয়॥
লইনু শরণ, দেহ ও চরণ,
ঘৃণা নাহি কর দীনে।
মহিমা তোমার, রাখ এই বার,
কে তরে জননী বিনে॥
স্তব করে রায়, ভাবি অভয়ায়,
তবু নহে দরশন।
কাটি পঞ্চানন, ফেলিল তখন,
ভাবি ভবানী রাবণ॥

১। ভক্তোদ্দাম দিয়া—ভক্তের উদ্দাম (আনন্দ) রূপ দিয়া (বাতি; আলো বা জ্যোতিঃ)।

শিবের আজ্ঞায়, যোড়া লাগে কায়,
এক মুণ্ড বাড়ে আর।
ছয় মুণ্ড পায়, এ ষষ্ঠ বিদ্যায়,
স্তব করে আর বার॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে,
দেবী কহে নরাঙ্কিতে।
সভাসদ আর, শ্রীনন্দকুমার,
রচিলা অভয়া প্রীতে॥

ষষ্ঠ বিদ্যা ছিন্নমস্তার স্তব।

দয়া কর ছিন্নমস্তা কাতরে এবার। ধুয়া॥

ছত্রেশ্বরী ছিদ্রধরা সৃষ্টি-সংহারিণী।
ছিন্নমস্তা ছায়া ছিন্ন মুণ্ড বিধায়িনী॥
সর্করক্তা শ্রান্তি শ্রেষ্ঠা শ্রুতি অগোচর।
ছেদছিন্না শ্রিয় সাত্রা ছলাছল কর॥
ছলাবতী ছলকরা শ্রেদ্ধা সৃষ্টিহরা।
শ্রীফলী শ্রী নিকেতনী সৃষ্টি সৃষ্টিকরা॥
রক্তবর্ণা শবোপরা দ্বিসখী-সঙ্গিনী।
রতি কাম বিপরীত আপনি রঙ্গিনী॥
রাখিলে দেবতাগণে করি পরিত্রাণ।
ক্ষুধা শান্তি কৈলে নিজ রক্ত করি পান॥
সাধিলে দেবের কার্য্য অসুর বিনাশ।
অদ্ভুত আকার ধ্যানে হইলে প্রকাশ॥
কে বুঝিতে পারে মাতা চরিত্র তোমার।
কখন কেমন ভাব লীলা চমৎকার॥
কহিতে তোমার গুণ কার সাধ্য পারে।
হইল তোমার মূর্ত্তি পর উপকারে॥
তব ইচ্ছা নিরঙ্কুশা জানে শক্তি কার।
আমি কি বা জানি চারি পাঁচ মুখ যার॥
অনুগত আশ্রিত মা আমি ও চরণে।
উপেক্ষা না কর রক্ষা কর অকিঞ্চনে॥
আর নাহি ভরসা তারিণী তোমা বই।
প্রণত হয়েছি তব পাদপদ্মে ওই॥
এইরূপে স্তব করে ভাসে অশ্রুজলে।
তথাপি সাক্ষাৎ দেবী না হইলা ছলে॥

তবে রাজা নিজ মুণ্ড কাটে অসি ঘায়।
এক মুণ্ড বাড়ে পুনঃ দেবীর ইচ্ছায়॥
সাত মুণ্ড হৈল অতি পুলকিত কায়।
স্তব করে সকাতরে সপ্তম বিদ্যায়॥
নয়নে গলিত বারি বহে চৌদ্দবার।
নৃসিংহ আদেশে ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

সপ্তম বিদ্যা ধূমাবতীর স্তব।

রাগিণী মালকোষ,—তাল আড়া।

কর কৃপাবলোকন ধূমাবতী।
চরণে সঁপিনু প্রাণ আর নাহি গতি॥ ধুয়া॥

জয় জয় ধূমাবতী ধূম্রাক্ষী ধূষণা।
ধরিত্রী ধরণী ধুণে ধুস্তুর-ভূষণা॥
ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদা ধাতা ধাত্রী ধনহরা।
ধনেশী ধূম্রকেশিনী ধন-ধান্যকরা॥
ধূম্রবর্ণা ধরা-ধরা ধুস্তুরধারিণী।
ধনুর্দ্ধর মনোরম ধূম্রাক্ষহারিণী॥
ধিয়া ধান্যা গম্যা ধাতানন্ত বিধারণা।
ধরা ধরা ধরা ধর ধরা সাধারণা॥
ধূধূরণ প্রিয়ধরা ধরেশ-মোহিনী।
ধামসী বাদ্যনটিনী ধূর্জ্জটী-শোহিনী[1]॥
ধার রূপা অধারী ধীষণা বৃদ্ধ-রূপে।
বিধবা বিশ্বাসে বিশ্ব পাড় মোহকূপে॥
কাকধ্বজ রথারূঢ়া সূর্প[2] করতলে।
বিনাশিতে দেবারিষ্ট অসুরেরে ছলে॥
তব মায়া বুঝা ভার কখন কেমন।
শঙ্কর বুঝিতে নারে অন্যে কি এমন॥
নিজগুণে অনুগ্রহ কর ধূমাবতী।
ডাকি মা কাতরে আমি অকিঞ্চন অতি॥
পড়েছি বিষম পাকে রাখ মহামায়া।
ঘৃণা না করিহ মনে দেহ পদছায়া॥
স্তব করে লঙ্কাপতি কাতর হৃদয়।
তথাপি তাহাতে দেবী সাক্ষাৎ না হয়॥
পুনর্ব্বার মাথা কাটে মন অনুরাগে।
শঙ্করের বরে মাথা উঠে জোড়া লাগে॥

১। ধূর্জ্জটী-শোহিনী—শিবের পত্নী। ২। সূর্প—কুলা।

চণ্ডীর স্তবের ফলে বাড়ে এক মুখ।
অষ্টানন হৈল রাজা পরম কৌতুক॥
অষ্টম বিদ্যাকে স্তব করিছে রাবণ।
কবির ভণে ভাবিত্ব অম্বিকা চরণ॥

অষ্টম বিদ্যা বগলার স্তব।

রাগিণী পূরবী,—তাল খয়রা।

হে বগলে বল কি হবে উপায়।
চাহ মা নয়ন কোণে ঠেকিয়াছি দায়॥ ধুয়া॥

নমস্তে বগলা বল-বুদ্ধি-বিধায়িনী।
বসুধা বৈষ্ণবী বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদায়িনী॥
বিম্ন্যাঙ্গী বিশালাক্ষী বৈরাটি শারদা।
বসুন্ধরা বসুমাতা বারুণী বরদা॥
বিশ্বরূপা বিশ্বময়ী ব্রহ্মাণ্ড-উদরী।
ব্রাহ্মণেশী ব্যোমকেশী ব্রাহ্মণী বদরী॥
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বিদ্যা বিনোদিনী।
বাগ্দেবতা বীণাপাণি সুবাক-বাদিনী॥
বাগীশ্বরী বুদ্ধিরূপা বিন্দু ইন্দুচূড়া।
ব্রাহ্মণী ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মী বৃষারূঢ়া॥
বিযুদ্রূপা বপুঃশান্তি বষট্‌করাত্মিকা।
বজ্রহস্তা বটুকেশী মুষলধারিকা॥
বিমলা বহুরূপিণী বালার্ক-দশনা[1]।
বর্ণময়ী স্বাতীত্মিকা সুবর্ণবরণা॥
বিরূপী দানবহরা বগলাসুন্দরী।
মুষল আঘাতে ঘাত জিহ্বা করে ধরি॥
কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি কোন বস্তু।
তোমা ছাড়া ত্রিভুবনে নাহি কিঞ্চিদস্তু॥
দয়াময়ী দয়া কর দেখি দীন হীন।
ভরসা নাহিক ভাব হইয়াছি ক্ষীণ॥
মা বিনে তনয়ে আর কে করিবে কৃপা।
করুণা নয়নে হের রাখ মোর ত্রিপা॥
এই রূপে স্তব করে কাতরে রাবণ।
তথাপি দেবীর দয়া না হইল তখন॥
খড়্গাঘাতে মস্তক কাটিল আপনার।
শিববরে জোড়া লাগে বাড়ে এক আর॥
হইল নবম মুখ কৈলে অর্চ্চনার।
স্তব করে পুলকিতে নবম বিদ্যার॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া করগো অভয়া।
কবিরত্নে দিও স্থান অনল-তনয়া॥

নবম বিদ্যা মাতঙ্গীর স্তব।

রাগিণী গৌর সারঙ্গ,—তাল চৌতাল।

হে মাতঙ্গি মত্ত মাতঙ্গ-গমনা।
অনুগত প্রণতেরে বিতর করুণা॥ধুয়া॥

মাতঙ্গী মহেশাসনা, মরালবর-গমনা,
মহামায়া মলয়বাসিনী।
মহাদেবী মহেশ্বরী, মহানিদ্রা মন্দোদরী,
মেধা মধুকৈটভনাশিনী॥
মালাধারী মহেশ্বরী, মহারাত্রি মহোদরী,
মাতা মনোবিত্ত্যানুসারিণী।
মহানিদ্রা মহাবলা, মহেশা মায়া মঙ্গলা,
মহামারী-নিস্তারকারিণী॥
মোহরাত্রি মুক্তকেশী, মোহিনী মোহনবেণী,
মহাননা শোকবিনাশিনী।
মহী মানস্তা মানিনী, মদোমত্তা মন্দাকিনী,
নুটুকেশী মৎস্য-মাংসাশিনী॥
মহামরকতময়ী, স্মরণে সঙ্কট জয়ী,
নমামি মাতঙ্গী মহামায়া।
মা মতি পতিত হীন, গতি মতি হীন দীন,
দেহ মা আমারে পদছায়া॥
কে জানে তোমার গুণ, তাহে আমি অনিপুণ,
কর মা করুণা অকিঞ্চনে।
কর কৃপাবলোকন, ভরসা তব চরণ,
আছি আমি ও নাম স্মরণে॥
কান্দিয়া অস্থির রায়, স্তব কৈল চণ্ডিকায়,
তবু না হইল দরশন।
লঙ্কেশ্বর মতিমান, দেবীপদ করি ধ্যান,
নয় মাথা করিল ছেদন॥

১। বালার্ক-দশনা—রক্তপানে দেবীর দশন (দাঁত) বালার্ক (নবোদিত সূর্য্য)-এর মতো রক্তিম।

শঙ্করের বরে তায়, স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া যায়,
পূজাকালে বাড়ে এক শির।
রাজা দশানন পায়, তোষে দশম বিদ্যায়,
নেত্র লোহে ভাসিল শরীর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অথ দশমহাবিদ্যার শেষ কমলাত্মিকার স্তব।

রাগিণী মল্লার,—তাল খয়রা।

হে কমলে কুরু করুণাময়ী অধম জনে।
নিতান্ত অনুগত প্রণত এ তব চরণে॥ ধুয়া॥

কমলা কিশোরী জয় কিরীটধারিণী।
কমলাত্মা কামরূপা কৈলাসবাসিনী॥
করুণাক্ষী কৃপা রূপা কৃষ্ণকান্তি ময়ী।
তোমার কৃপায় হয় ত্রিভুবন জয়ী॥
কল্যাণী কামিনী মাগো কৌবেরী কুলানী।
কমলাক্ষী কমলজা কৈদরীকলিনী॥
কমলাক্ষ-প্রপূজিতা কমল-আসনা।
কমলবদনা ফুল্লকমল-ভূষণা॥
কমলা-আকার কলা কমলমন্ত্রিণী।
কমলাভরণ ভূষা কমলতন্ত্রিণী॥
কমলপত্র-আসনা কমলমালিনী।
কমলংঘ্রী কমলিয়া কান্তি কমলিনী॥
কমল-কৌতুকী স্বর্ণকমলবরণা।
কর কলনীয়া ভৃঙ্গ মৃণালধারণা॥
কুলারাধ্যা কল্পলতা কল্যাণকারিণী।
কর্ণিকারূপিণী কষ্ট-দারিদ্রহারিণী॥
দয়া কর দয়াময়ী দেখিয়ে কাতর।
শ্রীরূপে ব্যাপিত মা জগৎ চরাচর॥
তব কৃপা যারে হয় সেই ধন্য অতি।
তার পূজা সর্ব্ব ঠাঁই মান্যমহামতি॥
তোমা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি তুমি সে কারণ।
তুমি না থাকিলে সে সংসার অকারণ॥
আপদ সম্পদ তুমি মান অপমান।
তোমা হইতে যায় প্রাণ তোমা হতে প্রাণ॥
তব জন্য দেবাসুরে প্রত্যহ কুন্দল[১]।
সকলি তোমাতে তারা তুমি সে সকল॥
কৃপা কর কৃপাময়ী কিঞ্চিৎ এ দীনে।
আর কে করুণা করে কমলাত্মা বিনে॥
সাশ্রুনেত্রে স্তব করে হইয়া অধর।
বিংশতি লোচন লোহে ভাসে কলেবর॥
তথাপি দেবীর কৃপা কিছু না হইল।
কাতরে রাবণ রাজা কান্দিতে লাগিল॥
দশ মহাবিদ্যারে তুষিনু দশবার।
তথাপি নহিল কৃপা দেবী অম্বিকার॥
মস্তক কাটিয়া বলি করিনু প্রদান।
অতঃপর দিব পুত্র কাটি বলিদান॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর উদ্দেশ্যে রাবণের পুত্র বলিদান আবর্ত্তন।

পুত্র বলিদান দিতে হইল মনন।
মেঘনাদ পুত্রে আনে রাজা দশানন॥
প্রমাণে প্রমাণ মত করিল প্রদান।
খর্পরে রুধির নিবেদিল মতিমান॥
আরতি করিল মা'কে সপ্রদীপে শিরে।
ভাসিল রাবণ রাজা নয়নের নীরে॥
নিবেদিল নানা দ্রব্য করিতে অশন।
পুনঃ পুনঃ মিনতি করিছে দশানন॥
নানা মত বাদ্য বাজে উৎসব অপার।
পাখাজ পিনাক কাড়া সারিঙ্গা সেতার॥
জয়ঢাক জয়ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরা।
শানাই ডমখ ডম্প ঢেমচা গুধীরা॥
জগঝম্প তাসা কাঁসী বাঁশী সুরসাল।
বীণা বেণু মাদল মোচঙ্গ করতাল॥

১। কুন্দল—কোন্দল, বিবাদ।

তূরী ভেরি তানপুরা তরল সুবাক।
কত শত বাজে শিঙ্গা কাঁসী জোড়া শাঁক॥
ধুনায় ধুনায় ঘর হইল অন্ধকার।
স্তব করে দশানন দেবী অভয়ার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিপ্রদায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অথ দেবীর স্তব।

জয় দুর্গে জয় দুর্গে ত্রাহি দুর্গে ত্রাহি দুর্গে।

কাত্যায়নী কৃতান্তদলনী কালকামিনী।
কালাকালে তুমি কালী কালভয়নিবারিণী॥
নিত্যা নিত্যা নিরাকারা নিরাধারা কপালী।
নকর ভূষণা নরশির মালা করালী॥
গিরীশনন্দিনী[1] গো গিরিশ-মনোহারিণী[2]।
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবা শিব-সহচারিণী॥
শক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী আশুতোষ-অমলা।
বারাহী বৈষ্ণবী বিরূপাক্ষ-প্রিয়া বগলা॥
নারসিংহী নারায়ণী নিস্তারিণী কালিকে।
শঙ্করাঙ্গ-নিবাসিনী গিরিবর-বালিকে॥
জগদম্বা জগতের জন-মনোহারিণী।
বিদ্যাবাক্যবুদ্ধিরূপা ত্রিভুবনতারিণী॥
মহাবিদ্যা মহেশ্বরী মহাদেবভাবিনী।
শাকম্ভরী সারাৎসারা সর্ব্বশিব-মোহিনী॥
বরদা ব্রাহ্মণী বিষ্ণুমায়া বিশ্বকারিণী।
বিশ্বেশ্বরী বিধি-বিষ্ণু-বিশ্বনাথধারিণী॥
উমা ধূমা অম্বিকা অপর্ণা আদ্য-জননী।
জনসুখ-কৃতেকৃত্যা শরদিন্দু-আননী॥
কারণী কারণ মাতা তুমি সর্ব্বব্যাপিনী।
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি রাত্রিরূপিণী॥
কৃষ্ণের সহায় হয়ে বিষয়-প্রদায়িনী।
লইলে কৃষ্ণের পূজা গোলোক-সহায়িনী॥
মহাবিরাটের মাগো জন্ম হেতু ভাবিনী।
বিধি বন্দনিয়া সৃষ্টি কর শিব-দায়িনী॥
শিবকরা বিধাতা পূজিয়ে তব চরণে।
করিল সংসার সৃষ্টি তব কৃপাবলোকনে॥

চিন্তা দূর করিয়া তারিলা বিধাতায় গো।
সেইরূপ কৃপা দৃষ্টি কর মা আমায় গো॥
আমি দীন হীন পূজা করি তব পায় মা।
হের গো নয়ন-কোণে নহে বড় দায় মা॥
নিতান্ত চরণাশ্রিত অতি দীন হীন গো।
ভাবিয়া অসার সদা হইয়াছি ক্ষীণ গো॥
আমি অকিঞ্চন মাতা আর কেহ নাই গো।
তুমি যদি রাখ তারা তবে ত্রাণ পাই গো॥
ক্লেশে ক্লেশে তনু শেষ আর নাহি সয় মা।
দেখা দিয়া রাখ কালী কবিরত্ন কয় মা॥

রাবণের দিগ্বিজয় বর প্রাপ্ত আবর্ত্তন।

স্তবে তুষ্টা হয়ে তারা, ত্রিগুণা ভুবনসারা,
পরাৎপরা সদয় হইলা।
রাবণেরে দিতে বর, ধরিলেন কলেবর,
ধ্যান-অনুসারে দেখা দিলা॥
রাবণে আশ্বাস করি, কহিলেন মহেশ্বরী,
আর দুঃখ না ভাব কিঞ্চিৎ।
হইবে পরম সিদ্ধি, পাইবে পরম ঋদ্ধি,
বর লও যে হয় বাঞ্ছিত॥
প্রণমিয়া দশানন, কাত্যায়নী প্রতি কন,
সদয়া হইলা যদি মায়।
কর কৃপাবলোকন, আমি অতি অকিঞ্চন,
হও কালি কাম্য বরদায়॥
শুনগো করুণাময়ী, যেন ত্রিভুবনজয়ী,
হই আমি দেহ হেন বর।
অমর অসুর নর, আদি আর চরাচর,
সবে হবে আমার কিঙ্কর॥
ত্রিপুরে অসাধ্য সাধ্য, সবে হবে মোর বাধ্য,
রাজ রাজ্যেশ্বর হব আমি।
সর্ব্বজন পরাজয়, মোর কাছে যেন হয়,
হই যেন ত্রিভুবন-স্বামী॥
সঙ্কটে পড়িলে আমি, স্মরিলে আসিবে তুমি,
স্বীকার করিয়া বর দেহ।
ভকত-বৎসলা হও, দীনের জননী কও,
এবার জানিব মোরে স্নেহ॥

১। গিরীশনন্দিনী—গিরিগণের ঈশ (ঈশ্বর ; রাজা) অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা। ২। গিরিশ-মনোহারিণী—শিবের প্রিয়া।

শঙ্করী তখন কন, মোরে স্মরিবা যখন,
আসিয়া দিব যে দরশন।
দিক্ বিজয়ের বর, শুন বলি অতঃপর,
তাহার সকল বিবরণ॥
সংগ্রাম করিয়া জয়, নাহি হবে সমুদয়,
বলে ছলে কৌশলে জিনিবে।
সব হবে অনুগত, তোমার পদাবনত,
মম বরে আজ্ঞায় আনিবে॥
এই বর করি দান, মেঘনাদে দিতে প্রাণ,
স্বহস্তে লইল স্কন্ধ শির।
একত্র করিয়া তারা, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদ্বারা,
জীব সঞ্চারিল[1] দিয়া নীর[2]॥
রাবণে কহিলা তবে, এই পুত্র হৈতে হবে,
ইন্দ্র জয় শুনহ বচন।
কিছু না করিহ খেদ, অমার্থে করিলা ছেদ,
মেঘনাদ আমার নন্দন॥
রাবণ তখন কয়, করি অতি সবিনয়,
শুন গো জননী নিবেদন।
এক মুখ ছিল আগে, দুই হস্ত দুই ভাগে,
শোভে তাহে বিধির ঘটন॥
পূজার ফলে তোমার, নয় মুখ বাড়ে আর,
পূর্ব্ব সহ কৈলে দশানন।
দুই ভুজে শোভা তায়, নাহি হয় মহামায়,
কর আজ্ঞা হইবে কেমন॥
শুনি রাবণের বাণী, হৈমবতী হররাণী,
হাসিয়া কহেন লঙ্কেশ্বরে।
হইবে বিংশতি হাত, অদ্যাবধি লঙ্কানাথ,
মহাবলী হবে মোর বরে॥
এই বর দিয়া তায়, তিরোধান মহামায়,
উত্তরিল শঙ্কর সদনে।
শ্রীনৃসিংহ আদেশিল, কবিরত্ন বিরচিল,
সঁপি মন শঙ্করী-চরণে॥

রাবণের দিগ্বিজয়।

পরে রাজা স্বর্গে যায়, জিনিতে অমর রায়,
রণস্থলে করে ঘণ্টানাদ।
শুনিয়া অমরগণ, হয় চমকিত মন,
দেবরাজ গণিল প্রমাদ॥
ঐরাবতে করি ভর, যুদ্ধে আইল সুরেশ্বর,
লয়ে সঙ্গে দেবসেনাপতি।
বাঁধিল বিষম রণ, দেবরাজ দশানন,
ঘোরতর আড়ম্বর অতি॥
বাণে বাণে অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে আর,
দেবসেনা বলবান হয়।
সহিতে না পারে রণ, ভঙ্গ সংগ্রামে রাবণ,
দৈব যুদ্ধে হয় পরাজয়॥
সেখানে বৈমুখ হয়ে, উত্তরিলা যমালয়ে,
যম সঙ্গে করিল সমর।
রাবণ হারিল রণে, প্রলাপ ভাবিছে মনে,
কোপেতে বান্ধিল দণ্ডধর॥
ফেলে রাখে কারাগারে, যম রাবণ রাজারে,
কিছু দিন পরে দশানন।
দশনেতে তৃণ করি, কৃতান্তেরে[3] স্তুতি করি,
কারাগারে হইল মোচন॥
চলিল পাতাল পুর, ভূতলে বলির পুর,
উপনীত হইল রাবণ।
বলি সঙ্গে করি রণ, পরাজয় দশানন,
বলি তারে করিল বন্ধন॥
হৃদয়ে পাষাণ দিয়া, রাখে কারাগারে নিয়া,
কিছু দিন রহিল তথায়।
বলি নাহি দেয় খেতে, না পারে পলায়ে যেতে,
চেড়ির উচ্ছিষ্ট শেষে খায়॥
শেষে কত মত করি, বলির চরণে ধরি,
বিদায় মাগিল লঙ্কাপতি।
দেখে তার দয়া হৈল, বন্ধন মোচন কৈল,
রাবণ পলায় শীঘ্রগতি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিল করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। জীব সঞ্চারিল—প্রাণ (জীবন) সঞ্চার করিল। ২। নীর—(মন্ত্রপূতঃ) জল। ৩। কৃতান্তেরে—যমকে।

রাবণের দিক্ ভ্রমণ।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল মধ্যমান ঠেকা।

এইবার কর দয়া গিরি-নন্দিনী।
হৈমবতী হররাণী সুর-বন্দিনী॥

অজয়া বিজয়া তারা, শঙ্করী শঙ্করদারা,
সিংহ-বাহিনী রণ-রঙ্গিনী॥
অভয়া ভয়-দায়িনী, রক্ষা-মুক্তি-বিধায়িনী,
নিবীড়াঙ্গিনী নিবীড় নিতম্বিনী॥

ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা করিছে ভ্রমণ।
উপনীত কার্ত্তবীর্য্য রাজার সদন॥
সহস্রবাহুতে রাজা মহাবল ধরে।
সহস্ররমণী লয়ে জলক্রীড়া করে॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে মন লোভে।
নানাবর্ণে নানা পক্ষী বৃক্ষোপরে শোভে॥
শুক-সারি কোকিল-কোকিলা সুখে গায়।
ময়ূর-ময়ূরী কিবা নাচিয়া বেড়ায়॥
জলাশয়ে কুমুদ[১] কহ্লার কোকনদ[২]।
বিকসিত কমলে গাইছে ষট্পদ[৩]॥
বসন্ত সময় তাহে বিহারের স্থান।
বিহরিছে অর্জ্জুন হইয়া হতজ্ঞান॥
হেনকালে রাবণ ডাকিয়া তারে কয়।
যুদ্ধ দেও বারেক আমারে মহাশয়॥
কামে মত্ত কার্ত্তবীর্য্য না শুনে বচন।
পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিছে দশানন॥
শুনিতে না পাও যত ডাকি বারে বারে।
যুদ্ধ দাও জলকেলি ত্যজিয়া আমারে॥
তখন অর্জ্জুন তাহা করিল শ্রবণ।
দেখে সরোবর তীরে দাঁড়ায়ে রাবণ॥
ভ্রূকটাক্ষ করি রাজা কহিল তাহারে।
তুমি কি যুদ্ধের কথা কহিছ আমারে॥
শুনিয়া রাবণ বলে উত্তর বচন।
রাজা বলে দণ্ডেক বিলম্বে দিব রণ॥
জলক্রীড়া করিতেছি নহে এ সময়।
দশানন বলে মোর বিলম্ব না সয়॥
যদি যুদ্ধ দিবে তবে দেহ এ সময়।
নতুবা চলিনু আর কার্য্যে মহাশয়॥
আমি ফিরে যাই দেখ নাহি তার দায়।
কিন্তু তোমাদের এতে ক্ষত্রধর্ম্ম যায়॥
ক্ষত্রিয়ে আছয়ে এই ধর্ম্ম নিরূপণ।
সময়াসময় কি চাহিলে দিবে রণ॥
এইরূপে রাবণ কহিছে বার বার।
বিরক্ত হইল রাজা বচনে তাহার॥
সম্ভোগের কালে নহে সুখ আলাপন।
সে সময় অন্য বাক্য না হয় শোভন॥
উষ্মায় পূর্ণিত হয়ে উঠে নরপতি।
ধরিল রাবণে রাজা বলবান অতি॥
লীলায় অর্জ্জুন বীর অতি কুতূহলে।
অবহেলে চাপিয়া রাখিল কক্ষতলে॥
শক্তিহীন দশানন নাহি পারে বলে।
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নামিল পুনঃ জলে॥
জলক্রীড়া সাঙ্গ করি উঠিল রাজন।
পরম সুখেতে গেল আপন ভবন॥
বস্ত্র পরিধান করি কৃষ্ণ পূজা করে।
অন্নাদি ভোজন রাজা কৈল তার পরে॥
মনেতে নাহি যে আছে কক্ষেতে রাবণ।
শয়নের কালে তার হইল স্মরণ॥
তখন রাবণে রাজা বন্ধন করিয়া।
ঘোড়াশালে রাখে বুকে শীল চাপাইয়া॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের কালী মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাবণ মহামায়াকে স্তব করেন।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়া।

কোথা আছগো করুণাময়ী দেখা দাও আমায়।
নিবীড় বন্ধনে পড়ি মরি প্রাণ যায়॥
কে আছে মা তোমা বিনে, নিস্তার করিতে দীনে,
আমি যে শরণাগত তব রাঙ্গা পায়॥

বন্ধ হয়ে ঘোড়াশালে ভাবিছে রাবণ।
ঘোড়ার মুতেতে অঙ্গ ভাসে অনুক্ষণ॥

১। কুমুদ—শ্বেতপদ্ম ; কহ্লার। ২। কোকনদ—রক্তপদ্ম। ৩। ষট্পদ—ভ্রমর।

ঘোড়ার চরণাঘাতে দেহ ক্ষুণ্ণ হয়।
সর্ব্বদা বিবেক মন দুঃখী অতিশয়॥
সম্বরিতে নারে ক্লেশ করিছে রোদন।
শঙ্করীর বর মনে হইল স্মরণ॥
সঙ্কটে স্মরিলে আসিবেন মোর কাছে।
এর পর আর কি সঙ্কট মোর আছে॥
এত বলি দেবীপদ করে রাজা ধ্যান।
কর কালী কাতর-কিঙ্করে পরিত্রাণ॥
নিগূঢ় বন্ধনে মরি অশ্বের শালায়।
নিস্তার নিস্তার-কর্ত্রী ভ্রূভঙ্গ-লীলায়॥
এইরূপে স্তব করে করিল স্মরণ।
জানিয়া প্রসন্নময়ী দিল দরশন॥
দেখিয়া বন্ধনে রাজা ডাকে পরিত্রাই।
উঠে যে প্রণাম করে হেন শক্তি নাই॥
নিবিড় বন্ধনে আছে বুকে চাপা শীল।
নড়িবারে সামর্থ্য নাহিক এক তিল॥
দেখিয়া কাতর হয়ে পার্ব্বতী তখন।
পাথর ফেলায়ে মুক্ত করিল বন্ধন॥
দেবীর পরশে বল পায় দশানন।
উঠিয়া দেবীর পদ করিল বন্দন॥
আপনার দুঃখ তবে কহে লঙ্কাপতি।
পুনঃ পুনঃ পার্ব্বতীকে করিছে প্রণতি॥
পার্ব্বতী কহেন কেন স্মরিলে আমারে।
কেবা অশ্বশালে বাছা বান্ধিল তোমারে॥
রাবণ কহিছে মাতা বর দিলে তুমি।
ত্রিভুবনে অবহেলে জয়ী হব আমি॥
তব বাক্য মিথ্যা হৈল শুন দয়াময়ী।
কোনরূপে হইতে না পারিলাম জয়ী॥
ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে করিলাম রণ।
পরাজয় কৈল মোরে সহস্রলোচন॥
প্রাণ লয়ে আইলাম আপন ভবন।
পুনর্ব্বার গিয়াছিনু জিনিতে শমন॥
তার কাছে যুদ্ধে হারি পাই অপমান।
পাতালে বলির পুরে করিনু প্রস্থান॥
বলির সহিত যুদ্ধ অনেক হইল।
শেষে বলি বান্ধি মোরে কারাগারে দিল॥
পরে রাজা দয়া করি কৈল পরিত্রাণ।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে সেবার বাঁচিল মোর প্রাণ॥
এবার আমার দশা দেখ মা সাক্ষাতে।
বন্দি হৈনু কার্ত্তবীর্য্য-অর্জ্জুনের হাতে॥
ঘোড়াশালে রাখিয়াছে দুঃখ যথোচিত।
ঘটিল বিপদ তারা কি করি বিহিত॥
শুনিয়া শঙ্কর-জায়া ঈষৎ সহাসে।
তাহে পরিপূর্ণ শশী অমল প্রকাশে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাবণকে দিগ্বিজয়ের উপদেশ দেওয়া আবর্ত্তন।

দশাননে দেবী কয়, শুন নিকষা-তনয়,
জিনিতে নারিলে যে যে জনে।
জয় কর যে সকলে, অসময় যুদ্ধ হলে,
বল করি না পারিবে রণে॥
আমি বলিয়াছি যাহা, কভু না নড়িবে তাহা,
অবশ্য করিবে তুমি জয়।
হারিয়াছ যার ঠাঁই, মহাবলী সে সবাই,
শুন বলি ছলের সময়॥
কার্ত্তবীর্য্য মহাবীর, তার যুদ্ধে কেহ স্থির,
হইতে পারে না ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণভক্ত অতিশয়, রাজা অতি পুণ্যময়,
ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠা অতি মনে॥
আহ্নিকে বসিয়া রায়[১], কার পানে নাহি চায়,
আহ্নিক ভঙ্গেতে বড় ভয়।
পূজায় বসিবে যবে, সমর চাহিবে তবে,
জয়ী হবে নাহিক সংশয়॥
বলি রাজা মহামতি, শ্রীহরির ভক্ত অতি,
বামনে ধরণী করে দান।
তদবধি পাতালেতে, নাহি আসে ভূতলেতে,
দত্তাপহরণে[২] ভয় জ্ঞান॥

১। রায়—রাজা। ২। দত্তাপহরণে—যাহা দান করা হইয়াছে তাহা চুরি করিতে।

তুমি ধরণীতে থাকি, তাহারে কহিবে ডাকি,
যুদ্ধ দাও মোরে মহাশয়।
সে ধরায় না আসিবে, জয়পত্র লিখে দিবে,
কহিলাম জানিবে নিশ্চয়॥
দেবগণে পরাজয়, করিবে হে যে সময়,
যজ্ঞ আরম্ভিবে পিতামহ।
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, দিবাকর সমীরণ,
যম আদি ত্রিদশের সহ॥
সে সময়ে হরষিতে, যজ্ঞ পূর্ণ না হইতে,
সমর চাহিবে দেবগণে।
যজ্ঞ ব্রত ভঙ্গ ভয়ে, বিধাতা শঙ্কিত হয়ে,
জয়পত্র দিবে ততক্ষণে॥
আপনার মনোনীত, লিখি নিবে সমুচিত,
তবে রাজা হইবে নির্যাস।
অমর যতেক আছে, সকল তোমার কাছে,
থাকিবে হইয়ে তব দাস॥
উপদেশ করে তায়, চণ্ডিকা স্বধামে যায়,
আহ্লাদিত হইল রাবণ।
পর দিন দশানন, বুঝি আহ্নিকের ক্ষণ,
অর্জ্জুনের স্থানে মাগে রণ॥
কহে তারে নরেশ্বর, কিঞ্চিত বিলম্ব কর,
করি আগে পূজাহ্নিক সায়[১]।
শুনিয়া রাবণ কয়, বিলম্ব নাহিক সয়,
অর্জ্জুন ঠেকিল ঘোর দায়॥
ভাবে মনে কি উৎপাত, আসিল যে অকস্মাৎ,
আহ্নিকেতে করয়ে ব্যাঘাত।
যুদ্ধ কৈলে এ সময়, ইষ্টপূজা ভঙ্গ হয়,
কিন্তু যোদ্ধা দাঁড়ায়ে সাক্ষাৎ॥
সে যা হোক্ তারে পারি, আহ্নিক ছাড়িতে নারি,
সার হারা হইব অসারে।
এত ভাবি মহারাজ, না করে তিলেক ব্যাজ[২],
জয়পত্র লিখে দিল তারে॥
অর্জ্জুনেরে করি জয়, দশানন হৃষ্ট হয়,
বলির নিকটে পুনঃ যায়।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
দ্বিজ কবিরত্ন রস গায়॥

রাবণের ভুবন বিজয়।

রাগিণী আলিয়া,—তাল চৌতাল।

দেহ রণ দেহ রণ মোরে বলি মহাশয়।
আশা আছে আশ্বাসে বিলম্ব নাহি সয়॥ ধুয়া॥

পৃথিবীতে থাকিয়া বলিরে ডাকে ঘন।
যুদ্ধ দাও যুদ্ধ দাও বলে অনুক্ষণ॥
শুনিলা থাকিয়া বলি আপনার ধাম।
রাবণ যাচিঞা কহে করিতে সংগ্রাম॥
রাবণের প্রতি তবে বলি রাজা কয়।
আইস পাতালে যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
রাবণ কহিছে আগে কর অঙ্গীকার।
সংগ্রাম করিবে তুমি সহিত আমার॥
সত্য কৈলে বলি না বুঝিয়া মনোভ্রমে।
তখন রাবণ বলে আপন বিক্রমে॥
সত্য কৈলে মোর সঙ্গে যুঝিবে হে তুমি।
কিন্তু ধরা ছাড়িয়া যাইতে নারি আমি॥
সত্য রক্ষা কর আসি যুঝহ ধরায়।
নৈলে জয়পত্র লিখে দেহত আমায়॥
এত যদি রাবণ কহিল করি ছল।
ঠেকিল সঙ্কটে বলি হইল চঞ্চল॥
ভাবে হরি ঠেকালে কি ঘোরতর দায়।
হইব দত্তাপহারী গেলে বসুধায়[৩]॥
না গেলে না হয় যুদ্ধ অঙ্গীকার চূর[৪]।
দুই সমতুল দায় বিষম ঠাকুর॥
বরঞ্চ রাবণে জয়পত্র লিখে দিব।
পৃথিবীতে কদাচিত যেতে না পারিব॥
এত ভাবি বলি রাজা কহে দশাননে।
পরাজয় হৈনু আমি যুদ্ধে তব সনে॥
হইলে পাতালজয়ী কর আসি লও।
জয়পত্র লিখে দিই সুখী হয়ে যাও॥
এত বলি বলি জয়পত্র তারে দিল।
আনন্দিত হয়ে অতি রাবণ চলিল॥
কিছু দিন দেব-যজ্ঞ করে অন্বেষণ।
দৈবে একদিন যজ্ঞ করে পদ্মাসন॥

১। সায়—সম্পূর্ণ। ২। ব্যাজ—দেরী। ৩। বসুধায়—পৃথিবীতে। ৪। চূর—চূর্ণ, গুঁড়া।

লইয়া সকল দেবে সঙ্গে প্রজাপতি।
যজ্ঞ করে নিরাপদে আনন্দিত অতি॥
পূর্ণ নাহি হয় যজ্ঞ মধ্যের সময়।
যুদ্ধবেশে দশানন উপস্থিত হয়॥
দেখিয়া সকল দেব হয় চমকিত।
যজ্ঞকালে আপদ হইল উপস্থিত॥
রাবণ চাহিল যুদ্ধ দেহ দেবগণ।
নৈলে জয়পত্র দেহ করিয়া লিখন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবগণ সশঙ্কিত হইল তখন।
যজ্ঞ ভঙ্গ হয় যদি করি গিয়ে রণ॥
সবিনয়ে দেবগণ কহিল ব্রহ্মায়।
এক্ষণে বিধান প্রভু কি করি উপায়॥
ব্রহ্মা বলে এই এখন যুক্তি হয় সার।
যজ্ঞ হেতু পরাভব করহ স্বীকার॥
বিধি কয় বিধি নয় করিবারে রণ।
জয়পত্র লিখে দিয়ে তোষ দশানন॥
ব্রহ্মার বচনে সবে স্বীকার করিল।
পরাজয় হয়ে জয়পত্র লিখে দিল॥
নিশাচর কহে আর লিখিতে হইবে।
যে আজ্ঞা করিব তাই তখনি করিবে॥
নহিলে এ জয়পত্র কোন মূর্খ নেয়।
দায়ে পড়ে দেবগণ তাই লিখে দেয়॥
পত্র লয়ে দশানন সহাস্য বদন।
পুলকিত হয়ে গৃহে করে আগমন॥
মদগর্ব্বে[১] গদ গদ প্রফুল্ল শরীরে।
দেখে পথে বালীরাজা সমুদ্রের তীরে॥
সায়াহ্নে করয়ে সন্ধ্যা ধার্ম্মিক বানর।
সে সময়ে দশানন চাহিল সমর॥
মহাবীর বালীরাজা ইন্দ্রের কুমার।
কোপিল তখন শুনে বচন তাহার॥
কথা নাহি কহে সন্ধ্যা ভঙ্গ হবে বলে।
লাঙ্গুল বাড়ায় ক্রমে অতি কুতূহলে॥
তুচ্ছ পরিগ্রহ করে আপনার তেজে।
উল্টাপাকে রাবণেরে বান্ধিলেক লেজে॥

শ্রীনন্দকুমার গায় শুন মহাশয়।
দাস নৃসিংহ দাসে দেহ পদাশ্রয়॥

বালী কর্ত্তৃক রাবণ পরাজিত।

রাগিণী ইমন,—তাল খয়রাপাতি।

তারিণী একি ঠেকাইলে দায় মা। পড়িনু বিষম বিপাকে এড়ান না যায় মা॥ হেদে গো পাষাণ মেয়ে, বারেক না দেখ চেয়ে, কেমন পাষাণে বুক বান্ধিয়াছ তায় মা॥ ধুয়া॥

উচ্চলেজ করে বালী সত্তরি যোজন।
আকাশ দীপের ন্যায় ঝুলিল রাবণ॥
গলায় দিয়াছে ফাঁস না সরে নিশ্বাস।
মনে মনে ছাড়ে রাজা জীবনের আশ॥
সপ্ত সমুদ্রেতে তারে করাইল স্নান।
উদর পূরিয়া করাইল জল পান॥
চুবানিতে ঘড় ঘড় করিতেছে নাক।
জল খেয়ে উদর ফুলিয়ে হৈল ঢাক॥
নির্জ্জীব হইল তৃণ দশনে ধরিল।
দয়া করে কপিরাজ শেষে ছাড়ি দিল॥
পরে দশানন প্রকারান্তে করি জয়।
নিরাপদে সুবর্ণ লঙ্কায় রাজা হয়॥
প্রবল প্রতাপে রাজ্য করয়ে শাসন।
আজ্ঞাবহ ত্রিসংসারে আর দেবগণ॥
মালাকর পুরন্দর[২] বরুণ দুয়ারি।
শিশু পাঠে বিধাতা সুধাংশু[৩] ছত্রধারী॥
বরুণ মার্জ্জনা গৃহ করয়ে লঙ্কায়।
বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায়॥
যমের উপরেতে অধিক জাতক্রোধ।
চিন্তিল রাবণ রাজা দিতে তার শোধ॥
বিবেচনা করি ভার দিলেক শমনে।
তুমি রহ তুরঙ্গের যব আহরণে॥
এইরূপ লোক বুঝে দিলে কর্ম্মভার।
আপনার কর্ম্মভোগ হইল দেবতার॥
ভাগুরি ব্রাহ্মণ মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
সমুদ্রের মাঝে লঙ্কা কি রূপে হইল॥
মার্কণ্ডেয় বলেন যে অপূর্ব্ব ইতিহাস।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা পাপ তাপ নাশ॥

১। মদগর্ব্বে—অহঙ্কারে। ২। পুরন্দর—ইন্দ্র। ৩। সুধাংশু—চন্দ্র।

কশ্যপের ঔরসেতে বিনতা-উদরে।
জন্মেছিল পক্ষীরাজ গরুড় নাম ধরে॥
জনমিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল তাহার।
পিতার নিকটে গিয়া মাগিল আহার॥
কশ্যপ গরুড় প্রীতে কহিল তখন।
নিষধের পাড়া তারে করিতে ভক্ষণ॥
হরিষ হইয়া পক্ষী সকল খাইল।
তাহাতে তাহার ক্ষুধার শান্তি না হইল॥
গজ-কচ্ছপেরে খাইবারে কয় তবে।
তাহাতে তোমার ক্ষুধানল শান্তি হবে॥
দ্বাদশ যোজন ব্যাপে[১] দুই কলেবরে।
দেখাইয়া দিল মুনি আছে সরোবরে॥
জলপানে গিয়াছিল প্রমত্ত বারণ।
কূর্ম্ম আসি ধরিয়াছে তাহার চরণ॥
দেখিয়া গরুড় অতি বিস্ময় হইল।
বৃত্তান্ত ইহার তাঁরে জিজ্ঞাসা করিল॥
কশ্যপ গরুড়ে তবে কয় ইতিহাস।
কবিরত্ন গায় গীত কালিকা বিলাস॥

গজকচ্ছপোপাখ্যান।

পূর্ব্বে আছিল ব্রাহ্মণ, গজ কূর্ম্ম দুইজন,
কান্যকুব্জে দুই সহোদর।
পৃথক্ দুইজনে হয়, ছিল পৈতৃক বিষয়,
বিভাগে কোন্দল পরস্পর॥
অতি বিপরীত দ্বন্দ্ব, করে ছন্দ অনুবন্ধ,
উত্তরে উত্তরে মন্দ কয়।
গালাগালি সমর্পিল, মারামারি আরম্ভিল,
কোনমতে সাম্য নাহি হয়॥
নাহি শুনে কার বোল, প্রতিদিন গণ্ডগোল,
এইরূপে কিছু দিন যায়।
শেষে দোঁহে পরস্পরে, কেহ না সহ্য তা করে,
শাপাশাপি করে দু'জনায়॥
জ্যেষ্ঠ হৈল গজবর, কূর্ম্ম ছোট সহোদর,
অটবি সলিলে কৈল বাস।
জলপানে আসে করী[২], কচ্ছপ তাহারে ধরি,
কুন্দল করয়ে বারমাস॥
জন্মান্তর হৈল তবু, দ্বন্দ্ব নাহি ছাড়ে কভু,
দেখা পাবামাত্র করে রণ।
আজি হৈল তব ভেট, ভক্ষিয়ে ভরহ পেট,
ঝগড়া মিটাক দুইজন॥
শুনে ছুঁয়ে খগবর, নখে কচ্ছপ কুঞ্জর[৩],
ধরি শূন্যে করয়ে প্রস্থান।
কশ্যপ কহেন সুত্র, হিমালয় যাও পুত্র,
থাক গিয়ে মনোহর স্থান॥
কশ্যপের আজ্ঞা পায়, উড়ে হিমালয়ে যায়,
বটডালে বৈসে খগরাজ।
দেখিল ষষ্ঠি হাজার, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আকার,
নীচে বালখিল্যের সমাজ॥
ভর দিয়া চাপে ডালে, ভাঙ্গে ডাল হেনকালে,
খগপতি সভয় অন্তরে।
একি হইল জঞ্জাল, ভূমে যদি পড়ে ডাল,
চাপানে সকল ঋষি মরে॥
এতেক ভাবনা করে, ঠোঁটে বটশাখা ধরে,
পরিমাণ দ্বাদশ যোজন।
গগনে উঠিয়া যায়, কিছু দূরেতে ফেলায়,
সুমেরুতে দিল দরশন॥
সুমেরুর শৃঙ্গোপর, বসিলেন খগেশ্বর,
করে গজ-কচ্ছপ আহার।
ক্রমে তিনদিন যায়, বিশ্রাম নাহিক তায়,
স্বর্গেতে পড়িছে রক্তধার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

পবন এবং গরুড়ে বিবাদ।

রাগিণী বিভাস,—তাল তেওট।

একি অনাচার সব অমর-নগরে।
শোণিতে ভাসিল সবে বিস্ময় অন্তরে॥
রুধির দেখিয়া দেবগণে সবিস্ময়।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া বিস্তারিয়া কয়॥

১। ব্যাপে—ব্যাপিয়া, বিস্তার করিয়া। ২। করী—গজ, হস্তী। ৩। কুঞ্জর—হস্তী।

দেবালয়ে আজি কেন হইল অনীত।
সুমেরু বহিয়া স্বর্গে পড়য়ে শোণিত॥
অতি শুদ্ধাচার এই ধাম দেবতার।
কেবা করে অনাচার থাকা হৈল ভার॥
শুনি দেবরাজ হৈল ক্রোধে হুতাশন।
কেবা করে হেন কর্ম্ম কর অন্বেষণ॥
এত বলি দেবগণ পবনে ডাকায়।
যে করে শোণিত বৃষ্টি অন্বেষিতে তায়॥
চলিল সর্ব্বগ[১] বায়ু অতি বেগবান।
সুমেরুর মধ্যে করে ভ্রমিয়া সন্ধান॥
দেখিল শৃঙ্গেতে বসি কশ্যপকুমার।
গরুড় করিছে গজ-কচ্ছপ আহার॥
কোন বাধা নাহি তার অতি সুখে আছে।
জিজ্ঞাসেন সমীরণ[২] গিয়ে তার কাছে॥
একি অনাচার তুমি করিলে কুকাজ।
স্বর্গেতে যে হিংসাধর্ম্ম কর পক্ষীরাজ॥
দেবতার থাকা ভার আপন আলয়।
শোণিতে ভাসিল স্বর্গ অমরে বিস্ময়॥
আর কি কোথাও তুমি স্থান নাহি পাও।
এক্ষণে সুমেরু হতে স্থানান্তরে যাও॥
গরুড় বলেন ভাল পারা যাবে তায়।
তোর বাক্যে যাব উঠে এমনি কি দায়॥
যেখানে পাইব সুখ সেইখানে যাই।
পক্ষীপতি গরুড় কাহারে না ডরাই॥
এই কথা কহি পক্ষী মৌনী হয়ে রয়।
বাক্য ব্যয় করিলে ভোজনে গৌণ হয়॥
যত বলে পবন না শুনে মহাবীর।
গরুড়ের ব্যবহারে রুষিল সমীর॥
বলে বেটা কুকর্ম্ম করিয়া পুনঃ জোর।
আমার নিকটে আজি মৃত্যু দেখি তোর॥
মহাকোপে পবন হইল হুতাশন।
সম্বর সম্বর বলি কহিছে তখন॥
বহে ঊনপঞ্চাশ পবনে ঘোর ঝড়।
পাহাড়িয়া বৃক্ষ সব ভাঙ্গে মড় মড়॥
মহাশব্দ পবনের হইল প্রলয়।
তিলেক তাহাতে গরুড়ের নাহি ভয়॥
পবনের পানে ফিরে বারেক না চায়।
পরম সুখেতে বসি গজ-কূর্ম্ম খায়॥
পবন ক্রমেতে ঝড় দ্বিগুণ বাড়িল।
বামশাখা গরুড় শৃঙ্গেতে আরোপিল॥
নাহি নড়ে অঙ্গ মহাবলী খগেশ্বর।
ভোজন হইল সাঙ্গ পূরিল উদর॥
পবনে কহিছে পক্ষী আর কিবা চাও।
আমি যাই এই স্বর্গ নিয়ে ধুয়ে খাও॥
করিলে বিক্রম বীরপনা এ অপার।
বারেক বীরত্ব ভাই দেখহ আমার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

লঙ্কা নির্ম্মাণ।

উড়ে পক্ষী বাট,　　মারে পাক সাট,
　সুমেরু চূড়া ভাঙ্গিল।
উড়িল আকাশে,　　পাখার বাতাসে,
　যাম্য সাগরে পড়িল॥
তাহে দ্বীপ হয়,　　স্বর্ণ সমুদয়,
　বিস্তার লক্ষ যোজন।
শঙ্করের বাস,　　হেতু অভিলাষ,
　করিলেন দেবগণ॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি,　　কহে প্রজাপতি,
　লঙ্কা করহ নির্ম্মাণ।
অতি মনোহর,　　মোহন নগর,
　লহ লহ মোর পান॥
আজ্ঞামাত্র পায়,　　বিশ্বকর্ম্মা যায়,
　স্বর্ণদ্বীপে উপনীত।
নগর বিস্তর,　　গ্রাম কত আর,
　রচে নিজ মনোনীত॥
হৈল জলকর,　　গড়ের সাগর,
　বেড়িয়া তোলে প্রাচীর।
সত্তরি যোজন,　　উচ্চ নিরূপণ,
　গগন পরশে শির॥

১। সর্ব্বগ—সকল স্থানে গতি (যাতায়াত) আছে যাহার ; পবন। ২। সমীরণ—সমীর, বাতাস, বায়ু।

আর শত শত, কৈল বিধিমত,
অতিশয় চমৎকার।
সোণার কপাট, হাট ঘাট বাট,
অতি পরিসর[১] দ্বার॥
পরশ পাথর, দিয়া গাঁথে ঘর,
ময়ূর পুচ্ছের চাল।
রাজধানী স্থান, করিল নির্ম্মাণ,
হাটকে হীরা মিশাল॥
রতনে মণ্ডিত, মহল খঞ্জিত,
রঞ্জিত যতনে কিবা।
হীরা পান্না চুনি, চন্দ্রকান্ত মণি,
তমোনাশে যার নিভা[২]॥
স্ফটিকের থাম, অতি অনুপাম,
স্বর্ণ কুম্ভ শোভা পায়।
শ্বেত নীল পীত, ধ্বজায় শোভিত,
গৃহ গবাক্ষ[৩] শোভায়॥
কিবা সে রচিত, মাণিকে খচিত,
হৃত চিত সিংহাসন।
অতি মনোহর, মুক্তার ঝালর,
মণি পদ্ম বিরচন॥
নানা মতে সাজে, ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজে,
চন্দ্রাতপ[৪] শোভে কত।
অতি পরিসর, দীঘি সরোবর,
স্থানে স্থানে শত শত॥
মধ্যে ফোটে তার, কমল সোণার,
শ্বেত রক্ত শতচ্ছদ[৫]।
সুবর্ণের আর, কুমুদ কহ্লার,
অনুপম কোকনদ॥
মধুলোভে তায়, বৈসে ভৃঙ্গ রায়,
সঙ্গে লয়ে সীমন্তিনী।
অতি সকৌতুকে, নাচিতেছে সুখে,
খঞ্জন আর খঞ্জনী॥
রাজ কারণ্ডব, করিছে তাণ্ডব,
সারস খেলিছে জলে।
ডাহুক-ডাহুকী, পরম কৌতুকী,
চক্রবাক কুতূহলে॥
চক্রবাক রঙ্গে, চক্রবাকী সঙ্গে,
বক-বকী জলে চরে।
সরাল-সরালী, মরাল-মরালী,
সরোবরে খেলা করে॥
মৎস্য মনোহর, যত জলচর,
হরষিত নিরমিল।
বন উপবন, জলচরগণ,
পক্ষ পতঙ্গ করিল॥
ইত্যাদি অনেক, বর্ণিব কতেক,
পুস্তক বাড়িয়ে যায়।
শ্রীনৃসিংহে দয়া, কর গো অভয়,
শ্রীকবিরতনে গায়॥

বাসন্তী পূজার প্রকরণ সমাপ্ত।

আমার সদানন্দের বিহারের আনন্দময় ধাম।
করিল নির্ম্মাণ যার লঙ্কাপুরী নাম। ধুয়া॥

শ্রবণার শেষপাদে হইল রচন।
এ হেতু ত্রেতায় হনু দিলে হুতাশন॥
দ্বারদেশে দুই দুই বিল্ব বৃক্ষ দিয়ে।
স্বধামে বিশাই যায় নির্ম্মাণ করিয়ে॥
দেবগণে শঙ্করে দিলেন লঙ্কাপুর।
কিছু দিন বাস কৈলা মহেশ ঠাকুর॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পুরী দেখি বিশ্বনাথ।
বিরক্ত হইল চিত যোগেতে ব্যাঘাত॥
মনে মনে ভাবেন শঙ্কর একি দায়।
বিষয় সম্পদ মিথ্যা আমারে ঘটায়॥
থাকিব নির্জ্জন বনে যোগে অনুরাগে।
এসব ঐশ্বর্য্য মোর ভাল নাহি লাগে॥
শ্মশানে মাখিব ছাই ভাঙ্গ সিদ্ধি খাব।
বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা রামগুণ গাব॥
এত বলি বিষ-জ্ঞান বিষয়ে করিয়া।
ত্যাজিলেন লঙ্কা শিব সুমালিরে দিয়া॥
মালি আর সুমালি রাক্ষস দুইজন।
পরম শিবের ভক্ত হইল রাজন॥
কালেতে কুবের তারে জিনে লঙ্কা লয়।
সহ পরিবার যক্ষ করিল আলয়॥

১। পরিসর—প্রশস্থ। ২। নিভা—জ্যোতিঃ, কিরণ। ৩। গবাক্ষ—জানালা। ৪। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া। ৫। শতচ্ছদ—শতদল, পদ্ম।

কুবেরে করিয়া জয় লইল রাবণ।
বিস্তারিত কহিয়াছি করেছ শ্রবণ॥
রাবণ বাসন্তী পূজা[১] করিল দেবীর।
ত্রিভুবন বিজয়ী হইল মহাবীর॥
ভাগুরীরে কহে মার্কণ্ডেয় তপোধন।
সকলের মূল চণ্ডীপূজা সে কারণ॥
প্রকাশ বাসন্তী পূজা রাবণ হইতে।
ক্রমে ক্রমে করে লোক যত পৃথিবীতে॥
সর্ব্বশক্তিময়ী দেবী দীন দয়াময়ী।
যাহারে পূজিলে হয় সর্ব্বত্রেতে জয়ী॥
তৃতীয় খণ্ডের কথা হৈল সমাপন।
দশভুজা বাসন্তী পূজার বিবরণ॥
অতঃপর শারদীয়া লীলার বিস্তার।
অদ্ভুত চণ্ডিকা লীলা শ্রবণে নিস্তার॥
ইহকালে পরকালে সুফল-দায়িনী।
কাত্যায়নী ত্রিদেবের জন্ম-বিধায়িনী॥
সর্ব্বলক্ষ্মী দেবী শিবে শান্তিকরা।
নারায়ণী নিস্তারিণী সর্ব্বদুঃখহরা॥
সর্ব্বসুখপ্রদা শ্রীনৃসিংহে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

তৃতীয় খণ্ড ও বসন্ত প্রেমকাণ্ড সমাপ্ত।

১।বাসন্তী পূজা—রাবণ কর্ত্তৃক বসন্তকালে (চৈত্র মাসে) দেবীর যে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই বাসন্তী দুর্গাপূজা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণদ্বারা শরৎকালে (আশ্বিন মাসে) দেবীর যে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই শারদীয়া দুর্গাপূজা। উক্ত সময় দেবীর নিদ্রাকাল সেইহেতু এই পূজাকে 'অকাল বোধন' বলা হয়। অধুনা শারদীয়া দুর্গোৎসব পালিত হয়, শাস্ত্রানুসারে দেবীর জাগ্রতকালে যে বাসন্তী দুর্গাপূজা, তাহার বিশেষ উৎসব পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

চতুর্থ খণ্ড।

শারদীয়া পূজার বিবরণ।

মার্কণ্ডেয় মুনি কহে ভাগুরির প্রতি।
শরতে লইলা পূজা যেরূপে পার্ব্বতী॥
মৈষাসুর-দুর্গা[1] ইন্দ্র করিতে নিধন।
অকালে পূজিল দেব করিয়া বোধন॥
চৈত্র মাস কাল শুদ্ধ চণ্ডিকা জাগ্রত।
নিদ্রিত কালিকা যেন অকাল শরত॥
শারদীয়া পূজা দ্বিজ[2] করহ শ্রবণ।
অকালে হইল বিধি তার বিবরণ॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে কথা চমৎকার।
শ্রবণে মানস হৈল নির্ম্মল আমার॥
সন্দেহ হয়েছে শুন শুন তপোধন।
ভঞ্জন করহ করি কৃপাবলোকন॥
পূর্ব্বেতে কহিলা চণ্ডিকার নিরূপণ।
কাত্যায়নী রূপে শঙ্করীর দরশন॥
হয় নাই ভগবতী অন্য কলেবর।
তাহাতে আমার মনে সংশয় বিস্তর॥
বাসন্তীতে কাত্যায়নী রাবণ পূজিল।
দশমুখে দশমহাবিদ্যারে তুষিল॥
অবতার নহে দেবী মূর্ত্তি নাহি জানে।
কিরূপে তুষিল দেবী কোন অনুমানে॥
শুনি মার্কণ্ডেয় কহে শুনহে নির্ণয়।
বেদ অনুসারে স্তব তাহে কি সংশয়॥
কল্পভেদে দেখে এনু[3] আমি কতবার।
কতমতে ঈশ্বরীর লীলা অবতার॥
কতবার রূপ ভেদ হয়েছিল তাঁর।
এখনি এমন কিনা হয়েছিল আর॥
প্রলয়ে সকল মূর্ত্তি অদর্শন হয়।
সর্ব্ব বস্তু বিনাশিতে বলদেব রয়॥
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণ ধরা আছে তায়।
বেদ পাইলে সকল বিস্তার জানা যায়॥
দেব দেবী অবতার বেদ অনুসারে।
রাবণ পেয়েছে বেদ সন্দেহ কি তারে॥
দশ মহাবিদ্যা কি আছয়ে কত আর।
শুনিয়া ভাগুরি বিপ্র কহে আরবার॥

১। মৈষাসুর-দুর্গা—মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা। ২। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। ৩। এনু—আসিলাম।

চণ্ডিকার মূর্ত্তি আছে অংশ অবতার।
বিস্তারিত কহ তবে তত্ত্ব তা সবার॥
কোন কর্ম্মে কোন মূর্ত্তি পূজা আদি তব।
বিশেষ করিয়ে মোরে কহিবে সে সব॥
ভাগুরিকে তুষিয়ে মার্কণ্ড কয় তবে।
এই প্রশ্নে সে সব বিশেষ ব্যক্ত হবে॥
রূপ ভেদ মূর্ত্তি ভেদ পূজা ভেদ তার।
উপস্থিত মতে কার্য্য জিজ্ঞাসা সুসার॥
সম্প্রতি শুনহে পূজা বিবিধ বিধান।
শ্রীনৃসিংহে আদেশে শ্রীকবিরত্ন গান॥

মহিষাসুরের উপাখ্যান।

মহিষাসুরের রণে, পরাজয় দেবগণে,
সব বীর্য্যচ্যুত অধিকার।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লয়ে, মৈষাসুর রাজা হয়ে,
হরে ধন যত দেবতার॥
ভ্রষ্টরাজ্য দেবতায়, হইয়ে ভিক্ষুক প্রায়,
ধরণীতে করয়ে ভ্রমণ।
সদুঃখিত অতি ক্ষীণ, নাহি সম্পদ দম্ভ হীন,
কাতরাত্মা মলিন বদন॥
দীন সম ক্ষীণ অতি, হইয়াছে সুরপতি,
দেখে প্রজাপতি কয় তারে।
হইবে সকল জয়, অরি অনায়াসে ক্ষয়,
পূজা তুমি কর অভয়ারে॥
ইন্দ্ররাজ কহে তবে, কেমনেতে পূজা হবে,
বসন্তে নিয়ম আছে তার।
এ যে শরত প্রকাশ, কৃষ্ণাষ্টমী কন্যা মাস,
এ তত্ত্ব হইল বড় ভার॥
সময়ে পূজিতে তায়, কহ যদি হে আমায়,
বহু দিন বিলম্ব সে হয়।
ছমাসে ছযুগ জ্ঞান, দৈত্য হৈল বলবান,
ভ্রান্ত মন শান্ত তাহে নয়॥

এক্ষণে উপায় যাহা, আমারে বলহ তাহা,
ত্বরায় দানব হয় নাশ।
বিধাতা কহেন সার, দেবী পূজা বিনা আর,
উপায় কি আছয়ে নির্য্যাস॥
ইন্দ্র-হিতে দিয়ে মন[১], কহেন চতুরানন,
শুন বলি বিধান তাহার।
পূজ সেই মহেশ্বরী, অকালে বোধন করি,
নিদ্রা ভঙ্গ কর অভয়ার॥
বসন্তে পূজিয়া হরি, বিশ্বের নির্ণয় করি,
মহাবিরাটের পুত্র পান।
আমি পূজি যে চরণ, হইনু চতুরানন,
করিলাম সৃষ্টির বিধান॥
আমার বচন ধর, নবম্যাদি কল্প কর,
সঙ্কল্প উল্লেখ ভাদ্রপদ।
পূজা বলি চণ্ডীপাঠ, মহোৎসব গীত নাট,
কন্যা শুক্ল দশমী যাবৎ॥
বিধি আমি দিনু বিধি, নাহি হইবে অবিধি,
সিদ্ধি পূজা হবে শত্রু নাশ।
সন্ধিপূজা বসন্তের, তা হইতে শরতের,
পূজা ফল অধিক প্রকাশ॥
তাঁর আরাধনা ফলে, ত্রিভুবনে জলে স্থলে,
সঙ্কটে অচিরে মুক্ত হয়।
কোন ছার মৈষাসুর, ইঙ্গিতে করিবে চূর,
তৃণ তুল্য দুরাপদ নয়॥
বাসন্তী শারদী সম, ভিন্ন নহে অনুক্রম,
ভিন্ন মাত্র কল্পের কারণ।
সময়ের হৈল ফের, তন্ত্র এক উভয়ের,
অন্যমত নাহিক বচন॥
এত বলি প্রজাপতি, দিলা বাসবে পদ্ধতি,
দেখে ইন্দ্র কহিছে ব্রহ্মায়।
এ পদ্ধতি অক্ষধারী, আমি না বুঝিতে পারি,
শারদীয়া দেহত আমায়॥
ইন্দ্রের দেখিয়া ভ্রম, শরতের অনুক্রম,
পদ্ধতির করিলা লিখন।
আশ্বিন উল্লেখ করি, সঙ্কল্পাদি তাহে ধরি,
বিধাতা করিলা সমর্পণ॥

১। ইন্দ্র-হিতে দিয়ে মন—ইন্দ্রের হিতের (উপকারের বিষয়ে) মন দিয়ে (চিন্তা করে)।

পদ্ধতি করিয়া পাঠ, প্রেমানন্দে সুররাট,
সুরাচার্য্যে দিলেন পদ্ধতি।
ক্ষণে করি নিরীক্ষণ, জানিলেন প্রকরণ,
পূজার সকল বৃহস্পতি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিল করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

নবম্যাদি কল্প আবর্ত্তন।

পদ্ধতি পাইয়া শক্র আনন্দিত হয়।
কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে সংযম করি রয়॥
পরদিন প্রভাতে করিয়া প্রাতঃস্নান।
শুচি হয়ে ধৌত বস্ত্র করি পরিধান॥
বৃহস্পতি সঙ্গে রঙ্গে বসি কুশাসনে।
দেবী-আরাধন ইন্দ্র করে একমনে॥
যেমন বিধান আছে বিধির বচন।
ঘটের স্থাপন পূজা সঙ্কল্প রচন॥
চণ্ডীর সঙ্কল্প করি পূজা আরম্ভিল।
দেবীর উদ্দেশে নানা বলিদান দিল॥
বিল্বতলে সেই দিন করিল বোধন।
চণ্ডীপাঠ করে তবে সহস্রলোচন॥
আরতি করিল দেবী মানসে সে ঘটে।
ভক্তিভাবে পড়ে স্তব চণ্ডীর নিকটে॥
এইরূপে নবমী হইল সমাপন।
প্রত্যাবধি পূজা করে দেবীর চরণ॥
ক্রমেতে আসিয়া শুক্ল ষষ্ঠী উপনীত।
প্রতিমা নির্ম্মাণ হেতু মঘবা[১] চিন্তিত॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি শচীনাথ আজ্ঞা দিল।
পদ্ধতি প্রমাণ ধ্যানে প্রতিমা গঠিল॥
প্রতপ্ত হেমাঙ্গী পূর্ণ শশাঙ্ক-বদনা।
বিকচ কমলদল দীর্ঘ ত্রিনয়না॥
জটাজূট মুকুট ললাটে সুধাকর।
অলঙ্কারে শোভিত ত্রিভঙ্গ কলেবর॥
রক্তবস্ত্র পরণে সাস্ত্রিত[২] দশকর।
অধোস্থ বাহন সিংহ মহিষেতে ভর॥
দুই পার্শ্বে নায়িকা কমলা সরস্বতী।
ঊর্দ্ধে শিব বামে গুহ যাম্যে[৩] গণপতি॥
অনুপম শুদ্ধ মূর্ত্তি করিলা নির্ম্মাণ।
হেনকালে শূন্যে দৈব-বচন নিশান॥
বেদমতে এ ব্রতের দুই মূর্ত্তি বটে।
কিন্তু ইন্দ্র তোমার পূজায় নাহি ঘটে॥
যে শক্র বিনাশ জন্য পূজা ভগবতী।
সেই শক্র মর্দ্দিনী এ অসম্ভব অতি॥
পদ্ধতিতে ঐ মূর্ত্তি ঐ ধ্যানে পূজা।
কিন্তু তুমি পূজিতে নারিবে দশভুজা॥
কল্পান্তর ঘটাইলে থাকিবে প্রমাণ।
এক্ষণে তা সম্ভবে না মৈষ বর্ত্তমান॥
এরূপে যদ্যপি পূজা কর অভয়ার।
নানামতে সন্দেহ হইবে সবাকার॥
করহ শঙ্কর সহ শঙ্করী গঠন।
শিব-দুর্গা বৃষভবাহনে আরোহন॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গণপতি ষড়ানন।
সকল থাকিবে আর শুনহে বচন॥
কাত্যায়নী মন্ত্রেতে হইবে এই পূজা।
সকল ঘটিবে নাই প্রতিমা দ্বিভুজা॥
দশভুজা নবম্যাদি কল্পেতে পূজিবে।
মৈষাসুর বধে পরেতে প্রকাশিবে॥
করিবে কালেতে সব দুই মূর্ত্তি পূজা।
কেহ শিবদুর্গা কেহ পূজিবে দশভুজা॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ইন্দ্র শিবদুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল ছেপকা।

জপরে কালী নাম শিব নাম যদি ভবে তরিবে।
যাবে ভয় ভয় পাবে জয়, রিপু ক্ষয় করিবে॥ ধুয়া॥

শুনিয়া আকাশবাণী ইন্দ্র কুতূহলে।
তখনি সে দশভুজা মূর্ত্তি দিল জলে॥

১। মঘবা (মঘবান্)—ইন্দ্র। ২। সাস্ত্রিত—অস্ত্রের সহিত অর্থাৎ দেবীর দশটি হস্তে দশপ্রকার অস্ত্র আছে। ৩। যাম্যে—দক্ষিণে।

শিবদুর্গা প্রতিমা করিল পুনর্ব্বার।
বৃষাসনে হরগৌরী আজ্ঞা অনুসার॥
জিনিয়া রজতকান্তি শিবের বরণ।
সুধা রশ্মিখণ্ড ভালে পদ্মত্রিনয়ন॥
জটাজুটধারী হর স্ফুরৎ ব্যোমকেশ।
ভস্মফণী পউ কত ভূষণ মহেশ॥
কাণে ধুতুরার ফুল আঁখি ঢুল ঢুল।
করেতে ডম্বরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥
হরবাম-অঙ্গ পার্শ্ব-বর্ত্তিনী পার্ব্বতী।
যিনি তপ্তকাঞ্চন কাঞ্চীর রূপবতী॥
মৃগাঙ্কবদনা কিবা কুরঙ্গনয়না।
অর্দ্ধশশী বিভূষণা দাড়িমী দশনা॥
দ্বিভুজ মৃণাল জিনি বরাভয় করা।
ক্ষীণ মধ্য পীনশ্রোণী রক্তবস্ত্র পরা॥
মৃদুহাস্য অধরে ঈক্ষণ শিবপানে।
প্রকৃত হইল রূপ বিশাই নির্ম্মাণে॥
দেখে হরষিত ইন্দ্র পুরস্কার করে।
আনন্দিত হইয়া বিশাই গেল ঘরে॥
সায়াহ্ন সময় শক্র সুরগুরু সনে।
বৈসে বিল্বতলায় করিতে আমন্ত্রণে॥
নবমীতে বোধন করিছে সুরপতি।
বিনা বোধনেতে আমন্ত্রিল হৈমবতী॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
গীত বাদ্য মহোৎসব পরম উল্লাস॥
বেয়াল্লিশ বাজনা বাজে গণনা না হয়।
ঢাক ঢোল মাদল মৃদঙ্গ রসময়॥
নববৃক্ষে পত্রিকা বান্ধিল অনুপাম।
সামান্যেতে যাহার কদলীবধূ নাম॥
রাখিয়া প্রতিমা-পার্শ্বে করিল আরতি।
স্তুতি নতি মিনতি পূর্ব্বক সুরপতি॥
অধিবাস প্রতিমার করিয়া তখন।
রজনী করিল সাঙ্গ সহস্রলোচন॥
পরদিন সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান করি।
বেদ বিধি আচার করিল বৃত্র-অরি[১]॥
স্রোতজলে পত্রিকারে করাইল স্নান।
গৃহে স্নান করায় কলসে সাবধান॥
মন্ত্র পূতে সহস্র ধারায় নামাইল।
আরতি করিয়া চিত্র পীঠেতে রাখিল॥
তারপর বিধিমতে সঙ্কল্প করিয়া।
ঘটের স্থাপন করে শঙ্করী স্মরিয়া॥
স্বস্তি-বাচনাদি করে পূজা সঙ্কল্পাঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে সুরপতি করিলেন সাঙ্গ॥
আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমন।
মধুপর্ক আচমন স্নানীয় জীবন॥
বস্ত্র আভরণ গন্ধপুষ্প নিবেদন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য শ্রীচরণ বন্দন॥
বলিদান মৈষ মেষ ছাগল বিস্তর।
আরতি সপ্তপ্রদীপেতে অর্পণ খর্পর॥
ধূপ ধুনা অন্ধকার স্তব করে মায়।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ঢুলায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ইন্দ্রের পূজা সাঙ্গ।

মঙ্গল রাগ,—তাল রূপক।

অষ্টমীতে পুরন্দর,　　পূজা করে তারপর,
　গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ দিয়ে।
যোড়শোপচারে আর,　　বলি বিবিধ প্রকার,
　পড়ে চণ্ডী হোমাদি করিয়ে॥
নৃত্য-গীত মহোৎসব,　　করিল দেবতা সব,
　ব্রাহ্মণ ভোজন হয় পরে।
সন্ধিযোগ পুনর্ব্বার,　　পূজা করে চণ্ডিকার,
　বলি দিয়া পশু পক্ষী নরে॥
নবমীতে দেবরায়,　　পূজে চণ্ডিকার পায়,
　বিধি আছে যে রূপ প্রকার।
বলিদান নিমঞ্ছন[২],　　তত্ত্ব গুণানুকীর্ত্তন,
　হোম সাঙ্গ দক্ষিণা পূজার॥
সর্ব্বজনে আনন্দিত,　　নাচে গায় সুললিত,
　রক্তারক্তি অবনীর তল।
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি,　　যতেক দেবতা মিলি,
　সমারোহ অতি কোলাহল॥

১। বৃত্র-অরি—বৃত্রাসুর নিধনকারী ইন্দ্র। ২। নিমঞ্ছন—আরাত্রিক, আরতি।

ঘন দেয় করতালি, ডাকে জয় জয় কালী,
কক্ষ বাজাইয়ে ধরে তাল।
দুন্দুভি দোহারি বাজে, মহানন্দ মহী মাঝে,
কেহ বাজাইছে ঘন গাল॥
কেহবা শোণিতে পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
রক্তপান করে কোন জন।
মৈষ মেষ তাড়াতাড়ি, মুড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি,
উন্মত্ত হইল দেবগণ॥
বিভোর হইয়া সবে, নৃত্যগীত মহোৎসবে,
পরিহরে চিত্ত অনুতাপী।
কেহ দুর্গা বলে ডাকে, নাচিয়া ফিরিছে পাকে,
ঘোরতর করে দাপাদাপি॥
আনন্দিত কলেবর, পরিতুষ্ট সুরেশ্বর,
কিন্তু মনে চিন্তা উপজিল।
তিনদিন গত হয়, মায়ের সাক্ষাৎ নয়,
বুঝি পূজা পূর্ণ না হইল॥
এত ভাবিয়া বাসব, সকাতরে করে স্তব,
গলবস্ত্রে ভাসে অশ্রুজলে।
নৃসিংহেরে করি দয়া, পদান্তে রাখ অভয়া,
শ্রীনন্দকুমার কবি বলে॥

কাত্যায়নীর স্তব।

রাগিণী হাম্বির,—তাল আড়া।

এ মা দুর্গে শিবে ভবে তার গো মা।
তোমা বিনে ত্রিসংসারে কে আছে আমার গো মা॥
পড়েছি অগাধ ঘোরে, পদতরি দেমা মোরে,
তবে তরি ভবঘোরে, নহিলে অপার গো মা॥ ধুয়া॥

সকাতরে স্তব, করিছে বাসব,
বলে কোথা গো তারিণী।
অকিঞ্চনে দয়া, করগো অভয়া,
সঙ্কটে সঙ্কটহারিণী॥
দীন হীন জনে, করুণা নয়নে,
হের হর-মনোহরা।
মামতি পতিত, ভজন বঞ্চিত,
দুর্গে দুর্গা দূর করা॥

কে জানে তোমারে, এ তিন সংসারে,
দুরারাধ্যা মহামায়া।
তোমার কৃপায়, চতুর্ব্বর্গ পায়,
যে পায় চরণ ছায়া॥
তব পদরজ, লয়ে কমলজ,
সৃজন করিল জীব।
রজে সত্ত্বগুণ, পালনে নিপুণ,
সংহার করেন শিব॥
হরিপদ্মালয়া, যোগনিদ্রা জয়া,
মধুকৈটভহারিণী।
সাবিত্রী বিপত্রী, বিশ্বেশী গায়ত্রী,
স্থিতি-সংহারকারিণী॥
তুমি জগদ্ধাত্রী, দিবা সন্ধ্যা রাত্রি,
ত্বং[১] দেবী জননী পরা[২]।
তুমি মা সৃজন, তুমি গো পালন,
তুমি সর্ব্ব-বিশ্বোদরা॥
মহাবিদ্যা মায়া, শিব শান্তিছায়া,
ঘোরাণী ঘোর বারিণী।
মহা-মোহরাত্রি, তুমি পাত্রাপাত্রী,
গুণত্রয়-বিভাবিনী॥
পরমা প্রকৃতি, পরমা নিয়তি,
আমি অকৃতি সন্তান।
অতি মতি ছার, সাধনে তোমার,
নহি তারা শক্তিমান॥
কৈটভের ভয়ে, কৃপান্বিতা হয়ে,
রক্ষা কৈলে অমরায়।
মহিষের ডর, কাঁপে কলেবর,
এবার রাখ আমায়॥
স্মরিলে তোমায়, মোক্ষফল পায়,
লিখিত আগম[৩] ভাষে।
নহে পরাভব, সে পায় বিভব,
তরে ভব অনায়াসে॥
সঙ্কটে নিস্তার, ভ্রূভঙ্গেতে তার,
যে তোমার নাম লয়।
বিপদ না থাকে, যে তোমারে ডাকে,
তার রিপু ক্ষয় হয়॥

১। ত্বং—তুমি। ২। পরা—শ্রেষ্ঠা। ৩। আগম—বেদাদি শাস্ত্র।

কহিয়াছে বেদ, নামে দুঃখচ্ছেদ,
অতুল সম্পদ পায়।
তন্ত্রে হেন বলে, দুর্গা নাম ফলে,
হেলে শমন এড়ায়॥
তবে কেন ভেদ, হইল মা বেদ,
ত্বরায় বলগো তুমি।
ভকত-বৎসলা, তুমি গো বগলা,
এত কি বর্জ্জিত আমি॥
যত বারে বারে, ডাকি মা তোমারে,
শুনিয়ে না শুন কাণে।
শিবের বচনে, আছি দৃঢ়মনে,
তুমি জান শিব জানে॥
চক্ষু ছল ছল, বহে অশ্রুজল,
হৃদয় ভাসিয়া যায়।
দীন হীন প্রায়, অতি শীর্ণকায়,
স্তব করে সুররায়[১]॥
জানিয়া তারিণী, ত্রিতাপ-হারিণী,
প্রতিমায় উপনীত।
শ্রীনৃসিংহে দয়া, কর গো অভয়া,
কবিরত্ন গায় গীত॥

ইন্দ্রকে বর প্রদান আবর্ত্তন।

স্তবে তুষ্টা পার্ব্বতী হইলা ততক্ষণ।
প্রতিমা হইতে দেবী দিলা দরশন॥
ইন্দ্রেরে কহেন আর নাহি কর ভয়।
আসিয়াছি লহ বর যে উচিত হয়॥
প্রণাম করিয়া দেব কহে যেন দীনে।
কাতরে কে করে দয়া কাত্যায়নী বিনে॥
মহিষাসুরের হাতে হৈয়া পরাজয়।
হতবীর্য্য দেবগণ ছাড়িল আলয়॥
বর যদি দিবে তারা কাতর কিঙ্করে।
পুনঃ রাজ্য পাই যেন অমর নগরে॥
অসুর বিনাশ কর কল্যাণকারিণী।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় নিস্তার তারিণী॥
পার্ব্বতী কহেন ত্রাস না করিহ আর।
পাবে স্বর্গে রাজ্য শত্রু হইবে সংহার॥
মহিষাসুর নাশের শুনহে উপায়।
চক্রীর নিকটে যাও যত দেবতায়॥
ভগবান হৈতে হবে ইহার কারণ।
এত বলি চণ্ডিকা হইলা অদর্শন॥
দেবরাজ হর্ষ হয়ে লয়ে দেবগণ।
নৃত্য গীতে যামিনী করিল জাগরণ॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া করে সায়।
মন্দাকিনী-জলে স্নান করে দু'জনায়॥
বৃহস্পতি সহ ইন্দ্র স্বধাম যাইল।
ভক্তিভাবে পূর্ব্বমত অর্চ্চনা করিল॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি বস্ত্র বলিদান।
দধি চিপিটক[২] দেয় যেমত বিধান॥
স্তুতি পাঠ চণ্ডিকার মাহাত্ম্য প্রার্থন।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবী করে বিসর্জ্জন॥
মহামহোৎসবেতে প্রতিমা দিল জলে।
ধূলি নিক্ষেপাদি করিলেন কুতূহলে॥
স্নান করি আইল ঘরে বিজয়ী মিলন।
সিদ্ধি হেতু শঙ্করীরে সিদ্ধি নিবেদন॥
প্রসাদ পাইয়া সবে করিছে আহ্লাদ।
এত যে বিপদ তবু না ভাবে বিষাদ॥
যদ্যপিহ নিরানন্দ হয় উপচয়।
আচানক আনন্দ আপনি আসি হয়॥
ভাব বুঝে ভাবে বলে ভব গুণধাম।
অদ্যাবধি চণ্ডীর আনন্দময়ী নাম॥
কবিরত্ন কহে কালী-চরণকমলে।
নৃসিংহে আনন্দে রাখ কল্যাণ-কুশলে॥

পালা সমাপ্তঃ।

মহিষাসুর বধোদ্যোগ।

মল্লার রাগেন গীয়তে।

পরদিন সুরেশ্বর, প্রেমানন্দে কলেবর,
ব্রহ্মার নিকটে উপনীত।
দেবী-বর-অনুসারে, বিস্তারিত কহে তাঁরে,
বিনাশিতে মহিষ দুর্নীত॥

১। সুররায়—দেবতাগণের রাজা, ইন্দ্র। ২। চিপিটক—চিঁড়া।

চল সব দেবগণ, যথা আছে নারায়ণ,
ক্ষীরোদেতে ভুজঙ্গে শয়ন।
ত্রিদশের হিতকারী, দৈত্যযুদ্ধ চক্রধারী,
করিবা সঙ্কট বিনাশন।
চণ্ডী কয়েছেন স্থূল, হরি সর্ব্বাধার মূল,
সর্ব্বঘটে স্থিতি আত্মারূপে।
বিশ্বপতি বিশ্বোদর, পরমাত্মা পরাৎপর,
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে॥
উপায় করিবে হরি, ধ্বংস হবে দেব-অরি,
ত্বরায় চলহে প্রজাপতি।
শুনিয়া চতুরানন, অতি হরষিত মন,
হরি-ভাবে গদগদ মতি॥
হংসপৃষ্ঠে করি ভর, চলে কমণ্ডলু কর,
সঙ্গে লয়ে যতেক অমর।
হরির নিকটে যায়, প্রেমে পুলকিত কায়,
করি নিজ বাহনেতে ভর॥
চলে দেব চন্দ্রচূড়, পঞ্চানন বৃষারূঢ়,
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ।
হুতাশন দণ্ডধর[১], নৈর্ঋত্যাদি দিবাকর,
নাগরাজ অনিল বরুণ॥
ইত্যাদি দেবতা সহ, উত্তরিলা পিতামহ,
মহোদধি ক্ষীরোদের তীরে।
বিধাতা বাসব ভব, ভক্তিভাবে করে স্তব,
লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুনীরে॥
দামোদর জনার্দ্দন, দীনবন্ধু নারায়ণ,
ত্রাণ কর ত্রিদশে এবার।
জয় জয় জগন্নাথ, মধুকৈটভ নিপাত,
নমো নমো জগত আধার॥
যত দেব সকাতরে, বিধিমতে স্তব করে,
পরিতুষ্ট হইল হৃষীকেশ।
জিজ্ঞাসেন বিবরণ, স্তব কর কি কারণ,
বিস্তারিয়ে কহতো বিশেষ॥
বিনয়েতে পশুপতি, কহেন কেশব প্রতি,
অমরে দুঃখিত অতিশয়।
মৈষাসুর বলবান, হরিল দেবের স্থান,
বিনাশ করহ দয়াময়॥
শুনে শঙ্করের বাণী, জানিলেন চক্রপাণি,
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী সে মাধব।
আজ্ঞা হৈল চণ্ডিকার, অযোনিতে অবতার,
হয়ে বিনাশিবে সে দানব॥
তবে ক্রোধে নারায়ণ, ভ্রূকুটি কুটিলানন,
রক্ত হইতে তেজ বাহিরায়।
নৃসিংহ দাসের মত, সঙ্গীত করায় রত,
শ্রীনন্দকুমার রস গায়॥

কাত্যায়নীর সব দেবতার তেজোদ্ভবা হওন আবর্ত্তন।

তাহা দেখি শঙ্কর হইয়া কোপমতি।
তাঁর সঙ্গে কোপানল হৈল প্রজাপতি॥
মহাতেজ নির্গত হইল দু'জনার।
আর তেজ নির্গত ইন্দ্রাদি দেবতার॥
একত্র মিলিত তেজ হৈল সবাকার।
অগ্নিসম প্রজ্জ্বলিত পর্ব্বত আকার॥
দেখিয়া অমরগণ হইল বিস্ময়।
দশদিক্ ব্যাপী অতি জ্বালাময়ী হয়॥
কি তুলনা দিব তার ত্রিভুবনে নাই।
সর্ব্বদেবতার তেজ মিলে এক ঠাই॥
তাহে এক নারী জন্মে তড়িত ঘটায়।
ত্রিলোক ব্যাপিত যার রূপের ছটায়॥
ভাগুরি কহিছে মুনি রহস্য-তরঙ্গ।
দেবতার তেজে হৈল কোন কোন অঙ্গ॥
জনমিল নারী বল কি নাম উহার।
মুনি কহে দেবী কাত্যায়নী অবতার॥
মহিষমর্দ্দিনী-রূপে অর্চ্চনা যাঁহার।
দেবতার তেজেতে জনম হৈল তাঁর॥
দিগম্বরী ত্রিলোচনা সহস্রেক কর।
আপাদলম্বিত বেণী ভ্রমর নিকর॥
শঙ্করের তেজে জন্মে দেবীর বদন।
যমের তেজেতে হৈল চিকুর শোভন॥
বিষ্ণুতেজে বাহু ব্রহ্মাতেজেতে চরণ।
তদঙ্গুলি অর্কতেজে[২] জন্মে ততক্ষণ॥

১। হুতাশন দণ্ডধর—অগ্নি এবং যম। ২। অর্কতেজে—সূর্য্যের তেজে।

বসু[১] হৈতে করাঙ্গুলি হইল সকল।
কুবেরের তেজে হৈল নাসিকা মণ্ডল॥
প্রজাপতিতেজে জন্মে দেবীর দশন।
অগ্নি হৈতে অগ্নিসম জন্মে ত্রিনয়ন॥
চন্দ্রের শীতল তেজে জন্মে কুচদ্বয়।
ইন্দ্র হৈতে চণ্ডিকার মধ্যদেশ হয়॥
বরুণের তেজে দেবীর জঙ্ঘা জন্মিল।
উন্নত নিতম্ব পৃথ্বীতেজেতে হইল॥
এইরূপে সমস্ত দেবের তেজ নিয়ে।
দাণ্ডাইলা তেজোময়ী তেজ প্রকাশিয়ে॥
মহিষে মর্দ্দিত দেবতায় দেখি তায়।
হইল সহাস্য মুখ মহা হর্ষ পায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবগণ দেবীকে শস্ত্রাভরণ প্রদান করেন।

রাগিণী পরজ,—তাল খয়রা।

মন দেখরে তারা। তারারূপে নবীন হেম জিনিয়া বরুণ তরুণ ভরুণী কিরণ হরা॥ বামার নখর বিমল শশী, ঘোর তিমিরনাশিনী অসি, দেখে লাজে ম্লান গগন শশী, উদয় না করে। বামার জঘন নিতম্ব জিনিয়া সুন্দর রামরম্ভা তরু, কামের কামান জিনিয়া ভুরু, ভঙ্গিতে ভবানী ভব মনোহরা॥ ১॥ ধুয়া॥

অলকা তিলকা শশী কপাল, চিকুরে চর্চ্চিত বকুলমাল, তাহে লুব্ধ ক্ষুব্ধ ভ্রমর জাল, ঘনঘন গুঞ্জরে। তিল কুসুম জিনিয়া নাশ নিতম্বে শোভিত লোহিত বাস, কোটি কোকিল জিনিয়া রূপ ভণে নন্দ ভাবি অন্তরে॥ ২॥ ধুয়া॥

অস্ত্রহীন চণ্ডিকায় দেখি দেবগণ।
নিজ অস্ত্র হৈতে অস্ত্র করে সমর্পণ॥
শূল হৈতে শূল শিব সৃষ্টি করিলেন।
আর্দ্রচিত আশুতোষ দেবীকে দিলেন॥
চক্র হৈতে চক্র করি হরি দিলা চক্র।
বজ্র হৈতে বজ্র উৎপাটিয়া দিলা শক্র॥
ঐরাবত গজঘণ্টা করে সমর্পণ।
বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন॥
মরুৎ দিলেন ধনু তূণপূর্ণ বাণ।
দণ্ড হৈতে দণ্ড যম করিলা প্রদান॥
সমুদ্র দিলেন পাশ বান্ধিতে দুর্ম্মতি।
অক্ষমালা কমণ্ডলু দেন প্রজাপতি॥
লোমকূপে নিজ রশ্মি দিলা দিবাকর।
কাল দিলা অসি-চর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর॥
দিলেন অমর হার ক্ষীরোদসাগর।
আর দিলা পরিধানে অজর-অম্বর॥
চূড়ামণি রত্ন আর শ্রবণে কুণ্ডল।
দিলা অর্দ্ধ সুধাকর কপালে নির্ম্মল॥
সকল বাহুতে দিল রতন কেয়ূর।
চরণে রঞ্জিত কৈল বিমল নূপুর॥
গ্রীবাবদ্ধ অনুত্তম মাণিক অঙ্গুরী।
সমস্ত অঙ্গুলে দেবী শুনহে ভাগুরি॥
বিশ্বকর্ম্মা টাঙ্গী দেয় নির্ম্মল ভীষণ।
আর বহুরূপ অস্ত্র অতি প্রহরণ॥
সরসী উরসি অমলিন পদ্মহার।
জলধি দিলেন মাকে এক পদ্ম আর॥
হিমালয় দিল রত্ন কেশরী বাহন।
অমূল্য সুরার পানপাত্র বৈশ্রবণ[২]॥
নাগরাজ অনন্ত পৃথিবী ধরে যেই।
মণি বিভূষিত নাগহার দেয় সেই॥
এইরূপে সবে ভূষায়ুধ দেয় সব।
সম্মানিতা হৈয়া দেবী কৈল উচ্চরব॥
মুহুর্ম্মুহু চণ্ডিকা করিলা অট্টহাস।
ঘোরশব্দে পরিপূর্ণ সকল আকাশ॥
প্রতিশব্দ হৈল মহা কাঁপিল সাগর।
ক্ষুব্ধ সর্ব্বলোক চলে ধরা ধরা পর॥
তাহাতে হরিষ হৈল যত দেবতায়।
সিংহবাহিনীর জয় এইমাত্র গায়॥
ভক্তিতে সে নম্র আত্মমূর্ত্তি মুনিসব।
দেবীর অগ্রেতে আসি করিছেন স্তব॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। বসু—অষ্টবসু; আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ এবং প্রভাস—এই আটজন দেবতাবিশেষ। ২। বৈশ্রবণ—কুবের।

মহিষাসুরের সৈন্যসজ্জা আবর্ত্তন।

লইয়ে অসুরদল, মৈষাসুর মহাবল,
সভামধ্যে আছয়ে বসিয়ে।
বিক্রমে ভুবন কাঁপে, থাকে আপনার দাপে,
অমরগণের রাজ্য নিয়ে॥
চণ্ডীর হাসির শব্দ, শুনিয়া ত্রিলোক স্তব্ধ,
ক্ষুব্ধ অমরারি সেনাগণ।
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র, উঠে সবে হয়ে ত্রস্ত,
দেখে মৈষ ক্রোধিত তখন॥
সেই শব্দ অনুসারে, চলে বীর ভীমাকারে,
সঙ্গে লয়ে চতুরঙ্গ দল।
দেবীর নিকটে যায়, দেবীরে দেখিতে পায়,
রূপে আলো ভুবনমণ্ডল॥
অতি ভয়ানক মূর্ত্তি, হেরে হেরে বাক্য স্ফূর্ত্তি,
অবনত মহী পদভরে।
পদে আক্রমণ ধরা, কিরীট লিখিতাম্বরা,
ধনুঃশব্দে শেষ কাঁপে ডরে॥
সহস্র ভুজেতে বাণ, ধরিয়াছে খরশান,
শেল শূল মুদ্গর মুষল।
প্রবর্ত্ত হইয়া রণে, নাশিতে অসুরগণে,
অস্ত্র শস্ত্র আবৃত সকল॥
তা দেখি দানব দল, হৈল অতি সচঞ্চল,
দেবী যুদ্ধে সকলে সাজিল।
মহিষের সেনাপতি, চিকুরাক্ষ মহামতি,
ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিল॥
পদাতিক রথরথী, চৌদ্দ অক্ষৌহিণী তথি,
বলবান চলিল সমর।
চতুরঙ্গ বলান্বিত, যুদ্ধস্থলে উপস্থিত,
মহিষের সেনানী চামর॥
উদগ্রাক্ষ মহাসুর, সংগ্রামেতে সুনিষ্ঠুর,
ষড়াযুত[1] রথ সঙ্গে তার।
মহাযোদ্ধা মহাবীর, যুদ্ধে কেহ নহে স্থির,
সম পরাজয় যুদ্ধে যার॥
চলে রণে মহাহনু, বজ্র সম তার তনু,
অযুতাক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে।
পঞ্চাশ নিযুত রথী, লৈয়া চলে মহামতি,
রসিলোমা সেনাপতি সঙ্গে॥
শতাযুত সেনা সাজি, অসংখ্যীয় গজ-বাজী,
পদাতিক কে করে গণনে।
অসি-চর্ম্ম কত শত, কোটি কোটি বৃত রথ,
লইয়া বাস্কল যায় রণে॥
বিড়ালাক্ষ করে গতি, পঞ্চাশ অযুত রথী,
আর সেনা গণনা না হয়।
অগ্রে কোটি যূথনাথ[2], ত্রিকোটি বাজী[3] পশ্চাত,
বেষ্টিত মহিষাসুর রয়॥
দেখিয়া চণ্ডিকা তায়, অট্টহাসে পুনরায়,
যুদ্ধে সেনা আইলে ধরি বাণ।
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিশজায়া,
শ্রীকবি রতনে রস গান॥

সৈন্যযুদ্ধ।

রাগ সারঙ্গ,—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় জগদম্বে জগৎ তারিণী।
দুর্ভাগ্য দুরদৈন্য দুর্গতি হারিণী॥
দুঃখদা দানবহন্ত্রী দারিদ্রদায়িনী।
ধরাধর শুভাধরা ভার বিনাশিনী॥
অম্বিকা অপর্ণা উমা ঈশানগৃহিণী।
কালী কান্তা কপালিনী কালকাদম্বিনী॥ ধুয়া॥

একেবারে যুদ্ধ আরম্ভিল সেনাগণ।
অনিবার করিতেছে বাণ বরিষণ॥
মুষল তোমর ভিন্দিপাল শক্তি জাঠী।
পট্টীশ পরশু খড়গ শেল শূল ঝাঁটি॥
কেহ কোপে দেবীর উপরে মারে পাশ।
একা খড়্গে চণ্ডী কৈলা সকল বিনাশ॥
কাত্যায়নী কুপিয়া করিল বাণ বৃষ্টি।
আচ্ছাদিল রবিকর নাহি চলে দৃষ্টি॥
লীলায় দৈত্যের বাণ করিয়া সংহার।
আপন আয়ুধ অস্ত্র করে অবতার॥

১। ষড়াযুত—৬ অযুত সংখ্যক। ২। যূথনাথ—(বন্য) হস্তীদলের প্রধান। ৩। বাজী—ঘোড়া।

অসুর শরীরে বাণ মারেন শঙ্করী।
সুর ঋষিগণ স্তবে তুষিছে ঈশ্বরী॥
দিবা রাত্রি সমতুল হয় ঘোর যুদ্ধ।
দেবীর বাহন সিংহ হয় মহাক্রুদ্ধ॥
দুই দন্তাঘাতে সৈন্য করে বিনাশন।
যেন দহে কানন জ্বলন্ত হুতাশন॥
যুদ্ধমানা অম্বিকা ছাড়িছে ঘনশ্বাস।
তাহাতে সহস্র হয় সগণ প্রকাশ॥
সে সকল দেবীসেনা যুদ্ধ করে রণে।
মারে কাটে কত খায় যোগিনীর গণে॥
নানাবিধ রণবাদ্য বাজে রণস্থলে।
পটহ মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজে কুতূহলে॥
দুন্দুভি মর্দ্দোল[1] পড়া যোড়া শঙ্খ কাঁসী।
রবার[2] ডুম্বরু শিঙ্গা করতাল বাঁশী॥
মহা মহোৎসব হৈল রণস্থলে কিবা।
মহা বেগবতী হয়ে যুদ্ধ করে শিবা॥
শক্তি শূল গদা খড়্গ করিয়া প্রহার।
শত শত দৈত্য দেবী করয়ে সংহার॥
দুর্জ্জয় ঘণ্টার শব্দে বিমোহিত হয়।
সুতাশে ছুঁচুরে পড়ে যায় যমালয়॥
কারে চণ্ডী পাশে বদ্ধ করে অনায়াসে।
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটিয়া পাঠায় যম-পাশে॥
কেহবা পড়িয়া উঠে করয়ে সমর।
কেহ পদাঘাতে পড়ে ভূমের উপর॥
কেহবা ভূষণ্ডী মুষলের ঘায় মরে।
কার শূলে ভিন্ন বক্ষ জীর্ণ কলেবরে॥
ক্রমে বাড়ে অতুল সংগ্রাম মহামার।
অসুরের সেনা সব হইল সংহার॥
কার হস্ত কাটে কার হৃদয় বিদার।
কার মধ্যদেশ ছেদে জঙ্ঘা হানে কর॥
কোন বীর এক চক্ষে করে নিরীক্ষণ।
এক হস্তে কোন জন করে আসি রণ॥
কবন্ধী শিরসি যুদ্ধ করে ঘোরতর।
সে সব বিনাশী দেবী করেন সমর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মহিষাসুরের সেনাপতির যুদ্ধ।

রাগিণী কালেংড়া,—তাল আড়া।

ক্ষণে মহাসৈন্যগণে, বিনাশ হইল রণে,
শোণিতের নদী বহমান।
দেখি সব সেনা নাশ, চিকুরাক্ষ অট্টহাস,
করিয়া সমরে আগুয়ান॥
হয়ে অতি ক্রোধান্তর, হানে শত শত শর,
করি মন্ত্রপূত সুসন্ধান।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ[3] তায়, রথ রথী ভেসে যায়,
অতি বেগ খরতর বাণ॥
স্রোতে কম্পবান তনু, করেতে ধরিয়া ধনু,
দেবীর উপরে মারে বাণ।
মহাদর্পে দৈত্যবর, হানে কত শত শর,
দাঁড়াইতে নাহি পায় স্থান॥
সুমেরুর শৃঙ্গে যেন, মেঘে জল বর্ষে হেন,
সমাচ্ছন্ন হইল ভাস্কর।
সে সব ছেদন করি, অবহেলে মহেশ্বরী,
হানে শর দৈত্যের উপর॥
হয় হস্তী রথ রথী, বিনাশিলা ভগবতী,
চিকুরাক্ষে ধনু কাটা যায়।
সহিতে না পারে রণ, সকাতর সেনাগণ,
অস্ত্রে ক্ষত রক্ত পড়ে গায়॥
হতাশ্ব সারথী রথ, ধনুর্ব্বাণ হৈল হত,
খড়্গচর্ম্ম ধরে মহাসুর।
দেখি কোপে কেশরীরে, খড়্গচোট মারে শিরে,
বজ্র অঙ্গে ঠেকি হয় চুর॥
তাহা দেখি কোপমতি, হইলেন হৈমবতী,
অসিঘাতে হস্ত কাটে তার।
কালরূপা মহাকায়, দৈববরে হস্ত পায়,
আস্ফালনে যুঝে পুনর্ব্বার॥
ক্রোধে হৈয়া সমাকুল, দেবীরে মারিল শূল,
তেজে যেন সূর্য্যের প্রকাশ।
তা দেখি চণ্ডীর রাগ, নিজ শূল কৈলা ত্যাগ,
শূল কাটি তারে কৈল নাশ॥

১। মার্দ্দোল—মাদল। ২। রবার—প্রাচীন ভারতের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; রুদ্রবীণা। ৩। মাতঙ্গ—হাতী।

চিকুরাক্ষ পড়ে রণে, পলায় দানবগণে,
কোপেতে চামর আইল রণে।
অতি রোষে মহাকায়, শক্তি মারে অভয়ায়,
দম্ভ করি আপনার মনে॥
হুঙ্কার ছাড়িলা হরা, সভয়ে কাঁপিল ধরা,
ভূমে শক্তি নিষ্প্রভে পড়িল।
ভগ্নশক্তি কোপমান, বেগে দৈত্য বলবান,
দেবী প্রতি ত্রিশূল ছাড়িল॥
বাণেতে চণ্ডিকা তায়, কাটি পাড়ে বসুধায়,
দেখিয়া দানব কোপে জ্বলে।
বারণ ফিরায় রাগে, দেবী চণ্ডিকার আগে,
সিংহ আসি উঠে কুম্ভস্থলে॥
নখেতে বিদার করি, বিনাশ করিল করী,
কোপে দৈত্য চণ্ডিকারে ধরে।
বাহুযুদ্ধ করে অতি, কর প্রহারেতে সতী,
শির হানি বধিলা চামরে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা কবিরত্ন, গায় গীত করি যত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

রাগিণী বাগেশ্রী,—তাল তেলেনা।

কেরে দশভুজা সমরেতে নাচিছে। শিরে রতনমুকুট, বিললিত জটাজুট, অট্ট অট্ট অধরেতে হাসিছে॥ নবীন মেঘবরণী, শরতচন্দ্রবদনী, কেশরীবাহিনী রণে, দিতিসুতা নাচিছে॥ ধুয়া॥

উদগ্রাক্ষ আশুসরে করিতে সমর।
গদাঘাতে চণ্ডিকা পাঠায় যমঘর॥
ভিন্দিপালে বাস্কল বিনাশ হয় রণে।
দেখিয়া আনন্দ অতি যত দেবগণে॥
উগ্রবীর্য্য করালাস্য মহাহনু আর।
ত্রিশূলেতে ত্রিলোচনী করিলা সংহার॥
বিড়ালাস্যে অসিতে করিলা বিনাশন।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ অন্য শরেতে নিধন॥

এইরূপে সৈন্য সব হইল বিনাশ।
সঘনে চণ্ডিকা কৈল অট্ট অট্ট হাস॥
তাহা দেখি মহিষাসুরের কোপমন।
মহিষের রূপে আইল করিবারে রণ॥
বিক্রমে ব্যথিত ধরা ভ্রমে আশ পাশ।
শঙ্কিত যোগিনীগণ চণ্ডিকার ত্রাস॥
কারে ওষ্ঠ-প্রহারে কাহারে মারে খুর।
কারে লাঙ্গুলের ছাট মারে মহাসুর॥
শৃঙ্গেতে বিদারি কারে করে মেঘনাদ[১]।
চঞ্চল ভ্রমণে চণ্ডী গণিলা প্রমাদ॥
ঘন ঘন নিশ্বাস বহিছে ঘোর ঝড়ে।
অস্থির যোগিনীগণ ধরাতলে পড়ে॥
লম্ফে ঝম্ফে ধরা কম্পে খুরে ক্ষুণ্ণ মহী[২]।
অস্থির কটাক্ষে কূর্ম্ম নত শির তহি॥
একেলা মথন করে সকলে ত্রাসিত।
কেশরীরে মারিবারে যায় দুর্ব্বিনীত॥
চণ্ডিকা রুষিলা তবে অনল সমান।
তাহা দেখি মহিষ হইল বেগবান॥
শৃঙ্গেতে পর্ব্বত তুলি আনে মহাবীর।
দেবী প্রতি ফেলে মারে ডাকিয়ে গভীর॥
বেগ ভ্রমণেতে মহা হয় লণ্ড ভণ্ড।
শৃঙ্গেতে ঠেকিয়া মেঘ হয় খণ্ড খণ্ড॥
সাগরে মারিয়া লেজ করে আস্ফালন।
সকম্প সমুদ্র উথলিল ততক্ষণ॥
তাহাতে প্লাবিত হৈল সমরের স্থলে।
ভাসিল যোগিনীগণ সাগরের জলে॥
কভু দৈত্য শূন্যে উঠে কখন ধরায়।
খুরশব্দ জ্ঞান হয় বজ্রাঘাত প্রায়॥
কার সঙ্গে কথা নাহি আপনার মনে।
দেবীরে অস্থির দৈত্য করিলেক রণে॥
ব্যস্ত হয়ে চণ্ডী করে বধের উপায়।
মধুর সঙ্গীত দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

মহিষাসুরের বধোদ্‌যোগ আবর্ত্তন।

দেবীর নিকটে আসি মহিষ-অসুর।
সিংহের মস্তকে প্রহারিল যোড়া খুর॥

১। মেঘনাদ—মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় চীৎকার। ২। মহী—বসুমতী, পৃথিবী।

কোপে কাত্যায়নী তবে পাইয়া আয়াস[১]।
বান্ধিলা মহিষে দিয়া বরুণের পাশ॥
ছাড়িয়া মহিষরূপ সিংহ মূর্ত্তি হয়।
যুদ্ধ করে ঘোরতর স্থির নাহি রয়॥
বাণেতে চণ্ডিকা কাটিলেন তার শির।
খড়্গপাণি-পুরুষ হইল মহাবীর॥
ঘোরতর যুদ্ধ করে মহাবলবান।
সম্মুখে কাহার সাধ্য হয় আগুয়ান॥
বাণেতে চণ্ডিকা খড়্গ-চর্ম্ম কাটে তার।
তাহা দেখি হৈল মত্ত গজের আকার॥
গর্জ্জনে ত্রাসিত দেবীসৈন্য সেই স্থানে।
শুণ্ডেতে সিংহেরে ধরি মহাবেগে টানে॥
কোপিনী চণ্ডিকা খড়্গে শুণ্ড কাটে তার।
দৈত্যভাবে হস্তী-দেহ হইল অসার॥
শুণ্ড যদি গেল আর কিবা প্রয়োজন।
বরাহ সহিত তুল্য হইল এখন॥
হস্তীরূপ ত্যাজি পুনঃ হৈল মৈষ বীর।
আকাশ-পাতালে যুড়ে বিরাট্ শরীর॥
অতি আস্ফালনে ক্ষোভ দেয় চণ্ডিকায়।
চরাচর ত্রিলোক ভ্রূকুটিতে ডরায়॥
ঘোরতর যুদ্ধ কার নাহি টুটে বল।
অশক্তো শঙ্করী যুদ্ধে হইলা চঞ্চল॥
কালঘর্ম্ম ছোটে শ্রমে অস্থির পরাণ।
প্রায় পরাজয় তারা না পুরে সন্ধান॥
মহিষ গর্জ্জন করে ডাকে উভরায়।
ভাবেন চণ্ডিকা বধ করা নাহি যায়॥
তখন স্মরণ হৈল শঙ্করীর মনে।
পূর্ব্বে দৈত্য বর লৈল আমার সদনে[২]॥
দশভুজা মূর্ত্তি তুমি হইবে যখন।
আমারে বিনাশ তুমি করিবে তখন॥
সহস্র ভুজেতে বধ্য নহে মহাসুর।
দশভুজা রূপে করি দানবেরে চুর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মহিষাসুর বধ।

রাগিণী বাহার,—তাল আড়া।

মৃগরাজ-বাহিনী সমরে বিহরে। বিবিধ আয়ুধ করি অসুর সংহারে॥ অসিঘাতে অরি হয়ে, সমরে সমর করে। উগ্রবেশে হাসে নাশে, পরকোপে শশধরে॥

এত বলি দশভুজা হইলা শঙ্করী।
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহণ নানা অস্ত্র ধরি॥
তথাপি মহিষাসুরে সমরে না পারে।
উষ্মায়[৩] অম্বিকা পুনঃ কহিছেন তারে॥
গর্জ্জ গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ় গর্জ্জয় তাবৎ।
মধুপান নাহি হয় আমার যাবৎ॥
বিনাশ করিলে তোরে সমরের স্থলে।
এইরূপে গর্জ্জিবেক দেবতা সকলে॥
এত বলি চণ্ডিকা করিয়া মধুপান।
উন্মত্তা হইয়ে তারা ধরে ধনুর্ব্বাণ॥
মহাবেগবতী তারা কেশরীতে ভর।
বামপদ আরোপিল মহিষ-উপর॥
শূলেতে বিদীর্ণ হইল অস্থির শরীর।
তীক্ষ্ণ অসি বারেতে কাটিয়া পাড়ে শির॥
শক্তি-পদে সংপীড়িত হয়ে দুরান্বিত।
মনে মনে চিন্তিত হইল বিপরীত॥
মহিষের কণ্ঠ হইতে হইল বাহির।
অসিচর্ম্ম করে ধরা অর্দ্ধেক শরীর॥
দেখিয়া তারিণী তারে পরম কৌতুকে।
নাগপাশে বান্ধিয়া ত্রিশূল মারে বুকে॥
বামহস্তে দৈত্য-কেশ করিলা ধারণ।
একে আর সিংহ নখে কর বিদারণ॥
দন্তেতে চাপিয়ে ধরে সব্য ভুজ তার।
বদ্ধ হৈল মৈষাসুর শক্তি নাহি আর॥
হেনকালে দেবগণ তোষে চণ্ডিকায়।
মহিষমর্দ্দিনী অদ্যাবধি মহামায়॥
এইরূপ তোমারে পূজিবে সর্ব্বজন।
এত বলি বাহু তুলে নাচে দেবগণ॥
তথাপি মহিষ নিজ বিক্রম না ছাড়ে।
দেবী-পদতলে পড়ে পড়ে লেজ নাড়ে॥

১। আয়াস—সুযোগ। ২। সদনে—নিকটে, কাছে। ৩। উষ্মায়—ক্রোধে।

দেখি দেবী মহাখড়্গে করিয়া আঘাত।
মস্তক কাটিয়া দৈত্যে করিল নিপাত॥
হাহাকার করে যত দৈত্যসেনাগণ।
দেবগণ করিতেছে পুষ্প বরিষণ॥
মহানন্দে মত্ত হয়ে শক্রাদি অমরে।
একান্ত ভাবেতে চণ্ডিকার স্তব করে॥
গন্ধর্ব্বেতে নাচে গায় দুন্দুভি বাজায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

দেবতা সকলে দেবীকে স্তব করেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট,—মধ্যমানের ঠেকা।

তরাও তারিণী ভজন-বিহীনে। মা যদি বঞ্চিত অতিশয় দীনে॥ আমি অতি মতিহারা, না জানি সাধন ধারা, কে আর তারিবে তারা, তারিণী বিনে॥

দেবি দয়াময়ি দীন-জননী।
দুর্গে দুর্গতিহরা দৈত্যদলনী॥
শঙ্করমোহিনী দুঃখহারিণী।
ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রাণকারিণী॥
তোমার মহিমা কে জানে তারা।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ভুবন সারা॥
শেষ[১] নাহি পায় গুণের শেষ।
তত্ত্ব নিরূপণে যোগী মহেশ॥
বিবিধ ভাবিয়ে নাহিক পায়।
কি স্তব করিব আমি তোমায়॥
ইঙ্গিতে নাশিলে মহিষাসুর।
রক্ষা কৈলে তারা অমরপুর॥
জগদাদ্যশক্তি তুমি তারিণী।
ভবমনোহরা ভয়বারিণী॥
অশুভনাশিনী অম্বিকা তুমি।
তুমি গো পাতাল আকাশ ভূমি॥
ত্রিদশের ত্রাস করিলেন নাশ।
জগতে মহিমা হৈল প্রকাশ॥
দশভুজা দেবী দারিদ্র্যহরা।
মহিষমর্দ্দিনী মহেশদারা॥

তুমি লক্ষ্মীরূপে বৈভবদাত্রী।
কুকৃতি সুকৃতি তুমি সে মাত্রী[২]॥
কি স্তব করিব তোমারে বাড়া।
তব তত্ত্ব বেদ আগম ছাড়া॥
বেদ কি জানিবে তোমার ভেদ।
তুমি যা কর মা সে এক বেদ॥
আগমে কি জানে আগমবাদী।
শ্মশানে ঘুরিছে না পায় আদি॥
তুচ্ছ দৈত্য তুমি সমরে মারি।
তাহাতে না হয় মহিমা ভারি॥
শক্তিরূপা তুমি জগত মাঝ।
তোমার নহে বিচিত্র কাজ॥
ইঙ্গিতে হরিতে পার মা বল।
তবে যে যুঝিলে কপট ছল॥
মহিষ হইল তোমার ছাড়া।
তুমি তো তাহাতে নহ মা ছাড়া॥
কল্যাণী কমলে করুণাময়ী।
স্মরিলে তোমারে শমনজয়ী॥
ভকত-বৎসলা বগলা ভীমা।
কি মাতারা তারা না হও সীমা॥
রূপ গুণে তব প্রমাণ নয়।
নাম গুণে মাত্র জগত জয়॥
কাত্যায়নী কালী কপাল-হারা।
কৌশিকী কৌমারী বিমলা তারা॥
নিস্তারকারিণী নকুলজায়া।
মহাবিদ্যা মোক্ষদায়িনী মায়া॥
রক্ষ রক্ষ মাতা শূলেতে করি।
রাখ গো অম্বিকা ধনুক ধরি॥
খড়গ ধরি রাখ ঘণ্টাবাদিনী।
ঘোর ফেরে রাখ ঘোরনাদিনী॥
ইন্দ্রানী রক্ষ মা ইন্দ্রের দিকে।
দক্ষিণ দিকেতে রাখ চণ্ডিকে॥
বারুণী পশ্চিমে রাখ আমায়।
উত্তরে ঈশ্বরী রাখ গো পায়॥
এই রূপে যত অমরগণে।
আত্ম নিবেদিল মায়ের চরণে॥

১। শেষ—অনন্ত নাগ। ২। মাত্রী—মাত্রা চার প্রকার ; এক মাত্রা (হ্রস্ব), দ্বি মাত্রা (দীর্ঘ), ত্রি মাত্রা (প্লুত) এবং চতুর্মাত্রা (ব্যঞ্জন)।

নৃসিংহেরে কালী রাখিয়া পায়।
শ্রীকবি রতনে সরল গায়॥

দেবীর দৈব প্রদান আবর্ত্তন।

স্তবে তুষ্টা ভগবতী, প্রণত অমর প্রতি,
কহিছেন প্রণয় বচন।
বর লও সবাঞ্ছিত, যাহা হয় মনোনীত,
বরপ্রদা হইনু এখন॥
শুনিয়া দেবীর বাণী, সুখী হয়ে বজ্রপাণি,
দেবীরে করেন নিবেদন।
ত্রিদশে করিলে ত্রাণ, মারি দৈত্য বলবান,
আর বর কি লব এমন॥
নিতান্ত যদ্যপি মাতা, হইলে গো বরদাতা,
তবে বর মাগি তব পদে।
এইরূপে দেবতার, বিপদেতে পুনর্ব্বার,
স্মরিলে তারিবে সে আপদে॥
তুমি দয়াময়ী তারা, নারায়ণী নিরাকারা,
তব কৃপা যার প্রতি হয়।
দুর্গা বলে ডাকে যেই, সুসম্পদ পায় সেই,
তার কাছে শত্রু পরাজয়॥
তথাস্তু বলিয়ে মায়া, তিরোধান হর-জায়া,
স্বধামেতে করিল গমন।
করি মহা মহোৎসব, যতেক দেবতা সব,
পাইলেন আপন ভবন॥
মার্কণ্ডেয় মুনি বলে, ভাগুরিরে কুতূহলে,
মৈষাসুর এরূপে বিনাশ।
কাত্যায়নী দশভুজা, নবম্যাদি কল্পে পূজা,
শরতের হইল প্রকাশ॥
শুনিয়া ভাগুরি কন, যা কহিলে তপোধন,
অপূর্ব্ব এ চণ্ডিকার লীলা।
খণ্ডিয়া দেবের ত্রাস, অসুর করিয়া নাশ,
বাসব অমরে রাজ্য দিলা॥
সকল জানিনু তাঁর, এক প্রশ্ন আছে আর,
সংশয় আমার মনে অতি।
হেমন্ত কেশরী দিলে, পূর্ব্বে তুমি কয়েছিলে,
তাহাতে চাপেন ভগবতী॥
কিবা পুণ্য ছিল তার, দেবী পৃষ্ঠে চড়ে যার,
কোথা বা পাইল গিরিরাজ।
বিশ্বম্ভরা বিশ্বোদরা, তাঁরে সে বাহন করা,
সামান্য পশুর নহে কাজ॥
সন্দেহ আমার হয়, বিস্তারিয়ে মহাশয়,
কহ দেখি ইহার কারণ।
ভাগুরির বাক্য শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি,
শুনহে অপূর্ব্ব বিবরণ॥
সামান্য কেশরী নয়, দেবী সঙ্গে জন্ম হয়,
হিমালয়ে তাহার নিবাস।
হরি দেহ দেবী রয়, সিংহ রাজে হিমালয়,
পুনঃ দিলে হইতে প্রকাশ॥
নতুবা কি সাধ্য হয়, শঙ্করীর ভার বয়,
পদতলে করিয়া আশ্রয়।
শ্রীনৃসিংহ দাসে বলে, কবিরত্ন কুতূহলে,
সিংহ যে সামান্য পশু নয়॥

মহিষাসুরের জন্মোপাখ্যান।

শুনিয়া ভাগুরি কয় মুনিরে তখন।
ঘুচিল সন্দেহ এতে শুন তপোধন॥
আর এক প্রশ্ন আছে শুন পুনর্ব্বার।
মহিষাসুরের জন্ম হৈল কি প্রকার॥
অসুর হইয়া পায় দেবীর চরণ।
পূর্ব্ব জন্মে সাধনা কি করিল এমন॥
আর কহিয়াছ পূর্ব্বে চণ্ডিকার বর।
বিনাশিতে সহস্র করেতে দশ কর॥
এই সব বিস্তারিয়া কহ দেখি সার।
শ্রবণ করিতে অতি মানস আমার॥
মার্কণ্ডেয় বলে শুন কারণ ইহার।
মহিষ অসুর নহে অসুর আকার॥
দৈত্য দেহ দৈত্য দেহে জন্মে ত্রিলোচন[১]।
কার সাধ্য নইলে পায় চণ্ডীর চরণ॥
বিস্তারিত শুন দ্বিজ মহিষ-আখ্যান।
মহিষ হইল জম্ভাসুরের সন্তান॥
দ্বিতীয় সন্তান জম্ভা দৈত্য মহাবল।
ভুজবলে রাজা হৈল শাসি[২] ভূমণ্ডল॥

১। ত্রিলোচন—দেবাদিদেব মহাদেব ; তাঁহার তিনটি নয়ন আছে। ২। শাসি—শাসন করিয়া।

সকল দানবগণ হৈল অনুগত।
ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই বর্ণিব বা কত॥
বয়েস অধিক হৈল না হয় সন্তান।
হইল পরম দুঃখী দৈত্য বলবান॥
এইরূপে কিছু দিন গত হয়ে যায়।
দৈবে শুন একদিন রঙ্গ হৈল তায়॥
পুর মার্জ্জনেতে আছে নিয়োজিত হাড়ি[১]।
উষাকালে প্রত্যহ মার্জ্জনা করে বাড়ী॥
না উঠিতে মহীপাল কার্য্য সারি যায়।
দৈবে একদিন রাজা দেখিলেন তায়॥
দেখিয়া রাজার মুখ হাড়ির নন্দন।
দ্রুতগতি চলে গেল আপন ভবন॥
পাছু পাছু ভূপতি চলিল তার সঙ্গে।
তাহার বাড়ীর পাশে শৌচে বসে রঙ্গে॥
হাড়ি বলে হাড়িনীকে আয়রে ত্বরায়।
শীঘ্র গঙ্গাজল স্পর্শ করাও আমায়॥
রাত্রি পোহাইবা মাত্র মোরে দিতে দুখ।
আটকুড়া রাজার দেখিনু আজি মুখ॥
কত পাপ হৈল আজি কি কহিব তোকে।
ঘোর ফেরে পড়িলাম কিবা দৈবপাকে॥
অন্ন জন্যে হইলাম কাল পরকালে।
আটকুড়ার অন্ন খাই কি পাপ কপালে॥
পুত্র মোর কোলে দাও যাক দুঃখতাপ।
পুত্র-আলিঙ্গন-রঙ্গে বিমোচন পাপ॥
এইরূপ হাড়িনীকে কহিছে হড়্ডিপ।
শৌচে বসে শুনিতে পাইল দৈত্যাধিপ॥
আপনা আপনি ঘৃণা জনমিল মনে।
পুত্র বিনে মহাপাপী কহে সর্ব্বজনে॥
কহিতে পরম লজ্জা দুঃখে যাই মরে।
বিষ্ঠা মুক্ত করে হাড়ি সেহ ঘৃণা করে॥
মোর পুরে ঝাঁটি দেয় মোর অন্ন খায়।
তার বাক্যে লজ্জা হয় সহা নাহি যায়॥
পুত্র বিনে সব মোর সংসার অসার।
পুত্র হেতু তপ করা উচিত আমার॥
অন্য পুত্রে আমার নাহিক প্রয়োজন।
শঙ্করে লইব পুত্র নতুবা মরণ॥

এত ভাবি শৌচান্তে উঠিয়া জম্ভাসুর।
হাড়িকে না কহিল কিছু আইল নিজপুর॥
কারে কিছু না কহিয়া চলে তপস্যায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

জম্ভাসুরের শিবের তপস্যা।

যাইয়ে হিমাচলে, অসুর কুতূহলে,
করিল যোগাসনে ভর।
মুদিয়ে দু'নয়ন, যোগে রাখিয়া মন,
একান্তে ভাবিছে শঙ্কর॥
মানসে পুত্রের করে, হৃদি সরোজোপরে,
মানসে দিয়া ধূপ দীপ।
জপিছে শিব নাম, মানসে পুত্র-কাম,
কঠোর অসুর-অধিপ॥
নূতন বিল্বদল, সহিত গঙ্গাজল,
মহেশে করে নিবেদন।
তুলিয়া নবফুল, পূজা করে নকুল,
প্রণব মূল উচ্চারণ॥
নাচিছে মহীপাল, বাজায়ে ঘন গাল,
কক্ষ বাজায়ে ধরে তাল।
করিছে পঞ্চতপ[২], শিবের মন্ত্র জপ,
সহস্র বর্ষ হয় টাল॥
কঠোরে শীর্ণকায়, মাংস রহিত গায়,
হইল অস্থিচর্ম্ম সার।
কঠোরে ঢোকে আঁখি, চিকুরে যত পাখি,
আশ্রয় করে আসি তার॥
সেহলা পড়ে গায়, গাছ হইল তায়,
কণ্ঠা নমিত সরোবর।
বরিষা কালে নীর, তাহাতে রহে স্থির,
সুখেতে পীয়ে ব্যোমচর॥
স্পন্দন নাহি আর, নিমেষ হীন তার,
মানসে মহেশ ধেয়ায়।
নাহিক অন্য মন, ভাবিছে ত্রিলোচন,
সঁপিয়ে মন শিব-পায়॥

১। হাড়ি—হড়্ডিপ ; চণ্ডাল। ২। পঞ্চতপ (পঞ্চতপা)—চারি (পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ) দিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড এবং মস্তকোপরি সূর্য্যালোক সম একটি অগ্নিকুণ্ড। এই পঞ্চ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যস্থলে বসে ঘোর তপস্যা।

কৈলাসে ত্রিলোচন, হইল উচাটন,
জানিল জম্ভ তপ করে।
হইয়া বৃষারূঢ়, চলিলা চন্দ্রচূড়,
আইলা হিম মহীধরে[১]॥
দৈত্যের কাছে আসি, শঙ্কর মৃদুহাসি,
ডাকেন করাতে চেতন।
স্পন্দন নাহি তায়, শুনিতে নাহি পায়,
শঙ্কর ভাবেন তখন॥
দেখিয়া শবসম, গাত্রে হয়েছে দ্রুম,
আচ্ছন্ন দানব-শরীর।
করেতে তুলি তায়, ভাঙ্গিলা সমুদায়,
নিরাশ্রয় হয় পক্ষীবর॥
চেতনা নাহি তবু, ভাবিয়ে তবে প্রভু,
লইয়া শির-গঙ্গাজল।
গায়েতে মারে ছাঁট, আপনি ভূতনাথ,
চেতন পাইল মহাবল॥
স্পর্শিয়া শিবকর, পাইয়া গঙ্গা-সর[২],
হইল নব কলেবর।
লোটায়ে মহীতলে, শিবের পদতলে,
প্রণাম করে নৃপবর॥
তুলিয়ে করে ধরি, কহেন ত্রিপুরারি,
যাচিঞা লহ মোর বর।
শুনি দনুজপতি, পুলক হয়ে অতি,
কহিছে শুন স্মরহর[৩]॥
অন্য কি বর আর, দিবে ভুবনাধার,
করহ এক বর দান।
সন্তান নাহি হয়, আমার দয়াময়,
তুমি হইবে হে সন্তান॥
শুনিয়া হর কন, কহিলে এ কেমন,
এ বর কি রূপেতে দিব।
আমার জন্ম নাই, জানয়ে এ সবাই,
কেমনে আমি জন্ম নিব॥
অন্য যা চাবে দিব, ইহা তো না পারিব,
শুনিয়া কহে দৈত্যরাজ।
এ বর বিনা হর, না চাহি অন্য বর,
অন্য তনয়ে নাহি কাজ॥
দিতে পারতো দাও, নতুবা ফিরে যাও,
বরেতে কিবা প্রয়োজন।
কবিরত্নে কয়, জম্ভা তেমন নয়,
ভুলিবে তাহে ত্রিলোচন॥

শিবের নিকট জম্ভাসুরের পুত্র বর প্রাপ্ত।

সঙ্কটে পড়িয়া শিব যাইতে না পারে।
বিষম সমস্যা হৈল বর দিতে নারে॥
পরম সেবক জম্ভা কষ্টেতে সাধিল।
প্রণয়-ভক্তিতে শিবে বাধিত করিল॥
শঙ্কর ভাবেন ভাল ঠেকিলাম দায়।
অসুরাংশে কি রূপে বা জন্ম লওয়া যায়॥
ইহা বলি শঙ্কর চলিলা ধীরে ধীরে।
সেবকের স্নেহে মোহে পুনঃ আইলা ফিরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ভব করিলেন সার।
হইতে হইল দৈত্য জনম এবার॥
এড়াইতে না পারি দিতে হৈল ঐ বর।
কৃপা করি দানবেরে কন গঙ্গাধর॥
তুষিতে আমার মন করিলে কঠোর।
একারণ আজ্ঞাকারী হইলাম তোর॥
যে বর কখন কেহ তপে নাহি পায়।
হেন বর আজি দিতে হইল তোমায়॥
কোন যুগে মোর জন্ম দেখে নাহি কেহ।
তুমি নবকীর্ত্তি কৈলে ধরাইলে দেহ॥
জম্ভা কহে ভকতবৎসল দয়াময়।
আশুতোষ বিনে কেহ কার সাধ্য হয়॥
শঙ্কর কহেন বর করয়ে প্রদান।
জন্মিব ভারতে হয়ে তোমার সন্তান॥
কিন্তু এক নিরূপণ কহি শুন তায়।
প্রথম বিহার তুমি করিবে যে কায়[৪]॥
তাহার উদরে জন্ম হইবে আমার।
ইহাতে সন্দেহ নাই কহিলাম সার॥
বর দিয়া শঙ্কর হইলা তিরোধান।
জম্ভাসুর নিজ গৃহে করয়ে প্রয়াণ॥

১। মহীধরে—পর্ব্বতে। ২। গঙ্গা-সর—গঙ্গার সর (সরঃ) জল। ৩। স্মরহর—স্মর (মদন) হর (ভস্মকারী) অর্থাৎ মহাদেব।
৪। যে কায়—যে (রূপ) দেহে।

দেবগণ চিন্তাযুক্ত হইল তখন।
সর্ব্বনাশ কি করিলা কহ পঞ্চানন॥
দৈত্যকুলে জন্ম যদি লয় ত্রিলোচন।
তবে আর দৈত্যনাশ না হবে কখন॥
অমরের অমঙ্গল দেখি অতঃপর।
ছন্ন[1] হবে রাজ্যপদ ইন্দ্রের নগর॥
মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র অমরের পতি।
পাঠান ত্বরায় করি দুষ্ট সরস্বতী॥
জম্ভার শরীরে অধিষ্ঠান হও মাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি হরে মন্দ-বুদ্ধিদাতা॥
ইন্দ্রের প্রেরিতা দেবী করিলা প্রয়াণ।
অসুরের স্কন্ধে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

জম্ভাসুরের স্বদেশ যাত্রা।

হরিলা সকল বুদ্ধি কুবুদ্ধি ঘটিল।
নানা বন বেড়াইয়ে দানব চলিল॥
এক দণ্ডে যাওয়া যায় সে পথ ছাড়িয়া।
দূর বনে প্রবেশিল কৌতুক দেখিয়া॥
দেখিল অরণ্য মধ্যে মহিষ-মহিষী।
অনঙ্গে[2] মোহিত হয়ে ভ্রমে চারিদিশী[3]॥
মৈথুনে আবেশ হয়ে স্ত্রীর পাছে ধায়।
কামাতুরা মহিষ মহিষিণী পলায়॥
পশুর বিহার ধারা হটাহটি করে।
তাহা দেখি জম্ভাসুর রুষিল অন্তরে॥
হতবুদ্ধি দৈত্যরাজ বোধ নাহি তার।
উপস্থিত বিবেচনা একে হৈল আর॥
মহিষের প্রতি বলে একি অবিচার।
মহিষিণী প্রতি কেন কর বলাৎকার॥
রতি দানে আশঙ্কা হইয়া যে পলায়।
বলে ধরি বিহার করিতে চাহ তায়॥
ইচ্ছায় রমণ যদি করে তোর সনে।
তবে রতিযুদ্ধ কর আনন্দিত মনে॥
ইহা বলি নিষেধ করিল নীতিজ্ঞানে।
একে পশু তাঁহে মত্ত না শুনিল কাণে॥
মহিষিণী উপরে ঝাকিল পুনরায়।
দেখিয়া দনুজপতি কোপে কহে তায়॥
নিষেধ করিনু তাহা না শুনিলি কাণে।
তবু বলাৎকার কর মম বিদ্যমানে॥
এত বলি ক্রোধে গিয়া মহিষেরে ধরে।
শৃঙ্গারি মহিষের সনে যুদ্ধ করে॥
আছাড়িল মারিতে মহিষে বলবান।
যমালয়ে যাইল সে ত্যজিয়ে পরাণ॥
মহিষ মরিল দেখি মহিষিণী ধায়।
লোটায়ে পড়িল আসি ভূপতির পায়॥
কান্দিয়া অস্থির বলে শুন দৈত্যনাথ।
বিনা দোষে প্রাণনাথ করিলে নিপাত॥
কামাতুরা হয়ে পতি সহিত এখন।
উদ্‌যোগ করিতে ছিনু করিতে রমণ॥
শুনিয়া অসুর কহে কহিলে কেমন।
তবে কেন তুমি করেছিলে পলায়ন॥
বলাৎকার তোমারে করিতে গেল সেই।
বিনাশ করিনু তার দোষ পেয়ে এই॥
মহিষিণী বলে সেত বলাৎকার নয়।
পশুর বিহারে এইরূপ ধারা হয়॥
এক্ষণে কামের বাণে প্রাণ মোর যায়।
স্ত্রীহত্যা তোমারে লাগে করহ উপায়॥
পতিরে বাঁচায়ে দেহ রাখহ জীবন।
নতুবা আমার সনে করহ রমণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

জম্ভাসুরের মহিষিণীর সহিত বিহার।

এখন কি হবে উপায়।
বিধির বিপাকে পড়িলাম ঘোর দায়॥ধুয়া॥

শুনিয়া অসুরনাথ চিন্তাকুল অতি।
প্রথম বিহারে পুত্র হবে পশুপতি॥

১। ছন্ন—লুপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। ২। অনঙ্গে—কামে। ৩। চারিদিশী—চতুর্দ্দিকে।

মহিষে বিহার যদি করিব প্রথম।
মহেশের হইবেক মহিষ জনম॥
আমার সাহায্যে কিছু না হয় ইহায়।
যাহোক প্রকৃতি হত্যা করা নাহি যায়॥
এত বলি মহিষিণী সহ দৈত্যপতি।
রাখিতে আপন ধর্ম্ম আরম্ভিলা রতি॥
কৈলাসে জানিলা হর আপনার মনে।
জম্ভাসুর রতি করে মহিষিণী সনে॥
পার্ব্বতীরে কন হর বিনয় করিয়া।
প্রমাদে পড়িনু জম্ভাসুরে বর দিয়া॥
প্রথম বিহারেতে সন্তান হব তার।
সে তো করে মহিষিণী সহিত বিহার॥
মহিষ-যোনি হ'তে হৈল অবতংস[১]।
কৈলাসে রহিল প্রতি অবয়ব অংশ॥
শঙ্করী কহেন প্রভু চরিত্র কেমন।
মূঢ় দৈত্যে বর দিলে কি হেতু এমন॥
দুঃখ পেতে হলো প্রভু কর্ম্মে আপনার।
একে দৈত্য পশুযোনি তাহাতে আবার॥
দেব হয়ে দৈত্য-জন্মে কষ্ট পাবে তায়।
ধিক্ বর দেওয়া ধিক্ থাকুক তোমায়॥
দেবীর ভর্ৎসনে ভব সলজ্জায় কন।
যা হবার হইয়াছে কি করি এখন॥
তুমি মূলশক্তি তুমি সকলের গতি।
ত্বরায় উদ্ধার মোরে কর হৈমবতী॥
দৈত্য-দেহে বুদ্ধি-শুদ্ধি হরে সব লয়।
বহুদিন যেন কষ্ট পাইতে না হয়॥
দেবগণে পলাইবে পায়ে মোর ত্রাস।
তুমি বিনা আমার না হইবে বিনাশ॥
দেবতার তেজে জন্ম করিবে গ্রহণ।
সহস্র সহস্র ভুজে দিবে দরশন॥
দশভুজা রূপ পরে হয়ে কুতূহলে।
মুক্ত করি রাখিবে আমারে পদতলে॥
নিবেদন করিলাম হইয়ে কাতর।
প্রসন্না হইয়া দুর্গা দেহ এই বর॥
শঙ্করে কাতর দেখি কহিছেন তবে।
ভয় কি এজন্যে ভব ভাল তা হইবে॥
না বুঝিয়ে বর দিয়ে এই সে করিবে।
আপনি পাইবে দুঃখ মোরে দুঃখ দিবে॥
শঙ্করীরে প্রণমিয়া যান পঞ্চানন।
হেথা সাঙ্গ দৈত্যরাজ করিল রমণ॥
দেবের ঘুচিল সন্ধ নাহিক সংশয়।
অসুরাচারে শঙ্করে পশু-জন্ম হয়॥
দৈত্য হৈলে ভয় হইতো সবাকার।
পশু হৈতে পশু-ভাব ভয় নাহি আর॥
জন্ম লইলেন শিব মহিষ-উদরে।
জম্ভাসুর উপনীত আপনার ঘরে॥
অমাত্য লইয়ে রাজা করয়ে পালন।
যত পূর্ব্বাপর সব হৈল বিস্মরণ॥
ভাগুরি জিজ্ঞাসা করে কহ তপোধন।
দশভুজা হৈতে কেন কহে পঞ্চানন॥
অন্য রূপ কোন ক্ষতি নাহিক ইহার।
অভিপ্রায় বিস্তারিয়ে কহ শুনি সার॥
মার্কণ্ডেয় বলে শুন তাহার কারণ।
ব্রহ্মময়ী দশভুজা বেদের বচন॥
দশ ভুজে দশদিক রক্ষা মুক্তিদাতা।
সর্ব্বশক্তি চিদানন্দময়ী বিশ্বমাতা॥
এই হেতু শঙ্কর চাহিলা এই বর।
মহিষমর্দ্দিনী পূজা শরত ভিতর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মহিষাসুরের জন্ম-বিবরণ।

পরে কিছু দিন ব্যাজে, মহিষিণী বনমাঝে,
মহিষেরে করিল প্রসব।
মহিষিণীর গর্ব্ভজাত, হইয়া ত্রিদশনাথ,
দিনে দিনে বাড়িছেন ভব॥
বাল্যলীলা চমৎকার, শুনহে ভাগুরি তাঁর,
উর্দ্ধে লক্ষ যোজন লাফায়।
থাকিয়া উদয়াচলে, মৈষাসুর কুতূহলে,
মহা লঙ্ঘে অস্তাচলে যায়॥

১। অবতংস—ভূষণ; এস্থলে জন্মগ্রহণ।

অস্তগিরি নত হয়, ভারতাদি নাহি সয়,
উঁচু হয় উদয় পর্ব্বত।
বালকের বীরদাপে[1], থর হরি ধরা কাঁপে,
বন ছাড়ে অন্য পশু যত॥
ক্রমেতে যৌবন পায়, পূর্ব্বকথা ভুলে যায়,
দেহ ধারণেতে মায়া-পাশে।
হইয়া অসুর বুদ্ধি, স্থূলে ভুল হৈল শুদ্ধি,
পিতৃতত্ত্ব মায়েরে জিজ্ঞাসে॥
কোথা মোর জন্মদাতা, বিশেষ কহ গো মাতা,
দেখা কেন না পাই পিতার।
মহিষিণী কহে তায়, তব পিতা দৈত্যরায়,
শুন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহার॥
পূর্ব্বে এই বনে রঙ্গে, বিহারী মহিষ সঙ্গে,
হুড়াহুড়ি করিয়া কাননে।
দৈবে জম্ভাসুর যায়, এ রঙ্গ দেখিতে পায়,
মৈষ বল করে মোর সনে॥
কোপে দৈত্য মারে তায়, সকাতরা আমি যায়,
রতি ভঙ্গে দুঃখ অতিশয়।
সুতা দেখে দৈত্যপতি, আমারে করিল রতি,
তাহাতে তোমার জন্ম হয়॥
শুনিয়া মহিষ কয়, জম্ভ মোর পিতা হয়,
দেখা করা উচিত আমার।
বলিয়া প্রণমি মায়, দানব নগরে যায়,
মৈষাসুর প্রকাণ্ড আকার॥
উপনীত দৈত্যপুর, দেখে বসে জম্ভাসুর,
অতি উচ্চ মঞ্চের উপর।
মহিষ উত্তরে গিয়া, দৈত্যগণে তা দেখিয়া,
বলে একি রঙ্গ দণ্ডধর॥
রাজা পূর্ব্ব ভুলিয়াছে, মহিষে দেখিয়া কাছে,
ঘন ঘন বলে দূর দূর।
পিতা কৈল অপমান, অভিমানে বলবান,
অন্তরে রুষিল মৈষাসুর॥
আক্রোষ করিয়া তায়, পিতারে মারিতে যায়,
লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে বীর।
দুই স্কন্ধে দিয়া ক্ষুর, বিনাশিল জম্ভাসুর,
পাতালেতে ডুবায়ে শরীর॥
ভূপতি হইল নাশ, দৈত্যগণে ভাবি ত্রাস,
বলে আমাদের কিবা হবে।
রাজা বিনে দৈত্যকুল, নষ্ট হইবে সমূল,
দেবগণে রাজ্য লুটে লবে॥
দৈত্যগণ কান্দে সবে, দেখিয়া মহিষ তবে,
কামরূপী ধরে দিব্য কায়।
অভয় করিয়া কয়, আমি জম্ভার তনয়,
রাজা হয়ে পালিব প্রজায়॥
তুষিয়া দানবগণে, রাজা হৈল সিংহাসনে,
আত্মতত্ত্ব করিল বিস্তার।
পরে দেব-যুদ্ধজয়, করিয়া দেবত্ব লয়,
শেষে দেবী করিলা সংহার॥
ভাগুরিকে কুতূহলে, মার্কণ্ডেয় মুনি বলে,
এরূপে মহিষ জন্মেছিল।
নৃসিংহের অভিলাষে, নূতন সঙ্গীত-আশে,
শ্রীনন্দকুমার বিরচিল॥

ইতি মহিষাসুরোপাখ্যান।

চতুর্থখণ্ডান্তঃপাতিদুর্গাসুরোপাখ্যান।

কহ কহ মহামুনি কথা চমৎকার।
কর্ণ রসায়ন তত্ত্বলীলা অভয়ার॥ ধুয়া॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বলে শুনহে ব্রাহ্মণ।
গৌরী-দেহে দেবী কৈলা অসুর নিধন॥
শুম্ভ-নিশুম্ভের বধে কৌশিকী হইলা।
হুঙ্কারে ধূম্রলোচনে বিনাশ করিলা॥
চণ্ড-মুণ্ড বিনাশিলা চামুণ্ডা-শরীরে।
নানা রূপ ধরি বধে কালকেয় বীরে॥
অষ্ট শক্তি আর অষ্ট নায়িকা[2] প্রকাশ।
অসংখ্য যোগিনী করি রক্তবীজ নাশ॥
পরে শুম্ভ-নিশুম্ভেরে করিলা নিপাত।
মহাকালী রূপে অসি করিয়া আঘাত॥
দেবগণে রাজ্য পেয়ে করিলেন স্তব।
মাহাত্ম্যেতে বিস্তারিয়া কহিয়াছি সব॥

১। বীরদাপে—বীরত্বের প্রতাপে। ২। অষ্ট নায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী—এই আটজন নায়িকা।

বিস্তার করিয়া ইহা কহিলে এখন।
গ্রন্থ বেড়ে যায় নাহি হয় সমাপন॥
সামান্য কথায় যদি গ্রন্থ হয় ভারি।
মূল প্রশ্ন রস পুষ্টি করিতে না পারি॥
তবে যদি কহ দ্বিজ মৈযাসুর নাশ।
মাহাত্ম্যে শুনেছি কেন কহিলে প্রকাশ॥
তাহার কারণ শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
শারদীয়া পূজা প্রশ্ন মহিষের রণ॥
স্থূল প্রশ্ন এই এক ছাড়িব কেমনে।
না করিলে অঙ্গহানি গ্রন্থের বর্ণনে॥
মাহাত্ম্যে বরাত দিলে নাহি মিলে রস।
মূঢ় ভাব হয় গ্রন্থ শুনিতে কর্কশ[১]॥
শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে কিবা প্রয়োজন।
তাহে কিছু মাত্র নাহি মূল প্রকরণ॥
অতএব সংক্ষেপে কহিলাম এ বিষয়।
জিজ্ঞাসা করহ আর জিজ্ঞাস্য যা হয়॥
ভাগুরি কহেন প্রভু কহ ইতিহাস।
পূর্ব্বেতে যা কহিয়াছ দুর্গাসুর নাশ॥
কি রূপে জন্মিল দৈত্য কাহার তনয়।
কিরূপেতে করেছিল দেবগণে জয়॥
কোন্ মূর্ত্তি হয়ে দেবী বিনাশিলা তায়।
পূর্ব্বাপর বিস্তারিয়া কহিবা আমায়॥
দুর্গাসুরে বিনাশের কালে মহামায়া।
প্রকাশ করিয়াছিল নানারূপ মায়া॥
সে সব বিশেষরূপে কহ তপোধন।
সর্ব্বদা মানস মোর করিতে শ্রবণ॥
শুনি মার্কণ্ডেয় ঋষি বিস্তারিয়ে কন।
পরম রহস্য কথা শুন দিয়া মন॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গাসুরের জন্ম আবর্ত্তন।

জম্ভাসুর হৈল নাশ, ঘুচিল দেবের ত্রাস,
সুখে স্বর্গে করে বাস, আহ্লাদিত হইয়ে।
গীত বাদ্য মহোৎসব, নিত্য নব সুখোদ্ভব,
বিবিধ আনন্দ সব, করে সুখে মাতিয়ে॥
দন্তহীন দৈত্যগণ, হইল মলিন মন,
শুষ্ক সবার বদন, রাজ্য ছাড়া হইল।
দিতি দুঃখে শ্বাস ছাড়ে, অদিতির সুখ বাড়ে,
রাজ্য পুত্র পার আড়ে, যুদ্ধে দৈত্য মরিল॥
দিতি অতি সকাতরে, স্থির মনে তপ করে,
দেবজয়ী পুত্র পরে, তপস্যায় পাইল।
দুর্গানাম দিল তায়, মহাবীর মহাকায়,
কদলী তরুর প্রায়, দিনে দিনে বাড়িল॥
দেহের কি কব মূল, ত্রিংশৎ যোজন তুল,
দেখে যোগী যোগ ভুল, দেখিতে করালেরে।
গিরি গুহা পরিমাণ, পরিসর দুই কাণ,
নয়ন কূপ সমান, দুর্দ্দর্শন কালেরে॥
নাসিকা দেউল প্রায়, বৃক্ষসম তার গায়,
বজ্রাঘাত বাক্য তায়, ধরা কাঁপে গমনে।
সন্তানে দেখিয়া সতী, দেবী আনন্দিত অতি,
বিনাশিতে শচীপতি, কহে স্পষ্ট বচনে॥
শুনিয়া কশ্যপসুত, হয়ে অতি ক্রোধযুত,
চলে মত্ত অবধূত, মায়ে নতি করিয়ে।
অসুরে অভয় করি, রাজসিংহাসনোপরি,
বৈসে রাজদণ্ড ধরি, মদগর্ব্ব হইয়ে॥
দৈত্যগণে সুখী হয়, বলে আর কিবা ভয়,
দেবগণে পরাজয়, অতঃপর করিব।
রাজা হল দুর্গাসুর, দেবদর্প হবে চুর,
লুটে লব স্বর্গপুর, কারে নাহি ডরিব॥
এতেক আশ্বাসি মন, স্থির হৈল দৈত্যগণ,
সবে তার অনুক্ষণ, অনুগত হইয়ে।
কিছুদিন পরে তবে, দুর্গা কহে দৈত্যসবে
যুদ্ধ করিয়া বাসবে, আন গিয়া ধরিয়ে॥
আজ্ঞা পেয়ে দৈত্যগণে, সাজিলেক আস্ফালনে,
চলে দেবসহ রণে, স্বর্গপানে ধাইল।
চণ্ডীর চরণ-আশে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
আদেশে নৃসিংহ দাসে, কবিরত্ন গাইল॥

১। কর্কশ—রসহীন।

দুর্গাসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিতে সেনা প্রেরণ করেন।

আজি রাজা চলিল যে জিনিতে অমরে।
নাহি করে ডর, নিজ মদগর্ব্ব করে॥ ধুয়া॥

উপনীত দৈত্য-সৈন্য অমরনগরে।
স্বর্গে না দেখিতে পায় জনেক অমরে॥
অনেক সন্ধান করি দানব সকল।
ভাবে ভয়ে দেবগণ হইল চঞ্চল॥
অন্বেষণ করে তত্ত্ব না পাইয়া কার।
দুর্গাসুরে আসিয়া দিলেন সমাচার॥
স্বর্গে নাহি দেবগণ গেছে কোন স্থান।
অন্বেষণ করিয়া না পাইনু সন্ধান॥
শুনিয়ে ক্রোধিত হয়ে দুর্গাসুর কয়।
পলাইল দেবগণ ছাড়িয়া আলয়॥
সন্ধান করিয়ে কেহ আসিতে নারিলে।
মিছামিছি এতক্ষণ ভ্রমণ করিলে॥
তুচ্ছ-কর্ম্ম তোমা সবা হৈতে নাহি হয়।
কোন মুখে অমরে করিবে পরাজয়॥
এত বলি কোপে কাঁপে দুর্গাসুর কায়।
ধনুর্ব্বাণ লইয়ে আপনি বীর যায়॥
পদভরে ধরা নড়ে করে টলমল।
সমুদ্র উথলে উঠে সাগরের জল॥
লম্ফে লম্ফে চলে দৈত্য প্রবল প্রতাপে।
দম্ভে চলে অচল সুমেরু গিরি কাঁপে॥
উপনীত অমরনগরে মহাসুর।
একে একে অন্বেষিল দেবতার পুর॥
দেখে সব শূন্য গৃহ কেহ ঘরে নাই।
মনে মনে চিন্তে বীর গেল কোন ঠাঞি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সন্ধান করি ভ্রমে।
কোন স্থানে তত্ত্ব নাহি পায় কোনক্রমে॥
নানাবন উপবন করিছে ভ্রমণ।
যজ্ঞ ধূম এক বনে হৈল দরশন॥
আঘ্রাণে জানিল দৈত্য দেবযজ্ঞ হয়।
দেবগণ আছে হেথা নাহিক সংশয়॥
এত ভাবি দ্রুতগতি করিল গমন।
দেখিল করিছে যজ্ঞ যত দেবগণ॥
আস্ফালন করি গিয়া উপনীত হয়।
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে উপজিল ভয়॥
যজ্ঞ পরিত্যাগ করি করে পলায়ন।
উর্দ্ধশ্বাসে উত্তরিল আপন ভবন॥
কুশাদি রচিত তপ্ত বিপ্র করে ছিল।
বিসর্জ্জন না করিয়া ফেলিয়া চলিল॥
প্রাণ দিয়েছিল যারা হয়েছে চেতন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে সব করিল গমন॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সে সবায়।
উৎপত্তি করিলে বল রহিব কোথায়॥
দেখিয়া বিস্ময় বিধি কহিল তখন।
পৃথিবীতে যজ্ঞভোজী হইবে ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বত্রে ভোজন করি ভ্রমি বেড়াইবে।
ভোজন দক্ষিণা নিলে পতিত হইবে॥
ইহা বলি বিদায় করিলা সাতজনে।
হেথা রঙ্গ শুনহ যতেক দেবগণে॥
দৈত্য-ভয়ে আসিতে না পারে নিজালয়।
অন্য দেহ ধরি সবে লুকাইয়া রয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিদায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবতা সকলে ছদ্মবেশে অসুর-ভয়ে লুক্কায়িত হওন আবর্ত্তন।

দুর্গাসুরে ভয় করি, ময়ূরের রূপ ধরি,
দেবরাজ লুকাইয়া রয়।
বরুণ সকুতূহলে, হংসরূপে রহে জলে,
পবন হরিণ রূপ হয়॥
শূকরের কলেবর, হয় যম দণ্ডধর,
কাক হয় কুবের তখন।
বাসুকী নকুল[১] হয়ে, ইত্যাদি দেবতাচয়ে[২],
নানারূপে হয় সঙ্গোপন॥

১। নকুল—বেঁজী। ২। দেবতাচয়ে—দেবতাগণে।

দৈত্যরাজ দেবতায়, দেখিবারে নাহি পায়,
যজ্ঞদ্রব্য লণ্ড ভণ্ড করে।
পরে আপনার পুর, ফিরে গিয়ে মহাসুর,
পালে প্রজা মহা গর্ব্বভরে॥
দেবগণে তার পর, ধরে নিজ কলেবর,
বর দিয়া ময়ূরে সুরেশ।
তবরূপে হৈনু রক্ষে, মম বরে তব পক্ষে,
হবে হরি মুকুটের বেশ॥
বরুণ হংসেরে কয়, করি তব রূপাশ্রয়,
দুর্গাসুর ভয়ে ত্রাণ পাই।
তোমারে দিলাম বর, অদ্যাপি মরাল বর,
জলে কভু মৃত্যু হবে নাই॥
পবন হরিণে কয়, মম বরেতে অভয়,
হবে তুমি অতি শীঘ্রগামী।
শীঘ্র শ্রোত্রী পরিমল, চার চরণ চঞ্চল,
নিশ্চয় এ বর দিনু আমি॥
শূকরে শমন কন, তব শরীর ধারণ,
করি রক্ষা হইনু এখন।
বর দিই করি স্নেহ, অজয় হইল দেহ,
ব্যাধিতে না মরিবে কখন॥
কাকেরে কুবের বলে, মোর বরে ভূমণ্ডলে,
প্রায় হৈল অখণ্ড সমান।
আয়ু সংখ্যা নাহি হবে, পরম সুখেতে রবে,
মৃত্যুর নহিবে পরিমাণ॥
অনন্ত নকুলে কয়, করি তোমারে আশ্রয়,
আমার জীবন রক্ষা হয়।
তোমারে দিলাম বর, এ অবধি অতঃপর,
সর্প হৈতে নাহি তব ভয়॥
এইরূপে বর দিয়ে, সবে স্বমূর্ত্তি ধরিয়ে,
নিজ ধামে করিলা গমন।
ভাগুরি জিজ্ঞাসা করে, মার্কেণ্ডেয় ঋষিবরে,
কহ পূর্ব্ব প্রশ্ন তপোধন॥
কুশের রচিত বটু[1], সর্ব্ব অংশে হয় পটু,
তারা সব করিল কেমন।
বিস্তারিয়ে কহ মুনি, শেষে কি হইল শুনি,
ভ্রমে ভূমে বিপ্র সাতজন॥

মার্কণ্ডেয় ঋষি বলে, সপ্তবিপ্র কুতূহলে,
যজ্ঞে যজ্ঞে ভ্রমে ধরাতলে।
নৃসিংহ আশীষ করি, সেবা করি মহেশ্বরী,
শ্রীনন্দকুমার কবি বলে॥

সপ্তকুশ বিপ্রোপাখ্যান।

রাগিণী খট,—তাল তিওট।

দয়া করহে ভূদেব আমারে।
গতি নাহি দ্বিজ বিনে এ ভব-সংসারে॥ ধুয়া॥

যজ্ঞে যজ্ঞে ভোজন করয়ে সাতজন।
ভোজন দক্ষিণা কভু না করে গ্রহণ॥
মহাতেজঃপুঞ্জ আভা দ্বিতীয় ভাস্কর।
ব্রহ্মার পূজিত দ্বিজ কব কি বিস্তর॥
যে দেখে সে করে ভয় সঙ্কোচিত হয়।
অন্য কি কহিব যোগী মুনি ভাবে ভয়॥
অযোধ্যায় রাজা ছিল সূর্য্যের সন্তান।
ধার্ম্মিক সুধীর ধর্ম্ম সাবর্ণি আখ্যান॥
ছাগমেধ যজ্ঞ করে লয়ে দ্বিজগণ।
মহা মহোৎসব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
অকাতরে করে দান দারিদ্র দুঃখিতে।
প্রশংসা বিদিত ধর্ম্ম আখ্যা পৃথিবীতে॥
সেই যজ্ঞে উপনীত বিপ্র সাতজন।
দেখিয়া আদর করি বসায় রাজন॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া তা সবায়।
পরে অন্য অন্য বিপ্র আইল সভায়॥
দেখিয়া সন্তোষ রাজা ভোজন করায়।
নানা উপহার-দ্রব্য যতেক যোগায়॥
সুখেতে ভোজন করি উঠিল ব্রাহ্মণ।
রত্নমুদ্রা দক্ষিণান্ত করিল রাজন॥
সকলে লইয়া সুখী লইলা তখন।
সপ্তবিপ্র দক্ষিণা না করিলা গ্রহণ॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বিপ্রগণে কয়।
কি হেতু দক্ষিণা না লইলা মহাশয়॥
ব্রাহ্মণে খাইয়া যদি দক্ষিণা না লয়।
মিথ্যা সে ভোজন তাতে ফল নাহি হয়॥

১। বটু—বটুক; ব্রাহ্মণকুমার।

অনুগ্রহ করি যদি করিলে ভোজন।
উচিত দক্ষিণা হয় করিতে গ্রহণ॥
শুনিয়া বিপ্রেরা কহে শুন মহারাজ।
যজ্ঞভোগী মোরা দক্ষিণায় কিবা কাজ॥
অদক্ষিণা ভোজনে ব্রহ্মার আছে বাণী।
দক্ষিণা লইলে রাজা হয় তেজোহানি॥
চিন্তা না করিও নৃপ ফল প্রাপ্ত হবে।
সাতজন বিপ্র এই বর দিল তবে॥
পূর্ব্বাপর বিস্তারিয়া কহিল সকলে।
পুরোহিতে নরপতি এ বৃত্তান্ত বলে॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ ঋষি তখন রুষিল।
স্বজাতীয় হিংসা তার মনে জনমিল॥
ভাবিল বশিষ্ঠ মুনি দক্ষিণা না নিল।
আমাদের লঘু করি স্বনাম রাখিল॥
দানগ্রাহী[1] হইয়াছি আমরা এক্ষণে।
তারা যে প্রভুত্ব করে সহিব কেমনে॥
যে প্রকারে হোক তারে দক্ষিণা অর্পিব।
নতুবা রাজার কাছে লাঘব হইব॥
মন্ত্রণা করিয়া মুনি ভূপ প্রতি কয়।
দক্ষিণা না দিলে রাজা কর্ম্ম পণ্ড হয়॥
দক্ষিণা ত্বরায় দেও ওহে নরনাথ।
নহিলে এ সমুদয় যজ্ঞের ব্যাঘাত॥
রাজা কন নাহি লয় কে দিবেক তারে।
মুনি কহে দেহ পার যে রূপ প্রকারে॥
শুনি ধর্ম্ম সাবর্ণ মন্ত্রণা সার করে।
স্বর্ণমুদ্রা দেয় পান খিলির ভিতরে॥
সেই খিলি লয়ে রাজা দেয় সাতজনে।
হস্ত পাতি লয় মুখশুদ্ধির কারণে॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রাহ্মণদিগের গয়ায় গমন।

না জানিয়া সাত দ্বিজ করিল গমন।
সরযূর জলেতে করিল আচমন॥

মুখশুদ্ধি হেতু পানের খিলি খসাইল।
স্বর্ণমুদ্রা সপ্ত সপ্ত খিলিতে পাইল॥
বিস্ময় হইয়া সবে রহে মূর্চ্ছা প্রায়।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়॥
সর্ব্বনাশ হৈল বলি ভাবে সাতজন।
প্রকারেতে দক্ষিণান্ত করিল রাজন॥
কি উপায় করিব এখন কোথা যাই।
ঠেকিনু বিষমে দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই॥
সরযূর তীরে পড়ি করিছে রোদন।
দৈববাণী সাতজনে হইল তখন॥
এক্ষণে গয়ায় গিয়া রহ সাতজন।
ঘোষণা হইবে সব গয়ালি ব্রাহ্মণ॥
অন্যত্রে না রবে মান এরূপ প্রকার।
গয়াতে সমান রবে পূজ্যে সবাকার॥
বিষ্ণু-পাদপদ্মে লোকে পিণ্ড দিতে যাবে।
পিণ্ডদান করাবে দক্ষিণা সবে পাবে॥
তাহাতে পুষিবে দারা-পুত্র-পরিবার।
যাহ শীঘ্র গয়ায় কহিয়া দিনু সার॥
শুনিয়া আকাশবাণী সাতজনে যায়।
গৃহদ্বার করি সবে রহিল গয়ায়॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে অপূর্ব্ব কথন।
কি রূপে হইল গয়া কহ তপোধন॥
কহে মার্কণ্ডেয় ইতিহাস সুমধুর।
পরহিতে জন্মেছিল পূর্ব্বে গয়াসুর॥
নিজ স্বার্থ নাহি কিছু পর-উপকারী।
ভগীরথ হতে দ্বিজ কীর্ত্তি তার ভারি॥
ভগীরথ বংশ উদ্ধারিতে গঙ্গা আনে।
গয়া বিষ্ণুপদ ধরে লোক পরিত্রাণে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

গয়াসুরের উপাখ্যান।

হরিচরণ সরসিরুহে মজরে মন।
পাইবে পরম সুখ এড়াবে শমন॥ ধুয়া।

ত্রিপুর-সন্তান গিয়া প্রকাণ্ড আকার।
দেহ বুঝ ভাবে এক ক্রোশ শির[2] যার॥
প্রতাপে ইন্দ্রত্ব লয়ে রাজা হয়ে রয়।
ভ্রষ্টরাজ্য দেবগণ হইল সভয়॥

১। দানগ্রাহী—দান গ্রহণকারী ; গ্রহীতা। ২। শির—মাথার পরিমাপ এক ক্রোশ [illegible]

কাতরে অমরসবে বিষ্ণু আরাধিল।
আশ্বাসিয়ে নারায়ণ দেবেরে কহিল॥
চিন্তা নাই চিন্তা নাই চলিলাম রণে।
পরাজয় করি দৈত্য আসিব এক্ষণে॥
এত বলি যুদ্ধে হরি করিলা গমন।
সংগ্রামের স্থলে মগ্ন পুরিল সঘন॥
তাহা শুনি গয়াসুর আইল সমরে।
কৃষ্ণের সহিত আসি বহু যুদ্ধ করে॥
ঘোরতর যুদ্ধ হয় নাহিক বিশ্রাম।
অশক্ত হইলা হরি করিতে সংগ্রাম॥
জগতমোহন রূপ ধরিলা ঠাকুর।
মগ্ন হৈল অনুপম রূপে গয়াসুর॥
অসুর-স্বভাব গিয়ে দিব্যজ্ঞান পায়।
স্তব করে নারায়ণে ধরে রাঙ্গা পায়॥
নারায়ণ জনার্দ্দন নরক-বারণ।
পরমপুরুষ তিনি দীনের তারণ॥
হরি কন শুন ওহে ত্রিপুরনন্দন।
তুষ্ট হইয়াছি আমি দেখে তব রণ॥
বর লও বর দিব যে তব বাঞ্ছিত।
শুনি কয় গয়াসুর ভাবে পুলকিত॥
যদি বর দিবে প্রভু অধমতারণ।
অন্য বরে আমার নাহিক প্রয়োজন॥
কীর্ত্তি রাখ কীর্ত্তিনাথ দেব সুদর্শন।
আমার মস্তকে কর চরণ অর্পণ॥
ভর করি মগ্ন কর ধরায় আমায়।
পিণ্ডদানে জীবমুক্ত আমার মাথায়॥
জাতিভেদ না থাকিবে নহে পাত্রাপাত্র।
যথা নামে মুক্তি পাবে পিণ্ডদান মাত্র॥
তথাস্তু বলিয়া হরি পদ দিলা শিরে।
বিনয় পূর্ব্বক গয়া কহিতেছে ফিরে॥
পিণ্ডদানে উদ্ধার না হবে যেই দিন।
পুনর্ব্বার উঠে যুদ্ধ করিব সে দিন॥
আর পিণ্ডদান হবে যে দিন রহিত।
সে দিন করিব যুদ্ধ তোমার সহিত॥
তথাস্তু বলিয়া দৈত্যে প্রশংসে শ্রীপতি।
ধন্য কীর্ত্তি গয়াসুর করিলে সম্প্রতি॥
হয় নাই হইবে না হেন তীর্থ আর।
তোমা হতে পাপী লোক হইবে উদ্ধার॥
এত বলি গয়াসুরে রাখি ধরাতলে।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ গেল কুতূহলে॥
সে অবধি গয়াতীর্থ হইল প্রকাশ।
শুন হে ভাগুরি এ অপূর্ব্ব ইতিহাস॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে শুনি নাই কভু।
পরম আশ্চর্য্য কথা কহিলে হে প্রভু॥
হইনু পরম সুখী করিয়ে শ্রবণ।
মূল প্রশ্ন সম্প্রতি কহ গো তপোধন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গাসুরের দেবগণ জয়।

মার্কণ্ডেয় কন, শুন তপোধন,
অপূর্ব্ব চণ্ডিকা লীলা।
করিলে শ্রবণ, এড়াবে শমন,
যেরূপে দৈত্য নাশিলা॥
ভব পারাবারে, তরী তরিবারে,
নির্ম্মাণ করিল ব্যাস।
কীর্ত্তি অভয়ার, করিলা বিস্তার,
গ্রন্থে তত্ত্বের প্রকাশ॥
কিছু দিন পর, দুর্গাসুরেশ্বর,[১]
অমর জিনিতে যায়।
লয়ে সেনাপতি, চলে মহামতি,
দম্ভে ধরণী কাঁপায়॥
যতেক অসুর, গিয়ে স্বর্গপুর,
যোধ-ঘণ্টা[২] বাজাইল।
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ডাকে মার মার,
শুনে অমরে ধাইল॥
দেখি দৈত্যগণে, সবিস্ময় মনে,
দেবতা ভাবিল ভয়।
কম্পিত হইয়ে, ত্বরায় যাইয়ে,
ইন্দ্রের নিকটে কয়॥

১। দুর্গাসুরেশ্বর—দুর্গ (নামক অসুর) অসুরদের রাজা (ঈশ্বর)। ২। যোধ-ঘণ্টা—যুদ্ধঘণ্টা।

দৈত্য বলবান, ধরি ধনুর্ব্বাণ,
যুদ্ধে এলো সুরপতি।
দেখে কাঁপে তায়, প্রাণ উড়ে যায়,
বুঝিয়া লোটে বসতি॥
বারে বারে কত, দৈত্য শত শত,
বলে রাজ্য আসি নেয়।
পিঠে পিঠে রণ, নহে সম্বরণ,
স্থির হতে নাহি দেয়॥
যে দেখি এবার, জয়ী হওয়া ভার,
অপার সেনাভীষণ।
মহাবল ধরে, কে হেন সমরে,
সুস্থিরে করিবে রণ॥
অমরে কাতর, দেখি পুরন্দর,
বিক্রম করিয়ে কয়।
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস, হবে দৈত্যবংশ,
কিঞ্চিৎ না কর ভয়॥
সাজ দেবগণে, যাব আজি রণে,
হেলায় করিব নাশ।
ত্যজ এবে ত্রাস, না কর হুতাশ,
সুখেতে করহ বাস॥
ইন্দ্রের বচন, করিয়া শ্রবণ,
অমরে সমরে যায়।
মার মার ডাকে, ফিরে ঘন পাকে,
শুনিয়ে সবে ডরায়॥
সুরাসুর সনে, হয়ে দরশনে,
প্রলয় বাজিল রণ।
দুই দলে বাণ, পূরিছে সন্ধান,
যেমন মেঘ বরিষণ॥
দৈত্য মহাবলে, সংগ্রামের স্থলে,
দেবগণে বাণ মারে।
ভঙ্গ দেবতায়, সভয়ে পলায়,
রণ সহিতে না পারে॥
দেখি বলাবল, কোপে আখণ্ডল,
আপনি আইল রোষে।
পূরিয়া সন্ধান, বরিষয়ে বাণ,
মারে অসুরে আক্রোশে॥
ভয়ে দৈত্যগণ, করে পলায়ন,
দুর্গাসুর রোষে কায়।
সহস্র-লোচন[1], সহ করে রণ,
শ্রীনন্দকুমার গায়॥

দুর্গাসুর দেবগণে নিরাকৃত করে।

রাগিণী কালনেগড়া,—তাল আড়া।

এইবার রাখ তারা গো আমায়।
পড়েছি বিষম ফেরে শমনের দায়॥ ধুয়া।

ঘোরতর রণ দুর্গাদানব-বাসব।
কেহ নাহি হয় যুদ্ধে জয়-পরাভব॥
কত বাণ দেবরাজ দুর্গাসুরে মারে।
বাণে বাণে দিতিসুত সকল সংহারে॥
কোটি মত্ত কেশরী সমান দুর্গাসুর।
বজ্রসম কলেবর পরম নিষ্ঠুর॥
নিঃশঙ্কে করয়ে রণ নাহি বল টুটে।
বিক্রমে দেবের সেনা পলাইল ছুটে॥
অশক্ত হইল ইন্দ্র না পূরে[2] সন্ধান।
সহস্রলোচন যুদ্ধ ছাড়িয়া পলান॥
দেখিয়া হাসিয়া দুর্গ রঙ্গ করে তায়।
ধর ধর বলি তার পাছু পাছু ধায়॥
পড়ে তো উঠে না ইন্দ্র নাহি দেখে বাট[3]।
পলায় না ছুটে ফিরে চায় সুররাট॥
স্বর্গ ছাড়ি অবনীতে নামে দেবগণ।
ভিক্ষুক সমান কভু করেন ভ্রমণ॥
বলেতে লইল দৈত্য দেব-অধিকার।
এক কল্প রাজ্য করে দিতির কুমার॥
নিষ্প্রভ নির্জ্জন নিরাকৃত রাজ্যহীন।
মহীতে[4] মানব-মত ভ্রময়ে মলিন॥
ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িছে দেবগণ।
শীর্ণ তনু হুতাশেতে শোষিত বদন॥
কিছু দিন পরে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
কেন দুঃখ পাই মোরা যত দেবগণে॥
বর দিয়া ছিল দেবী মহিষ-সংহারে।
স্মরিলে আসিয়া রক্ষা করিব তোমারে॥

১। সহস্র-লোচন—ইন্দ্র, আখণ্ডল, সুররাট। ২। পূরে—পূর্ণ করিয়া। ৩। বাট—পথ। ৪। মহীতে—পৃথিবীতে।

তারপরে শুম্ভবধে করিনু স্মরণ।
দৈত্য বিনাশিয়া দুর্গ করিল মোচন॥
কাত্যায়নী সহায় আছেন মো সবায়।
কি করিতে পারিবে দানব দেবতায়॥
পরাৎপরা শিবকরা অশিব-হারিণী।
এ সঙ্কটে আসি রক্ষা কর মা তারিণী॥
অর্চ্চিলে অমরে দেবী যুগল চরণ।
দশভুজা প্রতিমূর্ত্তি করিয়া রচন॥
মহিষাসুরের বধে করেছিনু পূজা।
প্রতিমায় শিব-দুর্গা শঙ্করী দ্বিভুজা॥
দশভুজা মূর্ত্তি নাহি হইল সবার।
সে অবধি বড় খেদ রহিল আমার॥
দশভুজা মূর্ত্তি পূজা করিব এবার।
হইব অসুর-জয়ী বরে অভয়ার॥
ইহা বলি দেবসনে সহস্রলোচন।
সেই নবম্যাদি কল্প করিল রচন॥
দশভুজা রূপে করি প্রতিমা নির্ম্মাণ।
করিল অর্চ্চনা পূর্ব্ব পদ্ধতি প্রমাণ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন নিত্য হোম বলিদান।
গীত নাট চণ্ডীপাঠ যে রূপ বিধান॥
পূজা-সাঙ্গে দক্ষিণান্ত করে সুরেশ্বর।
ভক্তিভাবে আর্দ্র লোমাঞ্চিত কলেবর॥
গললগ্ন-কৃতবাসে সুদীন বাসব।
ভাসিয়া চক্ষের জলে করিছেন স্তব॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক অম্বিকার স্তব।

নমঃ নমো নারায়ণী বিষ্ণুকরা।
নিরাকারা বিশ্বোদরা পরাৎপরা॥
নমো দেবী মহাদেবী বিনিভে।
প্রণত প্রতিপালিনী শান্তি ভবে॥
শিবে নমো গৌরী রমা বাণী ধাত্রী।
নমো নিত্যা ত্বমেব তারা গায়ত্রী॥
তুমি জ্যোৎস্না তুমি শুধাংশুরূপিণী।
সুখ-দুঃখরূপে জগৎব্যাপিনী॥
প্রণতের কল্যাণ বৃদ্ধিকারিণী।
তুমি সিদ্ধিরূপা ঋদ্ধিদা তারিণী॥
নমো কীর্ত্তিদেবী প্রতিষ্ঠা বিজয়া।
তুমি সর্ব্বভূতে রহ বিষ্ণুমায়া॥
চেতনরূপে ব্যাপিনী সর্ব্বভূতে।
নমঃ নমো নারায়ণী হেমসুতে[১] ॥১॥
তুমি বুদ্ধি ধৃতি ক্ষুধা ছায়ারূপে।
নিপাতিতা নিখিল মা মোহকূপে॥
তুমি শক্তিরূপা তুমি সর্ব্বভূতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥২॥
পরমা প্রকৃতি জাতি ক্ষিতি ক্ষান্তি।
স্মৃতি বৃত্তি দয়া ভয় লজ্জা কান্তি॥
নমো তুষ্টিরূপিণী ব্যাপিনী ভূতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৩॥
নমো নমঃ ভ্রান্তি মাতরি-রূপিণী।
ইন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী অখিলব্যাপিনী॥
তুমি ব্যাপ্তিরূপে আছ সর্ব্বভূতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৪॥
চিতিরূপে পরায়ণী সর্ব্ব ঘটে।
শিববাহিনী শঙ্করী ঊর্দ্ধজটে॥
গীতা গান্ধারী গঙ্গা বেদপ্রসুতে[২]।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৫॥
তুমি বিশ্ব বিশ্বময়ী বিশ্বকরা।
বিশ্বপালিনী বিশ্বেশী বিশ্বহরা॥
নমো নমঃ দেবতেজে আবির্ভূতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৬॥
দেবী দেবে হের করুণানয়নে।
দেবী দুঃখহর অরিষ্ট-নাশনে॥
ত্রিলোক-তারিণী ত্রিগুণ-প্রসূতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৭॥
মহিষাসুর রক্তবীজ ঘাতিনী।
বর শুম্ভ নিশুম্ভাদি বিনাশিনী॥
এবার তারা মা শশী-খণ্ডযুতে।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৮॥

১। হেমসুতে—হিমসুতে : হিমালয়ের কন্যা। ২। বেদপ্রসুতে—বেদ প্রকাশিকা।

দুর্গাসুরাৰ্চ্চিত ত্রাসিত সমরে।
রক্ষা কর ডাকিতেছি সকাতরে॥
কবিরত্ন বলে দেবতা-নিযুতে[1]।
গতিদায়িনী গৌরী গিরীশসুতে॥৯॥

দেবতার প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ।

রাগিণী পরজ,—তাল আড়া।

তারিণী-পদ সার ভজ মন আমার।
তারা গতি তিন পুর পতিত জনার। ধুয়া॥

অসুরে মৰ্দ্দিত হয়ে যতেক অমরে।
আত্ম নিবেদিয়ে চণ্ডিকার স্তব করে॥
স্তব শুনি শঙ্করী হইল পরিতোষ।
শূন্য হৈতে জয়ঘণ্টা করিল নির্ঘোষ॥
আশ্বাস করেন দেবী শুন দেবগণ।
ভয় নাই নিৰ্জ্জর সুস্থির কর মন॥
সকাতরে সভক্তিতে পূজিলে আমারে।
হইল পরম প্রীত চিন্তা কর কারে॥
তুচ্ছ অনু তুচ্ছ তব দৈত্য কোন ছার।
চক্ষুর নিমিষে দুষ্ট হইবে সংহার॥
পূর্ব্বে বর দিয়াছিতো আমি দেবতায়।
বিপদ করিব নাশ স্মরিলে আমায়॥
আর চিন্তা না করিও দুঃখ অবসান।
দুর্গাসুর বিনাশের শুনহ বিধান॥
দশভুজা রূপে আমি করিব বিনাশ।
আর কত মূর্ত্তি তাহে হইবে প্রকাশ॥
তন্ত্রেতে সে সব মূর্ত্তি আছে নিরূপণ।
বিশেষে বিশেষ রূপ শিবের বচন॥
এক্ষণে সে ব্যক্ত নহে আছয়ে গোপনে।
এই যুদ্ধে প্রকাশিব শুন দেবগণে॥
সম্প্রতি তোমরা যুদ্ধে করহ গমন।
পশ্চাতে সমরে আমি দিব দরশন॥
এত বলি চণ্ডিকা চলিলা নিজধাম।
সাজিছে অমরগণে করিতে সংগ্রাম॥
ঐরাবতে সাজে দেব সহস্রলোচন।
কিরীট মুকুট শিরে কলগী তোরণ॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে পরিধান।
লইল কুলিশ ঘণ্টা ধনু তূণ বাণ॥
শেল শূল মুষল মুদ্গর শক্তি কাটি।
ভূষণ্ডি তোমর ভিন্দিপাল গদা জাঠী॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সব কত লব নাম।
অৰ্ব্বুদ অক্ষৌহিণী চলে করিতে সংগ্রাম॥
সেনাপতি প্রধান সাজিল সমীরণ।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ঘোর দরশন॥
তারপর সাজে নবগ্রহ পরিবার।
ত্রিভুবনে রক্ষা নাহি কোপ হৈলে যার॥
অন্যের কি কব আর গ্রহদের লীলা।
উদাসীন হয়ে যাতে হরি কাটে শিলা॥
তারপর সাজে রণে দেব হুতাশন।
ঊৰ্দ্ধ শিখা ঘোরতর ছাগে আরোহণ॥
সাজিল কুবের দেব প্রকাণ্ড আকার।
মহাবীর এক বৃন্দ যক্ষ সঙ্গে যার॥
বাণ-যুদ্ধে তার সম কেহ নাহি হয়।
ত্রিভুবনে যার কাছে ধনে পরাজয়॥
বরুণ সাজিল রণে লয়ে নিজ দল।
সেনাপতি অবধি সেনা নদনদী জল॥
সাজিল তপন একচক্র রথে ভর।
প্রচণ্ড কিরণ সে দ্বাদশ কলেবর॥
অংশরূপে সুধা-রশ্মি চলিল সমরে।
বিচিত্র বিমানে ভর ধনুর্ব্বাণ করে॥
সাজিল সমরে যম মহিষেতে ভর।
জগতের অন্ত্যকারী[2] কালদণ্ডধর॥
প্রেতগণ সঙ্গে যায় অদ্ভুত দর্শন।
কোঁঠরে গমন গুঞ্জ সমান নয়ন॥
বিকট দশন নাসিকার মধ্যে ভাঙ্গা।
ভয়ঙ্কর আন্দোলিত জিহ্বা অতি রাঙ্গা॥
সূচ্যগ্রের ছিদ্রসম গলছিদ্র সার।
অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট বিকৃতি আকার॥
নির্ঘাত কর্কশ রবে ছাড়য়ে চিৎকার।
শ্রবণেতে ত্রিভুবনে ত্রাস সবাকার॥
যক্ষ রক্ষ কীট পক্ষ সাজিল সমরে।
অমর কিন্নর বিদ্যাধর মহাধরে॥

১। দেবতা-নিযুতে—দেবগণের সহিতে বা নিযুত সংখ্যক দেববৃন্দ। ২। অন্ত্যকারী—যম।

হইল উৎসাহ ঘোরতর কলরব।
চলিলা সংগ্রামে সৈন্য সহিত বাসব॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবগণের সমরে প্রবেশ।

যুদ্ধস্থলে দেবগণ দিল দরশন।
করে ঘোর ঘণ্টানাদ করি আস্ফালন॥
শুনি দুর্গাসুর মহা ক্রোধিত হইল।
কে যুদ্ধে আইল বলি দূতে জিজ্ঞাসিল॥
দেখ দেখ ত্বরায় কে শত্রু উপস্থিত।
গ্রহ মন্দ হৈল তার মৃত্যু উপনীত[১]॥
তক্ষকের লেজে বাড়ি মারিল আসিয়ে।
অনলেতে হস্ত দিল তত্ত্ব না জানিয়ে॥
এত বলি দূতে ডাকি ত্বরিতে পাঠায়।
আজ্ঞা পাবা মাত্র দূত দ্রুতগতি যায়॥
রণস্থলে গিয়ে দেখে যত দেবগণে।
মহাবলে যুদ্ধে আইল দেবসেনা সনে॥
প্রচণ্ড বিক্রম সব বলে মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করিছে টলমল॥
অনলের দুড়দুড়ি প্রেতে হুলাহুলি।
পবনের সনসনী জলে কুলাকুলি॥
হুড়হুড়ি যক্ষের পর্ব্বতের দাপানি।
আস্ফালন গ্রহচক্রে ফোস ফোস ফণি॥
গন্ধর্ব্বের রড়ারড়ি কি কহিব আর।
এইরূপ রণস্থলে দাপাদাপি তার॥
দেখিয়া দানব-দূত হইয়া সভয়।
আসি দ্রুত দৈত্যেন্দ্রের নিকটেতে কয়॥
প্রবল প্রতাপে ইন্দ্র দেবসেনা সনে।
রাজ্যহেতু মহাশয় আসিয়াছে রণে॥
যেরূপ বিক্রম সব দেখিনু এবার।
সমরে করিতে জয় পার কি না পার॥
দেখে ভয় হয় রাজা দেখ তুমি গিয়ে।
কাঁপাইছে রণভূমি সংগ্রামে আসিয়ে॥
দূত-মুখে বার্ত্তা পেয়ে কহে দৈত্যেশ্বর।
সাজ সাজ দৈত্যগণ করিতে সমর॥
লজ্জা নাই ইন্দ্রের আবার আইল রণে।
মোর লজ্জা হয় যুদ্ধ করিব কেমনে॥
এবার ঘুচাব তার সংগ্রামের সাধ।
যেন আর দৈত্য সনে নাহি করে বাদ॥
এত বলি সিংহনাদ ছাড়ে বার বার।
হুঙ্কারে ভুবন কাঁপে লোকে চমৎকার॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সাজে সেনাগণ।
আস্ফালনে শঙ্কা যমে অবনী কম্পন॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর কাত্যায়নী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দানবগণের সৈন্যসজ্জা।

প্রথমে সাজিল রণে,　করালাস্য সৈন্যসনে,
করাল প্রধান সেনাপতি।
পঞ্চাশাক্ষৌহিণী দল,　এক এক মহাবল,
হয় হস্তী কত রথ রথী॥
লোহিতাক্ষ চলে রণে, ত্রিশ অক্ষৌহিণী সনে,
যার যুদ্ধে দেবে পরাজয়।
প্রতাপে পৃথিবী কাঁপে, অগ্নি শীত যার দাপে,
কাটিলে তাহার মৃত্যু নয়॥
উর্দ্ধশিখ মহাবীর,　বজ্র সমান শরীর,
ব্যাঘ্রের সমান বল ধরে।
চতুর্লক্ষ করি আর,　নব লক্ষ ঘোড়া তার,
পদাতির সংখ্যা কেবা করে॥
উদ্ধত সাজিয়া যায়,　দণ্ডপতি ডরে তায়,
মহাকায় ধরি ধর্ম্ম কাতি।
সঙ্গে সেনা সাজে যত,　বিস্তারিয়ে কব কত,
যুদ্ধে কোটি অক্ষৌহিণী হাতি॥
সাজে যুদ্ধে আয়োদন,　কলেবর নিয়োজন,
কূপ প্রায় নয়ন বিকট।
যষ্টি অক্ষৌহিণী সাথে,　লৌহ গদা নিল হাতে,
রণে স্থির কে তার নিকট॥
যুদ্ধ শুনি যে কৌতুক,　সজ্জা করে দ্বীপীমুখ,
অক্ষৌহিণী সেনা বড় যুত।
মহাবলী মহাকায়,　ইন্দ্র শঙ্কা তরে যায়,
দ্বীপীমুখ নিশুম্ভের সুত॥

১। উপনীত—উপস্থিত।

সাজিল অঘোরাসুর, যার স্বরে তিনপুর,
ধূম্রবর্ণ ঘোর দরশন।
যাহার সেনার দাপে, থরহরি ধরা কাঁপে,
সৈন্য তার না হয় গণন॥
ধূম্র নামে বীর সাজে, যার ডরে নাগরাজে,
কোটি মত্ত গজবল যার।
সঙ্গে সেনা কত আর, অপেক্ষা না করে তার,
একবাণে করে মহামার॥
কীলক দৈত্যের চূড়া, কিলে যার গিরি গুঁড়া,
সজ্জা করে করিতে সংগ্রাম।
সেনা যার অগণিত, বলে মহা বলান্বিত,
যুদ্ধ পাইলে না করে বিশ্রাম॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠ সাজে আর, দুর্জ্জয় বিকটাকার,
গায় যার বাণ নাহি ফুটে।
সেনা সঙ্গে নাহি করে, একেলা যুঝে সমরে,
চিরদিন বল নাহি টুটে॥
সাজিল করীন্দ্র বীর, পর্ব্বতাকার শরীর,
বিস্তারিত দ্বিযোজন কাণ।
দুই কুম্ভ পরিমাণ, যেন আহার্য্য বিধান,
দীর্ঘশাল দাড়া[১] দুইখান॥
চলিল সমরে দম্ফে, ধমকে ধরণী কম্পে,
করে কত শত পর্ব্বত উপাড়ে।
ভাঙ্গে গৃহারাম কত, বৃক্ষ আদি শত শত,
যখন যখন লেজ নাড়ে॥
পরে সাজে নাগনাশ, সদা যার যুদ্ধে আশ,
যুদ্ধ পাইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়।
অগণন সেনা সঙ্গে, চলিল সমরে রঙ্গে,
আরোহণ করিয়া ঘোড়ায়॥
ব্রহ্মতাল চলে আর, কালাসুর সঙ্গে তার,
আর দেবান্তক মহাবীর।
বীভৎস চলিল রণে, সব ভূত তার সনে,
আর বিপ্রচিত্তি দুঃশরীর॥
শোকাসুর মহাকায়, কি কাল সঙ্গেতে যায়,
কিরীট অসুর মহাবল।
এই যে একবিংশতি, দুর্গাসুর সেনাপতি,
রথ রথী চতুরঙ্গ দল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা কবিরত্ন, গায় গীত কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

পুনর্ব্বার সেনাপতি সজ্জা।

পুনঃ এক ভাগ সৈন্য করিছে সাজন।
হাতি ঘোড়া রথ রথী পদাতি ভিড়ন॥
ঘন ঘন অতি ঘোর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শব্দে স্তব্ধ তিন পুর অসুর দুর্ব্বার॥
উগ্রাসুর সাজিল করিয়া বীরদাপ।
নয় কোটি সেনা সঙ্গে হাতে তূণ-চাপ॥
পদভরে ভারাক্রান্তা ভ্রমে বসুমতী।
মার মার শব্দে ডাকে দানব দুর্ম্মতি॥
সাজিল প্রচণ্ডাসুর মহাবল ধরে।
ত্রিশ লক্ষ সেনা যায় ধনুর্ব্বাণ করে॥
পীঠে পীঠে সাজে কণ্ডাসুর বলবান।
যাহার বিক্রমেতে ত্রৈলোক্য কম্পমান॥
পরে সাজে চতুর দানব আস্ফালনে।
অযুত সহস্র ত্যজি যৌধী যার রণে॥
তার পর সাজিলেক চাটুক অসুর।
যার দাপে থরহরি কাঁপে তিন পুর॥
সাজে রণে মহাবীর চটক-দনুজ।
মহাবলী ধানুকী দুর্দ্ধরের অনুজ॥
চিত্রাসুর করাল কণ্টক লোম যার।
যাটি লক্ষ দৈত্যসেনা সঙ্গে চলে তার॥
চণ্ডাসুরের সুনিষ্ঠা ভীষণ দশন।
যুদ্ধ হেতু সজ্জা করে ঘোর দরশন॥
পরে সাজে কালকেয় দানব প্রধান।
যাহার প্রতাপে দুর্গাসুর রাজ্য পান॥
মহাকায় মহাদম্ফে করয়ে সমর।
যাহার প্রতাপে ভস্ম বিক্রম অমর॥
ভুজঙ্গের গর্ব্ব খর্ব্বে যেন পক্ষরাজ।
দেব-দর্প দূর করা এই দৈত্য-কাজ॥

১। দাড়া—দীর্ঘাকার দন্ত।

যখন সমরে যায় কালকেয় বীর।
পলায় দেবতাগণ কম্প বাসুকীর॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

পুনশ্চ সেনাপতি সজ্জা।

দয়া করগো দীন হীনে ধরণীধর-তনয়া। ধুয়া॥

মহাদৈত্য দেব-অরি দর্পে যুদ্ধ করে।
বিপরীত শরীর আয়ুধ করে ধরে॥
অসি চর্ম্ম গদা টাঙ্গি শেল শূল আর।
তূণ পরিপূর্ণ বাণ কার্ম্মুক কানার॥
গায়ে পরে নানা টোপ নানা আভরণ।
অযুতাক্ষৌহিণী সেনা করি অগণন॥
ঘোটক অপরিমিত পদাতি বিস্তর।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন শূরে[১] দেবে ডর॥
শর্কর অসুর সব সেনাপতি সার।
সাজিল সংগ্রামে অতি প্রকাণ্ড আকার॥
ভীষণ নামেতে দৈত্য বলবান অতি।
যার কাছে লক্ষবার হারে শচীপতি॥
যার সঙ্গে চলে দৈত্য সাড়ে তিন কোটি।
সবে সম বলবান যুদ্ধে নাহি ত্রুটি॥
একেলা যে শাসিত করিল ধরাতল।
মদগর্ব্বে ভ্রমে কোটি মহিষের বল॥
ভ্রমর নামেতে সাজে মুণ্ডের সন্তান।
মহা যোদ্ধা দৈত্য সেনাপতি বলবান॥
বাহার হুঙ্কার শব্দ বজ্রাঘাত প্রায়।
শতবার তার কাছে হারে যমরায়॥
হেন মহাবীর সব সাজিল সমরে।
আর কত সাজে তার কেবা সংখ্যা করে॥
সমতুল্য রণসজ্জা বিপুল বিস্তার।
কোন যুগে হয় নাই এমন সমর॥
যত যত সেনা সাজে কহনে না যায়।
লম্ফে ঝম্ফে ধরা কম্পে অনন্ত ডরায়॥
পৃথিবীর ত্রিভাগেতে পূরিল দানব।
একভাগে দেবগণ সহিত বাসব॥
গণন করিতে সেনা অঙ্ক মিলে নাই।
এত দৈত্য আসিয়া মিলেছে এক ঠাই॥
কত চলে নিশান পতাকা সারি সারি।
ভারে করি মধু লয়ে চলে কত ভারি॥
অবহেলে সমরে করিবে মধুপান।
কত শত আসবাব রাজার নিশান॥
কত উঠে ডঙ্কা বাজে যুদ্ধ সমাচার।
কত দূর সহযোগী গণনা নাহি তার॥
এইরূপে সংগ্রাম করিতে চলে সাজে।
কবিরত্ন কহে কত রণবাদ্য বাজে॥

রণবাদ্য নির্ঘোষ।

রাগিণী গৌরী,—তাল খয়রা।

আর ঘোর জোর ডঙ্কা বাজিল।
শুনিয়া শব্দ ভুবন স্তব্ধ অমর কাঁপিল॥ ধুয়া॥

বাদ্যকরগণ, সমর বাজন,
বাজায় বিবিধ মত।
ঢাক ঢোল কাঁসী, সুরসাল বাঁশী,
করতাল শত শত॥
কাড়া রামকাড়া, করতাল পড়া,
কাহন মোর্দ্দস শোল।
মরুজু মন্দিরা, দগড় অধিরা,
জয় ঢাক জয় ঢোল॥
ধু ধু ধু ধু ধুরি, বেণু বীণা তূরি,
পিনাক সফরি কাড়া।
ভো ভো ভো ভো রঙ্গ, রবার মোচঙ্গ,
দুন্দুভি দোহারি মাড়া॥
রণ-কালি শিঙ্গা, ঘীর কালি ডিঙ্গা,
নমট মট ধামসা।
ডগর নাগরা, আর সপ্তস্বরা,
জগঝম্প কত তাসা॥
পাখোয়াজ খোল, মৃদঙ্গ সুবোল,
তানপুরা বীণা ভেরী।
ডহরী মহরী, আনন্দ লহরী,
সেতার বেতার ভেরী॥

১। শূরে—বীরে।

পণবেগা মৃখা, পটহ বাহুকা,
দস্ফ ডমরু রসাল।
ডিণ্ডিম ছঝরা, ঝল্লরী প্রখরা,
মুখরা দামামা তাল॥
জয়ঘণ্টা কত, শঙ্খ শত শত,
রামশিঙ্গা ঘোরতর।
বাদ্যের ধমকে, ধরণী চমকে,
ত্রাসিত যত অমর॥
হৈল কলরব, শব্দ অসম্ভব,
দুর্গাসুর আনন্দিত।
সারথির প্রতি, কহে মহামতি,
রথ সাজাও ত্বরিত॥
আজ্ঞামাত্র পায়, বিমান সাজায়,
সংগ্রামের মত করি।
রতনে নির্ম্মাণ, করে নানা স্থান,
দিয়া মুক্তার লহরী॥
মণি চুনি কত, মণি মরকত,
অপূর্ব্ব বনাতে ঢাকে।
বোলখানা ঢাকা, স্তম্ভ কত শাকা,
ক্রীড়াগৃহ কত রাখে॥
শ্বেত রক্ত নীল, পতাকা রচিল,
চূড়ায় হেম[১] কলস।
মধ্যেতে আসন, কৈল বিরচন,
দিয়া রত্ন একাদশ॥
হীরা পান্না চুনি, নীল মুক্তামণি,
রসুনার পোখরাজ।
জড়িত হাটক, হইল আটক,
মাণিক প্রবাল কাজ॥
চন্দ্রাতপে শোভা, অতি মনলোভা,
গজমুক্তার ঝালর।
আর কত তায়, চিত্র করে যায়,
ত্রৈলোক্য সুসমাচর॥
বন উপবন, উদ্যান ভবন,
নদনদী জলচর।
নানা অবতার, পশুপক্ষ আর,
কত দীঘি সরোবর॥
বিচিত্র করিল, অনেক রচিল,
অষ্ট অশ্ব নিয়োজিল।
পুলক অন্তরে, সারথি সত্বরে,
রাজধানী উত্তরিল॥
যথা দৈত্যরায়, বিমান যোগায়,
দেখি দৈত্য সুখী হয়।
আপনার সাজ, করি দৈত্যরাজ,
অস্ত্র-শস্ত্র সব লয়॥
নৃসিংহেরে দয়া, করগো অভয়া,
শ্রীনন্দকুমার কয়।
এ কালে বিভব, অন্তে পরাভব,
যেন যায় যম-ভয়॥

দুর্গাসুরের রণসজ্জা।

আপনি সাজিল বীর করিতে সমর।
লোহার সানায় আচ্ছাদিল কলেবর॥
শিরে টোপ মুকুট কলগী রাজ সই।
কাণে স্বর্ণ কুণ্ডল মুকুতা পাখই॥
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা করে।
গজমুক্ত গোচ্ছাগলে আভরণ পরে॥
ভুজে তার ভুজবন্ধ কেয়ুর কঙ্কণ।
অঙ্গদ বলয় অতি হয় সুশোভন॥
মাণিক-অঙ্গুরী সব অঙ্গুলেতে সাজে।
কটিতে কিঙ্কিণী চন্দ্রহার সুবিরাজে॥
কোমরে কোমরবন্ধ সোণার শিকলি।
শত ত্রেয়ে পাছড়ায় বান্ধিল কাঁকালি॥
চরণে পাদুকা রথে চড়িবারে যায়।
অযাত্রিক শত শত দেখিবারে পায়॥
অমঙ্গল হৈল অতি কি কহিব আর।
দক্ষিণে কচ্ছপ অগ্রে গোধিকা অপার॥
বামদিগে কান্দে গাভী চক্ষে ঝরে জল।
অনিকে আহার করে মণ্ডুক সকল॥
মৃগ নাচে বামা উর্দ্ধ পশারিয়া[২] কাণ।
নৃত্য করে ছাতারে বায়সে[৩] করে গান॥

১। হেম—স্বর্ণ, সোণা। ২। পশারিয়া—বাড়াইয়া। ৩। বায়স—কাক।

ব্রাহ্মণে কুন্দল করে ব্রাহ্মণীর সনে।
দোহাই রাজার দিয়ে কান্দিছে সঘনে॥
পশ্চাতে অনল লাগে গৃহদাহ করে।
বিলাপ করিয়া কত কান্দে পরস্পরে॥
রাজার নিকটে আসি করিছে আশ্বাস।
নিভাও ভূপতি নৈলে হয় সর্ব্বনাশ॥
দক্ষিণে ডাকিছে শিবা ভয়ানক রব।
কুকুরের সনে দ্বন্দ্ব ছেড়া ছিঁড়ি শব॥
শূন্য কুম্ভ শত শত দেখিলেন আগে।
পরিপূর্ণ কলস দেখিল ডানি ভাগে॥
গৃধিনী শকুনি কালপেঁচা কত ডাকে।
রথের ধ্বজায় উড়ে বৈসে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
কত খেঁদা কুঁজা খোঁড়া কাণা ব্যাধিযুত।
গন্নাকাটা পেনেশী কাপড় তুলা সুত॥
ভিক্ষা করে আযুদর চিকুরে[১] যোগিনী।
সুকৃতে পানের পিকাধারা উলঙ্গিনী॥
বিষ দংশে যুদ্ধ করে শূকর শৃঙ্গার।
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত আর॥
পশ্চাতে মুষলি পড়ে বামদিকে হাঁচি।
চঞ্চল তুরঙ্গ রথে ছিঁড়ে যায় কাছি[২]॥
এইসব অমঙ্গল হয় যাত্রাকালে।
অজ্ঞানের প্রায় রাজা চলে রণস্থলে॥
কবিরত্ন বলে চলে কিছুই না মানে।
উহার কি বোধ তাহে কালবশে টানে॥

দুর্গাসুরের রাণীর বিলাপ।

করুণা রাগেন গীয়তে।

রাজা যুদ্ধে যায় জানি, ব্যস্ত হয়ে পাটরাণী,
মহল হইতে বাহিরায়।
সঙ্গে করিয়ে সঙ্গিনী, এলোকেশে সুরঙ্গিণী,
পশ্চাতে ডাকিয়ে ভূপে কয়॥
রাখ রথ মহারাজ, সমরে নাহিক কাজ,
অধিনীর শুনহ বচন।
প্রাণ কেন্দে উঠে মোর, আজি নিশি হতে ভোর,
দেখিয়াছি অতি দুঃস্বপন॥
তোমারে করিয়া নাশ, ঘুচায়েছে দেবে ত্রাস,
আমি হইয়াছি অনাথিনী।
সেই অবধি হৈল ভয়, প্রাণ নাহি স্থির রয়,
ফিরে এসো আমি স্বদুঃখিনী॥
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
দুঃখভাগী করো না আমায়।
আমি রামা কুলবতী, নৃপবালা সুখী অতি,
অসহ্য যাতনা এ তাহায়॥
অভাগিনীর কেহ নাই, দাঁড়াইবার নাহি ঠাঁই,
আমি অতি সরলা অবলা।
তুমি ভ্রমে দিয়া ছায়া, তুমি নাথ আমি জায়া,
তুমি দুঃখিনীর গাছতলা॥
পতি বিনে নাহি আর, কি ভরসা ভবপার,
হেন বন্ধু আর কেহ নাই।
পতি স্ত্রীলোকের গুরু, জ্ঞান করি কল্পতরু,
অতেব মঙ্গল তব চাই॥
স্বপ্ন গেলে নিদ্রা ছুটে, প্রাণ মোর কেন্দে উঠে,
না যাও না যাও আজি রণে।
তুমি পতি প্রাণধন, শুন আমার বচন
রাজ্যপদ দাও দেবগণে॥
শুনিয়া রাণীর কথা, দুর্গাসুর কহে তথা,
কহিছে রাণীর মুখে চেয়ে।
চিন্তা না করিহ তুমি, যুদ্ধে জয়ী হব আমি,
পলাবে অমরে ক্ষোভ পেয়ে॥
গৃহে যাও গৃহে যাও, কিছুমাত্র না ডরাও,
আমি নহি সামান্য অসুর।
সমরে অমরগণে, পরাস্ত করিব রণে,
আজি দেব-দর্প হবে চূর॥
শুনি পাটরাণী কয়, ক্ষমা দেহ মহাশয়,
কাজ কি বল না এ সমরে।
প্রাণে বেঁচে থাক যদি, কত পাব রাজ্যনিধি,
দাসীর বচনে আইস ঘরে॥
বারে বারে করি রণ, হেরে করে পলায়ন,
ইন্দ্রাদি যতেক দেবগণ।
তথাপি তোমার রণে, করিল যে আগমনে,
ভাবে বুঝি থাকিবে কারণ॥

১। আযুদর চিকুরে—উন্মুক্ত (খোলা) কেশে। ২। কাছি—দড়ি।

সাধ্য নহে দেবতার, অনুবল আছে কার,
না হৈলে এমন নাহি হয়।
মহাবীর হবে বুঝি, সমরে অমর বুঝি,
অসুরে করিবে পরাজয়॥
করি হেন অনুমান, এ জন্য আমার প্রাণ,
কাঁদিতেছে দেখিয়া স্বপন।
অতেব সংগ্রামে প্রভু, আজি না যাইও কভু,
গেলে পরে হারাবে জীবন॥
কহিছে দানবেশ্বর, প্রিয়া নাহি কর ডর,
ত্রিভুবনে কেবা হেন আছে।
কার সাধ্য হেন হয়, মোরে করে পরাজয়,
অপমান হবে মোর কাছে॥
বুঝাইল রাজরাণী, বিধিমতে হিত বাণী,
নাহি শুনি দানব দুর্নীত।
পূর্ণকাল উপস্থিত, হারা হৈল সব নীত,
হিতেতে ভাবিল বিপরীত॥
রাণীর বচনে রোষে, কুরীতি জন্মিল তোষে,
তমোগুণান্বিত হৈল অতি।
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া, করগো গিরিশ-জায়া,
শ্রীনন্দ কুমারের ভারতী॥

দুর্গাসুরের সংগ্রামে প্রবেশ।

রাণী যত বুঝাইল না শুনি কাণে।
অল্পায়ু হয়েছে যাকে জটে ধরি টানে॥
রাণী বলে বুঝিলাম আয়ু হৈল সার।
একারণ হেন মতি ঘটিল তোমার॥
চরণে ধরিয়া সতী বিনাইয়া কান্দে।
আপনার কেশেতে রাজার পদ বান্ধে॥
বলে রক্ষা কর নাথ আমারে এবার।
সর্ব্ব পরিতাপ-ভাগী করিহ না আর॥
নিষেধ করিয়া রাণী বিনাইয়া কয়।
গমনে বিলম্ব রাজা রাগান্বিত হয়॥
ছাড় ছাড় বলি রাজা বার বার কয়।
নাহি ছাড়ে নৃপজায়া পায়ে পড়ি রয়॥
উষ্মায় পূর্ণিত হয়ে অসুরের নাথ।
টান দিয়ে ফেলে দূরে করি পদাঘাত॥
ক্রন্দন করিছে রাণী চক্ষে বহে জল।
ভাবিল নৈরাশ সব হইল বিফল॥
বুঝাইনু নানামতে কিছু না শুনিল।
শেষে মোরে দণ্ড করি সমরে চলিল॥
আয়ুশেষ নিতান্ত মরণ অগ্রসার।
মতিচ্ছন্ন[১] হইয়াছে কুলক্ষণ তার॥
আমার কপালে বুঝি আছে কর্ম্মভোগ।
এবার সংগ্রামেতে নিতান্ত মৃত্যুযোগ॥
এত ভাবি দুঃখে রাণী কান্দিতে কান্দিতে।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে সঙ্গিনী সহিতে॥
রথে আরোহণ করি দানব-ঈশ্বর।
উপনীত সৈন্য সহ হইল সমর॥
শঙ্খনাদ কৈল আর ধনুক টঙ্কার।
বাজায় বিজয়ঘণ্টা ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
ঘোরতর শব্দ হৈল কাঁপিল গগন।
কম্প কম্পান্বিত ধরা ধরাধর গণ॥
সমুদ্র উথলে আর কাঁপে দেবতায়।
দুর্গাসুর যুদ্ধে আইল সবে ভয় পায়॥
দেবগণে ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে।
ধনুঃশব্দে ঘণ্টা শব্দে শেষ শির নাড়ে॥
গরজে গভীর শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন।
যেন বজ্রাঘাত স্থির জলাশয় হন॥
অসুর সমরে মাত্র হৈল দরশন।
উভয় সেনায় বাজে সমতুল রণ॥
গালাগালি প্রথমে বাক্যের বান্ধাবান্ধি।
তারপর সংগ্রাম উদ্যোগ ছান্দাছান্দি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবাসুরে যুদ্ধারম্ভ।

রাগ ললিত,—তাল ঝাঁপতাল।

রণে ধায়, দেবতায়, ভগ্নপায়, দেখিলে।
গণনায়, নাহি তায়, পারা যায়, লিখিলে॥
দেয় লম্ফ, ধরাকম্প, রণকম্প, দগড়ে।
করে দম্ভ, মেরুস্তম্ভ, পরিরম্ভ, রগড়ে॥

১। মতিচ্ছন্ন—বুদ্ধিভ্রষ্ট।

ধামধুম, দামদুম, রণভূম, দমকে।
দরদর, ঝরঝর, দৈত্যেশ্বর, চমকে॥
হড়াহুড়ি, দুড়দুড়ি, মুড়মুড়ি, ধাইল।
দেয় লাফ, দুপদাপ, দেবে কাঁপ, লাগিল॥
ধরি বাণ, খরশান, হানাহান, ডাকিছে।
খরতর, ধনুঃশর, পরস্পর, ঝাঁপিছে॥
শরাশন, বরিষণ, প্রহারণ, সমরে।
রণরঙ্গে, কর ভঙ্গে, দৈত্যসঙ্গে, অমরে॥
হটহাট, চটচাট, মালসাট, মারিছে।
কেহ উন, কেহ পুনু, ধনুধনু, তাড়িছে॥
খাড়া ঢাল, ধরি তাল, তরবাল ঠেকিছে।
হুতাশন, করে রণ, দাহগণ করিছে॥
ভয়ে ভীত, সশঙ্কিত, অপ্রমিত, মরিছে।
দুই দল, মহাবল, ধরাতল কাঁপিছে॥
সমীরণ, করে রণ, সেনাগণ লইয়ে।
ভয়ঙ্কর ভঙ্গে ধর, ঘোরতর, হইয়ে॥
ঘোর ঝড়ে, সেনা গড়ে, গিরিবরে উপাড়ে।
সুর করি, দাপ করি, কারে ধরি, আছাড়ে॥
ফের ফারে, ধারে ধারে, ধীরে ধীরে ফিরিছে।
চাপপায়, করে সায়, দাঁতে কায়, চিরিছে॥
জলাবদি, নদনদী, রণসদি, শাসিল।
কল কল, করে জল, রণস্থল ভাসিল॥
হড়হড়, দুড়দুড়, গুড়গুড়, ডাকিছে।
সমারব্দে, সবে স্তব্দে, ঘোর শব্দে, হাকিছে॥
ডোবে সেনা, যে পাকেনা, উঠে ফেণা, সলিলে।
কি তুফান[1], খরটান, বহে রণ, অনিলে॥
কোন বীর, নহে স্থির, ঘোর নীর, সমরে।
ঐ সময়, মেঘে রয়, মহাপায়, তোমরে॥
টুব টুবি, ডুব ডুবি, চুব চুবি, দানবে।
দ্বিজ নন্দ, ভণে ছন্দ, যুঝে ধন্দ, মানবে॥

দেবসেনার পরাজয়।

ভাসিল সলিলে সেনা না পায় কিনারা।
নাকানি চুবানি তালে তালে হৈল সারা॥
অস্থির করিল উনপঞ্চাশ পবনে।
ঘোরতর তরঙ্গে তরল তল সনে॥

ডুবিল মাতঙ্গ শুণ্ড উভকরি তায়।
তুরঙ্গ তুফানে মরে হাবু ডুবু খায়॥
গড়েতে পাড়ায় উঠে জলে খাবি খায়।
পঠের দগড় ডঙ্কা স্রোতে ভেসে যায়॥
ব্যস্ত হৈল বীরগণ গেল ধনু ফেলি।
ঠেলাঠেলি সাঁতারে সৈন্যেতে গালাগালি॥
স্তবকি স্তবক লয়ে করে থালাথালি।
ঢালবুকে দুর্ব্বারে সাঁতারে যত ঢালি॥
রথ রথী সারথি ভাসিল এক সাট।
ঘোড়ার সহিত ভাসে হাতে ধরি ছাট॥
হাতি মরে জল খেয়ে মাহুত সাঁতারে।
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কেবা দেখে কারে॥
বাদ্যকর ভাসে স্রোতে যন্ত্র কান্ধে করি।
ভেসে যায় দগড় শকট[2] কত ডারি॥
হেনকালে মেঘগণ দিল দরশন।
দুষ্কর পুষ্কর মেঘ করে বরিষণ॥
স্তম্ভের সমান সেনামধ্যে করে বৃষ্টি।
অন্ধকার হৈল ঘোর নাহি চলে দৃষ্টি॥
গড় গড় গরজে চিকুর[3] কড় কড়।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত হয় চড় চড়॥
প্রবল হইল শিল পড়ে ঝর ঝর।
তর তর গর গর বরিষয়ে শর॥
অধোতে তরল জল নাহি তাহে স্থল।
ঘোর ঝড় উর্দ্ধে বৃষ্টি দানব বিহ্বল॥
কেহ বা এড়াতে তায় ওষ্ঠাগত প্রাণ।
সেনাগণ বলে কে করিবে পরিত্রাণ॥
এইরূপে অস্থির হইল বীরভাগ।
দেখে দুর্গাসুরের হইল বড় রাগ॥
আমার সেনা আমায় দিল বহু ত্রাস।
বাণযুদ্ধে দেবতায় করিব বিনাশ॥
এত বলি গুণ চাপাইল নিজ চাপে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার করে বীরদাপে॥
শব্দে স্তব্ধ তিন লোক কচ্ছপ কম্পিত।
মেঘ ঝড় নদ নদী সাগর স্থগিত॥
আকাশাস্ত্রে নিবারিল দুরূহ পবন।
শোষকাস্ত্রে বৃষ্টি জল করিল শোষণ॥

১। তুফান—ঝড়। ২। শকট—[illegible] গোয়ান; গোরু চালিত যানবিশেষ। ৩। চিকুর—বিদ্যুৎ।

মহাবায়ু বাণে মেঘে ফেলিল অন্তরে।
বাড়বাগ্নি বাণে দগ্ধ করিল সাগরে॥
ভয় পেয়ে পলায়ন করে যত জন।
শুষ্কা হৈল বসুমতি নাচে সেনাগণ॥
বাণে বাণে দেবগণে বিন্ধে মহাবীর।
সহিতে না পারে রণ দেবতা অস্থির॥
পলাবার উদ্যোগ করিলা বজ্রপাণি।
দেববাক্য দেবে কৈলা অভয়দায়িনী॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে কৃপা কর গো অভয়া।
কবিরত্ন পুত্র শ্রীগোপালে রেখো দয়া॥

সমরে চণ্ডিকার আগমন।

জ্ঞানানন্দ তরঙ্গিণী কত রঙ্গ জান তারা। কখন যুবতী কখন জরা কখন পুরুষ কখন কামিনী॥ ধুয়া॥

দেবগণে আশ্বাসিয়া আশুতোষ-জায়া।
বৃদ্ধারূপে আপনি আইলা মহামায়া॥
হইল আশীতিপরা[১] আশাবাড়ি[২] করে।
ঝুলিয়া পড়েছে ভুরু নয়ন কোঠরে॥
শোণসম পাকা কেশ মস্তক উপরে।
ললিত হৈয়াছে মাংস শীর্ণ কলেবরে॥
ওষ্ঠাধর ভগ্নভাব মুখে নাহি দাঁত।
কটি ভাঙ্গা আঁত কোঙ্গা খোলে ঢোকে আঁত॥
বাতাসে পড়িয়ে করে গতি অতি ধীরে।
দীনা ক্ষীণা কটির বসনে কোটি গিরে॥
ছলা করি ছলাবতী এইরূপ ধরি।
ঈশান হইতে আইল ঝুড়ি কক্ষে করি॥
যেখানে দেবতাসুরে হয় ঘোররণ।
মায়া করি মহামায়া দিল দরশন॥
অসুরের পানে দেবী কটমট চায়।
রঙ্গ দেখি ভ্রূকুটিকে মহাত্রাস পায়॥
রণমধ্যে দাঁড়ায়ে হাসিলা মন্দ তারা।
বদনে দশন নাহি মেড়ে[৩] মাত্র সারা॥
পথ রোধ কৈলা দেবী যুদ্ধ নাহি হয়।
কোপে দানবেরা দাক্ষায়ণী প্রতি কয়॥
সর বুড়ী সমর ছাড়িয়া দূরে যা।
এখনি ত্যজিবে প্রাণ খেয়ে শর ঘা॥
কোন কার্য্যে এখানে করিলি আগমন।
রণস্থলে এখনি যে হারাবি জীবন॥
একে তুমি অতি বুড়ী গতি শক্তি হীনা।
জীর্ণ প্রায় শীর্ণা কায় অতিশয় ক্ষীণা॥
চণ্ডিকা বলেন বাপু করি নিবেদন।
ব্রাহ্মণের কন্যা আমি অতি আকিঞ্চন॥
অন্ন নাহি মিলে খেতে সুদরিদ্র অতি।
দু'টি পুত্র মূর্খ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুক স্বপতি॥
জঠরে অনল জ্বলে জ্বোলে গেল কান্তি।
কিছু খাওয়াইয়া কর ক্ষুধানল শান্তি॥
তবে রণ কর বাছা জয়যুক্ত হবে।
শুনিয়া অসুরগণ কহিতেছে তবে॥
রণস্থলে কি খাওয়াব কিবা আছে বল।
খাওয়াইব পেটভরে গৃহে মোর চল॥
ব্রাহ্মণী বলেন আমি চলিতে না পারি।
হাঁটিয়াছি বহু পথ হইল পা ভারি॥
এইখানে যদি কিছু উপায়ত নাই।
ক্ষুধানল শান্তি কর পেট ভরে খাই॥
দৈত্যগণ বলয়ে হেথায় কিবা পাও।
রণস্থলী ছাড়ি বুড়ী নিজ ঘরে যাও॥
দেবী কন দুর্ব্বলে বহিছে ঘন ঘাম।
না পারি চলিতে ক্ষণে করিব বিশ্রাম॥
দৈত্যসেনা ব্রাহ্মণীরে দাঁড়াইল বেড়ি।
বলে উঠে যা না মাগি কর্ম্মে হয় দেরি॥
নড়িতে না পারি বোলে বসিয়া ধরায়।
করে হৈতে নড়ি কাখে চুপড়ি নামায়॥
দৈত্যগণে ভর্ৎসে কয় হতচ্ছের বুড়ী।
উঠ উঠ লগুড় নে কাঁখে কর ঝুড়ি॥
হাত-পা ছাড়ায়ে দেখ এলায়ে পড়িল।
সমর-সমাজে এক রঙ্গ আরম্ভিল॥
যত বলে তত দেবী কর্ণে নাহি শুনে।
বসিয়া আছেন চণ্ডী আপনার মনে॥
রুষিলা দানবগণ মহাবেগে ধায়।
ঝুড়ি নড়ি ব্রাহ্মণীরে টানিয়া ফেলায়॥

১। অশীতিপরা—আশি বৎসরের অধিক বয়স্কা। ২। আশাবাড়ি—লাঠি। ৩। মেড়ে—মাড়ি।

তাহা দেখি চণ্ডী দেবী হাসিলা অধরে।
শেষার্ক মাঝেতে যেন পূর্ণ নিশাকরে[১]॥
তথাপি না উঠে দেবী ভাবিলা অন্তরে।
দেখ দেখি এর পর আর বা কি করে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর শ্মশানকালী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব।

আক্রোশে দানবগণ, বলে একি অলক্ষণ,
বুড়ি হৈল সমরের কাল।
না শুনে না দেখে ঠেঁটী, সয়ে থাকে বোঁচা বেটী,
কুনীতি কি বিষম জঞ্জাল॥
ভিক্ষা নিতে এলো ছলে, শেষে নানা কথা বলে,
এ রঙ্গ না সহে এ সময়।
আর জনে বলে ভাই, বেটীরে দেখিতে পাই,
বুড়ি এ সামান্য নাহি হয়॥
বৃদ্ধ অশীতিপরা, কটাক্ষেতে ভয়ঙ্করা,
দেখে আচানক পাই ত্রাস।
কেহ বলে মুখ দোষী, কে বলে এ রাক্ষসী,
কামরূপী ডাইনি নরনাশ॥
কেহ বলে তাহা নয়, দেবতা হবে নিশ্চয়,
চক্ষেতে পলক নাহি পড়ে।
বৃদ্ধারূপে পাঠকেতু, দৈত্য বধিবার হেতু,
ছল করে এ কথা না নড়ে॥
কেহ বলে হবে তাই, এক্ষণে ইহারে ভাই,
দুর কর ঢেকা ঢোকা দিয়া।
কি জানি কি করে পাছে, কোন ছাদে আসিয়াছে,
প্রমাদ পড়িবে দৈত্য নিয়া॥
এত বলি দৈত্যগণে, ধরে গিয়া ততক্ষণে,
হাতে পায়ে দুই দুই বীরে।
টানিয়া তুলিতে তায়, নড়ান নাহিক যায়,
বিশ্বভার ভাবয়ে দেবীরে॥
তুলিতে না পারি তায়, চেয়ে রহে ভেকো প্রায়,
পরস্পর হইল বিমর্ষ।
এ উহার পানে চায়, বলে একি হৈল দায়,
উচিত কি হয় পরামর্শ॥

শেষে দৈত্য তারে ছাড়ি, ধনু ধরে তাড়াতাড়ি,
দেবীরে মারিতে পূরে বাণ।
চণ্ডিকার হাস্যমুখ, ভাবিছেন কি কৌতুক,
কিবা মূর্খ এ সব অজ্ঞান॥
অন্যে না জানে আমারে, এ দুঃখ কহিব কারে,
আসুরিক স্বভাবের ধর্ম্ম।
ক্ষণে ক্ষণে হতজ্ঞান, নাহি মান-অপমান,
মূঢ়মান সমান কি মর্ম্ম॥
দানব মারিতে এসে, দেখি দয়াময়ী হেসে,
হইলেন নবীনরূপসী।
বৃদ্ধারূপ ছাড়ি শ্যামা, রূপে হন অনুপমা,
হর-মনোহারিণী ষোড়শী॥
দেখিয়া দানবগণ, বলে এ নারী কেমন,
বৃদ্ধা ঘুচে যৌবন প্রকাশ।
ভয়ে অতি হৈয়া চলে, বিলম্বে কি করে বলে,
শীঘ্র এরে করহ বিনাশ॥
দৈত্যেরা মারিতে ধায়, দেখে দেবী হাসে তায়,
যোগে ভয়ানক রূপ ধরে।
পদভরে ধরা ত্রস্ত, আকাশে ঠেকিল মস্ত,
বরামুণ্ড অসি ধরে করে॥
ত্রিলোচনা মুক্তকেশী, অতি ভয়ঙ্কর বেশী,
ভালে অর্দ্ধ শশী বিভূষণা।
নিশু কর্ণ বিবসনা, ঘোরবর্ণা শবাসনা,
ঘোর দ্যুতি চর্ব্বিত রসনা॥
নরশির হার পরে, বরাভয় নর করে,
শিবা শত সহস্র পালিকা।
উচ্চ পীন স্তন শিব, শিবদাস্ব শিব শিব,
নিতম্বিনী শ্মশানকালিকা॥
কৈল অট্ট অট্ট হাস, ঘুচিল দেবের ত্রাস,
দৈত্যগণ সভয় হইল।
সবে বলে একি একি, সেই যে সুন্দরী দেখি,
ভয়নাক জগত জুড়িল॥
যে দেখি এ চমৎকার, আছি রক্ষা পাওয়া ভার,
কালরূপী ক্ষণে ছাড়ে কায়া।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ভেবে জানিবে কি তার,
সংসার যাহার মায়াছায়া॥

১। শেষার্ক—নিশাকরে—অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিমাভা সদৃশ ওষ্ঠাধরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়।

দেবীর যুদ্ধারম্ভ।

দেবীরে দেখিয়া দেবগণে হর্ষ হয়।
নৃত্য করে বাহু তুলে বলে কালী জয়॥
শিব শিরোপরে শিবা করেন তাণ্ডব।
দেখিয়া বিস্ময়ভয়ে যতেক দানব॥
অস্ত্র-শস্ত্র লয়ে যুদ্ধে হয় আগুসার।
হুঙ্কার টঙ্কার ধনু শঙ্খনাদ আর॥
বাজিল সমরবাদ্য স্বরবে টিকারা।
শানাই ডমরু ডম্ফ দগড় নাগারা।
দৈত্যগণে বলে কাল হইল কামিনী।
জিনি বর্ণ জম্বুতম অঞ্জন যামিনী॥
ত্বরায় ইহারে নষ্ট করহ এখন।
নতুবা হইবে সারা দেখি কুলক্ষণ॥
যে দেখি যুবতী যুদ্ধ করে আড়ম্বর।
হাসি শুনে প্রাণ উড়ে নাশি ভয়-ডর॥
এত বলি সবে ধনুর্ব্বাণ ধরি যায়।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র মারে চণ্ডিকার গায়॥
গায় ঠেকি বাণ সব খণ্ড খণ্ড হয়।
হুঙ্কারে অনেক সৈন্য হৈল ভস্মময়॥
অসিতে অনেক নাশি রাশি রাশি করে।
একা এক অসি লয়ে কি হবে সমরে॥
অসংখ্য দানব তাহে সংখ্যা করা দায়।
নির্ব্বাহ না হয় আর্থি চণ্ডিকার তায়॥
আর বিশেষত নাহি এরূপ বাহন।
চরণে করিবে রণে কত সংক্রমণ॥
সবাহন আর রথ বহু বাহু করি।
সমরে নাশিব দৈত্য অস্ত্র-শস্ত্র ধরি॥
শ্রীযুত নৃসিংহদাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ।

এত ভাবি ভাবিনী কালিকা রূপ ধরে।
হইল দশভুজা রূপ মৃগরাজোপরে[১]॥
জিনি তপ্ত কাঞ্চন কি উজ্জ্বল বরণা।
বালা পরে মিশ্রিত রোচন গোরচনা॥
কোটি ইন্দু বিন্দু হেন বদনের কাছে।
সাক্ষী দেখি সকলঙ্কী মগ্ন হয়ে আছে॥
ভ্রমর নিকর বর পরশে চরণ।
ভ্রূযুগল সুবক্র মার মার শরাসন॥
পরশে শ্রবণমূলে হেন জ্ঞান হয়।
খঞ্জন আহারে গতি কর্ণবিল শয়॥
খঞ্জন নয়ন নাচে হরিস অসুন।
দেখি নাসা নত তিল প্রফুল্ল প্রসূন[২]॥
গজমতি আন্দোলিত নিশ্বাসে নাসায়।
শোভা হইয়াছে তার গুঞ্জাফল প্রায়॥
অধর কি কিশলয় তপন-সারথি।
বিম্ব, বন্ধুক কি সিন্দূর সাজে তথি॥
দশন কলিকা কুন্দ অরুণের রেখা।
গাথা কি গাথনি করে নাহি তার লেখা॥
পীন পয়োধর গুরু দাড়িমী দর্শন।
ক্ষীণ মাঝে লাজে হরানন্দ পঞ্চানন॥
দশ করে করি করে ভুজঙ্গ লজ্জিত।
অকটি মৃণাল পদ্মদল বিকসিত॥
নিতম্বে নিন্দিত দ্বীপ করি কুম্ভধরা।
নাভি অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম হর-মনোহরা॥
ত্রিবলী তরল কি তরঙ্গ সে জঘনে।
রতিপতি রতি সহ ভাবি হেন মনে॥
উরু রামরম্ভা তরু গতি রাজহংসে।
পদতল শতদল অরুণাবতংসে॥
দশ নখে দশ শশী আছে অবতার।
দেবীরূপে মগ্ন ভাব দীপ্তি নাহি তার॥
পরিধান রক্তবাস অজর সে হয়।
পূর্ব্বমত নিলা শস্ত্র আভরণচয়॥
ধনুর্ব্বাণ ঢাল বজ্র শক্তি খুরধার।
আর কত শত তূণ পরিপূর্ণ তার॥
শঙ্খ ঘণ্টা নাগপাশে ধরি বাম করে।
শঙ্খনাদ করি অল্প হাসিলা অধরে॥
করি হুঙ্কার ধ্বনি ছাড়িল হুঙ্কার।
গর্জ্জিয়া গরবে দিলা ধনুকে টঙ্কার॥

১। মৃগরাজোপরে—মৃগরাজ—সিংহ (তাহার) উপরে (পিঠে)। ২। প্রসূন—পুষ্প, ফুল।

এককালে ঘোর শব্দ হইল দুর্জ্জয়।
ত্রিভুবনে চমৎকার কম্পান্বিত হয়॥
শুনিয়া হুহুঙ্কার শব্দ দানবের ত্রাস।
দ্বিজ কবিরত্নে গায় চণ্ডিকা-বিলাস॥

পরাৎপরা পরায়ণী,　　ব্রহ্মবিদ্যা নারায়ণী,
জয়া বিজয়ারে প্রকাশিলা।
গৌরবর্ণা নিরুপমা,　　দুই সখী নিজ সমা,
দুই পাশে আসি দাণ্ডাইলা॥
অসি-চর্ম্ম ধরি হাতে,　　মুকুট ভূষিত মাথে,
ক্ষীণ মধ্য লোহিত বসন।
রূপ অতি চমৎকার,　　অঙ্গে নানা অলঙ্কার,
লোহিত ভূষাতে, বিভূষণ॥
যোগিনী হইল পরে,　　তার সংখ্যা কেবা করে,
ভয়ঙ্করা বেশ সবাকার।
বিগলিত কেশপাশ,　　পরিধান রক্তবাস,
সৃক্কেতে গলিত রক্তধার॥
অসি খর্প করতলে,　　রক্তপুষ্প মালা গলে,
বেশ দেখে প্রাণ উড়ে যায়।
আপন অংশ রূপিণী,　　শঙ্করী হৈল যোগিনী,
নিজধাম দিলা তা সবায়॥
চণ্ডিকা গৌরী ব্রহ্মাণী, দুর্গা কৌমারী ইন্দ্রাণী,
ভৈরবী চামুণ্ডা বিশ্বভূতী।
নারসিংহী মহেশ্বরী,　　সর্ব্বমঙ্গলা শঙ্করী,
কৌশিকী বারাহী শিবদূতী॥
জয়ন্তী কালিকা চণ্ডা,　　দেখরূপা চণ্ডমুণ্ডা,
মহাকালী কালী কপালিনী।
স্বাহা স্বধা সাধ্বীসমা,　　অম্বিকা অপর্ণা ভীমা,
ভদ্রকালী কপালমালিনী॥
মহাদেবী শাকম্ভরী,　　শিবশান্তা ক্ষেমঙ্করী,
মেধা জনমথিনী কালিকা।
উগ্রচণ্ডা প্রিয়ঙ্করী,　　প্রচণ্ডা চণ্ডা ভ্রামরী,
বিজয়া জয়া চণ্ডনায়িকা॥
মহামায়া কালরাত্রি,　　বল বিকারিণী ধাত্রী,
চণ্ড উগ্রবল প্রমথিনী।
চণ্ডবতী স্কন্দমাত্রী[১],　　শৈলপুত্রী বিশ্বধাত্রী,
রুদ্রাণী কুষ্মাণ্ডী নিস্তারিণী॥

মহানিদ্রা মহাতারা,　　মহাগৌরী হরদারা,
চতুঃষষ্টি গণনে প্রধান।
আর কত শত হয়,　　বেদে তার সংখ্যা নয়,
কোটি শত কোটি পরিমাণ॥
সকল মাতৃকা আর,　　রণে হয় আগুসার,
ডাকিনী শাকিনীগণ ধায়।
হাকিনী হাকিছে দাপে, সভয়ে ত্রৈলোক্য কাঁপে,
পরে হৈল অষ্ট নায়িকায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে,　　সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন,　　গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অষ্টনায়িকার উৎপত্তি।

উগ্রচণ্ডা চতুর্ভুজা হৈল উৎপত্তি।
অসি-চর্ম্ম-খর্প-মুণ্ডধরা ভীমা অতি॥
মুণ্ডমালা গলে পরিধান রক্তবাস।
গলিত চিকুরজাল ঘোর অট্টহাস॥
এরূপ প্রচণ্ডা চণ্ড প্রচণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে শুন তপোধন।
নায়িকার মূর্ত্তি কৈলে এ আর কেমন॥
উগ্রচণ্ডা দ্বিভুজা শুনেছি পুনর্ব্বার।
সকল নায়িকা মূর্ত্তি হৈল মতান্তর॥
বিস্ময় হইল মোর কহ তপোধন।
সংশয় হইল যাহা করহ ছেদন॥
মার্কণ্ডেয় কহেন সংশয় কি ইহাতে।
দ্বিভুজা আছেন বটে নবকালী যাতে॥
মহাষ্টনায়িকা সে রুদ্র চণ্ডা সাথে।
বিস্তারিয়া কহিব তা শুনিবে পশ্চাতে॥
এক্ষণে শুনহ অষ্ট শক্তির উৎপত্তি।
মহা ভয়ঙ্করা সবাহনে অতিগতি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। স্কন্দমাত্রী—স্কন্দমাতা, কার্ত্তিকের মাতা।

নিরস্ত্র হইয়া তায়, রথচক্র ধরি ধায়,
চণ্ডীর নিকটে মালসাটে।

রুষিলা চণ্ডী অন্তরে, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ক
দুর্গাসুর হৈল দুই খান ॥

[পৃষ্ঠা ঃ ১৩০

অষ্টশক্তির উৎপত্তি।

রাগিণী ইমন,—তাল ঝাঁপতাল।

কালী কল্যাণী কালী কলুষবারিণী।
ভবানী ভবার্ণবে ভক্তিদায়িনী॥

ব্রহ্মাণী। অষ্টশক্তি আবির্ভাব হইল তখন।
নানা প্রহরণ করে করিয়া ধারণ॥
প্রথমে ব্রহ্মাণী রাজহংস পৃষ্ঠভরা।
জিনিয়া কনক কান্তি কৃষ্ণাজীন পরা॥
চতুরাস্যা জগদ্ধাত্রী যা সৃষ্টি কারিণী।
পাশ অক্ষসূত্র কমণ্ডলু বিধায়িনী॥
চতুর্ভুজা ব্রহ্মশক্তি রজোগুণাবৃতে।
চণ্ডীর অগ্রেতে আসি লাগিলা কহিতে॥
কি কারণে উৎপত্তি করিলা মহেশ্বরী।
আজ্ঞা কৈলে অম্বিকা এক্ষণে তাই করি॥
দেবী কন দৈত্য-নাশে উদ্ভব তোমার।
অমর রক্ষণে রহ নিকটে আমার॥১॥

মাহেশ্বরী। ব্রহ্মাণীরে করি স্থির পুলকিত কায়।
মাহেশ্বরী শক্তি দেবী করিলা ইচ্ছায়॥
মাহেশ্বরী শক্তি ত্রিলোচনী বৃষারূঢ়া।
কান্তি কুণ্ড কুসুম সুচারু চন্দ্রচূড়া॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা জটাজুট মাথে।
শূল ঘণ্টা পিনাক কপালি চারি হাতে॥
অঘোরিণী পঞ্চাননী সৃষ্টি-সংহারিণী।
সেবক-পালিনী শত্রুবিনাশ-কারিণী॥
মাহেশ্বরী রহিলেন চণ্ডিকার পাশ।
গুহশক্তি[১] পুনরপি হইলা প্রকাশ॥২॥

কৌমারী। উল্কাসম উজ্জ্বল বরণী সুকান্তিনী।
গুহশক্তি গুহরূপা শত্রু-বিঘাতিনী॥
ময়ূরবাহিনী দেবী পীতবস্ত্র পরা।
ভয়ঙ্করা দ্বিভুজা বরদা শক্তিধরা॥
সিংহনাদ ছাড়ে দেবী শুনিতে বিকট।
রণবেশে দাণ্ডাইল চণ্ডীর নিকট॥৩॥

বৈষ্ণবী। পুনর্ব্বার বিষ্ণুশক্তি হইলা উদ্ভব।
পক্ষীরাজ[২] পৃষ্ঠে ভর নাশিতে দানব॥
তমতর তরাল কিস্তঞ্জন সঙ্কাশা।
কিরীটিনী কুণ্ডলিনী স্নিগ্ধপীতবাসা॥
বিষ্ণুরূপ বিগ্রহ বৈষ্ণবী চতুর্ভুজে।
অস্ত্র-শস্ত্র শোভে শঙ্খ চক্র গদাম্বুজে॥
মহাবলাবৃত বনমালিনী প্রকৃতি।
অনুত্তমা পরাশক্তি জগতের স্থিতি॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলা গভীর।
রণ বেশে রহিলেন সম্মুখে চণ্ডীর॥৪॥

বারাহী। বরাহরূপিণী শক্তি পুনঃ প্রকাশিলা।
পৃথিবী উদ্ধারে হরি সহায় আছিলা॥
মুষল খেটক আর করাল কৃপাণ।
কালছবি-রূপে রবি হস্ত চারিখান॥
বারাহী বরাহ-তনু অবনী উদ্ধারে।
পীতবস্ত্র পরিধান হিরণ্যাক্ষে হারে॥
ভয়ঙ্করে রক্ষিলা নিকটে চণ্ডিকার।
নারসিংহী দেবী হৈতে হৈলা অবতার॥৫॥

নারসিংহী। শুক্লবর্ণা অর্দ্ধ নর অর্দ্ধেক কেশরী।
নরসিংহ-শক্তি নারসিংহী ভয়ঙ্করী॥
কনক কপিলাম্বরা নৃসিংহরূপিণী।
দৈত্যদর্পহরা তারা ত্রৈলোক্যব্যাপিনী॥
শুভদা দানব-হৃদি নখে বিদারিণী।
হিরণ্যকশিপু-হন্তা ত্রিলোকতারিণী॥
মহা উগ্রা লোলজিহ্বা বিকট দশনা।
বজ্রনখা নারসিংহী জটা বিভূষণা॥
উগ্রবেশে শঙ্করীর দাণ্ডাইল পাশে।
পুনর্ব্বার ইন্দ্রশক্তি স্বরূপ প্রকাশে॥৬॥

ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ইন্দ্র সদৃশা নীল কলেবরা।
রক্তবস্ত্র পরিধানা গজরাজোপরা॥
কুম কুম বরণী পারিজাত মালা শরে।
দ্বিভুজা কুলিশ বজ্রঘণ্টা শোভা করে॥
চণ্ডীর নিকটে আসিয়া রহিলা ইন্দ্রাণী।
পুনরপি শিবসনে প্রকাশে শিবাণী॥৭॥

শিবা। শিবারূপা চন্দ্রচূড়া বন্ধুক সঙ্কাশা[৩]।
শিবা শত সঙ্গিনী কি স্নিগ্ধনীলবাসা॥
শুভ্রবর্ণা জটা শিরে অতি ভয়ঙ্করা।
ত্রিশূল করেতে নৃকপাল শিরধরা॥

১। **গুহশক্তি**—কার্ত্তিকের শক্তি। ২। **পক্ষরাজ**—পক্ষিদিগের রাজা ; গরুড়। ৩। **বন্ধুক সঙ্কাশা**—জবাপুষ্পের মতো।

চতুর্ভুজা ভীরু ফেরু নাদিনী শঙ্করী।
দেবীর সম্মুখে রহে যুদ্ধ বেশ ধরি॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥৮॥

ভৈরবী-ভৈরবাদির আবির্ভাব।

প্রকাশে বটুক সব, ক্ষেত্রপালাষ্ট ভৈরব,
ভৈরবীগণেরা দিগম্বরী।
নরাস্থি স্রুগবী গলে, অসি সর্প করতলে,
লোলজিহ্বী অতি ভয়ঙ্করী॥
বিগলিত কেশপাশ, ঘন ঘোর অট্টহাস,
সৃক্কেতে গলিত রক্তধার।
ভৈরব সহিত থাকে, গভীর গর্জ্জনে ডাকে,
নাচে গায় করে মার মার॥
ত্রিপুরঘ্ন অগ্নিজিহ্বী, ঘোর হাসে হিহি হিহি,
একাপদ অনল বেতালী।
কালকামা ভীমা রঙ্গী, ভৈরবী অসিত-অঙ্গি,
নৃত্য করে দিয়া করতালি॥
পিশাচ রাক্ষস কত, মহাবক্র উনমত্ত,
ভূত প্রেত জন্মে কত দানা।
নাচে কাল মহাকাল, গুহক বেতাল তাল,
কার হাতে রুধিরের পানা॥
কেহ হাঁকে ভাল ভাল, কেহবা বাজায় গাল,
জয় কালী কালী বলে।
অস্থিচর্ম্ম অবশার, মাংস গায় নাহি কার,
নাচিয়ে নাচিয়ে সবে চলে॥
কার ভালে ভস্ম ফোঁটা, কার মাথে এক জটা,
এক কর্ণা কেহ ভাঙ্গা নাক।
উদর সমান কায়, কেহ চলে এক পায়,
কেহ বাঁকা দেহ তিন থাক॥
কার দাঁত আটপাটি, অতি শুভ্র পরিপাটি,
অঙ্গ যেন কজ্জল সমান।
করে সবে লাফালাফি, ঘোরতর দাপাদাপি,
মূর্ত্তি দেখে ভয়ে উড়ে প্রাণ॥

চণ্ডী হৈল হর্যমতি, দেখে সব সেনাপতি,
সমরে করেন মহামার।
ধায় যোগিনী ডাকিনী, শক্তি নায়িকা হাকিনী,
ভৈরবী ভৈরবগণ আর॥
দানা যায় লম্ফে লম্ফে, পদভরে ধরা কম্পে,
ঘন ঘন ছাড়িছে চিৎকার।
ঘোর শব্দে ঝালাপালা, কর্ণেতে লাগয়ে তালা,
শ্রবণেতে শঙ্কা সবাকার॥
দেখিয়া দানবগণে, অস্ত্র ধরি ধায় রণে,
বরিষণ করে যত বাণ।
যেন মেঘে করে বৃষ্টি, তেমন না চলে দৃষ্টি,
ত্রিভুবন হয় কম্পবান॥
তা দেখি বটুক কোপে, লম্ফে লম্ফে বাণ লোফে,
ভাঙ্গিয়া করিছে নিবারণ।
ধাইল ভৈরবগণ, করি খর্পর ধারণ,
দ্বিজ কবিরত্নে বিরচন॥

দেবীসৈন্যের সংগ্রাম।

ধরিয়া খাড়া ঢাল, ত্রিশূল নৃকপাল,
ভৈরবীগণ করে রণ।
ছাড়িছে হুহুঙ্কার, ডাকিছে মার মার,
ভৈরব বটুক ভীষণ॥
যোগিনী রণ করে, খর্পর অসি ধরে,
অসুরে করিছে বিনাশ।
মত্তা অবশ ধরে, অম্বর খসে পড়ে,
বিগলা হয় কেশপাশ॥
ধরি কৃপাণ অসি, নাচে ব্রহ্মরাক্ষসি,
পিশাচ প্রেত ভূত দানা।
করিছে মার কাট, রুদ্র ভৈরব আট,
নৃশিরে[1] পিয়ে রক্তপানা॥
করিছে ছুটাছুটি, সমরে হুটাহুটি,
দৈত্য নাশিছে চোটচাটে।
এ কাল মহাকাল, নাচে বেতাল তাল,
সংগ্রামে ফিরে মালসাটে॥

১। নৃশিরে—নরকপালে, মৃত মানুষের মাথার খুলিতে।

করিল মহাধুম, কাঁপিছে রণভূম,
ভূতের সমরের রঙ্গ।
ধরিয়া কোন বীরে, উভে উভয়ে চিরে,
নখে বিদারে কার অঙ্গ॥
এড়িছে ভাল ভাল, বাজায় ঘন গাল,
ধরিয়া খাড়া ঢাল গাজে।
পদাতিক মাতঙ্গ, শতাঙ্গ চতুরঙ্গ,
ফেলায় সমুদ্রের মাঝে॥
মারিয়ে শিরে লাথি, বিনাশ হয় হাতি,
কামড়ে কার লয় প্রাণ।
কাহার পদে ধরি, শূন্যে ঘূর্ণিত করি,
আছাড়ে করে সমাধান॥
কেহ বা শত শত, চাপড়ে করে হত,
কিলে শতাঙ্গ করে গুঁড়া।
সমর করি দাপে, ফিরিছে এক চাপে,
ধরিয়া তরু গিরি চূড়া॥
যুঝিছে ঘোরতর, সমরে ব্যোমচর,
দানব মরে বহুতরে।
বিস্ময় হয় মনে, ভাবে অসুরগণে,
আজি মরণ সমরে॥
ভাবে বুঝিনু মর্ম্ম, বুড়ির এই কর্ম্ম,
মেয়ে সে সামান্য না হয়।
করিয়া ছলকল, আইল রণস্থল,
হয়ে প্রাচীনা অতিশয়॥
কহিনু বহু মন্দ, পাইয়ে সেই ছন্দ,
এতেক রঙ্গ আরম্ভিল।
আছিল বুড়ি একা, হইল ভয়ানকা,
পরে সে রূপ তেয়াগিল॥
হইল দশকর, ধরিয়া নানা শর,
গৌরাঙ্গী কেশরীবাহনে।
কোথা হইতে এসে, এতেক সেনা শেষে,
মিলিল কামিনী সনে॥
সভয় হয় মনে, কি করি আজি রণে,
দেখিয়ে জীবন শুকায়।
নৃসিংহ দাসে দয়া, করগো শিবজায়া,
শ্রীকবিরত্ন রস গায়॥

করাল এবং শক্তির সংগ্রাম।

সেনা সব সকাতর দেখিয়া বিশাল।
অগ্রসর হৈল আসি সমরে করাল॥
দুর্জ্জয় দানব দুর্গাসুর সেনাপতি।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে সমরে আরতি॥
মহাবীর দাপে চাপে চড়াইল চড়া।
শব্দে সূর্য্য শতাঙ্গে তুরঙ্গ ছেড়া দড়া॥
আস্ফালনে আশু ইষু[১] পূরিলা সন্ধান।
হুঙ্কারে হুড়িয়া পড়ে হুতাশে পাষাণ॥
ঘোরতর গর্জ্জন গর্জ্জনে বাণ ছাড়ে।
মহাশব্দে মহীপুরে শেষ মহী নাড়ে॥
আচ্ছন্ন ভাস্কর করে বাণ বরিষণে।
অষ্টদিক্ অন্ধকার না দেখি নয়নে॥
মেঘসম সমাচ্ছাদ হইল আকাশ।
মধ্যেতে শরাগ্নি যেন তড়িত প্রকাশ॥
বাণের নির্ঘাত শব্দ যেন বজ্রাঘাত।
শরফলা সরে প্রায় দেখি উল্কাপাত॥
বাণে খণ্ড খণ্ড দেবী আবরণ গণ।
ক্ষত অঙ্গ রুধির বহিছে ঘনেঘন॥
দেখিতে না পায় চক্ষু মুদিয়া বিসগ।
যেন খগরাজ দেখে হতশীর রগ॥
মৃতকম্প যোগিনী ডাকিনী স্পন্দহীন।
পিশাচ রাক্ষস প্রেত সকলে মলিন॥
রূপ দেখি পলায়ন করে যেন ফেরু।
তদ্রূপ ভৈরব ভঙ্গ দৈত্য-ভয়ে ভীরু॥
মহারোষে মহাদাপে যুঝিছে করাল।
সম্মুখে তাহার কেহ নাহি ধরে তাল॥
ভঙ্গ চণ্ডিকার সেনা রণে স্থির নয়।
দেখিয়া নায়িকাগণ ক্রোধান্বিতা হয়॥
অসি খর্প চর্ম্ম কাতি ত্রিশূলাদি ধরি।
সংগ্রামে সংগ্রাম করে হয়ে ভয়ঙ্করী॥
উগ্রচণ্ডা অসিঘাতে করে খান খান।
খর্পর পূরিয়া দৈত্য-রক্ত করে পান॥
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল অযুত অযুত।
প্রচণ্ডা প্রখরা রণে নাশে দিতিসুত[২]॥

১। ইষু—তীর, বাণ। ২। দিতিসুত—দৈত্য, দানব (দনুর পুত্র)।

চণ্ডোগ্রা সমরে মারে অসংখ্য অসুর।
কিল লাথি প্রহারে মস্তক করে চূর॥
মারে চণ্ডনায়িকা সমরে সেনাগণ।
প্রহার করিয়া নিদারুণ প্রহারণ॥
দৈত্য-মাংস ভক্ষণ করিছে অনায়াসে।
সঙ্কোচিত সেনাগণ সকম্পিত ত্রাসে॥
প্রবেশি সমরে চণ্ডা চারিভিতে ধায়।
যোগিনী ডাকিনী মারে কাটে কত খায়॥
চণ্ডবতী সংগ্রামে করয়ে মহামার।
শেল শূল শক্তি তল করিছে প্রহার॥
হুঙ্কার ছাড়িছে ঘন ভয়ঙ্কর রব।
দন্ত করি দলিছে দানব-সেনা সব॥
চণ্ডরূপা চক্রশূল করিরা ধারণ।
মহোল্লাসে করে দৈত্য-হৃদি বিদারণ॥
অসিচর্ম্ম ধরি চণ্ডি নায়িকা ভীষণা।
করে রণ ঘোরতর সুরঙ্গ-দশনা॥
সুরাপানে উনমত্তা ভ্রমিছে সমরে।
ঢল ঢল ঢল ঢল তরতর তরে॥
অসি ধরি রণ করি মারিছে দানব।
অট্টহাসে পুনঃ পুনঃ খাইছে আসব[১]॥
প্রলয় করিল রণে দণ্ডেকের মাঝে।
মার মার শব্দ করে দানব-সমাজে॥
শোণিতে বহিছে নদী ত্রাসিত অসুরে।
সুখে রক্ত পান করে শৃগাল কুক্কুরে॥
এইরূপে যুদ্ধ করে নায়িকা সকল।
টলমল পদভরে করে ধরাতল॥
দেখিয়া করাল দৈত্য প্রহারিছে বাণ।
ত্রিভুবন সশঙ্কিতে হৈল কম্পবান॥
সহিতে না পারে রণ নায়িকা ব্যাকুলা।
দেখি অষ্টশক্তি আসি হৈল সানুকুলা॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অষ্টশক্তির সংগ্রাম।

জয় দেবী দুর্গে দুর্গতি-দুঃখবিনাশিনী। ধুয়া॥

ব্রাহ্মণী সমরে, কমণ্ডলু করে,
ঝাট মারিছে দানবে।
হয়ে বলহত, রণোৎসবে নত,
ক্ষীণ সমাবেশ সবে॥
মাহেশ্বরী রণে, বৃষ-আরোহণে,
ত্রিশূল করে প্রহার।
বান্ধি নাগপাশে, দৈত্যসেনা নাশে,
বহু হইল সংহার॥
বৈষ্ণবী গরুড়ে, হইয়া আরূঢ়ে,
ধরে চক্র গদা করে।
করি চক্রাঘাত, দানব নিপাত,
করয়ে পশি[২] সমরে॥
কৌমারী সংগ্রামে, মহাধুমধামে,
ঘোর বেশে করে রণ।
শক্তি প্রহারিয়ে, দানব মারিয়ে,
রুধির করে অশন॥
ইন্দ্রাণী কুঞ্জর, পৃষ্ঠে করি ভর,
করেতে কুলিশ ধরি।
ছাড়ে হুহুঙ্কার, করে মারমার,
অসুর সংহার করি॥
বারাহী সমর, করে ঘোরতর,
ওষ্ঠ দন্তাঘাতে মারে।
নারসিংহী রণে, নাশে দৈত্যগণে,
বজ্রনখরে বিদারে॥
শিঙ্গা সঙ্গে করি, নাশিনী শঙ্করী,
গোমায়ু পৃষ্ঠেতে ভর।
ঘন ঘণ্টা বাজে, শিবাণী বিরাজে,
রণ করে ঘোরতর॥
ধরি নানা বাণ, ভূষণ্ডী কৃপাণ,
গদা টাঙ্গী শেল শূল।
করে কলরব, অতি অসম্ভব,
সমরেতে হুলস্থূল॥

১। আসব—মদ। ২। পশি—প্রবেশ করিয়া।

রণে ধেয়ে যায়, রক্ত-মাংস খায়,
সমরে ভ্রমে তাণ্ডব।
দেখি রণ শিবা, হাসিছেন কিবা,
সঘনে করি তাণ্ডব॥
অযুত অযুত, মারে দিতিসুত,
শোণিত করয়ে পান।
যোগিনী ডাকিনী, হাকিনী সাকিনী,
ঘন ডাকে হান হান।
রুধিরের পানা, পান করে দানা,
নাচে দিয়ে করতালি।
বম বম গাল, বাজায় বেতাল,
ডাকে কালী জয় কালী॥
সৈন্য হল নাশ, দেখে ভাবে ত্রাস,
করাল করয়ে রণ।
করি আস্ফালন, বাণ বরিষণ,
হয় ঘোর দরশন॥
শক্তিগণ সনে, যুদ্ধ করে রণে,
ছাড়ে নাদ বিপর্য্যয়।
দেবী-সেনাগণ, নাহি সহে রণ,
শক্তিগণে পরাজয়॥
বরিষণে বাণ, দৈত্য বলবান,
করে ভীষণ সংগ্রাম।
নৃসিংহ আদেশে, দ্বিজ কবি ভাষে,
শ্রীনন্দকুমার নাম॥

দশমহাবিদ্যা প্রকাশে প্রথম কালী মূর্ত্তি প্রকাশ।

রাগিণী সুরট,—তাল জৎ।

ঘোর সমরে, কে নাচেরে আনন্দে উন্মত্তা বামা।
মারে কাটে কত খায় তবু রণে না দেয় ক্ষমা॥
যোগিনী ডাকিনী কালী, ঘন ঘন করতালী,
ভৈরবে গাল ববম, ভবানী ভৈরবী শ্যামা॥ ধুয়া॥

পরাজয় লইয়ে পলায় দেবগণ।
চণ্ডির নিকটে গিয়া লইল শরণ॥
রক্ষা নাহি তারিণীগো সংগ্রামে এবার।
করাল অসুর করে সমর দুর্ব্বার॥
তাহার সম্মুখে যুদ্ধ কার সাধ্য করে।
পরাজয় হইলাম আমরা সমরে॥
শুনিয়া শক্তির মুখে দানবের শক্তি।
থর থর কাঁপে কায়া কোপে শিবশক্তি॥
লোহিত বরণ ঘন ঘোর ত্রিলোচন।
উর্দ্ধ নেত্রে ধক ধক জ্বলে হুতাশন॥
ভ্রূকুটি করিয়া ভীমে হাসে খল খল।
আর্দ্র[১] তনু বদনে বহিছে শ্রমজল[২]॥
নয়নের মৃগমদ মিশ্রিত হইল।
একবিন্দু ঘর্ম্ম তাঁর ধরায় পড়িল॥
দুর্জ্জয় অসুরকুল করিতে বিনাশ।
কায় ব্যূহ মূর্ত্তি তাহে স্বরূপ প্রকাশ॥
প্রভেদ প্রভেদে রূপ ধরেন তখন।
সকল স্বয়ংপূর্ণা অংশ কেহ নন॥
আপনি হইলা কালী করালবদনা।
ঘনশ্যামা মুক্তকেশী বিরাট দশনা॥
আন্দোলিত রসনা সভয়া ভয়ঙ্করী।
চতুর্ভুজা শিশুকন্যা বামা দিগম্বরী॥
নরমুণ্ড-মালা গলে গলিত রুধির।
নরকর কান্তি ধরে ভূষণ কটির॥
ত্রিনয়ন চন্দ্র সূর্য্য অটল সমান।
অসি খর্পা[৩] ধরা বরা ত্রিশূল কৃপাণ॥
ঘন ঘন হাসে বামা বিস্তারি বদন।
হুহুঙ্কার শব্দ কোপে করি আস্ফালন॥
সমরে চলিলা কালী দেবী হৈমবতী।
সঙ্গেতে যোগিনী শক্তি অতি কোপমতি॥
কালিকা করালরূপা রুধির-ভক্ষিণী।
অট্ট অট্ট হাসে সঙ্গে ডাকিনী রঙ্গিণী॥
করে কাটে চোটে চাটে নাচে কালী রণে।
চঞ্চল হইল ধরা চরণ চালনে॥
লক্ষ লক্ষ বাজী ধরে আকর্ষিয়া হাতে।
যূথে যূথে চাপিয়া ধরিছে যূতনাথে॥
বিস্তারিয়া অবহেলে নিক্ষেপে বদনে।
ভক্ষণ করেন কালী চর্ব্বিয়া দশনে॥

১। আর্দ্র—ভিজা। ২। শ্রমজল—ঘর্ম্ম, ঘাম। ৩। খর্পা—খর্পর, কৃপাণ।

ঘন ঘন হুহুঙ্কার করে ভয়ানক।
ত্রাসিত ত্রৈলোক্য নেত্রে নিকলে পাবক॥
খট্টাঙ্গ[1] প্রহারে কারে কাহারে কৃপাণ।
ব্যস্ত হৈল দৈত্যসেনা ত্যজিছে পরাণ॥
করাল আসিয়া যুদ্ধে হৈল আগুসার।
কালিকার দেহে করে আয়ুধ প্রহার॥
অসিতে নাশিছে কালী করালের শর।
খণ্ড খণ্ড হয়ে বাণ পড়ে অতঃপর॥
মহাকোপে মহাসুর করিছে সন্ধান।
সম্বরিতে সেবার নারিলা কালী-বাণ॥
ব্যস্ত হয়ে ফিরে দেবী শরেতে ক্ষতাঙ্গী॥
চঞ্চলাক্ষী কাছে কবি চঞ্চল অপাঙ্গী॥

করাল বধ।

অস্থির হইয়া রণে, কালিকা চিন্তিয়া মনে,
অসি-চর্ম্ম করিলা ধারণ।
বিনাশিয়া দানবেরে, সমর-সমাজে ফেরে,
গ্রাস করে তুরঙ্গ বারণ॥
ধরি হাজার হাজার, দানবে করে আহার,
মহামার করে ঘোরতর।
সম্মুখে যাহারে পায়, ততক্ষণে গ্রাসে তায়,
টলমল করিছে সমর॥
শোণিত খর্পরে ভরি, সঙ্গে যত সহচরী,
কালীর অধরে ধরে আনি।
আপনারা খায় কত, রক্ত-মাংস অবিরত,
উনমত্তা নাচিয়ে কৃপাণী॥
করাল হানিছে বাণ, চোখ চোখ খরসান,
ঢালে উড়ে লহ মহামায়া।
আর কত শত বাণ, খাইয়ে করে নির্ব্বাণ,
আকাশ পাতাল জুড়ে কায়া॥
মহাকালী কোপবতী, ভরে নত বসুমতী,
বেগে ধায় করাল-সম্মুখে।
কৃপাণের চোট চাটে, রথের তুরঙ্গ কাটে,
সারথি সহিত সকৌতুকে॥
রথ ভাঙ্গে পদাঘাতে, দৈত্য নামে বসুধাতে,
ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ।
দেখি দেবী করি দাপ, হাতের কাটিলা চাপ,
ছিন্ন ধনু বিরথ তখন॥
আহার ভাবিয়া মনে, অসি-চর্ম্ম ধরি রণে,
করে রণ ঘন মাল সাটে।
তাহে কোপ কালিকার, দৈত্য করে পুনর্ব্বার,
নিজ খড়্গে অসি-চর্ম্ম কাটে॥
করাল কুপিত তায়, গদা ধরি পুনরায়,
চণ্ডিকারে করিতে নিধন।
দেখিতে দেখিতে কালী, ক্রোধে নৃকপালমালী,
খড়্গে গদা করিল ছেদন॥
নিরস্ত্র হইয়া পরে, আসি বাহুযুদ্ধ করে,
মহাসুর প্রবল প্রচণ্ড।
মহাক্রোধে মাহেশ্বরী তীক্ষ্ণধার অসি ধরি,
মাথা কাটি করে দুই খণ্ড॥
সসৈন্য করাল পড়ে, দৈত্য পলাইল রড়ে,
নৃত্য করে সমরে কালিকা।
করালের মুণ্ড করে, রক্তধারা ঝরঝরে,
কত শত জাম্বুকী-পালিকা॥
রুধির শোভিত গায়, মেঘে সৌদামিনী প্রায়,
নৃত্য করে রণরঙ্গ-ভরে।
পদভরে কম্পে মহী, ভার নাহি সহে অহী[2],
আধ আধ হাসিয়ে অধরে॥
যোগিনী ডাকিনী সবে, নাচে মহা মহোৎসবে,
ঘন ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার।
গাল-বাদ্য করতালি, ডাকে জয় জয় কালী,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

কাত্যায়নীর নিকটে কালিকা যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ দেন।

রাগিণী সুরট,—তাল জৎ।

কেরে বামা মুক্তকেশী নাচে রণ রঙ্গ ভরে।
একি সজ্জা নাহি লজ্জা দিগম্বরা অসি করে॥
দিতিসুত কতশত অসিঘাতে করি হত,
শিবাযুক্ত দৈত্য-রক্ত হরিষে অশন করে॥ ধুয়া॥

১। খট্টাঙ্গ—নর-অস্থি (হাড়, কঙ্কাল) নির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ। ২। অহী—অহি; সর্প।

নাচে গায় মহানন্দে নাশিয়া অসুর।
বাজায় পিনাক শিঙ্গা রবার মধুর॥
শৃগাল কুক্কুর নাচে রক্ত করি পান।
রণে গিয়া রঙ্গিণী ডাকিছে হান হান॥
নাচিতে নাচিতে কালী করিলা গমন।
অম্বিকা নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
আলোল রসনা ভয়ঙ্করী ঘোর বেশ।
সৃক্কে গলে রক্তধারা বিগলিত কেশ॥
দেবীরে কহেন আদ্যাধরে লগ্ন হাস।
দুর্নীত দানব যুদ্ধে হইল বিনাশ॥
বহু কষ্ট পাইয়াছি তাহার সমরে।
হের দেখ দৈত্য-মুণ্ড মোর বাম করে॥
দেখিয়া চণ্ডিকা বলে করালেরে বধি।
করালিনী তব নাম হৈল অদ্যাবধি॥
মহাবিদ্যা মধ্যে তুমি প্রথমে গণনা।
কালী করালিনী ঘোরা অগ্রেতে অর্চ্চনা॥
পরস্পর দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন।
দেবগণ অর্দ্ধ শশী করিলা অর্পণ॥
সম্মান করিয়া দেবী দিলা ধন্যবাদ।
সম্মানিতা হয়ে কালী পরম আহ্লাদ॥
মগ্ন হৈয়ে নৃত্য করে হাসে খল খল।
ভার নাহি সহে ধরা যায় রসাতল॥
ঝলকে ঝলকে উঠে সাগরের জল।
দেখিয়া শঙ্কিত হৈল অমর সকল॥
সৃষ্টিনাশ হৈল আজি কি করি এখন।
কাত্যায়নী আগে কহে যত দেবগণ॥
রক্ষা কর শঙ্করী গো সঙ্কটে এবার।
সহিতে না পারে ধরা কালিকার ভার॥
অসুর বিনাশ করি রাখিলা মা সৃষ্টি।
এবার রাখগো ধরা করি কৃপাদৃষ্টি॥
দেবগণে কাতর দেখিয়া দেবী কন।
ইহার উপায় মাত্র দেব পঞ্চানন॥
তিনি আপনার হৃদে ধরি কালিকায়।
বিপরীত রতে রত হৈলে রক্ষা পায়॥
শুনি দেবগণ সহ চলিলা বাসব।
শিবের নিকটে সবে করিছেন স্তব॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শিব শয়নোপরি কালিকার বিহার।

সকাতরে দেবগণ কহে পঞ্চাননে।
রক্ষা কর বিশ্বনাথ কৃপাবলোকনে॥
কালিকার নৃত্য-রঙ্গে ধরাতল যায়।
হৃদে ধরি বিপরীতে শান্ত কর তায়॥
এইরূপ নিবেদিয়ে করিল বিনয়।
আশুতোষ পশুপতি স্তবে তুষ্ট হয়॥
দেবতা সহিত উপনীত পঞ্চানন।
যথা রণস্থলে কালী করেন নর্ত্তন॥
সব মেঘ-পুঞ্জ আভা আলু থালু কেশ।
দেখিয়া শিবের মনে অনঙ্গ আবেশ॥
সম্মুখে পড়িলা শিব করিয়া শয়ন।
নাচিতে নাচিতে কালী কৈল আরোহণ॥
উন্মত্তা নাহি জ্ঞান লজ্জা-সজ্জাগতা।
শিবোপরি হৈলা বিপরীত রতে রতা॥
শঙ্করবাহিনী কালী কাল নিবারণা।
স্থির হৈল বসুমতী কালীর সান্ত্বনা॥
এ অবধি শিবারূঢ়া[১] হইল শঙ্করী।
সুস্থ হৈল দেবগণ কালী স্তব করি॥
দূত গিয়ে দুর্গাসুরে কহিল তখন।
করাল পড়িল রণে শুনহ রাজন॥
শুনি দৈত্যেশ্বর কোপে হুতাশন প্রায়।
সেনাপতি উর্দ্ধশিখে সমরে পাঠায়॥
চলে মহাবীর নিজ সেনা সঙ্গে করি।
মার মার শব্দেতে বিবিধ অস্ত্র ধরি॥
রথ-রথী অগণন বিস্তর পদাতি।
অসি-চর্ম্ম ধানুকি অসংখ্য ঘোড়া হাতি॥
সমরে প্রবেশি আসি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ত্রিভুবন কম্পবান শঙ্কা দেবতার॥
ত্রস্ত হয়ে চলে কালী সেনাগণ সঙ্গে।
উপনীত হৈলা গিয়া সংগ্রামেতে রঙ্গে॥
ঘোরতর হুহুঙ্কার মালসাট মারে।
শব্দে নত পরিপূর্ণ ধনুক টঙ্কারে॥

১। শিবারূঢ়া—শিবাসনা ; শিবের বক্ষোপরে উপবিষ্টা।

শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর তারা মূর্ত্তি প্রকাশ।

রাগিণী কল্যাণী,—তাল আড়া।

তারাগো ভরসা চরণ তব ভব পারাপারে। তোমা বিনে ত্রিসংসারে আর কেবা তারে॥ দেখিয়া ভবের রঙ্গ, থর থর কাঁপে অঙ্গ, কুসঙ্গী হইয়াছে সঙ্গ : তরঙ্গ পাথারে। হাতে দণ্ড কেরুয়াল, ছয় দণ্ডি হলো কাল, কর্ণধার কি করিবে ডুবালে আমারে॥ ধুয়া॥

যোগিনী ডাকিনীগণ নাচিছে সমরে।
হাকিনী শাকিনী ষট্-নায়িকা খেচরে॥
ভৈরব বেতাল তাল কাল মহাকাল।
ভূত প্রেত পিশাচ নাচিছে ভাল ভাল॥
দৈত্যসেনা বিনাশিছে সংগ্রামের মাঝে।
মহাকোপে উর্দ্ধশিখ[১] সমরেতে সাজে॥
মার মার শব্দ করি ধরে ধনুখান।
বরিষয়ে বাণ ত্রিভুবন কম্পবান॥
রবিকর আচ্ছাদিত নাহি চলে দৃষ্টি।
একাক্রমে এত ঘায় কৈল বাণ বৃষ্টি॥
কালিকা সমর করে ধরি খাড়া ঢাল।
অসিতে কাটিয়া অস্ত্র যুদ্ধে করে ঢাল॥
অপর অসুর নাশি রক্ত করে পান।
কত হাতি ঘোড়া খায় নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি কোপে উর্দ্ধশিখ মহাবীর।
বরিষণ করে বাণ গরজে গভীর॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ হৈল কালিকার।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতিয়া[২] বহিছে রক্তধার॥
নিবারিতে নারি শর ব্যস্ত অতি কালী।
টিটকারী দৈত্য নাচে দিয়ে করতালি॥
বধ্য নয় উর্দ্ধশিখ ভাবিয়া তখন।
ভঙ্গ দিয়া চলে রণে দেবী সেনাগণ॥
কাত্যায়নী আগে গিয়া করে নিবেদন।
এবার সংগ্রামে জয় হৈল দুর্ঘটন॥
যুদ্ধে স্থির হৈতে নারি সম্মুখে তাহার।
বিহিত যা হয় কর কর্ত্তব্য ইহার॥
আমার নাহিক সাধ্য সংগ্রামেতে আর।
শুনে মহাক্রোধ মনে হৈল চণ্ডিকার॥
আক্রোশে আবেশ রোষে ছাড়েন হুঙ্কার।
শব্দে স্তব্ধ তিন লোক কম্পে পারাবার॥
উর্দ্ধশিখ এক জটা ছিঁড়িয়া ফেলিল।
কায়াভেদে তারারূপ ধারণ করিল॥
নীলবর্ণ লোলজিহ্বা দশন বিকটে।
ভুজঙ্গ-ভূষণ বদ্ধ উর্দ্ধ এক জটে॥
ত্রিনয়না লম্বোদরা ব্যাঘ্রছাল পরা।
খড়্গ-কাতি নীলপদ্ম মুণ্ড-খর্পধরা॥
চারি হাতে শোভা করে এই চারি শালে।
পাঁচখানি অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত কপালে॥
মহাউগ্র বেশে তারা দিয়া দরশন।
চলিলেন সেনা-সঙ্গে করিবারে রণ॥
শ্রীনন্দকুমার ভণে মধুরস গান।
কর কাত্যায়নী তারা নৃসিংহে কল্যাণ॥

উর্দ্ধশিখ বধ।

আস্ফালনে মহাতারা চলিল সমরে।
সঙ্গে চলে দেবীসেনা নানা অস্ত্র ধরে॥
মহাদাপে কম্পে ধরা করে টলমল।
সংগ্রামে শঙ্করী-সেনা হইল প্রবল॥
দৈত্যগণ নাচে সব করি আস্ফালন।
খর্পর পূরিয়া রক্ত খায় দানাগণ॥
ছটপাট চটচাট পড়ে চটচটি।
গুমগাম লাথি কিল মারে পটপটি॥
প্রলয় হইল দৈত্যসেনা হৈল নাশ।
দেখিয়া অসুর-সেনাপতি ভাবে ত্রাস॥
তথাপি সাহসে ভর করিয়া আইল।
ধনুর্ব্বাণ ধরি বীর যুদ্ধ আরম্ভিল॥
মহাকোপে মহাবীর করে প্রহরণ।
খড়্গেতে সকল তারা করে নিবারণ॥
যত বাণ মারে সব করেন বিনাশ।
কৌতুকে তারার মুখে অট্ট অট্ট হাস॥

১। উর্দ্ধশিখ—উর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে শিখা (চেতন) যার। ২। তিতিয়া—ভিজিয়া।

খড়্গাচোটে কাটে রথ তুরঙ্গ সারথি।
বিরথী হইয়া বীর নামে বসুমতী॥
ভূমে থাকি মারে বাণ ঘোর দরশন।
খড়্গাচোটে বামহস্ত করিলা ছেদন॥
ধনুঃশর বামহস্ত ভূমেতে পাড়িল।
ডানি হাতে ধরি খাঁড়া মারিতে চলিল॥
দেখি তারা ডানিহস্ত কাটিলেন তার।
পদাঘাত করিবারে যায় পুনর্ব্বার॥
পুনঃ তারা কাটিয়া পাড়িল দুই পায়।
ব্যাদন করিয়া মুখ গিলিবারে যায়॥
কাতিতে কাটিয়া তারে করি দুইখান।
খর্পর পুরিয়া তারা রক্ত করে পান॥
নাচে রণোৎসবে সবে দিয়ে জয় গায়।
মধুর মঙ্গল গাঁথা কবিরত্ন গায়॥

উদ্ধতাসুরের যুদ্ধ।

উৰ্দ্ধশিখ হৈল নাশ, খণ্ডিল দেবের ত্রাস,
নাচে তারা উন্মত্তা হয়ে।
বিগলিত জটাজূট, গর্জ্জে ভুজঙ্গ মুকুট,
শ্রম শান্তি সব উরে রয়ে॥
যোগিনী ডাকিনী সবে, নাচে গায় মহোৎসবে,
ভূত-প্রেত রক্ত-মাংস খায়।
নায়িকা-শক্তি রঙ্গিণী, সবে বয়স সঙ্গিনী,
সবে সুধা অধরে যোগায়॥
মহানন্দে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ,
বিদ্যাধরী নাচে সুললিত।
অপ্সরী গন্ধর্ব্বগণ, করে দুন্দুভি-ঘোষণ,
কিন্নর মধুর গায় গীত॥
এইরূপে রণজয়, কোরে পুলকিত হয়,
রণভূমে ছাড়ে সিংহনাদ।
উৰ্দ্ধশিখ পড়ে রণে, দূতমুখে ততক্ষণে,
দুর্গাসুর পাইল সংবাদ॥

কোপে কাঁপে কলেবর, স্থির নহে থর থর,
উদ্ধতেরে সমরে পাঠায়।
দৈত্যেশ্বর আজ্ঞা পায়, দম্ভে ধরণী কাঁপায়,
রণমুখী হৈয়া বীর ধায়॥
দুর্জ্জয় অসুর সঙ্গে, সমরে প্রবেশি রঙ্গে,
মহামার কৈল উপস্থিত।
সন সন ছাড়ে শরে, গদা ঠন ঠন করে,
ধনুর টঙ্কার বিপরীত॥
শুনে দেবী-সেনাগণ, ধায় করিবারে রণ,
নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ।
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার, হান হান মার মার,
কাট কাট গভীর গর্জ্জন॥
ভূত-প্রেত নিশাচর, রুদ্র ভৈরব খেচর[১],
মহাকাল করবাল[২] করে।
বেতাল বটুকে যত অস্ত্র ধরি নানামত,
সিংহনাদ ছাড়িছে সমরে॥
যোগিনী ডাকিনীগণে, নায়িকা-শক্তির সনে,
কালী তারা আসি রণ করে।
বিশ বিশ জনে ধরি, বদনে নিক্ষেপ করি,
অবহেলে পূরিছে উদরে॥
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল, রক্তে রণ ভাসাইল,
দেখিয়া উদ্ধত এলো রণে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া, নানা শর বরষিয়া,
আচ্ছাদিল রবির কিরণে॥
ঘোরতর করে রণ, হাঁক ডাক আস্ফালন,
ক্রমে আট দিন গত হয়।
যুদ্ধ হয় ঘোরতর, সম্বরণ নহে শর,
দেবী-সৈন্য হৈল পরাজয়॥
কাত্যায়নী আগে তারা, কহেন সংগ্রাম-ধারা,
উৰ্দ্ধশিখে যে রূপ নাশিলা।
শুনে দেবী হৈমবতী, আনন্দিত হয়ে অতি,
পুনঃ রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা॥
এবার কে আইল রণে, যুদ্ধ কর কার সনে,
শুনে তারা কহিতে লাগিল।
নৃসিংহে আশীষ করি, সেবা করি মহেশ্বরী,
শ্রীনন্দকুমার বিরচিল॥

১। খেচর—পাখি। ২। করবাল—তরবারি।

উদ্ধতাসুর বধে দেবীর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি প্রকাশ।

ত্রাহি তারিণী প্রণত জনে।
বিহীন ভজন মরি বিচেতনে॥ ধুয়া॥

তারা কন তারিণী গো সমরে এবার।
উদ্ধত-অসুর রণে করে আড়ম্বর॥
সম্মুখে তাহার স্থির হইতে না পারি।
স্বগণ সহিত পলায়ন কৈনু হারি॥
শুনিয়া শঙ্করী হৈলা ক্রোধে হুতাশন।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ঘন নিশ্বাস বচন॥
ক্রোধে রূপ ধারণ করিলা ভয়ঙ্করী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না রাজরাজেশ্বরী॥
ভালে সুধাকর-কলা শোভে নিরঙ্কুশা।
চারি করে ধরে ধনুর্ব্বাণ পাশাঙ্কুশা॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা নানা আভরণ।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যোগিনী প্রেতগণ॥
উদ্ধত উদ্ধত[১] বড় ঘোর দরশন।
তারে বিনাশিতে রণে করিলা গমন॥
সঙ্গে চলে যত সেনা আস্ফালন করি।
সংগ্রাম করেন গিয়া রাজরাজেশ্বরী[২]॥
মহাকোপে অসুর অমরে করে রণ।
বিনাশ হইল যুদ্ধে বহু সেনাগণ॥
রক্তে নদী বহে তথা অতিশয় স্রোতে।
ভাসিল মাতঙ্গ বাজী শতাঙ্গ সস্রোতে॥
রক্তারক্তি হৈল অঙ্গ ভৈরবাদি সব।
প্রেমানন্দে দেবী-সেনা করিছে তাণ্ডব॥
দেখিয়া উদ্ধত কোপে করিছে সমর।
চাপে চড়াইয়া চড়া হানে চোখা শর॥
বিন্ধিছে যতেক শঙ্করীর সেনাগণে।
অস্থির হইয়া দেবী অসুরের রণে॥
মারে বাণ অবিরত অসুরের গায়।
আচ্ছন্ন হইল রবি দৈত্য ভয় পায়॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ উদ্ধত-অসুর।
দলিতাঙ্গ দর দর দলিত প্রসুর॥
নিবারিতে নারে বান দানব কাতর।
বল টুটে হইল জর্জ্জর কলেবর॥
মহাবিদ্যা বিশলা যুঝিছে একশাটে।
চতুরঙ্গ শতাঙ্গ সারথি শরে কাটে॥
উদ্ধতের অসি-চর্ম্ম গদা তূণ ধনু।
কাটিয়া নিরস্ত্র করি বিন্ধিছেন তনু॥
ভাবিছে অপার দৈত্য মাতঙ্গ ধরিল।
রাজরাজেশ্বরী প্রতি নিক্ষেপ করিল॥
তাহাকে কাটিল দেবী প্রথম সন্ধানে।
নিষ্ঠুর অসুরে চূর[৩] কৈল বজ্রবাণে॥
উদ্ধত পড়িল রণে নাচয়ে কৃপাণী।
দৈত্যগণে করে তার ধড় টানাটানি॥
প্রফুল্ল চণ্ডিকা-সৈন্য করে জয় জয়।
ত্রিদশের গেল ত্রাস হইল নির্ভয়॥
রণজয়ী বাদ্য বাজে সমরে তখন।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় নূতন কীর্ত্তন॥

অত্র মধ্যে রাজরাজেশ্বরীর বিবাহ।

তাণ্ডব তরল তক যায় ধরাতল।
কাল বুঝি কামদেব হইল প্রবল॥
আসক্ত মদনে মন মহাবিদ্যা নাচে।
উপনীত উর্ব্বীধর তনয়ার কাছে॥
রণজয় বার্ত্তা দিয়া নৃত্য আরম্ভিল।
মহাসুখী মহামায়া হাসিতে লাগিল॥
কাম রঙ্গ কাত্যায়নী দেখিয়ে তাহার।
উদ্বাহ উদ্যোগ তবে হৈল অভয়ার॥
কিবা লীলা চমৎকার বুঝা হয় ভার।
কায়া ভেদে ভিন্ন ক্রিয়া কর্ম্মে আপনার॥
পরম শিবেরে দেবী করিলা স্মরণ।
স্মৃতিমাত্র শঙ্কর দিলেন দরশন॥
রত্ন-সিংহাসনে শিব করিলা শয়ন।
নাভিস্থলে শতদল হইল তখন॥
সকল দেবতাগণ আইল তথায়।
নাভিপদ্মে রাজ-রাজেশ্বরীরে বসায়॥

১। উদ্ধত—দুর্ব্বিনীত। ২। রাজরাজেশ্বরী—পৃথিবী পালনকারী রাজা—সেই রাজার যিনি রাজা, অর্থাৎ ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বরী (পলিচালিকা, রক্ষাকর্ত্রী) তিনিই রাজরাজেশ্বরী। ৩। চূর—চূর্ণ।

অনভূত অসম্ভব বিবাহ বিহিত।
পতি পরে প্রকৃতি রহিল বিপরীত॥
গোপন তন্ত্রের কথা কল্পিত আগমে।
শূন্যে সিংহাসন রহে লোক-জন বামে॥
অসম্ভব ভাবি ভব কৈলা দ্বিধারূপ।
নিয়ম করিলা দেবগণেতে তদ্রূপ॥
হরি-হর হিরণ্যগর্ব্ভার চিত্রধর।
চারিজনে শঙ্করীর সিংহাসন-ধর॥
বিধানে বাসব বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথে।
সিংহাসন ধরিয়া রহিলা সবে মাথে॥
বিধিমতে বিবাহ হইল শিব সনে।
মঙ্গলাচরণ করি নাচে দেবগণে॥
এই অবধি চতুর্ব্বহা রাজরাজেশ্বরী।
বিখ্যাত হইল মিনতি শুনহে ভাগুরি॥
ভাগুরি কহেন অতি অপূর্ব্ব আখ্যান।
সুস্থ হৈনু তব মুখে শুনিয়া ব্যাখ্যান॥
পরে কি হইল কহ বিস্তারিত করি।
কোন মূর্ত্তি প্রকাশিলা সমরে শঙ্করী॥
মার্কণ্ডেয় বলেন উদ্ধত হৈল চূর।
দূত-মুখে সংবাদ পাইল দুর্গাসুর॥
মহাকোপে দুর্গা হৈল অনলের প্রায়।
আয়োদন নামে দৈত্য সংগ্রামে পাঠায়॥
দ্বিজ কবিরত্ন গায় ভাবিয়া অভয়া।
করগো করুণাময়ী নৃসিংহেরে দয়া॥

আয়োদনাসুরের যুদ্ধ।

মহাসুর আয়োদন, ধায় করিবারে রণ,
নানা প্রহরণ করে ধরি।
শার্ঙ্গ[১] মাতঙ্গ কত, তুরঙ্গ বিড়ঙ্গ[২] যত,
শত শত সেনা সঙ্গে করি॥
লম্ফে ঝম্ফে চলে যায়, শঙ্কা নাহি করে কায়,
মহাকায় গরজে গভীর।
ভীষণ ভীষণ করে, শমন যাহারে ডরে,
পদভরে কম্প বাসুকীর॥
সঘনে টঙ্কার শব্দ, চতুর্দ্দশ পুরস্তব্ধ,
শঙ্খধ্বনি পূরিল আকাশ।
প্রবেশিয়ে রণস্থলে, ফিরিতেছে কুতূহলে,
দেখিয়া ত্রিদশ ভাবে ত্রাস॥
শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর, ধায় চণ্ডিকার চর,
নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ।
দন্তে দমে বসুমতী, সঘনে কম্পিত অতি,
মহোদধি অস্থির জীবন॥
অসংখ্য যোগিনীগণ, ডাকিনী ব্যোমচারণ,
বটুক ভৈরব মহাকাল।
শক্তি নায়িকা হাকিনী, ভূত পিশাচ শাকিনী,
রাক্ষস বেতাল ব্রহ্মতাল॥
করেতে খট্টাঙ্গ ঢাল, কার গলে মুণ্ডমাল,
কেহ নৃকপাল করে ধরি।
আদ্য মহাবিদ্যা তিন, অবয়ব ভিন ভিন,
কালী তারা রাজরাজেশ্বরী॥
ধরিয়া বিবিধ বাণ, ডাকিছেন হান হান,
বিনাশ করিছে দৈত্যগণে।
শোণিত পূরি খর্পরে, চণ্ডিকার সহচরে,
রক্ত খায় মহানন্দে রণে॥
সৈন্য হৈল বিনাশন, দেখি কোপে আয়োদন,
রণে আসি পূরিছে সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া টান, হানে লক্ষ লক্ষ বাণ,
ত্রিভুবন হয় কম্পমান॥
শরেতে আচ্ছন্ন কৈল, দেবীরা কাতর হৈল,
সম্বরণ করিতে না পারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া যায়, দৈত্যগণ পাছু ধায়,
ধর ধর বলি ধরিবারে॥
ব্যস্ত হৈয়া চণ্ডিকায়, বার্ত্তা দিল নায়িকায়,
অপমান হইলাম রণে।
আয়োদন মহাবীর, কেহ যুদ্ধে নহে স্থির,
শ্রীনন্দকুমার কবি ভণে॥

১। শার্ঙ্গ—ধনুক। ২। বিড়ঙ্গ—একপ্রকার ফল।

আয়োদনাসুরের যুদ্ধে দেবীর ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি প্রকাশ।

শুনে কোপমতী কাত্যায়নী কোপ করে।
আঘূর্ণিত[1] রক্তচক্ষু প্রস্ফীত অধরে॥
অঙ্গ কাঁপে থর থর নাহি হয় স্থির।
নেত্র হইতে ধক্ ধক্ অনল বাহির॥
কোপে কাত্যায়নী কাঁপে স্থির নহে মতি।
হইলা ভুবনেশ্বরী মহেশ প্রকৃতি॥
রক্তবর্ণ ত্রিনয়না জটাজুট মাথে।
পাশাঙ্কুশ বরাভয় শোভে চারি হাতে॥
অর্দ্ধসুধা-রশ্মি ভালে পীতাম্বরা ধরা।
সর্ব্ব অঙ্গে মণিময় আভরণ পরা॥
ঘোর বেশী এলোকেশী হয়ে অবতার।
শত্রুনাশ করা এক ছাড়িলা হুঙ্কার॥
মহাভয়ে ত্রিলোক হইল সকম্পিত।
চলিলা সমরে দেবী অতি পুলকিত॥
মহাবেগে রণে গিয়া করি অট্টহাস।
ভয়ঙ্কর বেশে করে দানব বিনাশ॥
কত কাটে সংখ্যা নাহি আথালি পাথালি।
উদর পূরিয়া রক্ত পান করে কালী॥
বহিছে দানব সেনা নাহি জানি শেষ।
পদ্ম ভাঙ্গে করি করি সলিলে প্রবেশ॥
রক্তে নদী বহে ঠাট শোণিতে সাঁতারে।
দেখে আয়োদন আইল যুদ্ধ করিবারে॥
তুমুল সংগ্রাম করে আয়োদন বীর।
শরেতে ভুবনেশ্বরী হইল অস্থির॥
ঘোরনাদ ছাড়ে বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইয়া ভঙ্গ দেয় দেবীগণ॥
ভুবনেশ্বরীর প্রতি যত বাণ মারে।
অঙ্কুশ প্রহারে দেবী সকল বিদারে॥
পাশেতে বান্ধিয়া দেবী অঙ্কুশের ঘায়।
বিনাশিয়া দৈত্য যমালয়েতে পাঠায়॥
আয়োদন মহাসুর ঘোর রণ করে।
বিন্ধিছে দেবীর অঙ্গ নানাবিধ শরে॥
তাহে মহাবিদ্যা হৈল কোপমতি অতি।
অঙ্কুশ ধরিয়া ধায় নড়ে বসুমতী॥
পদাঘাতে রথ-রথী করি করে চূর।
হুতাশে ত্যজিল প্রাণ অনেক অসুর॥
বেগবতী বেগে গিয়া আয়োদন বীরে।
পদাঘাতে পাড়িয়া অঙ্কুশ মারে শিরে॥
বুকে পদ দিয়া তায় কৈল আক্রমণ।
ত্যজিল জীবন সেনাপতি আয়োদন॥
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিছে কৌতুকে।
দেবগণ নৃত্য করে মহানন্দে সুখে॥
যুদ্ধে জয় করি দেবী ছাড়ে সিংহনাদ।
পলায় অসুরগণ গণিয়া প্রমাদ॥
দূত-মুখে শুনি দুর্গাসুর কোপ অতি।
দ্বীপীমুখে সংগ্রামে পাঠায় শীঘ্রগতি॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দ্বীপীমুখাসুরের যুদ্ধে দেবীর ভৈরবী মূর্ত্তি প্রকাশ।

দৈত্যাধিপতির আজ্ঞা পেয়ে দ্বীপীমুখ[2]।
সৈন্যসহ সংগ্রামেতে হইল উৎসুক॥
প্রবেশি সমরে আসি করে মহামার।
সহিতে না পারে রণ সেনা চণ্ডিকার॥
অম্বিকা নিকটে গিয়া দিলা দরশন।
কহিল যে রূপে নাশ হৈল আয়োদন॥
এবার সংগ্রাম দেবী হয় অসম্ভব।
দ্বীপীমুখ যুদ্ধে মোরা হৈনু পরাভব॥
দুর্জ্জয় অসুর সেনাপতি বলবান।
ত্রিভুবন তাহার সমরে কম্পবান॥
শুনি কাত্যায়নী ক্রোধে করে গর গর।
কর পদ হৃদয় কাঁপিছে থর থর॥
আস্ফালন করে দেবী ত্রিলোকের ত্রাস।
মহাক্রোধে হৈলা রূপ ভৈরবী প্রকাশ॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা মুণ্ডমালা গলে।
বরাভয় পুঁথি অক্ষমালা করতলে॥

১। আঘূর্ণিত—ঈষৎ ঘূর্ণিত ; ভ্রমিত। ২। দ্বীপীমুখ—চিতাবাঘের ন্যায় মুখ যাহার।

ত্রিলোচনা মুক্তকেশী ভালে সুধাকর।
নানা আভরণেতে ভূষিত কলেবর॥
দিগম্বরী ভয়ঙ্করী সৃক্কে রক্ত গলে।
ঘোর অট্ট হাসিতে শঙ্কা পাইল সকলে॥
চলিলা সামন্ত সঙ্গে ভৈরবী সমরে।
সংগ্রাম আরম্ভ করে অতি ভয়ঙ্করে॥
সেনাগণ মারে কাটে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে বহু দৈত্য হইল সংহার॥
দেখি দ্বীপীমুখ যুদ্ধ করে ঘোরতর।
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার কবিবর॥

দ্বীপীমুখ বধ।

রাগিণী মালকোষ,—তাল আড়া।

ভালে নাচে রণ করা। ভৈরব ভৈরবী করা।

ধরি ধনুর্ব্বাণ, পূরিয়া সন্ধান,
দ্বীপীমুখ করে রণ।
চোখা চোখা শর, দেবীর উপর,
করিতেছে বরিষণ॥
আচ্ছাদিত ভানু, বাণেতে কৃষাণু[১],
ধিক ধিকি ধিকি জ্বলে।
মারে এক গুণে, বাড়ে শত গুণে,
গর্জ্জে আকাশ মণ্ডলে॥
দানবের দাপে, ধরাধর কাঁপে,
কেহ রণে স্থির নয়।
যোগিনী ডাকিনী, নায়িকা শাকিনী,
শক্তিগণে পরাজয়॥
বিদ্যা চারি জনে, যুঝে আসি রণে,
পরাভব হয় প্রায়।
ভৈরবী দেখিয়া, ক্রোধেতে ভাবিয়া,
নাশিতে আইল তায়॥
আয়ুদর কেশে, উন্মত্তের বেশে,
আথালি পাথালি মারে।
সম্মুখেতে যায়, দেখিবারে পায়,
ধরিয়া খাইছে তারে॥
ধরিয়া ত্রিশূল, নাশে দৈত্যকুল,
আকুল সকল সেনা।
পলাইতে চায়, দেবী ধরে তায়,
কেহ এড়াইতে পারে না॥
ধরি দ্বীপীমুখে, ভৈরবী কৌতুকে,
মুষ্টিতে করিলা চূর।
ভঙ্গ দিয়া সব, পলায় দানব,
বার্ত্তা পায় দুর্গাসুর॥
অঘোর দানবে, পাঠাইলা তবে,
বিনাশিতে দেবীগণে।
দানব দুর্জ্জয়, সঙ্গে সেনাচয়,
হাতি ঘোড়া অগণনে॥
ধরি খাঁড়া ঢাল, সমরের কাল,
অঘোর করে সমর।
হৈল ব্যতিব্যস্ত, সবে হয় ত্রস্ত,
সমরে ভাবিছে ডর॥
পরাজয় রণে, হয় দেবীগণে,
না পারে সহিতে রণ।
পড়িয়া সঙ্কটে, শঙ্করী নিকটে,
সকলে আসিয়া কন॥
বিস্তারিয়া সব, অঘোর দানব,
যে রূপে সমর করে।
শুনিয়া পার্ব্বতী, হৈলা কোপমতি,
অল্প হাসিলা অধরে॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে,
নরাঙ্কিতে দেবী কন।
অভিমতে সেই, গীত গাঁথা এই,
কবিরত্ন বিরচন॥

অঘোরাসুর বধে দেবীর ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি প্রকাশ।

কোপে কাঁপে কলেবর নাহি হয় স্থির।
কায় ব্যূহ হৈল এক প্রকৃতি শরীর॥
কোকনদ বরণী মুণ্ডাস্থি-মালা[২] গলে।
দিগম্বরী দুই ভুজ খড়গ করতলে॥

১। কৃষাণু—অগ্নি। ২। মুণ্ডাস্থি-মালা—মুণ্ড এবং অস্থি নির্ম্মিত মালা।

ত্রিনয়না শিরে জটা শশী-কপালিনী।
ঘোর উগ্রা মূর্ত্তি নাগযজ্ঞোপবীতিনী[১]॥
দুই সখী আছে সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী।
সৃক্কে বহে রক্তধারা নমস্তে ভবানী॥
আঘোর বিনাশে ছিন্নমস্তা আখ্যা তাঁর।
আকাশ পাতাল হৈল কলেবর যাঁর॥
দৈত্যযুদ্ধে মহাদেবী করিলা প্রস্থান।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে উড়ে প্রাণ॥
সঙ্গে শক্তি ভৈরব করিছে ঘোর রব।
ত্রাসিত হইল শুনে যতেক দানব॥
সমরে প্রবেশি দেবী করে ঘোর রণ।
অসি ধরে মারে অসুরের সেনাগণ॥
দশ-বিশ জনে ধরি চিবায় দশনে।
খর্পর পূরিয়া রক্ত করিছে অশনে॥
ঘোরতর করে রণ না করে বিশ্রাম।
পলায় দানব-সেনা না সহে সংগ্রাম॥
তাহা দেখি অঘোর করিছে ঘোর রণ।
ব্যতিব্যস্ত সবে শরে যত দেবীগণ॥
ক্রোধে কাঁপে মহাদেবী আপনা পাশরে[২]।
তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দানবেরে নাশ করে॥
দেবীর দাপটে ধরা কাঁপে থরহরি।
রক্ত বহে স্রোতে হেন ভাদ্রপদে দরী॥
উগ্রবেশে ভ্রমিছেন শোণিত-ভক্ষিণী।
সঙ্গে অসিহস্তা দুই ডাকিনী রক্ষিণী॥
কোপে দেবী ধরিলেন অঘোরের কেশ।
টানিয়া লইয়া সমরের এক দেশ॥
খরশান খড়্গে কাটি কৈলা দুইখান।
সহচরী সনে তার পুষ্প কৈলা পান॥
জয় জয় দিয়া নাচে যত দেবগণ।
নির্জ্জর করিছে সুখে পুষ্প বরিষণ॥
নাচে মহাবিদ্যা রণে পুলকিত কায়।
মারে কাটে ধরে খায় সম্মুখে যা পায়॥
হাতি ঘোড়া রথ রথী দানব সমরে।
পাইলে আহার করে নাহি আত্ম-পরে॥
অজীব সজীব তার নাহি বিবেচনা।
উদর পূরিয়া ভ্রমে তাণ্ডবে মগনা॥

সর্ব্ব অঙ্গে রক্তধারা ভয়ঙ্কর বেশী।
আকাশে ঠেকিল মাথা বিগলিত কেশী॥
অপর অসুর সব পলাইল ডরে।
মহাবিদ্যা সখী সনে নাচিছে সমরে॥
মহাবিদ্যা ঠাকুরাণী আপনি যেমন।
দুই সখী সমিভ্যারে মিলেছে তেমন॥
খেতে দড় নিজে হেন সঙ্গিনীরা তাই।
হয়-হস্তী রথ-রথী মুখে দিলে নাই॥
ভয়ে কেহ নাহি রহে নিকটে তাঁহার।
কি জানি ধরিয়া কারে করয়ে আহার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ছিন্নমস্তার সরুধির পান।

কুরু করুণাময়ী প্রণত জনে।
অনুগত আশ্রিত তব শ্রীচরণে॥ ধুয়া॥

ক্ষুধানলে শান্তি মহাবিদ্যার না হয়।
তাহা দেখি দেবতাগণের হৈল ভয়॥
সর্ব্বনাশ হৈল আজি নাহিক নিস্তার।
এত বলি দেবগণ ভাবিছে অপার॥
কি রূপে শান্ত হবে না দেখি উপায়।
অনুপায় ভাবি সবে কহে বিধাতায়॥
বিধি কহিলেন বিধি এই এক সার।
কামোদ্রেক করাইয়া দেও অভয়ার॥
কন্দর্পের শরাঘাতে ক্ষুধা পাশরিবে।
আসক্ত মদনে হয়ে সঙ্গম ইচ্ছিবে॥
পারা যাবে তখন তাহার চিন্তা নাই।
রতিধীর সপক্ষত মহেশ গোঁসাই॥
ইহা বলি কামদেবে দিলা পাঠাইয়া।
আইল মদন পুষ্পধনুক লইয়া॥
আকর্ণ পূরিয়া প্রহারিল পঞ্চবাণ।
দেবীর নিকটে বাণ না করে প্রয়াণ॥
বাহুড়িয়া[৩] আইল পুনঃ মদনের শর।
ব্যর্থ শর মীনকেতু হইল ফাঁপর[৪]॥

টীকা। ১। ... ২। পাশরে—ভুলিয়া যায়। ৩। বাহুড়িয়া—ফিরিয়া। ৪। ফাঁপর—হতবুদ্ধি।

বিচার করিল মনে কি করি এখন।
শরাঘাতে শঙ্করীর মুগ্ধ নহে মন॥
অতঃপর সাক্ষাতে যে করিব জৃম্ভন।
দেখিব মোহিত দেবী না হয় কেমন॥
এত বলি রতি সহ মদন আপনি।
অবশাঙ্গ হয়ে তবে নামিলা অবনী॥
মহাবিদ্যা আগে আসি রহে রতিপতি।
মোহ হেতু আরম্ভিলা বিপরীত রতি॥
উর্দ্ধে রতি অধেঃ[1] কাম হইল মিলন।
দেখি মহাবিদ্যা দেবী হাসিলা তখন॥
মনে মনে ভাবিলেক কাম-ব্যবহার।
কাম-মোহে ক্ষুধা শান্তি করিবে আমার॥
কামের কি সাধ্য কামী করিবে আমায়।
গুমান[2] করিয়া গুঁড়া দেখাব উহায়॥
হায়রে মদন তোর বুদ্ধি সাধারণ।
আমাকে ত পাও নাই সামান্য এমন॥
এত বলি হৈমবতী ত্বরায় তখন।
রতি-কামোপরে আসি কৈল আরোহণ॥
দুই পাশে দুই সখী সঙ্গেতে দাঁড়ায়।
ক্ষুধিত হইয়া দেবী কাছে খেতে চায়॥
দেখিয়া অমরগণ চিন্তাকুল সব।
আর কে রাখিবে কাম হৈল পরাভব॥
বিধাতা সহিত তবে দেবতা বাসব[3]।
মহাবিদ্যা কাছে আসি করিতেছে স্তব॥
রক্ষা কর সৃষ্টি মাতা ত্রিশক্তি অনুপা।
সাধ্যবরানিকা ক্ষুধা তুমি ক্ষুধারূপা॥
স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী করিলা অভয়।
চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি হয়॥
এত বলি নিজমুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ॥
কণ্ঠ হৈতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।
এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায়॥
দুই ধারে দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ রক্তে ক্ষুধানল করিলা নির্ব্বাণ॥
সুস্থ হৈল দেবগণ সুখে নাচে গায়।
পার্ব্বতী পাইয়া বার্ত্তা সুখী হৈল তায়॥
আপন নিকটে রাখে ছিন্নমস্তা কায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

ধূমাসুরের যুদ্ধ।

ভাগুরি মার্কণ্ডে কন, কহ শুনি তপোধন,
বিস্ময় হয়েছে মোর জ্ঞান।
ছিন্নমস্তা উপাখ্যান, রতি কামে আরোহণ,
কোন তন্ত্রে ইহার প্রমাণ॥
তন্ত্র শুনেছি অনেক, তুমি কহিলে যে এক,
মতামতে মতভেদ হয়।
শুনি মার্কণ্ডেয় কন, শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ,
ইহাতে না করিহ সংশয়॥
কত লীলা অবতার, হয়ে ছিল চণ্ডিকার,
কেবা সংখ্যা করিবারে পারে।
বিদ্যোৎপত্তি একবার, হয়েছিল এ প্রকার,
আছে কল্প আগম বিস্তারে॥
শুনিয়া ভাগুরি কয়, পুনঃ কহ মহাশয়,
কোন মূর্ত্তি হইলা প্রকাশ।
কিরূপে হইল রণ, শুনি তার বিবরণ,
কোন দৈত্য হইল বিনাশ॥
কহিছেন ঋষিবর, অঘোর পড়িলে পর,
দুর্গাসুর পাইল সংবাদ।
ছিন্নমস্তা ব্যবহার, শুনে ভয় হৈল তার,
মনে মনে ভাবিছে প্রমাদ॥
ব্যস্ত হয়ে দৈত্যপতি, সংগ্রামেতে শীঘ্রগতি,
ধূমাসুরে করিলা প্রেরণ।
লৈয়ে নিজ দলবল, প্রবেশিল রণস্থল,
হুহুঙ্কার ছাড়িল ভীষণ॥
শুনি শঙ্করীর গণ, আইল করিতে রণ,
বিক্রমে ব্যথিত বসুমতী।
মহামার করি আর, দৈত্য করিয়া সংহার,
গর্জ্জে শক্তিসেনা কোপমতী॥

১। অধেঃ—নিম্নদেশে। ২। গুমান—গর্ব্ব; গুমোর (গুমর)। ৩। বাসব—ইন্দ্র।

বিনাশে দানব সব, নাচে বটুক ভৈরব,
ভূত-প্রেত রক্ত করে পান।
অসংখ্য হইল নাশ, দৈত্যগণে ভাবে ত্রাস,
পলাইতে করে অনুমান॥
ধূমাসুর মহাবীর, দেখিয়া সেনা অস্থির,
রাগেতে হইল আগুয়ান।
আস্ফালনেতে গর্জ্জিয়া, ধনুকে টঙ্কার দিয়া,
প্রহার করিছে খরবাণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাস, যুগল উদ্যানে বাস,
তাঁর অনুমতি অনুসারে।
চণ্ডিকার প্রীতে গীত, নব কাব্য বিরচিত,
কবিরত্ন শ্রীনন্দকুমারে॥

ধূমাসুর বধে দেবীর ধূমাবতী মূর্ত্তি প্রকাশ।

ধূমাসুর ধুমধামে করে মহারণ।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবীগণ॥
শঙ্করীর সম্মুখে সকলে গিয়া কয়।
ধূমাসুর যুদ্ধে মো সবার পরাজয়॥
রক্ষা কর রঙ্গিণী নতুবা সৃষ্টি যায়।
শুনি কোপে কাত্যায়নী হুতাশন প্রায়॥
ধূমারূপে কাত্যায়নী হইলা প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা লোলচর্ম্মা পক্ক কেশপাশ॥
বৃদ্ধ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূমাবর্ণা বাতাসে দুলিছে পয়োধর॥
কাকধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।
ভগ্ন কটি বিস্তারিত মলিন বদন॥
বামহাতে কুলা ডানিহাত কম্পমান।
কাত্যায়নী নিকটে হইল বিদ্যমান॥
চলিলা সমরে ধূমা না লয় সঙ্গিনী।
উপনীত সমরে হইল একাকিনী॥
দেখিয়া দানব-সেনা নিকটে আইল।
বুড়ীরে দেখিয়া রঙ্গ করিতে লাগিল॥
বলে মাগি কি করিতে আইলে এখানে।
সংগ্রামের স্থল এ যে মরিবি পরাণে॥
কেহ বলে বুড়ী গো কোথায় তোর ঘর।
কে আছে তোমার আর কহত সত্বর॥
কি নাম তোমার বুড়ী কোন জাতি হও।
প্রাচীনা একেলা ভ্রম কি কারণে কও॥
কেহ বলে বুড়ীর কি চিকুর মাথায়।
তৈলহীন রুক্ষ শুভ্র শোণ লজ্জা পায়॥
কেহ বলে হাস দেখি আমাদের কাছে।
গুণে দেখি তোমার দশন কটা আছে॥
কেহ চুল ধরে টানে কেহ মারে ধরে।
কেহ কুলাখানি ধরে কেহবা অম্বরে॥
কেহ ব্যঙ্গ করি কয় নাড়া দিয়া হাত।
কোঙ্গা বুড়ী কোমরে কি ধরিয়াছে বাত॥
এরূপ বুড়ীর সঙ্গে রঙ্গ করে সবে।
ইতিমধ্যে কোন দৈত্য কহিতেছে তবে॥
অকারণ প্রাচীনারে[১] না করহ ব্যঙ্গ।
একবার বুড়ী হৈতে হৈল কোন রঙ্গ॥
কোন বেশে কেবা আসে চেনা নাহি যায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছল বল কত অভিপ্রায়॥
অন্য জন নাহি শুনে তবু রঙ্গ করে।
দেখে দেবী কটমট চাহে কোপভরে॥
দানবের জন্মে ত্রাস বলে সবে মর্ম্ম।
এত যে হইল ভাবে বুঝি এর কর্ম্ম॥
ধূমাসুর বলে আসি মায়া বুঝা দায়।
এখনি বিনাশ বুড়ী যেন না পলায়॥
সৈন্যসহ ধূমাসুর ধরিবারে যায়।
দেখে ধূমাবতী হাসিলেন ইশারায়॥
ক্রোধ হৈল অতিশয় নাহি হয় শান্ত।
হুহুঙ্কার ছাড়ে শুনে ডরায় কৃতান্ত[২]॥
কোপ দৃষ্টে চাহিলেন নেত্র অপলকে।
অনল নির্গত হৈল ঝলকে ঝলকে॥
ব্যাপিল অম্বর উনু বুধ তেজ লয়।
সসৈন্যেতে ধূমাসুর ভস্মরাশি হয়॥
নাচে দেবীগণ সব পুলকিত অতি।
রণজয় সংবাদ পাইল হৈমবতী॥
হর্ষ হৈলা পার্ব্বতী প্রশংসা কৈল তায়।
নূতন মঙ্গল গাঁথা কবিরত্ন গায়॥

১। প্রাচীনারে—বৃদ্ধাকে, বুড়ীকে। ২। কৃতান্ত—যম।

লোহিতাক্ষের যুদ্ধে দেবীর বগলামুখী মূর্ত্তি প্রকাশ।

ধূমাসুর হৈল নাশ, দানবে পাইল ত্রাস,
দূত গিয়া দুর্গাসুরে কয়।
শুনিয়া দানবপতি, ক্রোধান্বিত হয়ে অতি,
কাঁপে কলেবর স্থির নয়॥
লোহিতাক্ষ সেনাপতি, তারে ডাকি শীঘ্রগতি,
পাঠাইল যুদ্ধ করিবারে।
ভূপতির আজ্ঞা পায়, একাকী সমরে যায়,
সঙ্গে সেনা না লয় কাহারে॥
ধরি গদা দুই হাতে, যুদ্ধ দেবীগণ সাথে,
মহাদাপে কাঁপে ত্রিভুবন।
গভীর গর্জ্জনে ডাকে, ফিরে রণে ঘন পাকে,
দেখে ত্রাস পায় দেবীগণ॥
পরাজয় হয়ে রণে, পলায় যোগিনীগণে,
কাত্যায়নী কাছে উপনীত।
রণের বৃত্তান্ত কয়, হইলাম পরাজয়,
লোহিতাক্ষ অসুর দুর্নীত॥
অসুরের বজ্রকায়, অস্ত্র-শস্ত্র আদি তায়,
কিছু মাত্র ভেদ নাহি হয়।
সেনা সঙ্গে নাহি তার, একা করে মহামার,
সকলে হইল পরাজয়॥
শুনে কোপে মহামায়া, থর থর কাঁপে কায়া,
লোহিত বরণ ত্রিলোচন।
গর্জ্জে উঠে অবিরাম, বক্ষ বয়ে পড়ে ঘাম,
দেবী হৈল বগলা তখন॥
পীতবর্ণা মনোহরা, পীতবর্ণ বস্ত্রপরা,
পীতবর্ণ ভূষণ আভরণ।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সমতুল্য ত্রিনয়ন,
ভালে শশীখণ্ড সুশোভন॥
বিকল চিকুর তাতে, দ্বিভুজা মুষল হাতে,
দাণ্ডাইল আগে অম্বিকার।
গভীর ভীষণ রবে, সমরে চলিল তবে,
করিবারে দানবে প্রহার॥

শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

লোহিতাক্ষ বিনাশ।

যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে করি সকৌতুকী।
উত্তরিলা রণস্থলে সে বগলামুখী॥
লোহিতাক্ষ যথা তথা করিলা গমন।
দুর্জ্জয় ভূষণ করে করিয়া ধারণ॥
যোগিনী ডাকিনীগণ ডাকে মার মার।
নানাবিধ বাণ সব করিছে প্রহার॥
মহাবীর দৈত্য-দেহ যেন অদ্রি-চূড়া[১]।
গায় ঠেকে বাণ সব হয়ে যায় গুঁড়া॥
নাহি মানে বীর বাণ গ্রাহ্য নাহি করে।
সংগ্রামে পর্ব্বত বৃক্ষ উপাড়িয়া ধরে॥
দেখে দেবী-সেনাগণ পাইলেন ত্রাস।
পশ্চাৎ হইল সব ভাবিয়া হতাশ॥
একা দেবী বগলা সমরে যুঝে তূর্ণ।
মুষলের ঘায় গিরি গাছ করে চূর্ণ॥
দেখে লোহিতাক্ষ হয় ক্রোধে জ্ঞানহত।
শিলা বৃক্ষ বরিষণ করে অবিরত॥
মুষলে বগলামুখী বিনাশিলা সব।
মহাকোপে প্রস্ফুরিত অধীর দানব॥
অন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তখন।
বাহুযুদ্ধ করে আসি ঘোর দরশন॥
চাপড় মুষ্টিক মারে বগলার গায়।
চড় কিল খেয়ে দেবী ধরিলেন তায়॥
চোয়াল চিরিয়া জিহ্বা বাহির করিলা।
নিজ বামহাতে মুঠা করিয়া ধরিলা॥
অশক্ত লইলা দৈত্য চেতন হারায়।
দশভুজা নিকটে বগলা লৈয়া যায়॥
চারি দিকে ঘেরে যায় যোগিনী ডাকিনী।
ভৈরবী নায়িকা শক্তি শাকিনী হাকিনী॥

১। অদ্রি-চূড়া—পর্ব্বতের শিখর।

জিহ্বা ধরি দাণ্ডাইলা চণ্ডিকার আগে।
দৈত্য-শিরে মুষল মারিল মহাবেগে॥
এক ঘায় চূর্ণ হৈয়ে ছাড়িল জীবন।
সেইরূপ নৃত্য করে বগলা তখন॥
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।
নাচে গায় প্রেমানন্দে মগন হইল॥
পরিতুষ্ট দেবতা বগলা প্রতি কন।
তোমা হৈতে মম কার্য্য হইল সাধন॥
তুমি মহাবিদ্যা ধ্যানে হইবে প্রকাশ।
যে রূপেতে লোহিতাক্ষ করিলে বিনাশ॥
শুনিয়া বগলামুখী সুখী হৈলা অতি।
শঙ্করী নিকটে বাস করিলা সম্প্রতি॥
দেবী-সেনাগণ পুনঃ গিয়া রণস্থলে।
করে ঘোর কলরব অতি কোলাহলে॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের প্রয়াস কালী-পায়।
কবিরত্ন কহে কালী না ভুলিও তায়॥

কীলকাসুরের যুদ্ধে দেবীর মাতঙ্গী মূর্ত্তি প্রকাশ।

হে মাতঙ্গী কৃপা কর কাতরে।
না জানি ভজন স্তুতি মূঢ়মতি পামরে॥

লোহিতাক্ষ সমরেতে হইল বিনাশ।
পালায় দানবগণ ভাবিয়া তরাস॥
দূতমুখে দুর্গাসুর পায় সমাচার।
বিচার করিয়া মনে ভাবে চমৎকার॥
সমর করিতে আমি পাঠাই যে বীরে।
গতমাত্রে ছাড়ে প্রাণ না আইসে ফিরে॥
এইরূপ কতক্ষণ ভাবিয়া অন্তরে।
কীলক অসুরে তব পাঠায় সমরে॥
সৈন্যসহ চলে বীর মহা বলবান।
যার দাপে যতেক দেবতা কম্পবান॥
প্রকাণ্ড আকার বলী দুর্জ্জয় অসুর।
যার কিলে কত শত গিরি হয় চূর॥
আস্ফালনে আসি রণে করে মহামার।
হুঙ্কার ছাড়িয়া দেয় ধনুকে টঙ্কার॥
বাণ বরিষণ করে ঘোরতর তরে।
সমাচ্ছন্ন গগন ঢাকিলা রবিকরে॥
দেবী-সেনাগণ আসি করয়ে সংগ্রাম।
অষ্টদিন গত হৈল নাহিক বিশ্রাম॥
পরেতে কীলক বীর হয়ে কোপদান।
প্রহার করিছে বাণ পূরিয়া সন্ধান॥
অনালস্য অবিরত করে বরিষণ।
অশক্ত হইল শর করিতে বারণ॥
জর্জ্জর হইল অতি দেবীসেনা সব।
চণ্ডীরে সংবাদ দিলা হৈয়া পরাভব॥
রক্ষা কর তারিণী প্রমাদ এইবার।
কীলকাসুর আইল সমরে দুর্ব্বার॥
সংগ্রামেতে নাহি পারি হারিনু সকলে।
দায় হৈল রণস্থল তার শরানলে॥
এই কথা যেই মাত্র কহে অভয়ারে।
শ্রুতমাত্র কোপে দেবী অনল আকারে॥
ভ্রূকুটি কুটিলা নানা রক্তিমা নয়ন।
নিকলে পাবক কণা দহে ত্রিভুবন॥
হইয়া রূপসী মূর্ত্তি চণ্ডিকা চার্ব্বঙ্গী[1]।
পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী॥
চতুর্ভুজা খড়্গচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ-ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্কশেখরা[2]॥
জন্মিল মাতঙ্গী মূর্ত্তি মাতঙ্গিনী প্রায়।
চলিলা সমরে দেবী পুলকিত কায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

কীলকাসুর বধ।

মহাকোপে মাতঙ্গী প্রবেশ করে রণে।
সঙ্গেতে করিছে যুদ্ধ যত দেবীগণে॥
ঘোরতর হুহুঙ্কারে পূর্ণিত আকাশ।
অগণন সেনাগণ করিছে বিনাশ॥
মহামায়া করিয়া ডাকিছে হান হান।
যোগিনী ডাকিনীগণে রক্ত করে পান॥

১। চার্ব্বঙ্গী—সুচারু (সুন্দর, মনোহর) অঙ্গ (-প্রত্যঙ্গ) যে নারীর। ২। মৃগাঙ্কশেখরা—যে নারীর ভালদেশে চন্দ্রকলা শোভা পায়।

শোণিতে বহিছে স্রোত সেনাগণ ভাসে।
মহানন্দে রক্ত পান করিছে পিশাচে॥
রথ-রথী ঘোড়া-হাতি ভাসে সাধারণা।
শৃগাল কুকুর সুখে করিছে পারণা॥
শকুনি গৃধিনী কাক উড়িয়া বেড়ায়।
চুমুকে চুমুকে রক্ত দাসীগণ খায়॥
দৈত্যগণ শঙ্কা মন নাহি সহে রণ।
উদ্যোগ করিল করিবারে পলায়ন॥
দেখিয়া কাতর সেনা কীলক তখন।
আপনি সংগ্রাম করে করি আস্ফালন॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ চড়াইল বাণ।
প্রহারে মাতঙ্গী প্রতি করিয়া সন্ধান॥
ঢালে উণ লয় দেবী রণ ধীরা অতি।
চঞ্চলাক্ষি চপলা চতুরা বেগবতী॥
অসিতে অনেক নাশি কৈল রাশি রাশি।
নাচে রণরঙ্গিণী অধরে অট্টহাসি॥
যত বাণ দানব করিছে বরিষণ।
অসিতে কাটিয়া দেবী করে নিবারণ॥
পদাঘাতে কীলকের ভাঙ্গিল শতাঙ্গে।
খড়্গেতে তুরঙ্গ কাটে দেখান অপাঙ্গে॥
পাশেতে বান্ধিয়া কীলকেরে ধরে রণে।
মস্তক কাটিলা তার প্রখর কৃপাণে॥
খর্পরে শোণিত পান করিলা মাতঙ্গী।
নাচিতে লাগিল রণে পুলকিত অঙ্গী॥
নিষ্প্রভ হইয়া রণে কীলক পড়িল।
দূতমুখে দুর্গাসুর সংবাদ পাইল॥
ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাশন প্রায়।
কূর্ম্মপৃষ্ঠাসুরে আনি তখনি পাঠায়॥
সৈন্যসহ মহাসুর সেজে এলো রণে।
ঘোরতর যুদ্ধ কৈল দেবীগণ সনে॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইল আকাশ।
ভঙ্গ দিল দেবীগণ ভাবিয়া হুতাশ॥
দেবীর নিকটে গিয়ে কহিছে সংবাদ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে আজি মোর ঘটিল প্রমাদ॥
অপারঙ্গ হৈনু অঙ্গে সামর্থ্য রহিত।
যা হয় উচিত কর তাহার বিহিত॥

কৃপা কর কাত্যায়নী শ্রীনৃসিংহ দাসে।
কবিরত্নে দিও স্থান নখচন্দ্র-পাশে॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠ বধে দেবীর মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রকাশ।

মল্লার রাগেন গীয়তে।

যোগিনী মুখে বারতা, পাইয়ে জগত মাতা;
ক্রোধেতে হইল লোহিতাক্ষী[১]।
করে ব্যূহ অবতার, হইলেন চমৎকার,
শেষে মহাবিদ্যা মহালক্ষ্মী॥
সুবর্ণ জিনিয়া তনু, আসন সরসী জনু,
জগতের আনন্দকারিণী।
চারি চারু কর হয়, শোভা করে বরাভয়,
স্নিগ্ধ নীল বসনধারিণী।
সুহাস্য পুলক কায়, মহালক্ষ্মী রণে যায়,
সঙ্গে চলে সেনার ভিড়ন।
উপনীত রণস্থলে, সবে হৈল কুতূহলে,
দৈত্য সহ বেধে গেল রণ॥
সংগ্রাম প্রবল হয়, দৈত্য উন বলি নয়,
প্রতাপেতে করয়ে সংগ্রাম।
হৈল ঘোর হুলস্থূল, ক্রমে বাড়ে সমতুল,
বিপুলতা নাহিক বিশ্রাম॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠ সেনাপতি, ক্রোধান্বিত হয়ে অতি,
প্রহার করিছে চোখা[২] শর।
শরে ক্ষত হৈল অঙ্গ, দেবীগণ দেয় ভঙ্গ,
জ্বালাতন হৈল কলেবর॥
মহালক্ষ্মী দেখে তায়, কোপে কম্পান্বিত কায়,
ঘোরতর হুঙ্কার ছাড়িল।
দৈত্যসেনা ছিল যত, সকলের বল হত,
স্পন্দহীন স্তম্ভিত হইল॥
অস্ত্র-শস্ত্র হাতে ধরা, কোনমতে ত্যাগ করা,
সেই ভার হইল সবার।
সবে হৈল নিষ্পন্দন, দেখিয়া যোগিনীগণ,
অবহেলে করিছে সংহার॥

১। লোহিতাক্ষী—লোহিত (রক্তবর্ণ, লাল) অক্ষি (চোখের তারা বা চক্ষু) যে নারীর। ২। চোখা—তীক্ষ্ণ।

ক্রমে নষ্ট সমুদয়, শুধু কূর্ম্মপৃষ্ঠ রয়,
দেখে লক্ষ্মী করে নিরীক্ষণ।
গরলের সহোদরা, নেত্র দৃষ্টে বিষভরা,
বলে দৈত্য ত্যজিল জীবন॥
রণভূমি হৈল জয়, নাচে দেবী সমুদয়,
দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
নৃত্য করে বিদ্যাধরী, গীত গাইছে কিন্নরী[১],
দ্বিজ কবিরত্নে বিরচন॥

মহালক্ষ্মীর অভিষেক।

আজি কি আনন্দ অমরে।
রণোৎসবে মহোৎসব, পুলকিতান্তর সব,
করি করে সুধা-ঘট লক্ষ্মীরে সেচন করে॥ ধুয়া॥

রণশ্রমে শ্রান্ত মহালক্ষ্মীর শরীর।
নির্গত হতেছে মন্দ মন্দ শ্রম-নীর॥
তাহে কিবা শোভা হৈল না হয় বর্ণনা।
বিকশিত পদ্মে যেন মকরন্দ-কণা॥
শ্রমে ভৃঙ্গ ভ্রমি উড়ে করিয়া ঝঙ্কার।
কাদম্বিনী নিন্দিছে স্খলিতা কেশভার॥
বিধাতা বাসবে কন দেখহে বাসব।
রণস্থলে শ্রমাসক্তা রাজলক্ষ্মী তব॥
চ্যুত রাজ্য পাবে মহালক্ষ্মীর কৃপায়।
অমৃত কলসে অভিষিক্ত কর তাঁয়॥
আর কি এমন দিন পাবে পুরন্দর।
পুরাইয়া বাসনা সার্থক জন্ম কর॥
শুনে ইন্দ্র তৎপর হইলা ততক্ষণ।
শ্বেতাঙ্গ মাতঙ্গ চারি করিলা প্রেরণ॥
করী-করে[২] সুধাকুম্ভ ধরি অনায়াসে।
আসি মহালক্ষ্মীর দাঁড়ায় চারি পাশে॥
দেবীর উপরে সুধা করে বরিষণ।
আনন্দে ললিত গায় নাচে দেবগণ॥
এইরূপে অম্বিকা নিকটে উপনীত।
দেখে কাত্যায়নী অতিশয় পুলকিত॥
মহালক্ষ্মী প্রতি কন অনাদির আদ্যা।
তুমি মহাবিদ্যার হইলা শেষবিদ্যা॥
কালী আদি মহালক্ষ্মী অন্তে এই দশ।
হইলে পরমাশক্তি ষট্‌কর্ম্মে সরস॥
দশবিধ রূপে দশ বিদ্যা অবতার।
এইরূপে অর্চ্চনা হইবে সবাকার॥
স্বয়ং প্রকাশ লব অন্যমত নাই।
এক বস্তু কায় ব্যূহ রহে এক ঠাঞি॥
সকলি প্রকাশ রূপ ভেদের বিলাস।
একচন্দ্র জলবিম্বে অনেক প্রকাশ॥
কবিরত্ন কহে দশরূপ-বিধায়িনী।
দশদিকে নৃসিংহেরে হবে সহায়িনী॥

করীন্দ্রাসুরের যুদ্ধে দেবীর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রকাশ।

মৃতরাজোপরে কে বিহরে রমণী।
বালক সদৃশ তনু মৃগাঙ্কবদনী॥
নাগযজ্ঞ-উপবীত, চারি কর সুশোভিত,
তাপে শুক্রাদি ধৃত লোহিত বসনী॥ ধুয়া॥

ভাগুরি কহেন মুনি কহ পুনর্ব্বার।
কোন মূর্ত্তি পার্ব্বতী করিলা অবতার॥
কোন বীর যুদ্ধে আইল সংগ্রাম করিতে।
শুনিতে বাসনা অতি কহ বিস্তারিতে॥
মার্কণ্ডেয় কহেন ভাগুরি দ্বিজ প্রতি।
বিনাশ হইলে যুদ্ধে দশ সেনাপতি॥
বার্ত্তা পায়ে দুর্গাসুর রুষিল অন্তরে।
করীন্দ্র অসুরে শীঘ্র পাঠায় সমরে॥
চলিল করীন্দ্র অতি অদ্ভুত আকার।
পঞ্চাশৎ যোজন ব্যাপিত দেহ তার॥
সমরের স্থলে আসি ছাড়িল চিৎকার।
বজ্রাঘাত তুচ্ছ করি নিনাদ তাহার॥
পদভরে ধরা নড়ে করে আস্ফালন।
শুণ্ডে জড়াইয়া সেনা করে আকর্ষণ।
করে সাগরের জল করিয়া শোষণ।
সমর-সমাজে আসি করে বরিষণ॥
প্লাবিত সলিলে পৃথ্বী ভাসে সেনাগণ।
স্থির না হইতে পারে নাহি হয় রণ॥

১। **কিন্নরী**—দেবযোনিবিশেষ : স্বর্গরাজ্যের গীত-বাদ্যকারিণী। ২। **করী-করে**—হস্তী-শুণ্ডে।

ব্যস্ত হয়ে ভঙ্গ দিল দেবীসেনা যত।
অম্বিকা নিকটে যায় শ্বাস উর্দ্ধগত॥
রণের বৃত্তান্ত সব বিস্তারিয়া কয়।
করীন্দ্র সমরে হইলাম পরাজয়॥
শুনিয়া শঙ্করী অল্প হাসিলা তখন।
করীর কারণ মনে করিয়া স্মরণ॥
আপনি হইল দ্বিধা দেবী কাত্যায়নী।
প্রকাশিলা মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী-পরায়ণী॥
প্রতপ্ত কাঞ্চন আভা প্রভা পদে রবি।
মলিন নিকরে শশী দেখে রূপ ছবি॥
হরি-মাজা করি-ভুজা[১] গুরুনিতম্বিনী।
বদন অমল শশী কেশ কাদম্বিনী॥
ত্রিলোচন অর্দ্ধশশী ললাট ফলকে।
সিন্দূর অরুণ উঁচু অলকা ঝলকে॥
আজানুলম্বিত পরিসর চারি কর।
তাহে শোভে শঙ্খ-চক্র আর ধনুঃশর॥
পৃষ্ঠে তূণ পূর্ণ বাণ আছয়ে বাঁধনি।
সর্ব্ব আভরণ যজ্ঞ উপবীত ফণি॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা নাভি স্থূল পাত্রী।
শঙ্করী সম্মুখে দাণ্ডাইল জগদ্ধাত্রী॥
দেখি কাত্যায়নী অতি পুলকিত মন।
সিংহ হৈতে এক সিংহ করিলা সৃজন॥
সেই সিংহ আরোহণে করিলা প্রদান।
পদ্মাসন দিলা এক করিয়া সম্মান॥
পানপাত্র দিল মধু করিতে অশন।
সিংহপৃষ্ঠে জগদ্ধাত্রী কৈল আরোহণ॥
করীন্দ্র-সংগ্রামে দেবী করিলা গমন।
সমর-সমাজে গিয়া দিল দরশন॥
সঙ্গে চলে সেনাগণ ছাড়িয়া হুঙ্কার।
নৃসিংহ আদেশে গায় শ্রীনন্দকুমার॥

করীন্দ্রমর্দ্দন।

করি অরি ভর করি, সমরেতে মহেশ্বরী,
করে রন ধরি ধনুঃশর।
সঙ্গে বিদ্যা শক্তিগণ, ব্রহ্মরাক্ষস চরণ,
যোগিনী ডাকিনী ব্যোমচর॥
তাল বেতাল ভৈরব, করাল বটুক সব,
ভূত প্রেত দানা অগণন।
কোলাহল অসম্ভব, হুহুঙ্কার ঘোররব,
ধরিয়া বিবিধ প্রহরণ॥
করীন্দ্র হুঙ্কার ছাড়ে, শটশাট শুণ্ড নাড়ে,
আছাড়ে ধরিয়া জনে জনে।
ভ্রমে রণে ফিরি ফিরি, দন্তে উপাড়িয়া গিরি,
সমরে করিছে বরিষণে॥
সচঞ্চল অবিশ্রাম, গৃহ গিরীশ আরাম,
মড় মড় ভাঙ্গে অঙ্গ ঠেলে।
বড় বড় বৃক্ষ টানে, শুঁড়ে জড়াইয়ে আনে,
জগদ্ধাত্রী উপরেতে ফেলে॥
মহাদম্ভে করীবর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
তিল শঙ্কা নাহিক শরীরে।
স্বগণে না সহে যুদ্ধ, দেখি দেবী হয় ক্রুদ্ধ,
বিনাশিতে কন কেশরীরে॥
বেগে মৃগরাজ ধায়, করীকে ধরিতে যায়,
কামরূপী অসুর দুর্নীত।
ছাড়িয়া কুঞ্জর-তনু, হইল দানব-জনু[২],
অসি চর্ম্ম ধরিল ত্বরিত॥
দেবী কৈলা শরজাল, কাটিলেন খাঁড়া ঢাল,
দেখে দৈত্য ভাবিয়া নৈরাশ।
ছাড়িয়া দানবাকার, সিংহরূপে পুনর্ব্বার,
সংগ্রামেতে হইল প্রকাশ॥
জগদ্ধাত্রী ভাবি মনে, বজ্রবাণ পঞ্চাননে,
চূর্ণ করি ভূমেতে ফেলিল।
তবে সিংহদেহ ছাড়ি, করী হৈল তাড়াতাড়ি,
শুণ্ডে গিরি সমরে চলিল॥
তাহা দেখি কোপ করি, দেবীর বাহন হরি,
ধরে গিয়া কুম্ভেতে তাহার।
শুণ্ড চিবায় দশনে, বজ্রনখ প্রহারণে,
করীকুম্ভ করিল বিদার॥
করীন্দ্র মোহন হয়, দেবীরে করি বিনয়,
স্বস্থানেতে করিল গমন।
ত্রিদশের গেল ত্রাস, পাইল সবে মহোল্লাস,
নাচিছে চণ্ডীর সেনাগণ॥

১। হরি-মাজা করি-ভুজা—হরি (সিংহের) ন্যায় মাজা (কটি, কোমর) ; করি (হস্তীর) শুণ্ডের ন্যায় ভুজা (হস্ত)। ২। জনু—দেহ।

বরদানান্তে দেবীর অন্তর্দ্ধান।

তথাস্তু বলিয়া দেবী কন দেবগণে।
দেবী হৈতে দেবী যাহা হইল ঘটনে॥

এই মতে নরে পূজা করিবেক যেই।
বিষম বিপদে বিমোচন হবে সেই॥

[পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮]

সেইরূপে জগদ্ধাত্রী, যথা গুহ্যগণ যাত্রী,
উপনীত হইয়া তখন।
রণের বৃত্তান্ত যাহা, কন বিস্তারিত তাহা,
দেখাইল বারণ বারণ॥
কাত্যায়নী তুষ্টা হন, জগদ্ধাত্রী প্রতি কন,
মৎসমা[১] হইয়া বরাঙ্গনা।
মম পতি হৈল তব, অনাদি পরম ভব,
ত্রিজগতে হইবে অর্চ্চনা॥
এত বলি প্রশংসিয়া, আপন কাছে রাখিয়া,
পুরস্কার কৈলা আভরণ।
নৃসিংহ আদেশ পায়, দ্বিজ কবিরত্নে গায়,
চণ্ডী-লীলা নূতন কীর্ত্তন॥

করীন্দ্রাসুরোপাখ্যান সম্বন্ধে ভাণ্ডরির প্রশ্নে মার্কণ্ডেয় মুনির বাক্য।

ভাণ্ডরি কহেন তবে, জিজ্ঞাসা করিতে হবে,
অসুর কুঞ্জর[২] হৈল কেন।
কিরূপেতে জন্ম হৈল, দেবীর নিকটে রৈল,
মোক্ষরূপ কি করিল হেন॥
ভাণ্ডরির প্রশ্ন শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি,
শুনহে অপূর্ব্ব ইতিহাস।
অসুর-ঔরসে খ্যাত, করিণীর গর্ব্ভজাত,
করীরূপে অসুর প্রকাশ॥
বৃহৎ নন্দিকেশ্বরে, প্রমাণ গিয়াছে ধরে,
করীতেও আছয়ে দেবত্ব।
শুনহে আনন্দ মনে, করী হইল যেমনে,
বিশেষে পাইবে সব তত্ত্ব॥
পুত্র সগর রাজার, আছিল যাটি হাজার,
কপিল কলির শাপেতে ভস্ম হয়।
তাহার মোচন হেতু, ভগীরথ পুণ্যকেতু,
তপস্যা করিল গুণময়॥
গঙ্গার হইল গতি, বেগ ধরে পশুপতি,
হিমালয়ে পড়ে গঙ্গা-নীর।
অতি উচ্চ গিরিবর, পথ নাহি পান তার,
কোনমতে হইতে বাহির॥

মহারাজা ভগীরথ, সেনা করি ঐরাবত,
গিরি গুহা কাটিতে কহিল।
রূপ শুনিয়া গঙ্গার, কামোদ্রেক হইল তার,
গঙ্গাসনে রমণ ইচ্ছিল॥
রাজা বলিল গঙ্গায়, গঙ্গা তাহে দিল সায়,
যদি বেগ ধরিবারে পারে।
তবে আলিঙ্গন আমি, দিব হে কহগে তুমি,
চিন্তা কিছু না ভাবিহ তারে॥
কহে গিয়া ভগীরথে, শুনে সুখী ঐরাবতে,
উপনীত সঙ্গে ভূপতির।
দন্তে কাটিয়া পর্ব্বত, তখনি করিল পথ,
বেগেতে পড়িছে গঙ্গা-নীর॥
তুচ্ছ করী মতি ছার, এ কর্ম্ম কি সাধ্য তার,
তালে তল তরঙ্গে ভাসিল।
স্তব করিয়ে গঙ্গায়, তবে করী রক্ষা পায়,
দেবরাজ নিকটে চলিল॥
ভগীরথ গঙ্গা নিয়ে, পিতৃলোক উদ্ধারিয়ে,
রাজ্যে আসি পুনঃ রাজা হয়।
শুন রঙ্গ অতঃপর, ঐরাবতে পুরন্দর,
কোপে অভিশাপ দিয়ে কয়॥
আসুর স্বভাব তোর, গঙ্গা যে জননী মোর,
বিধি ভব ধ্যানেতে না পায়।
জলরূপা গঙ্গা যেই, পরাৎপর শক্তি সেই,
বিহার করিতে চাইলি তায়॥
করিলি বিষম পাপ, জন্মিল মনের তাপ,
যাহ শীঘ্র অবনী-উপরে॥
অখণ্ড এ শাপ ঘোর, জনম হইবে তোর,
অসুরাংশে হস্তিনী-উদরে॥
শুনি নির্ঘাত উত্তর, কেন্দে কহে করীবর,
শাপ দিলে কি হবে আমার।
কত দিন পরে পুনু, পাইব আপন তনু,
নিকটেতে আসিব তোমার॥
ইন্দ্র কহে মহামায়া, হবে জগদ্ধাত্রী কায়া,
হরি হবে তাঁহার বাহন।
নখর প্রহারে তার, তব কুম্ভ হবে দার[৩],
মুক্ত হবে শাপেতে বারণ॥

১। মৎসমা—আমার ন্যায়। ২। কুঞ্জর—হস্তী। ৩। দার—বিদীর্ণ।

এইরূপে হৈল শাপ, পায় করী মনস্তাপ,
হেথায় ষট্‌পুর দৈত্যপতি।
স্নান করি নদী জলে, উর্ব্বশীরে ডাকি ছলে,
কামবাণে খসে পড়ে রতি॥
স্রোতজলে ভেসে যায়, দৈত্য না দেখিল তায়,
দৈবে রঙ্গ শুনহ তাহার॥
দৈবে এক মাতঙ্গিনী, হয়ে অতি পিপাসিনী,
উপনীত হৈল নদীধার॥
রজঃস্বলা ছিল তায়, জলে শরীর ডুবায়,
রতি সহ কৈল জলপান।
ঐরাবত এই ছলে, জন্ম লৈল কুতূহলে,
দেবরাজ বচন প্রমাণ॥
কিয়ৎ বৎসর যায়, প্রসব হইল তায়,
প্রকাণ্ড মাতঙ্গ[১] বলবান।
পূর্ব্ব তত্ত্ব হৈল ভুল, দৈত্য ভাব জন্মে স্থূল,
কুনীত কুস্বভাব কুজ্ঞান॥
মহাসুর যূথপতি, দুর্গাসুর সেনাপতি,
হইয়া জিনিল দৈত্যগণে।
শুনহে ভাগুরি এই, করীন্দ্র অসুর সেই,
মুক্তি জগদ্ধাত্রী-দরশনে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিল করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গাসুরের সেনাপতির সংগ্রাম।

করীন্দ্র হইল নাশ নাচে দেবীগণ।
দেবগণ করিছে কুসুম বরিষণ॥
চণ্ডিকার মনে সুখ বাড়িল প্রচুর।
দূতমুখে সম্বাদ পাইল দুর্গাসুর॥
বিষাদে বিশীর্ণ মনে প্রমাদ গণিল।
ক্রোধান্বিত হয়ে সেনাগণেরে ডাকিল॥
কহিতে লাগিল একি আশ্চর্য্য এবার।
যে যায় সমরে প্রত্যাগত নাহি তার॥
তোমরা সংগ্রাম কর গিয়ে এইবার।
সৈন্যসহ দেবীগণে করহ সংহার॥
ত্বরায় চলহ সবে বিলম্ব না সয়।
দেখিব বিপদে ত্রাণ হয় কি না হয়॥
আজ্ঞা পেয়ে চলে রণে যত সেনা সব।
উগ্রাসুর তার সঙ্গে প্রচণ্ড দানব॥
কুণ্ডাসুর চত্বর চটুক বলবান।
চটক দানব যুদ্ধে হৈল আগুয়ান॥
চিত্রাসুর চণ্ড কালকেয় মহাবীর।
এই নয়জন যুদ্ধে হইল বাহির॥
পরে আর নয়জন চলিল সমরে।
প্রকাণ্ড আকার সবে মহাবল ধরে॥
ব্রহ্মতাল কালাসুর দেবান্তক আর।
শবভুজো বিপ্রচিত্তি শোকাসুর আর॥
কীলাল দনুজ বীর অতি ভয়ঙ্কর।
কিরীটি সহিত নয় চলিল সমর॥
মষ্টাসুর শর্ক্কর অসুর ভীম নাম।
ভ্রমর সহিত চারি চলিল সংগ্রাম॥
একেবারে চলিল বাইশ সেনাপতি।
পদভরে গিরি নড়ে কাঁপে বসুমতী॥
ত্রিভুবনে শঙ্কা লাগে ত্রাসিত অমর।
কি জানি কি হয় আজি প্রলয় সমর।
আস্ফালন করি সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
একেবারে কার্ম্মুকেতে দিলেক টঙ্কার॥
ঘোর ঘণ্টানাদ করে শঙ্খের নির্ঘোষ।
কেহ মালসাট[২] মারে করিয়া আক্রোশ॥
বিপরীত শব্দ হৈল চমকে ভুবন।
শুনিয়া চঞ্চল হৈল যত দেবগণ॥
ধাইল সমরে সবে করিবারে রণ।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র সব করিয়া ধারণ॥
গরজে গভীর শব্দ করিয়া হুঙ্কার।
সংগ্রামে আইল যত সেনা চণ্ডিকার॥
দেখিয়া অসুরগণ হৈল কোপবান।
দেবীসেনাগণে বিন্ধে পূরিয়া সন্ধান॥
কবিরত্ন গায় তবে ভাবিয়া অভয়া।
কর কাত্যায়নী শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া॥

১। মাতঙ্গ—হস্তী। ২। মালসাট—বাহ্বাস্ফোট, তালঠোকা।

দেবীর নবকালী মূর্ত্তি প্রকাশ।

কালীকে করুণা করগো করালে।
হৈমবতী শিবে মাত বগলে॥ ধুয়া॥

মার্কণ্ডেয় কন শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
তোমার পূর্ব্বের প্রশ্ন বিস্তর এমন॥
শুনেছিলে উগ্রচণ্ডা আদি শক্তিগণ।
দ্বিভুজাদি বহুভুজা চতুর্ভুজানন॥
সে সব নায়িকা শুদ্ধ যেন চারি হাত।
এবে শুন নবকালী রুদ্র চণ্ডী সাত॥
ভাগুরি কহেন কহ অপূর্ব্ব আখ্যান।
শুনিয়া মানস শুদ্ধি সুস্থ হোক প্রাণ॥
মার্কণ্ডেয় বলে ঋষি করহ শ্রবণ।
দেবসেনা সঙ্গে যুঝে দৈত্য-সেনাগণ॥
মহাবলবান দৈত্য বেগবন্ত হয়।
চণ্ডিকার সেনা সব হৈল পরাজয়॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া সব পলায়ন করে।
সংবাদ কহিলা গিয়া অম্বিকা গোচরে॥
শুনিয়া পার্ব্বতী কোপে হুঙ্কার ছাড়িলা।
তৎক্ষণাৎ কায় ব্যূহ প্রকাশ হইলা॥
উগ্রচণ্ডা। রক্তবর্ণ দ্বিভুজা খর্পর অসি কর।
বিগলিত কেশী ভালে অর্দ্ধ শশধর॥
ত্রিনয়না রক্তবর্ণা রক্তমাল্য পরা।
বিচিত্রাভরণ ভূষা লম্বিত অধরা॥
জনমিয়া যুদ্ধবেশ কৈল অনুষ্ঠান।
তার পর প্রচণ্ডা হইলা মূর্ত্তিমান॥১॥
প্রচণ্ডা কালী। প্রচণ্ডা প্রচণ্ডারূপা কুঙ্কুম বরণী।
দ্বিভুজা ভয়দা চর্ম্ম কৃপাণ ধারিণী॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধ শশী কপাল উপর॥
মুক্তকেশী সুভূষণা ভূষা কলেবর॥
পীতবস্ত্র পরা পারিজাত মালা গলে।
পার্ব্বতী নিকটে দাণ্ডাইলা কুতূহলে॥
পরে কাত্যায়নী মাতা সুসিদ্ধ পালিকা।
ইচ্ছায় করিলা সৃষ্টি চণ্ডোগ্রা কালিকা॥ ২॥
চণ্ডোগ্রা কালিকা। কৃষ্ণবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল করতলে।
কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরা কৃষ্ণমালা[১] গলে॥
ললিত কুন্তলা ত্রিলোচনা ভয়ঙ্করী।
শশীমৌলী আরোহিলা মহিষ-উপরি॥
চণ্ডোগ্রা রহিল তবে অম্বিকার পাশ।
পরে চণ্ড নায়িকা হইলেন প্রকাশ॥ ৩॥
চণ্ডনায়িকা কালী। নীলবর্ণা দুই ভুজ ভয়ঙ্করী বেশী।
তীক্ষ্ণাসি মুদ্গর ধরা বিগলিত কেশী॥
নীলবস্ত্র পরিধান সুধারশ্মি ভালে।
রক্ত ত্রিলোচন গলে শোভে অস্থি মালে॥
রণবেশে রহিলা নিকটে চণ্ডিকার।
পরে দেবী চণ্ডকালী কৈলা অবতার॥ ৪॥
চণ্ডকালী। শুক্লবর্ণা দুই ভুজ ধনুর্ব্বাণ করে।
ত্রিলোচনা জটাজূট মস্তক-উপরে॥
অর্দ্ধশশী বিভূষণা গলে মুক্তা মালে।
শুক্লবর্ণা আভরণ ভূষিত বিশালে॥
শুক্লবস্ত্র পরণে শোভিত কটিদেশ।
শুক্লবর্ণা কুসুমে অঙ্গের হয় বেশ॥
রহে চণ্ডকালিকা যথায় হৈমবতী।
চণ্ডবতী কালী তবে হইল উৎপত্তি॥ ৫॥
চণ্ডবতী। ধূম্রবর্ণা চণ্ডবতী অষ্টাদশ ভুজে।
নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধরি করাম্বুজে॥
গলে পদ্মমালা দেবী খগেন্দ্রবাহিনী।
রক্তবস্ত্র পরিধান শশী-কপালিনী॥
ত্রিনেত্রা ত্রিবেণী শিরে উগ্রবেশ অতি।
অম্বিকা নিকটে দাণ্ডাইল চণ্ডবতী॥
আহ্লাদিতা জগদম্বা অনাদ্যা অনুপা।
পুনরপি উৎপত্তি করিলা চণ্ডরূপা॥ ৬॥
চণ্ডরূপা। পীতবর্ণা ত্রিলোচনা সুধাংশু-শেখরা।
চতুর্ভুজা শঙ্খচক্র গদাম্ভোজ-ধরা॥
আপাদলম্বিতকেশী কাদম্বিনী ঘটে।
পীতমাল্য গলে পীতবস্ত্র কটিতটে॥
স্বর্ণ আভরণেতে ভূষিত কলেবরা।
সমুৎপন্না চণ্ডরূপা অতি ভয়ঙ্করা॥
রহিলেন চণ্ডরূপা যথায় অম্বিকা।
পরে প্রকাশিলা অতিচণ্ডিকা কালিকা॥৭॥
অতিচণ্ডিকা। পাণ্ডুবর্ণা শশীকলা ললাটে শোভন।
ব্যোমকেশী জটাজূট রক্ত ত্রিলোচন॥

[১] [illegible] মালা।

সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে রত্ন অলঙ্কার।
দশভুজে নানাবিধ আয়ুধ বিস্তর।
কটিতটে কনক কপায়া করন্বিত।
গলে শোভে মুণ্ডমালা আপাদ লম্বিত॥
অতি উগ্র মূর্ত্তি দেখি সবে ত্রাস পায়।
অম্বিকা নিকটে অতিচণ্ডিকা দাঁড়ায়॥
দেখি কাত্যায়নী অতি হরিষ হইলা।
রুদ্রচণ্ডী কালিকারে প্রকাশ করিলা॥ ৮॥
রুদ্রচণ্ডী। অগ্নিরূপ সম দেবী শরীরের আভা।
নিঃস্বরণ হয় তেজ কোটি সূর্য্যপ্রভা॥
কাঞ্চনে রচিত রত্ন আভরণ গায়॥
দীর্ঘ এক জটাকেশ মুকুট মাথায়॥
ত্রিলোচন অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ভূষণ।
রক্তবস্ত্র পরিধানা সিংহে আরোহণ॥
অষ্টাদশ ভুজা নানা অস্ত্র প্রহরণ।
খেটক দর্পণাদৃত ডম্বরু ধারণ॥
ত্রিশূল কুলিশ খড়গ পক্ষযুক্ত শর।
এই নয় অস্ত্রেতে শোভিত ডানি কর॥
শঙ্খ ঘণ্টা ধনু পাশ চর্ম্ম গদা সাতে।
পানপাত্র কৃপাণ সুকাতি[১] বাম হাতে॥
ভয়ঙ্কর বেশে ধায় সহাস্য বদনে।
দাণ্ডাইলা রণবেশে অম্বিকা সদনে॥ ৯॥
চণ্ডিকার লীলা কিবা অতি চমৎকার।
আপনি আপনরূপে প্রযোজক তার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর নবদুর্গা মূর্ত্তি প্রকাশ।

নবকালী চণ্ডিকারে, জিজ্ঞাসে কি করিবারে,
উৎপত্তি করিলে কি করিব।
অম্বিকা সবারে কন, দানব সহিত রণ,
করিতে সমরে পাঠাইব॥
শুনিয়া সকলে সুখী, রহে হয়ে রণমুখী,
চণ্ডী অতি হরিষ হইলা।
রূপ ভেদে মহেশ্বরী, নবদুর্গা রূপ ধরি,
প্রথমত ব্রহ্মাণী বর্ণিলা॥

ব্রাহ্মী দুর্গা (১)

নরমালা সবসনা, ব্রহ্মাণী চতুরাননা,
লোহিতবরণা সুভূষণা।
নানা আভরণ পরা, অক্ষসূত্র আদিকরা,
ইন্দু কুন্দু বসন পরণা॥

অথ কালিকা (২)

ভয়ঙ্করা উগ্রবেশী, জলদবরণ কেশী,
ভয়ানকা আলোল-রসনা।
ঘোর তিমির-বরণী, শশীমৌলি ত্রিনয়নী,
ভয়দাত্রী বিকট-দশনা॥
শস্ত্রধরা চারি কর, মুণ্ডাদি অভয় বর,
দিগম্বরী কপাল-মালিনী॥
শবশিশু কর্ণপুরে, সুর করিতেছে সুরে,
আবির্ভাব হৈল কপালিনী॥

অথ জয়দুর্গা (৩)

কাল কাদম্বিনী ঘটা, জিনিয়া বরণ ছটা,
ত্রিলোচনা মৃগাঙ্কশেখরা।
শিরে শোভে জটাজূট, মণি নির্ম্মিত মুকুট,
সর্ব্ব অঙ্গে আভরণ পরা॥
গলে মালা পারিজাত, সুশোভিত চারি হাত,
শঙ্খ চক্র কৃপাণ ত্রিশূলে।
পরিধান পীতাম্বর, কেশরীর স্কন্ধে ভর,
কটাক্ষে ভয়দা শত্রুকুলে॥

অথ শিবদুর্গা (৪)

ঘোরবেশী ত্রিলোকেশী, রক্তবর্ণা এলোকেশী,
ত্রিলোচনা গোময়-বরণা।
নানা আভরণান্বিতা, ভূষণেতে সুভূষিতা,
স্নিগ্ধ নীলবসন-পরণা॥

১। সুকাতি—তীক্ষ্ণধার তরবারি।

অথ রক্তদন্তিকা দুর্গা (৫)

স্নিগ্ধ নীল অঙ্গ আভা, মরকত জিনি প্রভা,
চিকুর ষট্‌পদ সম শোভে।
বেষ্টিত বকুলমাল, কিবা সেজেছে ভাল,
ষট্‌পদ ভ্রমিছে মধুলোভে॥
প্রসন্ন বদন তায়, ত্রিলোচন সাজে যায়,
হিমরশ্মি[১] ললাট হিল্লোলে।
দাড়িম্ব কুসুম সম, কিবা রক্তদন্তোপম,
অধর লোহিত তার কোলে॥
মণিময় হার গলে, অসি-চর্ম্ম করতলে,
রক্তবস্ত্র পরিধান করা।
রূপ অতি ভয়ঙ্কর, দেখিয়ে লাগয়ে ডর,
পদভরে ভারাক্রান্তা ধরা॥

অথ শোকহরা দুর্গা (৬)

গৌরবর্ণা সুরূপসী, সুকুন্তলা ভালে শশী,
ত্রিনয়নী সহাস্য বদনা।
চতুর্ভুজা অসিধরা, লোহিত বসন পরা,
দ্বিভুজ শূলাদি বিধারণা॥
মালতীর মালা গলে, আন্দোলিত পদতলে,
শোকহরা হইলা প্রকাশ।
বিপক্ষে ডুবায় শোকে, নিস্তার প্রণত লোকে,
রোগ শোক করিয়া বিনাশ॥

অথ কার্ত্তিকী দুর্গা (৭)

সুবর্ণ বরণ জিনি, সঙ্কোচিত সৌদামিনী,
শিখিপৃষ্ঠে[২] করি আরোহণ।
ললিত দ্বিভুজ শোভা, সকণ্ট মৃণাল ক্ষোভা,
শ্রীহস্তে বিজয় শরাসন॥

অথ জয় চামুণ্ডা দুর্গা (৮)

কৃষ্ণবর্ণা এলোকেশী, চামুণ্ডা করালবেশী,
করালবদনা বাঘাম্বরা॥
ত্রিনেত্রা হিমাংশু ভালে, গলে শোভে মুণ্ডমালে,
লোহিতবসনা ভয়ঙ্করা॥
অসি খর্প শোভে করে, ধরা টলে পদভরে,
বিকটদশনা শীর্ণকায়া।
ঘনহাসে অট্টহাস, শ্রবণে বিপুল ত্রাস,
রহে স্থির যথা মহামায়া॥

অথ রাজলক্ষ্মী দুর্গা (৯)

গৌরবর্ণা, দুই ভুজে, শোভে করে যে অম্বুজে,
নীলবস্ত্র পরিধান করা।
বদনে অনল শশী, কমলিনী সুরূপসী,
নানাবিধ আভরণ পরা॥
সর্ব্ব-সম্পদদায়িনী, দুরাপদে নিস্তারিণী,
কমল-আসনা গো কমলা।
দ্বিজ কবিরত্নে কয়, নৃসিংহে হয়ে সদয়,
তার গৃহে রহ মা অচলা॥

পঞ্চদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশ।

জয় দুর্গে বিপদনাশিনী দুর্গতিহারিণী, হরমনবিলাসিনী॥

নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করেন অভয়ায়।
কি কারণ উদ্ভব করিলে মো-সবায়[৩]॥
অম্বিকা কহেন শুন জন্ম যে কারণ।
করিতে হইবে দানবের সহ রণ॥
আপন নিকটে রাখ যত দেবগণে।
পুনর্ব্বার পঞ্চশক্তি প্রভেদ বর্ণনে॥

অথ শতাক্ষীদেবী (১)

লোলিত বরণী রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
অতি দীর্ঘাকার কায় দীর্ঘ চারি কর॥
শুক্লবস্ত্র পরিধানা চিবুক ললিত।
ললাট ফলকে অর্দ্ধ মৃগাঙ্ক শোভিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে সুশোভিত যতেক লোচন।
কলেবরে বিভূষিত রত্ন আভরণ॥

১। হিমরশ্মি—হিমাংশুর (চন্দ্রের) রশ্মি (কলা)। ২। শিখিপৃষ্ঠে—ময়ূরের পৃষ্ঠোপরে। ৩। মো-সবায়—আমাদের সকলকে।

অস্ত্র-শস্ত্র লয়ে দেবী নিকটে রহিলা।
শাকম্ভরী শক্তি তবে প্রকাশ হইলা॥

অথ শাকম্ভরীদেবী (২)

শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না মৃগাঙ্কভূষণা।
হেম আভরণ পরা সুপীতবসনা॥
দ্বিভুজা অভয়বর জগতে দায়িনী।
শাকরূপে প্রলয়েতে জীব নিস্তারিণী॥
শাকম্ভরী নাম তাঁর জগতে ঘোষণ।
উপস্থিত হৈলা দেবী করিবারে রণ॥

অথ ভীমাদেবী (৩)

চতুর্ভুজা মুক্তকেশী সুধারশ্মি ভালে।
ত্রিনেত্রা ভূষণান্বিত গলে পুষ্পমালে॥
দিগম্বরী শবোপরে মুণ্ড-অসিধরা।
শঙ্করী নিকটে রহে ভীমা ভয়ঙ্করা॥
তার পর চণ্ডিকাতি পুলক শরীরে।
প্রকাশ করিল রথে দেবী ভ্রামরীরে॥

অথ ভ্রামরীদেবী (৪)

অঞ্জন গঞ্জন তনু তিমির বিনাশে।
শতশশী সমুদয় অধরেতে হাসে॥
স্নিগ্ধনীল কুন্তল বদন সুপ্রসন্নে।
কটাক্ষে সভয় শত্রু অভয়ে প্রসন্নে॥
লোহিত বরণ ত্রিনয়ন শির মাঝে।
কলাপ যুড়িয়া শোভা করে দ্বিজরাজে॥
দ্বিভুজে ত্রিশূল মুণ্ডমালা গলে।
কটিতটে কৃষ্ণাজিন শব পদতলে॥
পুনর্ব্বার বিশালাক্ষী হইলা উদ্ভব।
ঘোর ভয়ানক বেশী চরণে ভৈরব॥

অথ বিশালাক্ষীদেবী (৫)

শুক্র শোভা বরণে স্ফটিক রৌপ্যলাজে।
বদন বিকচ শ্বেত সরোরুহ[১] সাজে॥
আকর্ণ পরশে ভুরু দীর্ঘ ত্রিলোচন।
শিরে শশী জটাজূট মুকুট ভূষণ॥
শিশুকর্ণা অস্থিমালা শোভা করে গলে।
প্রশস্ত দ্বিভুজ অসি খর্প করতলে॥
সৃক্কেতে রুধির গলে দুলিছে রসনা।
মহাউগ্রা মূর্ত্তিদেবী লোহিতবসনা॥
বিশালাক্ষী[২] মূর্ত্তি দেখি দেবী হৃষ্টমনে।
আজ্ঞা দিলা যুদ্ধ হেতু যত দেবীগণে॥
সকলে সমরে গিয়া কর মহামার।
বিনাশ অসুর করি আয়ুধ প্রহার॥
দৈত্য-যুদ্ধে সর্ব্বশক্তি সত্বর হইয়ে।
উপনীত সংগ্রামেতে সসৈন্য লইয়ে॥
দশ মহাবিদ্যা শক্তি যোগিনী ডাকিনী।
নবদুর্গা নবকালী নায়িকা হাকিনী॥
জগদ্ধাত্রী পঞ্চদেবী কাল মহাকাল।
ভূত প্রেত বটুক ভৈরব আর তাল॥
বেতাল গুহ্যক রক্ষ পিশাচ চারণ।
চলে রণে নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ॥
এই যে সকল মূর্ত্তি স্বরূপ প্রকাশ।
সকলেতে পূর্ণভাগ জানিবে নির্যাস॥
দেবগণে নানাবিধ বাজনা বাজায়।
মহানন্দে নৃত্য করে দেবীগুণ গায়॥
সমরে দানবসেনা করে আস্ফালন।
ঘন ঘন রণবাদ্য করিছে ঘোষণ॥
দুন্দুভি দগড় কাড়া পরাজয় ঢোল।
পটহ পবন শঙ্খ মৃদঙ্গ মাদল॥
দৈত্যসনে দেবীসেনা হইল মিলন।
কবিরত্ন কহে বাজে ঘোরতর রণ॥

কালী ও দুর্গার সংগ্রাম।

দানব সকলে, সমরের স্থলে,
হুঙ্কার ছাড়ে গভীর।
ডাকে মার মার, ধনুকে টঙ্কার,
দিয়া যোড়ে খর তীর॥
আচ্ছাদে গগনে, শর বরিষণে,
দেখিয়া বেতাল কোপে।
মহাবলবান, মায়ার নিধান,
করে করে বাণ লোফে॥

১। সরোরুহ—পঙ্কজ, পদ্ম। ২। বিশালাক্ষী—বিশাল অক্ষি (চক্ষু) যাহার।

রাক্ষস পিশাচ, করে অট্টহাস,
সমরে আনন্দ অতি।
বটুক ভৈরব, করে ঘোর রব,
সকম্পিতা বসুমতী॥
ধরি খাঁড়া ঢাল, কাল মহাকাল,
সমরে যুঝিছে[১] ভাল।
বাজাইয়া গাল, নাচিছে বিশাল,
কেহ ধরি কপাল॥
বিকট নাদিনী, ডাকিনী যোগিনী,
অসি ধরি করতলে।
হান হান ডাকে, শির ঘন পাকে,
অধরে রুধির গলে॥
কালী তারা রণে, ফিরে দুইজনে,
অসিতে অসুর মারে।
রাজরাজেশ্বরী, অতি ভয়ঙ্করী,
প্রখর শূল প্রহারে॥
শ্রীভুবনেশ্বরী, খট্টাঙ্গাদি ধরি,
অসুর করিছে নাশ।
নাচিছে ভৈরবী; ছিন্নমস্তা দেবী,
ধূমার বদনে হাস॥
বগলা মাতঙ্গী, রণ-রসরঙ্গী
অসুর নাশিছে রণে।
মহালক্ষ্মী মাতা, ত্রিজগত পিতা,
বিনাশে দানবগণে॥
করে লাফালাফি, ঘোর দাপাদাপি,
ঘোর ছাড়িছে চিৎকার।
শর সন্‌সনি, গদা ঠন্‌ঠনি,
রণ হৈল এ প্রকার॥
বাণ-যুদ্ধ করে, কেহ গদা ধরে,
কেহ যুঝে খাঁড়া ঢালে।
করে হুটপাট, মারে মালসাট,
মল্লযুদ্ধ তালে তালে॥
করে ঘুষা ঘুষি, শিরে ঢুসা ঢুসি,
ভুজে ভুজে বাঁধাবাঁধি।
অবনীতে পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
পায়ে করে ছাঁদাছাঁদি॥
করে ঘোর রণ, যত দানাগণ,
ডাকে ঘন হান হান।
কপালে শোণিত, করিয়া পূরিত,
মহাসুখে করে পান॥
সৈন্য-কলরব, হৈল অসম্ভব,
সংগ্রামেতে মহামার।
টঙ্কার ধ্বনিতে, বচন শুনিতে,
কেহ নাহি পায় কার॥
করে টলমল, সংগ্রামের স্থল,
বিপুল হইল রণ।
নৃসিংহেরে দয়া, করগো অভয়া,
কবিরত্ন বিরচন॥

দানব-সৈন্য বিনাশ।

বিপরীত বিক্রমে যুঝিছে বীরগণে।
হুঙ্কারে টঙ্কার ধনু বাণ বরিষণে॥
ধরিয়া খর্পর অসি সেনা অভয়ার।
শত শত সেনাগণে করিছে সংহার॥
যত দেবী উগ্র পরম কৌতুকে।
ধরিয়া ধরিয়া সৈন্য নিক্ষেপিছে মুখে॥
রক্ত খায় অবিরত যতেক কালিকা।
শৃগাল কুকুর গৃধ্র[২] বায়স[৩] পালিকা॥
ক্ষণেকের মধ্যে বহু সেনা হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া দানবগণ শঙ্কাযুক্ত হয়॥
কি জানি কি হয় আজি দারুণ সমর।
যে দেখি আপন রাজ্য নিল পুরন্দর॥
একা বুড়ী প্রথমত সমরে আইল।
অঙ্গ হৈতে এত সৈন্য বাহির করিল॥
এক এক দেবী অতি ভয়ঙ্করা হয়।
দেখে প্রাণ উড়ে করিবেক পরাজয়॥
নিশ্চয় জানিনু আজি পরিত্রাণ নাই।
ভাবিলে কি হবে আর যা করে গোসাঞি॥
এত ভাবি দৈত্যগণ হইয়া নিরাশ।
আসুরিক ভাবে তমো হইল প্রকাশ॥

১। যুঝিছে—যুদ্ধ করিতেছে। ২। গৃধ্র—শকুনজাতীয় পাখি। ৩। বায়স—কাক।

মহাবেগে ধায় রণে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
একেবারে শরাসনে দিলেক টঙ্কার॥
শব্দে স্তব্ধ তিন লোক সমুদ্র উথলে।
আস্ফালনে মাটি ফাটে ধরা টলটলে॥
তাহা দেখি দেবীগণ হৈল আগুসার।
অসি-চর্ম্ম ধরি রণে ডাকে মার মার॥
চোটে চাটে বহু সৈন্য কৈল খণ্ড খণ্ড।
মুহূর্ত্তেকে দৈত্যগণে করে লণ্ডভণ্ড॥
উগ্রচণ্ডা যুদ্ধ করে উগ্রাসুর সনে।
আচ্ছন্ন হইল রবি বাণ বরিষণে॥
খড়্গে উগ্রচণ্ডা তারে করিয়া বিনাশ।
প্রেরণ করিল তারে শমন-নিবাস॥
প্রচণ্ড প্রচণ্ডাসুরে প্রচণ্ড সমর।
ক্ষণেকের মধ্যে তারে নিল যম-ঘর॥
চণ্ডোগ্রা সহিত কুণ্ডাসুর মহামতি।
যুদ্ধ করি চলি গেল যমের বসতি॥
চণ্ডী নায়িকার সনে যুঝিছে চতুর।
ক্ষত অঙ্গ অস্ত্রাঘাতে গেল যমপুর॥
চণ্ড চণ্ডাসুরে রণে হইল প্রলয়।
গদাঘাতে চণ্ড গেল কৃতান্ত-আলয়॥
চণ্ডবতী চটক অসুরের সংগ্রামে।
ত্রিশূল প্রহারে পাঠাইলা সৌরি-ধামে[১]॥
চণ্ডাসুর চিত্রাসুর সমর বিলাস।
কৃপাণ প্রহারে চিত্রা হইল বিনাশ॥
অতি চণ্ডিকার সেনা চাটুক যুঝিল।
একদণ্ড মধ্যে যম-সদনে চলিল॥
ব্রহ্মাণী সহিত ব্রহ্মতাল করে রণ।
দণ্ডাঘাতে তূর্ণ গেল শমন-ভবন॥
কালাসুরে কালিকার যুদ্ধ হৈল অতি।
খড়্গাতে নাশিল তারে কামী কোপবতী॥
বেদান্তক দুর্গা সনে প্রখর সমর।
কৃপাণে কৃপাণী নষ্ট করিলা সত্বর॥
শিবা সনে শবভুজো সংগ্রাম করিল।
শৃগালে খাইল দৈত্য রণে বিনাশিল॥
রক্তদন্তী বিপ্রচিত্তি অতুল সংগ্রাম।
পঞ্চত্ব পাইয়া দৈত্য হইল নিষ্কাম॥
শোকহরা সহ তবে যুঝে শোকাসুর।
দুর্জ্জয় মুষ্টিতে দেবী করিলেন চূর॥
চামুণ্ডা কীলাল সঙ্গে রণ বিপরীত।
মরিলে ভ্রূক্ষেপ হয় শক্তির রহিত।
রাজলক্ষ্মী কিরীটি সহিত দরশন।
হুঙ্কারেতে ভস্ম হয়ে মরে ততক্ষণ॥
অষ্টাদশ সেনাপতি হইল নিধন।
শ্রীনন্দকুমার গায় নূতন কীর্ত্তন॥

পঞ্চশক্তির সংগ্রাম।

শতাক্ষী করিল রণ, নাশিল দানবগণ,
মহাসুরে সংহার করিল।
শাকম্ভরী পরে আসি, শর্কর অসুরে নাশি,
রণভূমে নাচিতে লাগিল॥
ভীমা নানা অস্ত্র ধরি, সমরে সংগ্রাম করি,
ভীমাসুরে করিল বিনাশ।
ভ্রামরী ভ্রমর সঙ্গে, যুঝিয়া সমরে রঙ্গে,
পাঠাইলা কৃতান্ত-নিবাস॥
বিশালাক্ষী মহেশ্বরী, খর্পর কৃপাণ ধরি,
যুদ্ধ কৈলা অতি ঘোরতর।
হুঙ্কারে কাঁপিছে মহী, থর হরি কাঁপে অহি,
শঙ্কিত জগৎ চরাচর॥
বিশাল আইল রণে, ধনু ধরি আস্ফালনে,
যুদ্ধ কৈল অনেক প্রকার।
দেখে বিশালাক্ষী তায়, খরশান খড়্গাঘায়,
অবহেলে করিলা সংহার॥
আর যত দৈত্যগণ, সহিতে না পারে রণ,
রণ ছাড়ি করে পলায়ন।
দেবীগণে নাচে গায়, হরিষে শোণিত খায়,
দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥
দূতগণে সকাতরে, বার্ত্তা[২] দিল দৈত্যেশ্বরে,
সব সৈন্য হইল বিনাশ।
শুনে কথা চমৎকার, নতশির হৈল তার,
মনে মনে ভাবিছে হুতাশ॥

বুঝি সংগ্রামে এবার, প্রাণে বাঁচা হবে ভার,
নাহি আর উপায় ইহার।
সৈন্য মরে অগণন, হৈল রণ বিনাশন,
মহাসুখ হৈল দেবতার॥
কহিতে যে লজ্জা হয়, নারী হৈতে পরাজয়,
হইলাম সসৈন্য সমরে।
বীরত্ব বিক্রম যত, সব মোর হৈল হত,
টিটকারী দিবেক অমরে॥
সহ্য তা না হবে গায়, অতেব প্রতিজ্ঞা তায়,
যুদ্ধ করা হইল উচিত।
মারি কি আপনি মৈলে, এ দুয়ের এক হৈলে,
তবে শান্তি হইবে বিহিত॥
এত বলি দৈত্যেশ্বর, কোপে কাঁপে থর থর,
বিকট অধর ওষ্ঠ কোলে।
সমরেতে সুনিপুণ, চাপে চড়াইল গুণ,
তূণ হৈতে চোখা শর তোলে॥
ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার, ত্রিভুবন চমৎকার,
আস্ফালন মালসাট মারে।
ধনুর্ব্বাণ করতলে, উপনীত রণস্থলে,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমারে॥

দুর্গাসুরের সংগ্রাম।

ঘোরতর যুঝে সমরে।
হুঙ্কারে কম্প লাগে অমরে॥ ধুয়া॥

মহাবীর-দাপে বীর বরিষয়ে বাণ।
আচ্ছাদিত আদিত্য অচল[১] কম্পমান॥
প্রকাণ্ড আকার দৈত্য মহাবল ধরে।
ইন্দ্রাদি দেবতা দেখে সঙ্কোচিত ডরে॥
কি হয় সমরে আজি বুঝিতে না পারি।
আপনি আইল সাজি দৈত্য-অধিকারী॥
এত ভাবি দেবীগণে কহে বার বার।
সাবধানে যুদ্ধ মাতা করিবে এবার॥
দুর্গাসুর দুরদর্প দুর্জ্জয় আকার।
কার সাধ্য যুদ্ধ করে সম্মুখে তাহার॥
সভয় দেবতাগণ দূরেতে দাণ্ডায়।
রণমুখ হয়ে যত দেবীগণ ধায়॥
দেখিয়া দানবপতি করে গর গর।
ক্রোধে হৈল হুতাশন, কাঁপে থর থর॥
সহস্র সহস্র শর শরাশনে ধরে।
বরিষণ করিয়া ঢাকিয়া রবিকরে॥
দেবীগণ হান হান ডাকে ঘোরতর।
নিজ নিজ অস্ত্রে সব নিবারিছে শর॥
একেবারে দেবীগণ করে আসি রণ।
কেহ মারে গদা কেহ ভূষণ্ডি ভীষণ॥
কেহ শক্তি মুদ্গার মুষল শূল জাটি।
কেহ বজ্র কেহ শেল কেহ শালঝাটি॥
কেহ হানে খড়্গকাতি কৃপাণ তোমর।
কত জনে প্রহারিছে কত শত শর॥
কেহ আসি পশ্চাতে বসন ধরি টানে।
কেহ কেহ সতাঙ্গে তুরঙ্গে বাণ হানে॥
বেতাল ভৈরব রথ টানিয়া ফেলায়।
কাল মহাকাল রথ ফুলঙ্গে লাফায়॥
রাক্ষস চারণ ভূত প্রেত দানাগণ।
অলক্ষিতে নানা বৃক্ষ করে বরিষণ॥
কেহ বাহুযুদ্ধ হেতু ফিরে চারি পাশে।
শূন্য হতে রথে মুতে ভাসায় পিচাশে॥
লম্ফে লম্ফে ফিরে রণে করাল বটুক।
চড় মেরে কেড়ে লয় মাথার মুকুট॥
কেহ মারে লাথি কীল চাপড় দুর্জ্জয়।
কেহ আসি আঁচড়ে কামড়ে বিপর্য্যয়॥
একা দুর্গাসুর রণে হইল তটস্থ।
চাহিতে না দেয় কেহ হেন ব্যতিব্যস্ত॥
যোগিনী ডাকিনী আর যত প্রেতগণ।
ভূতের সংগ্রামে কি করিবে একজন॥
বিস্তারিতে নারি আর গ্রন্থ হয় বাড়া।
ভূতের সংগ্রাম সব তন্ত্র মন্ত্র ছাড়া॥
ন্যায় আর অন্যায় নাহিক বিবেচনা।
মরিলে খাইব রক্ত অন্য কি শোচনা[২]॥
কোনমতে সমরে হইলে হয় জয়।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা কবিরত্ন কয়॥

১। অচল—পর্ব্বত। ২। শোচনা—চিন্তা, ভাবনা।

কাত্যায়নী-সৈন্যের সহিত দুর্গাসুরের যুদ্ধ।

ব্যস্ত হয়ে মহাবীর সমর চতুর।
ধনুকে যুড়িল বাণ কোপে মহাসুর॥
এক বাণে সব বাণ করে নিবারণ।
মধ্যে মধ্যে নিজ অস্ত্র করে বরিষণ॥
ঠেলে ঠালে কত জনে করিল নিরস্ত।
ভয়ে ভীত ভঙ্গ দেয় পিশাচ পরাস্ত॥
কারে মারে কীল লাথি চাপড় চাপড়ি।
বিক্রমে ব্যথিত পলাইছে রড়ারড়ি[১]॥
যে যেমন করে তার সহিত তেমন।
সমর-সমাজে দুর্গাসুর করে রণ॥
একেলা সকলে বোধ দেয় বীরদাপে।
হুঙ্কার টঙ্কার শঙ্খনাদে ধরা কাঁপে॥
সকলেতে পরাজয় হতবীর্য্য প্রায়।
সহিতে না পারে অস্ত্র ক্ষত হৈল কায়॥
মহাসুর মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন।
দলে দেবী-সৈন্য যেন সরোজ-কানন[২]॥
পরাজয় হয়ে যত দেবী-সেনাগণ।
সংবাদ দিলেন গিয়া অম্বিকা সদন॥
শুন মাতা কাত্যায়নী প্রমাদ এবার।
দুর্গাসুর আইল রণে দুর্জ্জয় দুর্ব্বার॥
দেবীগণ যুদ্ধ আর করিতে না পারে।
প্রাণপণ হইয়াছে কহিনু তোমারে॥
রক্ষা কর নতুবা সকল আজি যায়।
দুর্গা দানবের কাছে কেহ না এড়ায়॥
শুনিয়া অম্বিকা অতি হৈল কোপমতি॥
আক্রোশে আছাড়ে পদ কাঁপে বসুমতী॥
কর পদ কাঁপে আর ওষ্ঠাধর স্ফীত।
ভ্রূকুটি কুটিলানন ক্রোধে আস্ফাদিত॥
ঘূর্ণিত নয়ন তিন আরক্ত বরণ।
পাবক স্ফুলিঙ্গ তাহে হয় নিঃসরণ[৩]॥
করিয়া শঙ্খের ধ্বনি ছাড়িল হুঙ্কার।
ঘোরতর হৈল রব বিজয় ঘণ্টার॥
নাগপাশ দেবী করে করিতে তর্জ্জন।
ধনু টঙ্কারিয়া দেবী করিয়া গর্জ্জন॥
দানবে সভয় হৈল অভয় অমরে।
কবিরত্ন কহে দেবী সাজিল সমরে॥

অম্বিকার সহিত দুর্গাসুরের যুদ্ধারম্ভ।

এলো কে সমরে বামা নিবীড় নিতম্বিনী॥
মৃগরাজোপরে, দশ করে নানা আয়ুধ ধরে ভয়ঙ্করে,
কেরে সুরূপসী, ভালে শশী, কার সীমন্তিনী॥ ধুয়া॥

আস্ফালনে অম্বিকা আপনি যায় রণে।
প্রকৃতি উৎপত্তি করা না ধরিল মনে॥
উপনীত সংগ্রামে কেশরী আরোহণ।
সাপক্ষে অভয় দিলা মাভৈ বচন॥
সর্ব্বশক্তিময়ী যদি করিলা অভয়।
হতবীর্য্য সৈন্যগণে শক্তিযুক্ত হয়॥
যত দেবীগণ আসি করিয়া প্রণাম।
বলে মাতা আপনি কি করিবে সংগ্রাম॥
কোন দায় আপনি করিতে আইলে রণ।
দাসীগণ হৈতে দৈত্য হবে বিনাশন॥
বলহীন হৈয়া ছিনু অবিরত রণে।
শতগুণ হৈল বল তব দরশনে॥
তব পদরেণু লয়ে জিনি ত্রিসংসার।
কীটস্থ কোটির মধ্যে দৈত্য কোন ছার॥
চণ্ডিকা সবার প্রতি কহিতে লাগিলা।
তোমরা সকলে যুদ্ধ অনেক করিলা॥
শ্রান্ত হইয়াছ ক্ষণে শ্রম কর দূর।
দলিব আপনি গো দুর্ম্মতি দুর্গাসুর॥
সকলে মরেছে রণে করিয়া প্রবেশ।
ঐ দুষ্ট আছে আর আমি আছি শেষ॥
সকলের যুদ্ধ আর করে কাজ নাই।
মূষিক মারিতে কি মুষল করে চাই॥
এত বলি ক্ষান্ত দেবী করিলা কথায়।
তবু তারা দেবীর পাছু পাছু ধায়॥
মার মার শব্দেতে গভীর ঘোর ডাকে।
লম্ফে লম্ফে যায় সবে খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে॥

১। রড়ারড়ি—তাড়াতাড়ি ; দ্রুত। ২। সরোজ-কানন—পদ্মবন। ৩। নিঃসরণ—বহির্গত, বাহির।

উপনীত দুর্গাসুর রয়েছে যথায়।
দেবীরে দেখিয়া দুর্গা কোপদৃষ্টে চায়॥
বলে দৈত্যপতি শুন শুন দুষ্টা নারী।
জয়ী হৈলে রণে মোর বহু সৈন্য মারি॥
আপনাকে ধন্য মেনে গর্ব্ব হইয়াছে।
সে গর্ব্ব হইবে খর্ব্ব আজি মোর কাছে॥
যত নারী সংসারের করিব বিনাশ।
ত্রিদশে ত্রিদেব হৈতে করিব নৈরাশ॥
তোমারে করিব নষ্ট না ভাবিহ আর।
কোনমতে না রাখিব প্রকৃতি সঞ্চার॥
এমন মেয়ের রীত না শুনি কখন।
লজ্জা সজ্জা হীন নগ্না হয়ে করে রণ॥
কার কাছে কব আর দেখে লজ্জা হয়।
আজি নারী নাশিব ইহাতে কি সংশয়॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা ঈষৎ হাসিলা।
সম্বোধিয়া তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গাসুর বধোদ্যোগ।

পার্ব্বতী কহেন শুন পাপিষ্ঠ দানব।
আপনার কর্ম্মদোষে নষ্ট হৈল সব॥
আসুরিক স্বভাবের নীতি কি এমন।
জেনেও জানে না ইষ্ট অনিষ্ট ভাবন॥
এক নারী বৃদ্ধা আইল প্রথম রণে।
তাহা হৈতে এত নারী হইল সৃজনে॥
জেনেও করিলে বাদ কি আর সুধাও।
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে রাজ্য দাও॥
নতুবা মরণ তোর হৈল আগুয়ান।
আমার সংগ্রামে অদ্য হারাইবে প্রাণ॥
দেবীর বচনে দুষ্ট কোপ মন হয়।
মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তবে কয়॥
পাপীয়সী ও গর্ব্ব কি আমি তোর সই'।
আমি রাজা দুর্গাসুর মহিষ তো নই॥

এত বলি গর্জ্জিয়া উঠিল বীরদাপে।
ধনুক টঙ্কার দিল ত্রিভুবন কাঁপে॥
জুড়িল ধনুকে বাণ চোখা খরশান।
প্রহারিল চণ্ডিকায় পূরিয়া সন্ধান॥
নানা অস্ত্র প্রহার করিছে মহাবীর।
যেন মেঘে মেরুশৃঙ্গ বরিষয়ে নীর॥
বাণেতে বিচ্ছিন্ন বপুঃ হৈল চণ্ডিকার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
সম্বরিতে নারি দেবী ধনুক ধরিলা।
বাণে বাণে যত সব সংহার করিলা॥
মহাকোপে মহেশ্বরী পূরিলা সন্ধান।
জুড়িল অসুর প্রতি মেঘমালা বাণ॥
বায়ুবাণে দৈত্য তারে ফেলে দিল দূর।
মহা ঝড়ে উড়ে দেবী সামন্ত প্রচুর॥
আকাশাস্ত্রে বায়ুদেবী করিলা সংহার।
পর্ব্বতাস্ত্র প্রহার করিল পুনর্ব্বার॥
বজ্রবাণ তার প্রতি ছাড়ে মহাসুর।
বজ্রাঘাতে পর্ব্বতাস্ত্র হয়ে গেল চূর॥
বজ্রেতে দেবীর সৈন্য দলিল বিস্তর।
বজ্রবাণে দেবী তারে নিবারে সত্বর॥
পুনঃ দেবী অগ্নি-অস্ত্র কৈল বরিষণ।
বরুণাস্ত্রে দুর্গাসুর কৈল নিবারণ॥
ঘোরতর সলিলে ভাসিল সেনাগণ।
শোষকাস্ত্রে দেবী বাণ কৈল নিবারণ॥
কোপে দেবী নাগপাশ কৈল অবতার।
গন্ধর্ব্বাস্ত্রে দানবেন্দ্র করিল সংহার॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র নারায়ণী করে বরিষণ।
গরুড়াস্ত্রে দৈত্য তারে কৈল নিবারণ॥
এইরূপে বাণ-যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কেহ কার পরাজয় নহে পরস্পর॥
পরে দেবী এলোকেশী বাণ মারে কোপে।
আস্ফালনে দুর্গাসুর বাম হাতে লোফে॥
বাণ ব্যর্থ হইলে দেবী রুষিলা অন্তরে।
বাতাবাৎ-বাণ মারে দৈত্যের উপরে॥
শরাঘাতে দুর্গাসুর হইল মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিছে শোণিত॥

শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গাসুর দশভুজা মূর্ত্তি সর্ব্বত্রময়ী দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পায়।

একে দশভুজা কাল হলো আমারে।
দশদিকে একরূপে একা আছে বামারে॥
আঁখি মুদে যদি চাই, হৃদপদ্মে দেখি তাই,
পলাবার পথ নাই, গেল প্রাণ এবারে॥ ধুয়া॥

চেতন পাইয়া চিন্তা করে দৈত্যপতি।
নিশ্চয় এবার মোর নাহি অব্যাহতি[1]॥
যুদ্ধ ছাড়ি দুর্গাসুর পলাইতে চায়।
দশদিকে দশভুজা দেখিবারে পায়॥
আপনার দেহে দেখে দশভুজা রূপ।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি দেখে ভাবে ভূপ॥
নিস্তার নাহিক হৈল বিস্তার ষোড়শী।
সর্ব্বত্রব্যাপিনী শক্তি অম্বিকা রূপসী॥
ভয়ে ভীত হয়ে দৈত্য মুদিল নয়ন।
হৃদিমাঝে কাত্যায়নী দিল দরশন॥
গৌরবর্ণা সুকুন্তলা[2] সিংহপৃষ্ঠে ভর।
বিবিধ আয়ুধ সহ যুক্ত দশকর॥
ভ্রূ-কটাক্ষে মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে।
প্রহার করিছে অস্ত্র যেন বিনাশিতে॥
দেখে দুর্গাসুরের অসুর-ভাব যায়।
নব-ভক্তি-ভাবোদয় ব্রহ্মজ্ঞান পায়॥
সামান্য বিভ্রম গিয়ে জন্মিল বিস্ময়।
ব্রহ্মময়ী বলিয়া দেবীরে জ্ঞান হয়॥
অবশেষ হৈল আয়ু বুঝিল নিশ্চয়।
নিতান্ত প্রাণান্ত কাল কৃতান্ত সদয়॥
আসুরিক জন্মে বহু করিলাম পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত দেবী স্তবে খণ্ডাইব তাপ॥
শঙ্করী আমারে যদি করেন সংহার।
তথাপি হইবে মোর নরকে উদ্ধার॥
এত বলি দৈত্যরাজ ভক্তিভাবে অতি।
করিছে বিনয়ে স্তব তুষিতে পার্ব্বতী॥
কবিরত্নে আজ্ঞা দিলা কর ভাষা গীতে।
আশ্বাসিল বিশ্বাসে নৃসিংহ নরাঙ্কিতে॥

দুর্গাসুর কর্ত্তৃক অম্বিকার স্তব।

করুণা কর মা সম্প্রতি করুণাময়ী।
ঘৃণা না করিহ দমনে অধম মায়ী॥ ধুয়া॥

অনিত্য সংসার সব জানিয়া অসার।
গদগদ স্বরে করে স্তব চণ্ডিকার॥
কাত্যায়নী কলুষনাশিনী ভবদারা।
ত্রিপুরে ত্রিপুর তুমি ত্রিগুণাত্ম তারা॥
অশ্রুজলে ভাসে অঙ্গ সঅঞ্চল গলে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে মা'র পদতলে॥
রক্ষ রক্ষ জননী গো অকৃতি সন্তানে।
না জানি করেছি দোষ তব সন্নিধানে॥
বিশ্বধাত্রী বিরিঞ্চি-বন্দিনী বিশ্বগতি।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী আমি মূঢ় অতি॥
তব ধ্যান জ্ঞান পূজা ভজন কিঞ্চিৎ।
সুকৃতি নাহিক মোর কুকৃতি সঞ্চিত॥
অসুরযোনিতে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
তমোভাবে করিলাম অনিষ্ট চিন্তন॥
জগততারিণী তারা পতিতপাবনী।
জগত চরাচর সুরাসুরের জননী॥
দুরন্ত কি শান্ত মা মায়ের বশ ছেলে।
সকল সমতা মা'র নাহি দেন ফেলে॥
আমি দুষ্ট দুরাচার না কর বঞ্চনা।
স্নেহাবলোকনে দোষ করগো মার্জ্জনা॥
ব্রহ্মাণ্ড-জননী তুমি ব্রহ্মাণ্ড-উদরে।
গর্ভস্থ পুত্রের দোষ জননী না ধরে॥
নির্দ্দয়া হও না কালী করগো উদ্ধার।
কুকর্ম্মাত্মা কুকর্ম্ম মা করেছি অপার॥
অপারে কে আর পার করে তোমা বিনে।
পদপ্রান্তে দেহ স্থান মরি ভ্রান্ত দীনে॥
নিজগুণে নিজসুতে হও মা সদয়।
আক্রোশ আত্মজ প্রতি উচিত না হয়॥
স্তবে তুষ্ট আশুতোষী হরের বনিতা।
দয়াময়ী দানবে হইয়া দয়ান্বিতা॥
হাত হৈতে ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন।
দুর্গাসুরে কোলে নিতে করিলা গমন॥

১। অব্যাহতি—মুক্তি। ২। সুকুন্তলা—সুকেশিনী; যে নারীর মস্তকে সুন্দর কেশদাম আছে।

কোপ দৃষ্টে চাহিলেন নেত্র অপলকে।
অনল নির্গত হৈল ঝলকে ঝলকে॥

ব্যাপিল অম্বর উনু বুধ তেজ লয়।
সসৈন্যেতে ধূম্রাসুর ভস্মরাশি হয়॥

ফিরার বিজয়া জয়া বিনয় বচনে।
দৈত্যেরে অভয় দিবে কি ভাবিয়া মনে॥
দেবী কন জয়া মোরে না কর বারণ।
দুর্গাসুরে দিব আমি এ তিন ভুবন॥
এমন সেবক যদি পূর্ব্বে জানিতাম।
তাহলে এ যুদ্ধ আমি নাহি করিতাম॥
অদ্যাবধি দুর্গাসুর সন্তান সমান।
অমাত্যাভিষেকে মোর সুস্থ কৈল প্রাণ॥
ছেড়েদে বিজয়া ভক্ত দুঃখ পায় মোর।
আজি আমি মনোবাঞ্ছা পূরাইব ওর॥
উতলা না হও গো বুঝ না প্রতিক্ষাৎ।
যেন পুনঃ বিঘটিত না হও পশ্চাৎ॥
যাও কিন্তু বিবেচনা করিবে মা তুমি।
বিশ্বের জননী আর কি কহিব আমি॥
বিদায় হইয়া মাতা গেল ততক্ষণ।
বর লও দুর্গাসুরে যাচিলা তখন॥
দুর্গাসুর বলে মাগো অন্য বর কিবা।
দানব এ দেহ হৈতে মুক্ত কর শিবা॥
চরাণান্তে দেহ স্থান নখচন্দ্র-কোণে।
যেন আর প্রত্যাগতি না হয় ভুবনে॥
শুনিয়া দেবীর মুখে বহে স্নেহে স্বর।
অবোধের ন্যায় কেন চাহিলে এ বর॥
এতিন ভুবন চাহ তোরে দিয়া যাই।
দুর্গা কয় বিষয়-বাসনা মোর নাই॥
বিস্তর করেছি সুখ বাকী নাই আর।
এক্ষণে এ বিষয়েতে কর মা উদ্ধার॥
এক বর দিয়া মা পূরাও মনস্কাম।
আমার নামেতে যেন না হয় তব নাম॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী কোলে নিলা তায়।
ভাগ্যের নাহিক সীমা কবিরত্ন গায়॥

দুর্গাসুর বধ।

নিরস্ত্র হইল মাতা, ভাবেন বাসব ধাতা,
এ আবার হইল কেমন।
দুর্গাসুরে বর দিয়া, স্নেহভাবে কোলে নিয়া,
দেবী আর না করিলা রণ॥
কি হলো কি হলো আর, সর্ব্বনাশ দেবতার,
যদি দুর্গাসুর নাহি মরে।
মহাকোপে মহাসুর, আসিয়া অমরপুর,
সমূলেতে নাশিবে অমরে॥
সার যুক্তি করি সবে, দুষ্টা সারদারে তবে,
দানবের নিকটে পাঠান।
দেবতার কার্য্য জন্যে, দেবী সরস্বতী ধন্যে,
দৈত্য-দেহে হইলা অধিষ্ঠান॥
কোলে থাকি চণ্ডিকার, মতিছন্ন হৈল তার,
অম্বিকায় কহে কুবচন।
আমি যে করিনু স্তব, তাহে নহে পরাভব,
ছলেতে ভুলাই সব মন॥
অসুরের এই ধর্ম্ম, সাধয়ে আপন কর্ম্ম,
বলে ছলে অথবা কৌশলে[১]।
আমি দুর্গ দৈত্যেশ্বর, ত্রিভুবনে নাই ডর,
ভালরূপে জানয়ে সকলে॥
থাকি দর্পে আপনার, বশীভূত নহি কার,
তৃণ তুল্য করি সর্ব্বজনে।
স্তব করিব তোমায়, বল দেখি কোন দায়,
আমি হীন না হই এমনে॥
পূর্ব্বেতে করেছি যাহা, এখনি করিব তাহা,
না রাখিব প্রকৃতি সংসারে।
দুষ্টা বেটী আজি তোর, মৃত্যু দেখি হাতে মোর,
আমি ভয় নাহি করি কারে॥
রমণী হইয়া তোর, কথা কেন জোর জোর,
আজি মান হারাবে নিশ্চয়।
এত বলি মহাবীর, কোল হইতে দেবীর,
লাফ দিয়ে ভূমিগত হয়॥
চণ্ডীর বিস্ময় মন, কিবা দৈত্য আচরণ,
বিজয়ারে সম্বোধিয়া কন।
শুনিয়া বিজয়া কয়, ভাবিলে কি আর হয়,
দৈত্য কভু না হয় আপন॥
পূর্ব্বেতে বলেছি সব, করিয়া সে অসম্ভব,
দেখিলে মা প্রত্যক্ষ এখন।
বিলম্ব কি জন্য কর, ত্বরায় ধনুক ধর,
দুষ্ট দৈত্য করহ নিধন॥

[১] ... বাহুবল, ছলনা এবং নানাবিধ চাতুরী অবলম্বন করিয়া।

অসুরের দেখি রঙ্গ, দেবীর জ্বলিল অঙ্গ,
সখী বাক্যে ধনুক ধরিলা।
আকর্ণ পূরিল বাণ, তীক্ষবাণ খরশান,
দুর্গাসুরের সন্ধান করিলা॥
ঢালে উড়ে লয় শর, দৈত্যপতি বীরবর,
দেখে তার অসি-চর্ম্ম কাটে।
নিরস্ত্র হইয়া তায়, রথচক্র ধরি ধায়,
চণ্ডীর নিকটে মালসাটে॥
রুষিলা চণ্ডী অন্তরে, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে,
দুর্গাসুর হৈল দুই খান।
দেবীর অধরে হাস, দেবের ঘুচিল ত্রাস,
কেশরী করিছে রক্তপান॥
পুনঃ দৈত্যদেহ ছাড়ি, পেয়ে তনু মনোহারী,
দুর্গাসুর হইল উদ্ধার।
দুর্গাসুরে করি নষ্ট, প্রসিদ্ধ আখ্যান স্পষ্ট,
দুর্গানাম হৈল অম্বিকার॥
যোগিনী ডাকিনীগণে, অতি হরষিত মনে,
দৈত্যের শোণিত মাংস খায়।
ভয়ে ভীত দৈত্যগণ, করে সবে পলায়ন,
দ্বিজ কবিরত্ন রস গায়॥

রণজয়ী-বাদ্য নির্ঘোষ।

পড়িল দুর্গাসুর, পাইল যমপুর,
নাচিছে দেবীসেনাগণ।
বেতাল মহাকাল, বাজায়ে ঘন গাল,
উৎসাহে করিছে গর্জ্জন॥
নায়িকা-শক্তিগণে, পঞ্চদেবীর সনে,
আনন্দে করিছে তাণ্ডব।
কালী দুর্গা কি রঙ্গে, দশধা[1] বিদ্যা সঙ্গে,
নাচিছে সহিত পাণ্ডব॥
খাইয়া রক্তপানা, পিশাচ প্রেত দানা,
ডাকিছে জয় জয় কালী।
দুর্গা দুর্গারব, আনন্দে মহোৎসব,
গাইছে দিয়ে করতালি॥

আনন্দে দেবতায়, রণবাদ্য বাজায়,
দুন্দুভি মোহরী মাদল।
টিকারা রামকাড়া, দগড় বীরপড়া,
মৃদঙ্গ কাড়া জয়ঢোল॥
দমট দারাকাশী, খমট মটবাশী,
সারিন্দা সারিঙ্গী সেতার।
পাখোয়াজ পারোয়াল, বরাঙ্গ করতাল,
বীণা কি সুধার আধার॥
বাজিছে করশানি, রণ বিজয়ী বেণী,
দামামা শিঙ্গা জগঝম্প।
লহরী রণ তূরী, ভেরী সহরী সুরী,
ডহরী রণকালী ডম্ফ॥
রবার বীরঢাক, শঙ্খ ঘণ্টা পিনাক,
মুরজ মন্দিরা মোচঙ্গ।
বিপঞ্চী সুরী ধুরী, সপ্তমস্বরা খুরী,
ডমরু মরু রণশৃঙ্গ[2]॥
গাইছে রণোৎসব, সানন্দ বিধি ভব,
বাসব সঙ্গে ধরে তাল।
নাচিছে দেবগণ, চণ্ডীরে সঁপি মন,
পুলকে পূর্ণিত বিশাল॥
অধিক গুণগান, সঙ্গীত সুকীর্ত্তন,
করিয়া নাচিছে অমরে।
করিয়া সুসদন, কুসুম বরিষণ,
করিছে চণ্ডীর উপরে॥
ছাড়িয়া নিজপুর, আর যত অসুর,
পলায়ন হয় অনুদ্দেশ।
লইয়া পরিবার, ভাবি সব অসার,
সাগরে করিল প্রবেশ॥
অসুরে বাস ছাড়ে, দৈব উদ্যম বাড়ে,
করিছে চণ্ডীর অর্চ্চনা।
দ্রব্য বিধিমত, আনিয়া কত শত,
ক্রমেতে মন্ত্রের রচনা॥
নৃসিংহ দাসে কৃপা, করিয়া রাখ ত্রিপা,
লজ্জারূপিণী মহামায়া।
দ্বিজ কবিরত্নে গায়, রাখ গো রাঙ্গা পায়,
দয়া না ছেড়ো ভবজায়া॥

১। দশধা—দশবিধ। ২। রণশৃঙ্গ—রণশিঙ্গা; রণোন্মত্ততা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত একপ্রকার বাদ্যবিশেষ।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীগণের পূজারম্ভ।

দৈত্যগণ হৈল নাশ, চণ্ডীর উপজে হাস,
দেবীগণ সহ দাণ্ডাইলা।
অষ্ট নায়িকা সর্ব্বাণী, অষ্ট শক্তি শিবরাণী,
নিজ নিজ পর্য্যায় মিলিলা॥
দশ মহাবিদ্যা হাসি, অম্বিকা নিকটে আসি,
আদ্যাকালী শব শিরোপরা।
তারাদেবী দিগম্বরী, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী ভৈরবা আকারা॥
ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, বগলা মাতঙ্গী সতী,
মহাদেবী কমল-আত্মিকা।
শিবদা অশিবহরা, শিবধাত্রী শিবকরা,
শিবজায়া শিবত্ব-সাধিকা॥
আর দেবী জগদ্ধাত্রী, ত্রিজগতানন্দদাত্রী,
বিশ্বপাত্রী বিধাতা-বন্দিনী।
ত্রিভুবনে নিস্তারিণী, দুঃখাশুভ-প্রহারিণী,
ত্রাণকর্ত্রী করীন্দ্রমর্দ্দিনী॥
পরে নবদুর্গাগণ, সবাহনে আরোহণ,
করিয়া দাণ্ডায় সারি সারি।
ব্রহ্মাণী মহতী সতী, জয়কালী উগ্রাবতী,
জয়দুর্গা কার্ত্তিক-কুমারী॥
শিব শিব নিতম্বিনী, রক্তদন্তিকা দন্তিনী,
শোকহরা, জগততারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডনায়িকা, দেবারিষ্ট-বিনাশিকা,
রাজলক্ষ্মী অশুভহারিণী॥
নবকালী সমুদয়, চণ্ডীর নিকটে রয়,
আদ্যা উগ্রচণ্ডা মহামায়া।
প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা আর, অতি প্রকাণ্ড আকার,
চণ্ডনায়িকা সর্ব্বজায়া॥
চণ্ডদেবী চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা মহামতি,
অতি চণ্ডী রুদ্রাচণ্ডা কালী।
বিগলিত কেশপাশ, বদনে ঘোরাট হাস,
নৃত্য বেশে দেয় করতালি॥
ভীমা শতাক্ষী ভ্রামরী, বিশালাক্ষী শাকম্ভরী,
এই পঞ্চ দেবী দাঁণ্ডাইলা।
সম্মুখেতে পুরন্দর, লয়ে যতেক অমর,
পূজাদ্রব্য সহিত আইলা॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবী পূজা।

কালিকে করুণা করগো করালে।
হৈমবতী শিবে বিশদ-বিশালে॥ ধুয়া॥

বিধি ভব বাসব অনিল হুতাশন।
অষ্টবসু দিক্‌পাল[১] গ্রহাদি শমন॥
দেবীগণে অগ্রে করি পূজা আরম্ভিল।
প্রথমতঃ কালিকার অর্চ্চনা করিল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচার।
আসন বসন আভরণ আদি আর॥
সব শিবা আরাধিলা বিবিধ বিধান।
দক্ষিণান্ত সমর্পণ হোম বলিদান॥
একদিনে সকলের করিয়া অর্চ্চনা।
দেবমানে করিলেন বিধান রচনা॥
নয় মাসে বৎসরেক ইহাতে নিশ্চয়।
তদনুসারেতে মাস দিবস নির্ণয়॥
দেবীগণের অর্চ্চনা কৈল নিরূপণ।
যেই মাস যেই দিন তিথি সেইক্ষণ॥
কার্ত্তিকেতে অমাবস্যা স্বাতীঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়॥
রাত্রেতে প্রতিমা করি রাত্রে আবাহন।
অপ্রকাশ গুপ্তে পূজা রাত্রে বিসর্জ্জন॥
চিহ্ন না থাকিবে তার প্রকাশিলে দিন।
প্রকাশেতে কালী পূজা হয় ফলহীন॥
তার পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপিত।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী দিনে শ্রবণা মিলিত॥

১। দিক্‌পাল—ইন্দ্র (পূর্ব্বদিকের অধিপতি), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব্বের), যম (দক্ষিণের), নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিমের), বরুণ (পশ্চিমের), মরুৎ বা বায়ু (উত্তর-পশ্চিমের), কুবের (উত্তরের), ঈশান (উত্তর-পূর্ব্বের), ব্রহ্মা (ঊর্দ্ধের) এবং অনন্ত (অধোদিকের)—এই দশদিক্‌পতি বা দশদিক্‌পাল।

প্রতিমা রচিয়া হবে নিশিতে অর্চ্চন।
পরদিন পরতন্ত্রে দিবে বিসর্জ্জন॥
বৈশাখের শুক্লা ত্রয়োদশী নিরূপণে।
গুরুবারে পূনর্ব্বসু নক্ষত্র মিলনে॥
প্রতিমায় পূজিবেক রাজরাজেশ্বরী।
প্রহরে প্রহরে পূজা দিবসেতে করি॥
নৃত্য-গীতে সে রজনী করি জাগরণ।
পরদিন প্রভাতে করিবে বিসর্জ্জন॥
ভুবনেশ্বরীর পূজা করিল বিধান।
মাঘে শুক্লা সপ্তমীতে তাহার প্রমাণ॥
পৌষে কৃষ্ণা একাদশী বিশাখা মিলিবে।
সেইদিন শেষরাত্রে ভৈরবী পূজিবে॥
জ্যেষ্ঠ শুক্লা দশমীতে মিলিবেক হস্তা।
সেইদিন দিবাতে পূজিবে ছিন্নমস্তা॥
পৌষের পৌর্ণমাসী নক্ষত্র রোহিণী।
পূজিবেক ধূমাবতী শঙ্কর-মোহিনী॥
চৈত্র মাসে শুক্লাষষ্ঠী শুভ গুরুবার।
মৃগশিরা নক্ষত্রে পূজা বগলার॥
আষাঢ়ে দশমী শুক্লা চিত্রা ঋক্ষ আর।
মাতঙ্গীর দিবা পূজা গৃহ পরিবার॥
আশ্বিনেতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
মহালক্ষ্মী পূজিবার নক্ষত্র রেবতী॥
নিশিতে করিবে পূজা করি জাগরণ।
বরদা হবেন দেবী বেদের বচন॥
প্রতিমা করিবে করি অভিষেক করে।
এই দশ বিদ্যা পূজা দশম বাসরে॥
পরে শুন আর আর মত নিরূপণ।
নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচন॥

নবদুর্গা ও নবকালী পূজার নিয়ম।

নবদুর্গা পূজার নিয়ম শুন তবে।
দুর্গা মহোৎসবে পত্রিকায় পূজা হবে॥
নবকালী আরাধনা করিবে সকলে।
দুর্গোৎসবে তত্র মধ্যে পদ্ম অষ্টদলে॥
অষ্টশক্তি পূজা দেবী অর্চ্চনার কালে।
অষ্ট নায়িকা পূজা তাহার মিশালে॥
পঞ্চদেবী পূজা আর কৈল নিরূপণ।
দুর্গোৎসবেতে পূজাকালে আবরণ॥
যোগিনী ডাকিনী আর যত সেনাগণ।
সকলের পূজা কৈল সহস্রলোচন॥
জগদ্ধাত্রী পূজার শুনহ প্রকরণ।
যোগিনীর তত্ত্ব অতি পরম সাধন॥
অর্চ্চিলে উত্তম গতি মুক্তি অনায়াসে।
নিরন্তর বাস হয় চণ্ডিকার পাশে॥
তুলায় উদয় শশী নবম কলায়।
জগদ্ধাত্রী আরাধনা প্রমাণ তাহায়॥
চারি পূজা বিধিমতে করিবে বিধান।
পশুপক্ষ জলচর নর বলিদান॥
রাজসিক পূজা নিশিযোগে জাগরণ।
পরদিনে মন্ত্রেতে করিবে বিসর্জ্জন॥
এই সব দিন তিন পূজার নিয়ম।
দেবী পূজা প্রকাশিতে জানিবে উত্তম॥
ইহা ব্যতিরেকে[১] দেবী নাহি কহে বেদ।
যখন যেমন পূজা প্রতিমা প্রভেদ॥
ইচ্ছাময়ী অর্চ্চনা ইচ্ছায় বার মাস।
কামনা পূরিবে পূর্ব্বে করিলে প্রকাশ॥
প্রত্যেক বাহুল্যে কৈলে পূজা বিবরণ।
অল্প আয়ু না পারি করিতে সমাপন॥
বিশ্বতন্ত্র আগমেতে পূজার প্রচার।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু শক্তি অনুসার॥
পূজা করি দেবগণ যত অবতার।
প্রত্যেকেতে করে স্তব শুন আর বার॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্কটে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দশ মহাবিদ্যার স্তব।

জয়কালী করালী করাল-হরা।
অসিমুণ্ডে বরাভয় শস্ত্র-পরা॥
দেবারিষ্ট-হরা অমর-পালিকে।
জয়দে জয়দে জয়দে কালিকে॥১॥

তারা ত্রাণকরা শব-মঞ্চোপরা।
ধারণা বিশিখ[২] উর্দ্ধ শিখরা॥

অসুরঘাতিনী জয়দে অমরে।
কর পার তারা কাতর কিঙ্করে॥ ২॥
রাজেরাজেশ্বরী অসুরনাশিনী।
শিবনাভি-সরোজোপর-বাসিনী॥
প্রেত পক্ষ পঞ্চোপরে যোগমায়া।
দেহ কাতর দীনে দেহ পদছায়া॥ ৩॥
ভুবনেশ্বরী নিস্তার দীনজনে।
দেবারিষ্ট-বিনাশিনী আয়োদনে॥
ভুবন-ভয়-ভঞ্জনী ভ্রান্তিহরা।
ত্রাহি ত্রাহি শান্তিকরা॥ ৪॥
হে ভৈরবী নমো নমঃ পীড়দারা।
পরমা প্রকৃতি ত্রিভুবন-সারা॥
দ্বীপীমুখ-নিস্তারিণী ত্বং ভবানী।
কর পার পামরে গিরিশ-রাণী॥ ৫॥
রতি-কাম-বাহিনী রুধির-প্রিয়ে।
ক্ষুধা শান্তি কর নিজরক্ত পিয়ে[1]॥
সম দ্বয় সখি প্রত্যুষ্টকরা।
নমস্তে ছিন্নমস্তকে দুঃখহরা॥ ৬॥
ধূমাসুর-বিনাশিনী বিশ্বমায়ে।
ত্রিদশ-ত্রাস-মোচিনী শম্ভুজায়ে॥
দীনময়ী দীনহীন অভাজন অতি।
কুরু কৃপাময়ী কৃপা ধূমাবতী॥ ৭॥
বগলে বরদে লোহিতাক্ষহরা।
ভীষণ সুভূষণা মুষলধরা॥
তর তর তরঙ্গে ভবাব্ধি[2] জলে।
কর নিস্তার পারাপারে বগলে॥ ৮॥
হে মাতঙ্গি মহেশ-মোহিনী শিবে।
কালিকাসুর-নাশিনী শান্তি দিবে॥
তব নাম মাহাত্ম্য বেদে না ভাসে।
করুণাময়ী তার করুণা দাসে॥ ৯॥
কৃপাবলোকনে পূর মনাভীষ্ট[3]।
অবহেলে বিনাশিলে কূর্ম্মপৃষ্ঠ॥
দেবে রাজ্য দিলে অমর-ভুবনে।
কমলে করুণা কর দীন জনে॥ ১০॥
দশবিদ্যা স্তব দশধা রচনা।
পড়িলে পায় মোক্ষ যায় জানা॥

আপদ না রহে সুসম্পদে রহে।
শ্রীনৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন কহে॥

নবদুর্গার স্তব।

নমো নমঃ ব্রহ্মাণী জগতে জয়দাতা।
আদ্যা সৃষ্টিরূপা পূজা করিল বিধাতা॥
রম্ভারূপে সকলের কল্যাণকারিণী।
অনুগত প্রণতের কলুষহারিণী॥
দেবারিষ্ট ব্রহ্মতাল অসুরনাশিনী।
নিস্তারিণী নবদুর্গা পত্রিকা-বাসিনী॥ ১॥
কালিকে করালরূপা কীলালঘাতিনী।
শক্তিরূপে পূর্ব্বে দৈত্য মৈষানিপাতিনী॥
সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী অশক্তি-নাশিনী।
নমস্তে কালিকা দুর্গে পত্রিকা-বাসিনী॥ ২॥
জয় জয় শিবে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী।
সর্ব্বভয়-হারিণী শঙ্কর-সোহাগিনী॥
বিল্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিদেব-মোহিনী।
উমা প্রতিবরাদেবী বরদ শোহিনী॥
মম দূরাপদ-হরা শমন-ত্রাসিনী।
নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে পত্রিকা-বাসিনী॥ ৩॥
নামো নমঃ কার্ত্তিকা জয়ন্তি আরোহণা।
নিশুম্ভ-শুম্ভ-মথনে ময়ূরবাহনা॥
দেবসেনা-রূপে মা অসুরে কৈলে জয়।
জয়দে জয়ন্তীরূপে করিয়া অভয়॥
রক্ষা কৈলে রক্ষিণী দুর্ব্বার-বিনাশিনী।
নমস্তে কৌমারী দুর্গে, পত্রিকা-বাসিনী॥ ৪॥
জয় শোকহরা দেবী হরের বনিতা।
শম্ভাসুর বিনাশিলে হয়ে কৃপান্বিতা॥
ভক্তিভাবে পূজিল তোমারে তিনলোক।
কৃপাবলোকন করি হর মোর শোক॥
আমাদের উন্মত্ত বিপক্ষ-বিনাশিনী।
নমঃ শোকহরা দুর্গে পত্রিকা-বাসিনী॥ ৫॥
নমো রক্তদন্তী বিপ্রচিত্তি-বিনাতিনী।
পূর্ব্বে জীব দেবীযুদ্ধে দৈত্য-নিপাতিনী॥
মম শুভ-প্রদায়িনী তত্ত্ব-প্রকাশিনী।
দাড়িমীরূপিণী দুর্গে পত্রিকা-বাসিনী॥ ৬॥

১। পিয়ে—পান করে। ২। ভবাব্ধি—সংসাররূপ সমুদ্র। ৩। মনাভীষ্ট—মনের ইচ্ছা।

জয় জয় চামুণ্ডে কীলাল-প্রহারিণী।
চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী খর্পরধারিণী॥
দেবী দেব রক্ষণী রক্ষিণী প্রিয়ারূপা।
মানং দেহি মানময়ী মানবৃক্ষ রূপা॥
চণ্ডিকার মাননীয়া মান-বিলাসিনী।
নমস্তে চামুণ্ডা দুর্গে পত্রিকা-বাসিনী॥ ৭॥
নমো নমঃ রাজলক্ষ্মী বিশ্বহিতৈষিণী[১]।
ধ্যানরূপা জগতের প্রাণ-প্রদায়িনী॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত বৃক্ষ সর্ব্বজন প্রিয়।
জন্মে জন্মে রাজলক্ষ্মী তুমি না ছাড়িও॥
রক্ষা কর আপদে কেশব-বিলাসিনী।
জয় রাজলক্ষ্মী দুর্গে পত্রিকা-বাসিনী॥ ৮॥
ত্রাহি ত্রাহি নবদুর্গে আমি অকিঞ্চন।
নিজগুণে কর কৃপা না কর বঞ্চন॥
মহাদেবের প্রিয়তমা উদ্ধার আপদে।
রাখগো ত্রিদশেশ্বরী বিপদে-সম্পদে॥ ৯॥
কবিরত্নে কহে কবি ভারতী ভাবিনী।
জয়দে নৃসিংহ-হৃদি-কমলবাসিনী॥

নবকালীর স্তব।

নমো নমঃ উগ্রচণ্ডে, বিভূষিতা নরমুণ্ডে,
ত্রিভুবনে অভয়কারিণী।
উগ্রাসুর-বিনাশিনী, হরতনু-বিলাসিনী,
কালী বরাভয়-বিধায়িনী॥
প্রচণ্ডে প্রচণ্ডহরা, বরদা অভয়করা,
সর্ব্বানন্দ বৃন্দ মহামায়া।
নমস্তে শঙ্করপত্নী, প্রচণ্ডার্ত্তিহরা পত্নী,
দাও মা কাতরে পদছায়া॥
চণ্ডোগ্রা শিখরবাসিনী, চণ্ডবৈরী-বিনাশিনী,
চণ্ড-পাপহারিণী তারিণী।
নমস্তে চণ্ডোগ্রা দেবী, সভক্তি প্রণয়ে সেবি,
দেবারিষ্ট কুণ্ডান্ত-কারিণী॥
নমস্তে চণ্ডনায়িকা, দেবে অভয়ে দায়িকা,
কালী কালী কলুষনাশিনী।
প্রসিত মুগুরধরা, প্রণতের দুঃখহরা,
জয় দেবী কৈলাসবাসিনী॥

জয় জয় চণ্ডাবতী, চণ্ডাম্বিকে ভগবতী,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
জয়দে বরদা ভব, আকৃতি বালক তব,
দুঃখহরা নমো বিশ্বমাতা॥
ত্রিগুণাত্মা মহামায়া, চণ্ডবতী হরজায়া,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।
পরাশক্তি পরাৎপরা, নমো দেবী বিশ্বোদরা,
জীবশক্তি সমরবারিণী॥
জয় চণ্ডরূপাম্বিকা, চণ্ড নায়ক-নায়িকা,
জীবে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী॥
নাশিলে দেবের অরি, চতুর্ভুজে অস্ত্র ধরি,
নমস্তে অম্বিকা সহায়িনী॥
অতি চণ্ডিকা ভীষণা, বালার্কারুণ নয়না,
নমো ভক্ত-বৎসলা পালিকে।
চণ্ডাসুর-প্রহারিণী, বরদা ভয়হারিণী,
ত্রাহি অতিচণ্ডিকা কালিকে॥
রুদ্রচণ্ডা মহাদেবী, যোগিনী ডাকিনী সেবী,
সিংহারূঢ়া অষ্টাদশভুজে।
দেবে রাজ্য প্রদায়িনী, ত্রিভুবন সোহাগিনী,
স্থান দে মা চরণ-অম্বুজে॥
রক্ষ রক্ষ নবকালী, বিনয় পূর্ব্বকে বলি,
আমি দীন অকিঞ্চন অতি।
কবিরত্ন হীন জ্ঞান, পদপ্রান্তে দেহ স্থান,
শ্রীযুত নৃসিংহের সংহতি॥

পঞ্চদেবীর স্তব।

নমস্তে শিব-সীমন্তিনী ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহিমে॥ ধুয়া।

জয় জয় শতাক্ষী শঙ্কর-মনোহরা।
মহাসুর-বিনাশিনী সর্ব্বশান্তিকরা॥
মুনি কষ্ট নিরক্ষিতে শতেক লোচনী।
নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে বিপদমোচনি॥
নমো নমঃ শাকম্ভরী সর্ব্বশক্তি রূপা।
মহাকল্পে কত সূর্য্যোদরে শবরূপা॥
হেন কষ্টে সর্ব্ব জীবে জীবনদায়িনী।
নমস্তে বিপদহরা দেবী সহায়িনী॥

১। বিশ্বহিতৈষিণী—বিশ্ববাসীজনের যিনি হিত (মঙ্গল) কামনা করেন।

জয়দে জয়দে ভীমে ভীমাসুরহরা।
কল্পান্তে যুগান্তে জীবনান্তে মোক্ষকরা॥
বিশ্বের মঙ্গলপ্রদা অংশ-অবতারে।
নমো নমঃ দেবী দেব-অরিষ্ট-সংহারে॥
জয় জয় ভ্রামরী[1] ভ্রামর-বিনাশিনী।
ত্রৈলোক্যপূজিতা ভবহৃদি-বিলাসিনী॥
ত্রিপুরে ত্রিগুণে মহামোহ-আচ্ছাদিনী।
নমস্তে ভ্রামরী জয় বিজয়-বাদিনী॥
নমো নমঃ বিশালাক্ষী বিশাল ঘাতিনী।
ত্রিলোক-তারিণী তারা দৈত্য-নিপাতিনী॥
শবারূঢ়া সর্ব্বজয়া শুভদে জননী।
নমস্তে বিশালনেত্রা বিশালআননী॥
নমো নমঃ সর্ব্বদেবী পঞ্চবিধারূপে।
সংস্থাপিতা সংসার করিলা লোমকূপে॥
সগণ সহিত দেবী হও বরদায়।
আপদে-সম্পদে রক্ষা কর মহামায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সর্ব্বশক্তির স্তব।

নমস্তে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মশক্তি অনুরক্তি।
নমো মাহেশ্বরী দেবী মহেশের শক্তি॥
নমস্তে বৈষ্ণবী বিষ্ণুরূপা রক্ষয়ণী।
কৌমারী কুমাররূপে রক্ষ নারায়ণী॥
ইন্দ্রাণী আপত্তে সদা বজ্র-ঘণ্টাধরা।
রক্ষ রক্ষ শিবানী নমস্তে শিবকরা॥
নারসিংহী নমো নমঃ শক্তি পরায়ণী।
বরাহরূপিণী শক্তি নমো নারায়ণী॥
নমো নমঃ উগ্রচণ্ডী প্রথম নায়িকা।
প্রচণ্ডা রাখগো সর্ব্ব-সুসিদ্ধ-দায়িকা॥
উগ্রচণ্ডা নমো নমঃ রক্তাক্ত আপদে।
নমো চণ্ডনায়িকা রাখগো পদে পদে॥
জয় জয় চণ্ডা পাতু দীন-হীনজনে।
চণ্ডবতী রক্ষ রক্ষ কৃপাবলোকনে॥
চণ্ডরূপা নমস্তে নৃমুণ্ড-বিধায়িনী।
রাখ অতিচণ্ডিকা অরিষ্ট-নিবারিণী॥
নমস্তে যোগিনী কোটি প্রত্যেক গণনে।
ষোড়শ মাতৃকা রুদ্র-বটুকাদি সনে॥
ক্রমেতে সবার স্তব করি দেবগণ।
গললগ্নি-কৃতবাসে বন্দিল চরণ॥
পরিতুষ্ট সকলের অন্তর হইল।
সকলের দীক্ষা মন্ত্র শঙ্কর লিখিল॥
পুঁথি বেড়ে যায় তাহা বিস্তারিলে সব।
সংক্ষেপে অল্প অল্প করিলাম স্তব॥
আমি ছার মতি কি করিব স্তব পাঠ।
যথার্থ মাহাত্ম্য কৈতে নারে ভূতরাট॥
এইরূপে নায়িকারে পরিতোষ করি।
জগদ্ধাত্রী স্তব করে ভাষাদি সঞ্চারি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে রাখ গো অভয়া।
কবিরত্ন-পুত্র শ্রীগোপালে কর দয়া॥

জগদ্ধাত্রীর স্তব।

জগত জননী শ্যামা, শিবশক্তি আহ্লাদিনী,
মৃগরাজবাহিনী যূথপতিমর্দ্দিনী॥ ধুয়া॥

নমঃ নারায়ণী, দেব-পরায়ণী,
বিধাতা বন্দিনী শান্তিকে।
জগত-তারিণী, ত্রিতাপ-হারিণী,
প্রণতোষ জগদ্ধাত্রীকে॥
পরমা প্রকৃতি, ক্ষুধা শান্তি ধৃতি,
ভবের ভবানী চণ্ডিকে।
তারিতে তরণী, ভবাব্ধি-পারাণী[2],
নায়িকাদিগণ মণ্ডিকে॥
শিব-নিতম্বিনী, পরম রঙ্গিণী,
অভয় প্রধান নায়িকে।
করীন্দ্র-মর্দ্দিনী, ত্রিলোক-বন্দিনী,
শিবে শক্তি-মুক্তি-দায়িকে॥

১। ভ্রামরী—দেবী ভ্রামর নামক অসুর নিধনের জন্য ভ্রমররূপ ধারণ করেন। ২। ভবাব্ধি-পারাণী—সংসাররূপ সাগরের কর্ণধারিণী।

কণক-বরণা, কেশরি-বাহনা,
ভুজঙ্গোপবীত-ধারিকে।
ত্রিলোচনী তারা, বেদাগণ সারা,
দৈত্য-দর্প-দূর-কারিকে॥
সর্ব্বলোক ময়ি, সর্ব্বলোক জয়ি,
সর্ব্বলোক-ভয়-হারিকে॥
হরিহর ধাতা, ত্রিদেবের মাতা[1],
জগদম্বা জগত্তারিকে।
ত্বয়ী পরাৎপরা, জন্ম-মৃত্যু-হরা,
শমন-সঙ্কোচ-নাশিকে॥
ধর্ম্মার্থ-মোক্ষদে, সুখদে শুভদে,
মৃদুমন্দ মধু-হাসিকে॥
মঙ্গলা শোভনা, সুভূষা-ভূষণা,
ছলাবতী গিরি-বালিকে।
দেহিমে বিজয়, কবিরত্নে কয়,
নিস্তার নৃসিংহে কালিকে॥

স্তুতিবাক্য।

কে জানে তোমার গুণ ত্রিগুণধারিণী তারা।
নির্ব্বিকারা নিরাকারা কখন সাকারা॥ ধুয়া॥

নিষ্ঠাচিত্তে নির্জ্জনে দেবীরে স্তব কৈলা।
পরিতুষ্ট জগদ্ধাত্রী অমরেরে হৈলা॥
সানন্দেতে বাসব দেবতাগণে নিয়া।
স্তব করে অনাদি আদ্যার কাছে গিয়া॥
বল মা গো সকলের মূলাধার তুমি।
স্বর্গ শূন্য পাতাল স্থাবর গিরি ভূমি॥
জঙ্গম সাগর নদ নদী চরাচর।
বুদ্ধি-সাক্ষিরূপে রহ তুমি পরস্পর॥
তোমা বিনে জগতের গতি নাহি হয়।
তোমা ছাড়া ত্রিভুবনে কিছু নাহি রয়॥
তব যোগে দেহি হৈতে দেহের ধারণ।
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি তোমাতে হরণ॥
সুরাসুর নর আদি তব অনুগত।
মায়া শক্তি বিহীনে যে হেতু সব হত॥
আমি কি কহিব মূঢ়মতি কিবা জানি।
তোমার সহায়ে অবতার চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণের অবতার হৈল যত বার।
শক্তিরূপে ছিলে ততবার সঙ্গে তার॥
তোমা ব্যতিরেকে হরি কর্ম্মপটু নন।
অতেব তুমি গো তাঁর সকল কারণ॥
হরের সর্ব্বস্বধন তোমার চরণ।
ধ্যানেতে বৈরাগী ভব শ্মশান-চারণ॥
দয়াময়ি তুমি গো সকল বস্তু সারা।
দীনের সদয়া দুষ্ট-সংহারিণী তারা॥
যে হেতু নিষ্ঠুর দৈত্য করিলে বিনাশ।
খণ্ডাইলে খেচরের যত ছিল ত্রাস॥
এইরূপ স্তুতিবাক্য অনেক কহিল।
আর্দ্রচিত্ত সর্ব্ব অঙ্গে লোম শিহরিল॥
ছল ছল করে আঁখি অশ্রুধারা বয়।
পুনর্ব্বার করে স্তব কবিরত্নে কয়॥

অম্বিকার স্তব মিলিত কবচ পাঠ।

জয় জয় যশোদা-নন্দিনী। ধুয়া॥

নমো নমঃ নারায়ণী নরকবারিণী।
দুর্গে দুর্গবিনাশিনী দুর্গতিহারিণী॥
দুঃখহরা তারা ত্রাণকারিণী ত্রিপুরে।
রাখিলে অমরগণে নাশিয়ে অসুরে॥
সর্ব্বলোক-নিস্তারিণী পতিতোদ্ধারিণী।
তাপিতের তাপহরা সন্তোষকারিণী॥
কালী তারা মহাবিদ্যা রাজরাজেশ্বরী।
শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী শঙ্করী॥
ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী।
কমল-আত্মিকা এই দশ বিদ্যাসঙ্গী॥
দশ মহাবিদ্যা দশদিকে রক্ষ তারা।
জগদ্ধাত্রীরূপে মস্তক রাখ সর্ব্বসারা॥
ব্রাহ্মণীরূপেতে রক্ষ কুন্তল কালিকে।
কালিকে কপাল রক্ষ প্রণতপালিকে॥
জয়দুর্গারূপেতে প্রসাদ ভবরাণী।
কুলিশ সমান গ্রীবা করিবে শিবানী॥

১। ত্রিদেবের মাতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মাতৃস্বরূপা।

কৌমারীরূপেতে রক্ষ দক্ষিণ করণ।
বামকর্ণ রক্ষ শিবা দেখি আকিঞ্চন॥
রক্তদন্তিকা ভ্রূ রক্ষ নেত্রে লোকহরা।
চামুণ্ডা নাসিকা রক্ষ শিবানন্দকরা॥
রাজলক্ষ্মী ওষ্ঠ বক্ষঃ উগ্রচণ্ডোধর।
প্রচণ্ডারূপেতে দন্তপংক্তি রক্ষা কর॥
চণ্ডনায়িকা রূপিণী দুর্গে মহাসতী।
চণ্ডাসহ যুগ শক্তি খণ্ডে চণ্ডবতী॥
চণ্ডরূপারূপে গলা রক্ষ গো তারিণী।
অতিচণ্ডী রক্ষ কণ্ঠ অশুভহারিণী॥
রুদ্রচণ্ডী রূপা দুর্গে কর কৃপালেশ।
রক্ষ অষ্টাদশ ভুজে মম পৃষ্ঠদেশ।
ভুজ আদি অংসদ্বয় জঙ্ঘাদি চরণ।
প্রসীদ পরমেশ্বরী আমি অকিঞ্চন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে রাখ গো অভয়া।
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে কর দয়া॥

নারায়ণীর স্তব।

প্রণতার্ত্তিহরা[১] প্রসীদ শঙ্করী।
ত্বমীশ্বরী[২] ত্রাহি ত্রাহি[৩] বিশ্বেশ্বরী॥
পরমেশী মায়া ত্রিগুণধারিণী।
নমঃ নারায়ণী জগন্নিস্তারিণী॥
জগতের আধার মহীরূপিণী।
সলিলানিলরূপে সর্ব্বব্যাপিনী॥
বুদ্ধিরূপে তারা সর্ব্বস্থিতি।
নমঃ নারায়ণী পরমা প্রকৃতি॥
স্বর্গাপবর্গদে তারিণী সুখদে।
কলা-কাষ্ঠারূপে পরিণামপ্রদে॥
বিশ্বমধ্যে পরেতে শক্তি রূপধরা।
নমো নারায়ণী সর্ব্বসার্ত্তিহরা॥
শরণাগত দীনে ত্রাণকারিণী।
হে প্রসন্নে শরণ্যে শিবে তারিণী॥
নমস্তে ব্রহ্মাণীরূপে শাস্তায়নী।
কৌশাম্ভক্ষরিকে নমো নারায়ণী॥
শূলচন্দ্রাহিধরে বৃষবাহিনী।
মাহেশ্বরীরূপে নমো নারায়ণী॥
ময়ূরবাহিনী মা শক্তিধারিণী।
কৌমারী স্বরূপে নমো নারায়ণী॥
শার্ঙ্গ চক্রাদি ধারিণী পরায়ণী।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণী॥
বরাহরূপিণী দেবী দাক্ষায়ণী।
নরসিংহরূপে নমো নারায়ণী॥
বৃত্রহরা তারা সহস্রনয়নী।
ইন্দ্রাণী স্বরূপে রক্ষ নারায়ণী॥
শিবা শিবদূতী শিব-সহায়িনী।
ঘোররূপে নমো নমঃ নারায়ণী॥
চামুণ্ডে প্রচণ্ডে করালবদনী।
চণ্ডমুণ্ডহরা নমো নারায়ণী॥
সর্ব্ব শক্তিরূপে প্রসীদ ভবানী।
মহারাত্রি মহাবিদ্যা মহারাণী॥
সরস্বতী মেধা ভূতি বা ভ্রবিতা।
তুমি গো হরিহর বিধি সবিতা॥
ত্রাহি দুর্গে দেবীময়ী দীনজনে।
সর্ব্বশক্তিময়ী করুণা নয়নে॥
কবিরত্নে ভণে প্রসীদ ভবানী।
কর নিস্তার পারাবারে শিবানী॥

বরদানান্তে দেবীর অন্তর্দ্ধান।

স্তবে তুষ্টা শঙ্করী হইয়া দেবগণে।
কহেন করুণাময়ী করুণ বচনে॥
সকলে দেবীর পূজা করিলে প্রকাশ।
জন্মিল পরমাকৃতি তাহাতে নির্যাস॥
তোমাদের শত্রুনাশ হইল অসুর।
সুখেতে করহ রাজ্য গিয়া স্বর্গপুর॥
বর লও দিব বর বাসনা যেমন।
পরিতুষ্ট করিলে হে করিয়া স্তবন॥
শুনি দেবগণ বলে আনন্দিত মন।
অন্য বরে আমাদের নাহি প্রয়োজন॥

১। প্রণতার্ত্তিহরা—প্রণতজনের আর্ত্তি (দুঃখ) হরণকারিণী। ২। ত্বমীশ্বরী—তুমিই ঈশ্বরী। ৩। ত্রাহি—ত্রাণ (মুক্ত) কর।

এই বর দেহ মাতা অনুগ্রহ করি।
স্মরিলে সঙ্কটে যেন তোমা হৈতে তরি॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী কন দেবগণে।
দেবী হৈতে দেবী যাহা হইল ঘটনে॥
এই মতে নরে পূজা করিবেক যেই।
বিষম বিপদে বিমোচন হবে সেই॥
পরিতুষ্ট করি দেবী যতেক অমরে।
বিদায় করিলা দেবে অমরনগরে॥
দেবগণে রাজ্য পাইয়া যতেক অমরে।
বিদায় করিলা দেবে আপনা নগরে॥
দেবগণে স্বরাজ্য পাইয়া সুখী হয়।
আপদে উদ্ধার হইল মহানন্দে রয়॥
মায়া করি মহামায়া যত দেবীগণে।
আপনার অঙ্গে লয় করে ততক্ষণে॥
একা রৈল মহাদেবী কেশরী বাহন।
দশ করে দশবিধি আয়ুধ ধারণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মহাকালী মূর্ত্তিতে দেবীর কৈলাস যাত্রা।

শিবনাভি-সরোরুহে, বিহরে আনন্দভরে।
তিমির-বরণ হেরি, তিমির যায় অন্তরে॥ ধুয়া॥

সম্মুখে করিছে স্তব ভৈরবকপালী।
শিব স্বয়ম্বরে দেবী হৈলা মহাকালী॥
স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন[১] কান্তি লাঞ্ছিত নীরদে[২]।
বালার্ক লাঞ্ছিত জবা সমুদয় পদে॥
দশ শশি দশ নখে প্রকাশিত আছে।
রতন মঞ্জরী মঞ্জ সুরঞ্জিত কাছে॥
কেশরী জিনিয়া কোটি নিতম্বে শার্দ্দূল।
ত্রিবলী জঘন জঙ্ঘে লোহিত দুকূল[৩]॥
উরুরম্ভে করি কুম্ভে কর নিল প্রায়।
উরুতে নিতম্ব যোগ শোভা হৈল তায়॥
কুচকুম্ভ গিরি শৃঙ্গ ভারে অঙ্গনত।
ভুজনাল করপদ্ম পঞ্চদল মত॥
ওষ্ঠাধর কোকনদ নাসা তিলফুল।
ভ্রূচাপে নয়ন শরে নাশে রিপুকুল॥
ললাটে সিন্দূর বিন্দু তমোবৃন্দ নাশে।
ললাটে অলকা শশী খণ্ড পরকাশে॥
আপদ লম্বিত কেশ কাদম্বিনী ঘটা।
মুকুটে মণ্ডিত মণি শোভে দুই জটা॥
চারি ভুজে শঙ্খ চক্র ত্রিশূল কৃপাণ।
বিধি বিষ্ণু মহেশের শূলে অধিষ্ঠান॥
গুণময়ী গুণাত্মিকা গুণ প্রকাশিতে।
ধরিলা ত্রিশিখে গুণ ধ্যান বিস্তারিতে॥
নৃমাল্য ভূষিতা নানাবিধ আভরণ।
শঙ্কর শয়নে নাভি সরোজ-আসন॥
এবং সুখেতে শিব সহিত মিলন।
পরিতুষ্টা বিশ্বমাতা সহ ত্রিভুবন॥
হইলা পরম সুখী জগৎ সংসার।
অম্বিকার প্রীতে ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথন।

মার্কণ্ডেয় কহে শুন, দেবীর অনন্ত গুণ,
বর্ণন করিতে সাধ্য কার।
কোন ছার নর তায়, নাহি পারে ভূতরায়,
বোধগম্য নহে শারদার॥
গৌরীদেহ হৈলা কালী, সহিত কপালমালী,
বসিলেন কৈলাসশিখরে।
স্নিগ্ধবেশ দুই ভুজে, সঙ্গে লইয়া চতুর্ভুজে,
কার্ত্তিক অঞ্চল আসি ধরে॥
পশ্চাতে বৃষভ সঙ্গে, কেশরী রহিলা রঙ্গে,
সখ্যভাবে হরগৌরী-ভাবে।
হিংসা ধর্ম্ম নাহি করে, সবে শান্ত মূর্ত্তি ধরে,
ভূত প্রেত মণ্ডিত সে গাবে॥
কিবা কৈলাসের শোভা, সর্ব্বজন মনোলোভা,
সর্ব্বদা বসন্ত মূর্ত্তিমান।
নানা বৃক্ষ শোভা করে, নানা ফল ফুল ধরে,
মধুপ করিছে মধুপান॥

১। নীলাঞ্জন—কৃষ্ণবর্ণ (কালো) কজ্জল (কাজল)। ২। নীরদে—মেঘে। ৩। দুকূল—রেশমবস্ত্র।

অতি মনোহর স্থান, ছয় ঋতু বর্ত্তমান,
সন্তানক বনেতে আকীর্ণ।
কোকিল মধুর গায়, পঞ্চবাণ মঞ্চে তায়,
বিরহীর হৃদয় বিদীর্ণ॥
নানা পুষ্প বিকসিত, সারি-শুক গায় গীত,
রসে মন রসিক জনার।
অপ্সরেতে নাচে-গায়, স্থিরছায়া গিরি তায়,
প্রস্ফুটিত কুসুম মন্দার॥
দেবেন্দ্র দেবতাসহ, নারায়ণ পিতামহ,
উপনীত হইল কৈলাসে।
আকাঙ্ক্ষিত মনে মনে, হর-গৌরী একাসনে,
দরশন করিবার আশে॥
কৃতাঞ্জলি দেবগণ, স্তবে পোষে পঞ্চানন,
আজ্ঞা লয়ে বসিলা সকলে।
শুন হে কৌশল আর, হইল হে যে প্রকার,
মার্কণ্ডেয় ভাগুরিরে বলে॥
পরস্পর দেবগণ, করে গান রসায়ন,
কিন্তু অঙ্গ শুদ্ধি নাহি হয়।
তাহা শুনে মহেশ্বর, পঞ্চশরে[১] অতঃপর,
পঞ্চমুখে গান রসময়॥
সম্মোহিত সবে যায়, পাষাণ গলিত তায়,
নৃত্য করে ভূত-প্রেতগণ।
আপনি আপন তানে, মোহিত হইয়া গানে,
সগর্ব্বে পার্ব্বতী প্রতি কন॥
ত্রিসংসার মধ্যে সার, আমি গান জানি আর,
অন্যে নাহি জানে এ সন্ধান।
পঞ্চমুখ ধরি যেই, গানে সিদ্ধ আছি তেঁই,
এই শিবে আত্ম-অভিমান॥
অহঙ্কার দেখি তাঁর, ঈর্য্যা হৈল অম্বিকার,
শিব গর্ব্বে খর্ব্ব হৈল মন॥
ইঙ্গিতে কটাক্ষ করি, শুভঙ্করে শুভঙ্করী,
ব্যঙ্গ উক্তি করিল তখন॥
কি কহিলে ত্রিলোচন, ত্রিভুবনে কোনজন,
নাহি জানে গানের সন্ধান।
তুমি সে জেনেছ সার, কৈলে হেন অহঙ্কার,
দ্বিজ কবিরত্নে রস গান॥

দেবীর কুশকেশিনী মূর্ত্তিধারণ।

জগদম্বে কর কৃপাদান।
পড়েছি বিষম ফেরে, হারায়েছি জ্ঞান॥ ধুয়া॥

পার্ব্বতী কহেন গর্ব্ব কর অকারণ।
আপন প্রশংসা গুণী না করে কখন॥
যে কথা কহিলে তাহে হেন জ্ঞান হয়।
বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন মূর্খ যে এমন কয়॥
তুমি অতি মূর্খ তব ভাবে বুঝা যায়।
গানের সন্ধান কিছু না আসে তোমায়॥
শিব বলে কি বলিলে নাহি জানি গান।
রাগ রাগিণীরে আমি করি মূর্ত্তিমান॥
দেখিলে তো পাষাণ গলিত নিতম্বিনী।
অধিষ্ঠানে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥
হাসিয়া কহেন দেবী এই মাত্র আন।
আর কত আছে রাগ সন্ধান না জান॥
হর কন ইহা বিনা রাগ নাহি আর।
শুনিয়া তোমার কথা বিস্ময় আমার॥
পার্ব্বতীকে কন হর কহ শুনি সার।
গাও দেখি আর রাগ কি রূপ প্রকার॥
পার্ব্বতী কহেন সব শুনাইতে পারি।
কিন্তু হাতে যন্ত্র নাই দেখ ত্রিপুরারি॥
শুনিয়া শঙ্কর দিলা ডম্বরু আপন।
বীণাযন্ত্র দিলা বাণী শঙ্খ নারায়ণ॥
যন্ত্র দেখি দেবী হৈলা আনন্দে মগনা।
স্ফীত হৈতে কলেবর সুবর্ণ বরণা॥
অম্ভোজবদনা ত্রিলোচনা শশীভালে।
সিন্দুর সীমন্তে আর অলকা কপালে॥
কর্ণমূলে কাকপক্ষ অতি সুশোভিত।
ভ্রূকটাক্ষে নেত্র-বাণে শঙ্কর মোহিত॥
নাসিকা কুসুম তিল বিম্বক অধরে।
সর্ব্ব অলঙ্কার ভূষা হয় কলেবরে॥
হৈলা চারু চতুর্ভুজা নিস্তারকারিণী।
উর্দ্ধভুজদ্বয়ে শঙ্খ-ডমরুধারিণী॥
অধোভুজদ্বয়ে বীণা করিলা ধারণ।
সর্ব্ব করে সুশোভিত রত্ন আভরণ॥

১। পঞ্চশরে—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন নামক কন্দর্পের পাঁচটি শরে।

কুচকুম্ভভারে হয় ঈষৎ নমিত।
নিতম্বে নিন্দিত ধরা ত্রিবলী রঞ্জিত॥
রক্তবস্ত্র পরিধান নাভি সরোবর।
উরু রামরম্ভা তরু জানু পরিসর॥
চরণ পঙ্কজে রাজে অলক্ত[১] শোভন।
নখে উড়ুপতি[২] শোভা হয় বিমোচন॥
যন্ত্র করে করি দেবী পূরিলেন তান।
রাগ রাগিণী মিলিত আরম্ভিলা গান॥
আনন্দে মগন অতিশয় পুলকিত।
স্খলিত কবরী[৩] ভার চিকুর ললিত॥
রক্ষিতা পরম শ্রোণী অতি মনোহর।
শ্রীকুশকেশিনী নাম দিলা গঙ্গাধর॥
কুশইব কেশ যস্যা না কুশ কেশিনী।
এই ব্যুৎপত্তি নাম হর-বিলাসিনী॥
মতান্তর হৈলে আর ব্যুৎপত্তি তাহার।
নৃসিংহ আদেশে ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

কুশকেশিনীর গীত শুনিয়া সকল দেবতা দ্রব হন।

নিস্তারকারিণী হরমনোহারিণী।
পতিতোদ্ধারিণী শিবা জগত্তারিণী॥ ধুয়া॥

ভাগুরি কহেন মুনি কহ শুনি সার।
যন্ত্র লয়ে পরে দেবী কি করিল আর॥
মার্কণ্ডেয় বলে দ্বিজ লীলা চমৎকার।
শ্রবণে শমন ভয় অনাসে নিস্তার॥
রূপ দেখি অম্বিকার যত দেবগণ।
রহিল নিস্পন্দচিত্ত পুত্তলি যেমন॥
প্রথমে পূরিয়া শঙ্খ শঙ্করী আপনি।
মুখে পঞ্চবাণ অতি সুমধুর ধ্বনি॥
ডম্বরুতে ধরি তাল জগত-জননী।
ত্রিতন্ত্রা বীণার তন্ত্রে দিলেন ভাজনী॥
তান শুনি সুরগণ আপনা পাশরে।
অবশ হইল অঙ্গ-গ্রন্থি খিল সরে॥
গান গীতে শ্যামা সর্ব্ব যজ্ঞের ভাগিনী।
সুস্বরেতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥
উপরাগ রাগিণীর কত লব নাম।
তাল মানে গান মিলাইয়া সাতগ্রাম॥
দেবীর গানের কথা কি কহিব আর।
সভামধ্যে হৈল রাগ রাগিণী সাকার॥
এককালে ছয় কাল উপনীত হয়।
সব রসময় গুণ হয় সমুদয়॥
কৈলাসেতে ঋতুগণ নিজরূপ ধরে।
কখন বা গ্রাস হয় সর্ব্ব কলেবরে॥
কখন বরিষে মেঘে ঘোরতর নীর।
কখন কম্পিত সবে বরিষে শিশির॥
কখন শরৎ স্বর্ণ শেফালিকা ফুটে।
কখন বসন্ত বায়ু গন্ধ লয়ে ছুটে॥
কত তরু মুঞ্জরে কুসুম বিকশিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল ভ্রমরে গায় গীত॥
কখন কম্পিত শীতে হয় সর্ব্বজন।
মূর্ত্তিমান রাগগণ করিছে নটন॥
পবন স্থগিত হৈল গলিল পাষাণ।
মুগ্ধ হৈল বন জন্তু শুনিয়া সুতান॥
পুলকিত বৃক্ষ সব কি কহিব আর।
স্থির কি হইতে পারে জ্ঞানী আছে যার॥
চিত্রার্পিত চিত্তরূপ যতেক অমরে।
পুলকিত তনু চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরে॥
কম্পে কলেবর স্বেদ লোমাঞ্চিত হয়।
গানে আর্দ্র কলেবর বশীভূত নয়॥
বিরিঞ্চি মরীচি হর শেষ পুরন্দর।
রবি শশী অরুণ বরুণ দণ্ডধর॥
দিক্‌পাল গ্রহ বসু আদি দেবগণ।
চণ্ডিকার গানে দ্রব হৈল সর্ব্বজন॥
হরিদেব দেহদ্রবে জনমিল জল।
সরিৎ স্বরূপে হৈল কৈলাসে প্রবল॥
ব্যোল বলি নাম তার দিলা ভগবতী।
মহাস্রোতে মিলে আসি যথা ভাগীরথী॥
সুরদেহ গলিত এ জন্য সুরধুনী।
ভাগুরিয়ে কহিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। অলক্ত—অলক্তক ; আলতা। ২। উড়ুপতি—চন্দ্র। ৩। কবরী—খোঁপা।

কুশকেশিনী পূজা।

অষ্টসিদ্ধিপ্রদা তুমি অষ্টাদশভুজা।
অমর দানবে নবধাভক্তিভাবে করে তব পূজা॥ ধুয়া॥

জল হৈল দেবগণে, চণ্ডিকা ভাবেন মনে,
এক্ষণে কি হইবে উপায়।
গান করি এই হৈল, সুরালয় শূন্য রৈল,
ঠেকিলাম এ বিষম দায়॥
ক্ষণে চিন্তি মহেশ্বরী, মানসেতে যোগ করি,
দেবগণে কৈল মূর্ত্তিমান।
পূর্ব্ব দেহ হৈল সব, পায় কলেবর নব,
পূর্ব্বে ছিল যে রূপ প্রমাণ॥
দয়াময়ীর ইচ্ছায়, দেবগণে দেহ পায়,
স্তব কৈল বিবিধ প্রকার।
পরে দেব পঞ্চানন, লয়ে যত দেবগণ,
উদ্‌যোগ করিলা পূজার॥
ধ্যান করি চতুর্ভুজা, শ্রীকুশকেশিনী পূজা,
দিনে তিন পূজার প্রচার।
নিশাকালে এক আর, বলি বিবিধ প্রকার,
হোম স্তুতি দক্ষিণা পূজার॥
অষ্ট নায়িকার পূজা, সর্ব আসন অম্বুজা,
ক্রমে শুন নাম সবাকার।
স্তম্ভিনী মোহন আর, ক্ষোভানি দ্রাবিণী মার,
জম্ভিনী ভ্রামিনী রৌদ্রীসার॥
সংহারিণী নিয়া অষ্ট, প্রসিদ্ধ আখ্যান স্পষ্ট,
শিব কৈলা পূজা সমাপন।
পরে শিব পরাৎপর, আদি দেব গঙ্গাধর,
দেব তন্ত্র করিলা রচন॥
নাম বিশ্বসারোদ্ধার, চৌষট্টি পটোল[১] যার,
শুন ওহে ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া ভাগুরি কয়, আর কহ মহাশয়,
পূজার দিবস নিরূপণ॥
শুনি মার্কণ্ডেয় বলে, শুন দ্বিজ কুতূহলে,
শরতে পূজার প্রকরণ।
প্রমাণ মাঘ আশ্বিনে, কৃষ্ণা অষ্টমীর দিনে,
কুশকেশিনীর আরাধন॥
নরে যদি পূজা করে, মূর্ত্তি গড়ি সমাদরে,
পূজা পরদিন বিসর্জ্জন।
মহা প্রত্যাঙ্গিরা জিনি, শ্রীকুশকেশিনী তিনি,
তন্ত্রে সার শিবের বচন॥
পরে শুন দেবগণ, পূজি অম্বিকা-চরণ,
স্তব করে পুলকিত কায়।
ভক্তিভাবে গদ গদ, ভাবিয়া ভবানী-পদ,
শ্রীনন্দকুমার কবি গায়॥

কুশকেশিনীর স্তব।

নমস্তে কুশকেশিনী যোগমাতা।
ভবানী ভবভাবিনী শৈলসুতা॥
সুধারশ্মি খণ্ডধরা যোগমায়া।
গজাস্য জননী মহা শম্ভুজায়া॥
সুখমোক্ষদাত্রী সপত্রী বিপত্রী।
ভব নৌর সঙ্গে পরিত্রাণকর্ত্রী॥
তুষাকান্তি কৃষা ক্ষাতি তুষ্টি।
বপূলজা মেধা যার বুদ্ধি পুষ্টি॥
জগদ্বন্দনীয়া গীতা গৌরী গোজা।
ঋরূপা গীরূপা হ্বরূপা ক্রম্ভোজা॥
ত্বমেকা জগদ্ব্যাপিনী দক্ষসুতে।
মহাদীপ্তি তৃপ্তিরূপে সর্ব্বভূতে॥
অধিষ্ঠাত্রী মায়া মহা মোহরূপে।
গতিবিশ্ব ধাত্রী ত্বয়া লোমকূপে॥
অসিমা মহিমা জীব ভীমারামা।
রামেয়ী বামাক্ষী বাণী বাসবানা॥
শবোর্শম্ভু বাহা শিবে সাধ্যা শ্যামা।
তথা অষ্টসিদ্ধিপ্রদা পীড়কামা[২]॥
ধরিত্রী বিধাত্রী তথানন্তরূপে।
প্রণতত্তি হস্ত্রোদ্ধার মোহকূপে॥
মহাদুর্গা ঘোরে ত্রাহিমে শিবানী।
অকৃতজ্ঞ সুতে হের গো ভবানী॥
কে জানে তবেচ্ছা কদা কিম্প্রকার।
যথেচ্ছা যদাততদাতৎ প্রচার॥
ত্বমেব প্রণবে অসম প্রয়োগে।
মহাবীজরক্ষা তথা সন্ধিযোগে॥

১। পটোল—পটলী ; বেদাংশ, তন্ত্রপরিচ্ছেদ। ২। পীড়কামা—শিবের (পীড়ের) কামা (কামিনী)।

হল শরবর্ণত্বমেব তারিণী।
ত্রয়ী সর্ব্বরূপা পতিতোদ্ধারিণী॥
অপাঙ্গে কটাক্ষে কুরুত্রাণ তারা।
ময়ী দীন হীন গতে মার্গহারা[১]॥
জ্ঞান চক্ষু দানে দেহিমে শরণী॥
ভরসা তবাঙ্ঘ্রীচরণতরণী॥
অনভিজ্ঞ ভক্তি সদা মুক্তি আশা।
কণারূষ্কুরূপে কৃপারঙ্গ নাশা॥
ধুলুক নিবাসী কবিরত্ন খ্যাত।
ভণে নন্দ ছন্দ ভুজঙ্গ প্রয়াত॥

দেবগণের স্বধাম যাত্রা।

ভবজায়া মহামায়া কর দয়া দীনজনে। ধুয়া॥

এইরূপে স্তব কৈল যত দেবগণ।
পরিতুষ্ট হৈল দেবী করিয়া শ্রবণ॥
পুলকিত হৈলা দেবী শিবের উল্লাস।
নবরূপে চণ্ডী কুশকেশিনী প্রকাশ॥
ঘন ঘন গালবাদ্য করেন শঙ্কর।
জটাজাল এলাইল খসে বাঘাম্বর॥
কণ্ঠেতে দুলিছে ফণি আঁখি ঢুল ঢুল।
শিরে উথলিল গঙ্গা ধ্বনি কুল কুল॥
নাচেন শঙ্কর অতি আনন্দ অন্তর।
দেবগণে মহাদেবী সঁপিলেন বর॥
অদ্যাবধি আর ভয় নাহি দেবতার।
সুখে রাজ্য কর শত্রু না বাড়িবে আর॥
বর শুনি দেবগণে পুলকিত কায়।
প্রণিপাত হৈল সবে পড়িয়া ধরায়॥
বিদায় হইয়া দেব গেল নিজধাম।
হর-হৈমবতী কৈলা কৈলাসে বিশ্রাম॥
শুনহে ভাগুরি দ্বিজ করি একমন।
কুশকেশিনীর এই তত্ত্ব নিরূপণ॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে অতি চমৎকার।
কত মতে কত মূর্ত্তি আছে অম্বিকার॥
অতি গোপনীয় কথা প্রকাশিত নয়।
নিজগুণে আমারে কহিলে সমুদয়॥
মার্কণ্ডেয় কহে তুমি পাত্র শুনিবার।
নতুবা এ সব কথা কব কায় আর॥
পরম সাধক তুমি ভক্ত অভয়ার।
তেঞিত কহিনু ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

ভাগুরির প্রশ্নে মার্কণ্ডেয়ের বাক্য।

তুমি পরম সাধক হে দ্বিজবর। ধুয়া॥

শ্রবণে পরম সুখী ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
বলে শুন দেবীলীলা কর্ণ রসায়ন॥
শুনিলে আপদ খণ্ডে সুসম্পদ হয়।
পারত্রিকে[২] পার্ব্বতী খণ্ডান যম-ভয়॥
অমৃতাভিসিক্ত হৈল শরীর আমার।
কিন্তু আছে জিজ্ঞাস্য সন্দেহ প্রশ্ন আর।
দশ মহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ॥
শুনিয়াছি দক্ষযজ্ঞে আছে নিরূপণ॥
যে কালে পিতার বাড়ী গিয়াছিলা সতী।
কহিলেন শঙ্করে লইতে অনুমতি॥
অপমান ভয়ে শিব না দেন বিদায়।
শঙ্করে শঙ্করী ত্রাস দেখালেন তায়॥
হৈল দশ মহাবিদ্যা দশবিধ রূপে।
ভয়েতে শঙ্কর মগ্ন হৈয়া মায়াকূপে॥
ব্রহ্মজ্ঞান দর্শিয়া গেলেন পিত্রালয়।
শুনিয়াছি এইরূপ পূর্ব্বাপর কয়॥
আপনি যা কহিলেন শুনিয়ে বিস্ময়।
দুর্গা বধে বিদ্যোৎপত্তি অধিক সংশয়॥
আর এক প্রশ্ন গুরু করি নিবেদন।
এত যে প্রকৃতি পূজা তার নিদর্শন॥
দেবী মূর্ত্তি অবশিষ্ট আছে কত আর।
বিশেষ বিস্তারে কেন না কহিলে তার॥
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী রটন্তী কালিকা।
কোনকালে উপস্থিত কি কার্য্য পালিকা॥
এইরূপে প্রশ্ন যদি ভাগুরি কহিল।
শুনিয়া মার্কণ্ড তাঁরে বহু প্রশংসিল॥
ধন্য ধন্য শ্রোতা তুমি ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
কিবা প্রশ্নে কর সার বস্তু অন্বেষণ॥

১। মার্গহারা—পথহারা, পথভ্রষ্ট। ২। পারত্রিকে—পরলোকে।

দুর্গোৎসব তত্ত্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে।
এক তত্ত্বে বহু তত্ত্ব প্রকাশিয়ে নিলে॥
সাধু সাধু তুমি দ্বিজ পরম সুধীর।
সাধকের সাধ্য তুমি পুণ্যের শরীর॥
এরূপ তত্ত্বের কথা বিস্তারিত করি।
তোমা বিনে কেহ নাহি জিজ্ঞাসে ভাগুরি॥
শুনহ রহস্য কথা বিস্তারিয়া কই।
আর কারে কহিব গোপন তোমা বই॥
রসের রসিক তুমি রস প্রকাশিব।
জিজ্ঞাসিবে যাহা তাহে কৃপণ নহিব॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে কৃপা করগো অভয়া।
দ্বিজ কবিরত্ন বলে না ছাড়িও দয়া॥

ভাগুরির প্রশ্নে মার্কণ্ডেয়ের উত্তর দান।

মার্কণ্ডেয় তপোধন, ভাগুরি বিপ্রেরে কন,
শুন শুন অপূর্ব্ব আখ্যান।
চণ্ডী লীলা অবতার, বিস্তারিত শুন তার,
বিশ্বতন্ত্র আগমে প্রমাণ॥
কতমতে কতবার, সমুৎপত্তি অম্বিকার,
কেবা শুদ্ধ তত্ত্ব জানে তার।
পঞ্চকল্পে আমি তার, দেখিনু পঞ্চ প্রকার,
ষষ্ঠ কল্প কহেছি এবার॥
অগ্রে দুর্গাসুর ক্ষয়, পিছে দক্ষযজ্ঞ হয়,
দুর্গাবধে বিদ্যার উৎপত্তি।
শিবেরে দেখায়ে ভয়, গেলা পিতার আলয়,
করিয়া ভ্রূকুটি মহাসতী॥
যদি বল ও সময়, বিদ্যার প্রকাশ হয়,
তাহার জ্ঞাপক শুন ভাই।
বিশেষে বুঝিলে ভালে, দক্ষযজ্ঞে যাত্রাকালে,
কৈলাসে তো দৈত্য বধ নাই॥
সাক্ষী দেখ বগলায়, দানবে মুষল-ঘায়,
বিনাশিলা ধরিয়া রসন।
সেইরূপ দেখে হর, পাইলা অধিক ডর,
এই মাত্র তন্ত্রের বর্ণন॥
উৎপত্তির স্থানোদয়, দেখাইয়া মিছা ভয়,
যথার্থ এ না কর সংশয়।
শুনিয়া ভাগুরি কন, জানিলাম বিবরণ,
সন্দেহ ঘুচিল মহাশয়॥
পুনঃ কন ঋষিবর, শুন কহি অতঃপর,
যত যত প্রকৃতি প্রস্তাব।
কতমতে কতবার, হয়ে ছিল অবতার,
এক বার এরূপে আবির্ভাব॥
পূজা প্রশ্নে রাঘবের, পাবে রটন্তীর ফের,
যেরূপ প্রকার পরিমাণ।
তত্ত্ব বিন্ধ্যবাসিনীর, ব্রতকালে গোপিনীর,
গোকুলেতে তাহার প্রমাণ॥
অতেব সন্দেহ আর, না করিহ শুন সার,
মূল প্রশ্ন করহ শ্রবণ।
সুরথ শরতে পূজা, করিলেন দশভুজা,
বিস্তারিত মত নিরূপণ॥
শুনিয়া ভাগুরি কয়, সন্ধ গেল মহাশয়,
অনির্ব্বচনীয়র কারণ।
কত রূপ লীলা-কথা, চণ্ডী পরম দেবতা,
কোন ভাব কখন কেমন॥
চতুর্থ খণ্ডের গান, এতদুরে সমাধান,
শ্রবণে পরম পাপ যায়।
গাণি বাণী সম্প্রদায়, দয়া কর মহামায়,
নায়কে হইবে বরদায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহে দয়া, সতত করিও জয়া,
পারত্রিকে পারাবারে[১] নিও।
কবিরত্নে মহেশ্বরী, কৃপাবলোকন করি,
গোবিন্দ-চরণে ভক্তি দিও॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

১। পারাবারে—সমুদ্রে ; পার এবং অপার (অবার) ; উভয় কূলে।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সূচীপত্র

শরৎ কাণ্ডে ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী
শরৎ কাণ্ডে পঞ্চম খণ্ড।

অথ সুরথোপাখ্যান।

তারিণী-চরণে মন মজরে।
বিষয়-বাসনা ছাড়ি, কালী-পদ ভজরে॥ ধুয়া॥

ভাগুরি কহেন গুরু কহ বিস্তারিত।
সুরথের দুর্গা পূজা মত নিরূপিত॥
কোন বংশে সমুৎপন্ন সুরথ রাজন।
কোন দেশে অবস্থিতি চরিত্র কেমন॥
কিবা হেতু দেবী পূজা করিল সুরথ।
কিরূপে চণ্ডিকা পূরাইল মনোরথ॥
শুনিয়া ভাগুরি বাক্য মার্কণ্ডেয় কন।
যেরূপে চণ্ডীর পূজা করিল রাজন॥
চৈত্র বংশোদ্ভব বাস সুরথ নগরে।
অষ্ট মন্বন্তরে রাজা স্বারোচিষ[১] পরে॥
পরে রাজা নীচ সহ রণে পরাজয়।
আপনার দেশে আসি পুনঃ রাজা হয়॥
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্য হারাইল রণে।
অপমান-ভয়ে রাজা প্রবেশিল বনে॥
মেধস বিপ্রের কাছে গেলেন রাজন।
তথায় সমাধি বৈশ্য সহিত মিলন॥
বিপ্রের মুখেতে শুনি মাহাত্ম্য মায়ার।
নর্ম্মদার তীরেতে তপ করিল দুর্গার॥
তিন বর্ষ এক মনে তপস্যা করিলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী তারে বর দিলা॥
পরেতে আপন রাজ্যে আসি নরবরে।
অধিকারে আপনার বসিল নগরে॥
ভক্তিভাবে শরতে পূজিল চণ্ডিকায়।
লক্ষ বলিদান দিয়া সর্ব্ব রাজ্য পায়॥
উদয়াস্ত পর্ব্বত হইল অধিকার।
চণ্ডিকার বরে শত্রু হইল সংহার॥
শুনিয়া ভাগুরি বলে শুন তপোধন।
চৈত্রবংশ বিস্তারিত করিব শ্রবণ॥
রবি শশী বংশ আছে বিদিত সংসার।
চৈত্রবংশ কৈল প্রভু এ কেমন আর॥
শুনি নাই শুনিতে বাসনা হৈল অতি।
বিস্তার করিয়া মোরে কহ মহামতি॥

১। স্বারোচিষ—প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন।

শুনি মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরিরে কয়।
চন্দ্রবংশ অন্তঃপাতী চৈত্রবংশ হয়॥
তাহার বিস্তার শুন অপূর্ব্ব কথন।
নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচণ॥

সুরথের বংশ বিস্তার।

মার্কণ্ডেয় ঋষি কন, শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ,
ব্রহ্মা হৈতে সবার উৎপত্তি।
বিধাতা বিশ্বের সুত, অত্রি মুনি তার পুত[১],
অত্রি-নেত্রমলে নিশাপতি॥
চন্দ্র রাজসূয় করি, গুরুর রমণী হরি,
শুক্রালয়ে হইল গোপন।
জন্মে গুরুতর পাপ, বৃহস্পতি দিল শাপ,
চন্দ্রে হৈল কলঙ্ক যেমন॥
চন্দ্রবীর্য্যে তারা সতী, হৈল পরে গর্ব্ভবতী,
বৃহস্পতি চিন্তাযুক্ত অতি।
তারারে লইতে চায়, চন্দ্র নাহি ছাড়ে তায়,
বলে গুরু না পাবে সম্প্রতি॥
তারার গর্ব্ভের পুত্র, জন্মিয়াছে সোম পুত্র,
প্রকৃতি লইব কি প্রকার।
দেবগণে দিল ভার, যথার্থ করি বিচার,
সগর্ব্ভ যুবতী হয় কার॥
শুনি দেবগণ কয়, শুনহে অত্রি-তনয়,
এ প্রতিজ্ঞা করা মত নয়।
কুকর্ম্ম করিয়া হেন, বিবাদ করহ কেন,
কিছুমাত্র নাহি লজ্জা ভয়॥
শুনি চন্দ্র পুনঃ কয়, আর তাহার কি ভয়,
হয়ে বয়ে গেছে যা হবার।
উপস্থিত হৈল যার, উপায় করহ তার,
যাতে লাভ হয় দু'জনার॥
শুনিয়া চন্দ্রের কথা, হাসে যতেক দেবতা,
বলে ধর্ম্ম করহ বিচার।
শুনি ধর্ম্ম কহে তবে, প্রকৃতি গুরুর হবে,
নিশাকর পাইবে কুমার॥
এ ভাগ ধর্ম্মের মত, মনোতোষ উভয়ত,
পরস্পর হইল তখন।
তারা প্রসব হইল, বুধগ্রহ জনমিল,
চন্দ্র দেখে পুত্রের বদন॥
চন্দ্র পুত্রে দিয়া রাজ্য, পত্নী পাইল সুরাচার্য্য,
বুধ হৈতে চৈত্র রাজা হয়।
আসমুদ্র করগ্রাহী, পালন করিল মহী,
তার হৈল বিরথ তনয়॥
রাজা হৈল মহীতলে, রাজ্য শাসে বাহুবলে,
উদয়-অস্তাচল[২] সীমা প্রায়।
পরে পুত্র হয় তার, সুরথ নাম যাহার,
রাজা হৈল এই বসুধায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথের কর্ণাট রাজ্যে পরাজয় আবর্ত্তন।

রাজা হয়ে প্রজা পালে সুরথ নৃপতি।
রাজ ঋষি ক্ষিতিতলে পুণ্যবান অতি॥
নিত্য যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া দেবতা অর্চ্চন।
দান ধ্যান সপ্রীতিতে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন।
ক্ষমাশীল ক্ষিতিসম প্রতাপে তপন॥
কুলজন-হিতকারী দয়ার ঈশ্বর।
সন্তান সমান প্রজা পালনে তৎপর॥
সর্ব্ব রাজ্য শাসিত হৈয়াছে ধরামাঝ।
অবশিষ্ট আছে মাত্র কর্ণাটের রাজ॥
শাসিত করিতে সদা ভূপতির আশ।
মারিয়া কর্ণাট কর লইতে প্রয়াস॥
অমাত্যবর্গকে রাজা কহিয়া বিশেষ।
সাজিল শাসিতে ভূপ কর্ণাটের দেশ॥
রথ-রথী অসি-চর্ম্ম ধানুকী বিস্তর।
সিন্দুর ভূষিত কুম্ভ সাজিল কুঞ্জর॥

১। পুত—পুত্র (পদ্যছন্দে কোমলরূপ)। ২। উদয়-অস্তাচল—উদয়গিরি (যে পর্ব্বতে সূর্য্যের উদয় হয়) এবং অস্তগিরি (যে পর্ব্বতে সূর্য্যের অস্ত হয়)।

ঘোটক চলিল কত উটে বাজে ডঙ্কা[১]।
বাজাইছে রণবাদ্য ত্রিভুবনে শঙ্কা[২]॥
আপনি ভূপতি করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
চলিল কর্ণাট রাজ্যে আরোহিয়া যান॥
মুহূর্ত্তেকে প্রবেশিল কর্ণাট রাজন।
জয়ঘণ্টা বাজাইল করি আস্ফালন॥
শুনিয়া কর্ণাট রাজা আইল সমরে।
অতি অল্প সেনা সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র ধরে॥
কিন্তু তার দৈব আছে চণ্ডিকা সহায়।
ত্রিভুবন-মধ্যে রাজা কারে না ডরায়॥
ভাগুরি কহেন মুনি কহত বিস্তার।
তবে কেন বসুধা শাসিত নহে তার॥
মার্কণ্ডেয় কহেন কারণ তার আছে।
বর পাইয়াছে রাজা অম্বিকার কাছে॥
আপনার রাজ্যেতে হইবে মহীধরে।
অন্য রাজ্য লইতে মানস নাহি করে॥
তোমার রাজ্যেতে হবে বিরোধী যেজন।
অল্প সেনা তুমি তারে জিনিবে রাজন॥
এই আমি রহিলাম রাজ্যেতে তোমার।
আমার সাক্ষাতে রাজ্যজয় সাধ্য কার॥
শুনহে ভাগুরি এই হেতু সে রাজন।
যুদ্ধে আইল অতি অল্প সেনার ভিড়ন॥
সুরথের সঙ্গে আসি যুদ্ধ আরম্ভিল।
মুহূর্ত্তেকে সুরথের সৈন্য বিনাশিল॥
একাকী সুরথ রাজা প্রাণ বাঁচাইল।
কথার দোসর কেহ সঙ্গী না রহিল॥
পরাজয় হয়ে রাজা কৈল পলায়ন।
দেশে আইল স্বকবিরত্নে বিরচন॥

সুরথের স্বরাজ্য ভ্রষ্ট।

এই কি করিলে তারা ওগো শিব-সীমন্তিনী।
না তরালে সুতে ওগো পাষাণ-নন্দিনী॥ ধুয়া॥

কর্ণাট রাজ্যের রাজা পেয়ে অপমান।
হতসৈন্য স্বদেশে আইল মতিমান॥
দন্ত হীন মলিন বদন শীর্ণকায়।
বিবেক বিবর্ণ বন-দগ্ধ-মৃগ প্রায়॥
রাজ্যে প্রবেশিল রাজা সচঞ্চল মন।
সৈন্যহীন দেখিয়া বিষণ্ণ সর্ব্বজন॥
রাজা হয়ে নিজ রাজ্যে বসিল ভূপতি।
ক্রমে ক্রমে শত্রু হৈল বলবান অতি॥
অহি হয়ে মহীলতা তুল্য মহীপাল।
সিংহ হয়ে রহে যেন ভূপতি শৃগাল॥
মৃতকল্প হয়ে রাজা রহে সশঙ্কিত।
কারে কিছু নাহি বলে অপমানে ভীত॥
যদ্যপিহ ভৃত্যগণ কহে কিছু রায়।
নাহি সহে তারা ভূপে দ্বিগুণ শুনায়॥
সময় বুঝিয়া রাজা মৌন হয়ে রয়।
সগুণ দ্বিগুণকালে মৈত্র শত্রু হয়॥
আমার সেবক হয়ে মোরে কহে মন্দ।
সকল দৈবেতে করে বিধির নির্ব্বন্ধ॥
অরণ্যের অনলে অনিল সখা যেই।
ক্ষীণের গৌরব নাই দাপে নাশে সেই॥
দশা মন্দ আপনার বঞ্চিত গোসাঞি।
মানে মানে আপনার মান রাখা চাই॥
ভাল-মন্দ প্রভুত্বে নাহিক প্রয়োজন।
ঈশ্বর পাইলে বুঝে লব জনে জন॥
ঈশ্বর এমন না রাখিবে চিরকাল।
এক পক্ষ অন্ধকার এক পক্ষে আলো॥
কালে পিপীলিকা নাশ করে করি অরি।
কীট ইন্দ্র কভু ইন্দ্র কীট করে হরি॥
সুখ-দুঃখ সমভাব জয়-পরাজয়।
উপায়ের সমভোগ চিরস্থায়ী নয়॥
এইরূপে চিন্তা করে সুরথ রাজন।
স্পন্দহীন হয়ে রহে স্মরি জনার্দ্দন॥
বাড়িল বিপুল শত্রু ক্রমে দিন দিন।
সপক্ষ বিপক্ষ হৈল দেখি বলহীন॥
যে যাহা যে ধন পায় করয় হরণ।
ভূপতি না করে তার তত্ত্বাবধারণ॥
অশ্ব রথ আভরণ ভাণ্ডার বারণ।
ক্রমেতে সকল ক্ষয় দেখিল রাজন॥
রাজ্যেতে বসতি ছিল হড়িপা[৩] সকল।
পালিত শূকর বিষ্ঠা মার্জ্জনে প্রবল॥

১। ডঙ্কা—দুন্দুভি ; জয়ভেরী ; টিকারা। ২। শঙ্কা—ভয়। ৩। হড়িপা—চণ্ডাল, চাঁড়াল।

দেখিল রাজার বল নাহিক কিঞ্চিৎ।
কাল বুঝে যুদ্ধেতে হইল উপস্থিত॥
শক্তি হীন রঙ্গ দেখি ভূপতি পরাস্ত।
স্মরিয়া ঈশ্বর রায় হইল নিরস্ত॥
রাজ্য নিল কিরাতে সুরথ ভাবে মনে।
আরতো রহিতে আমি না পারি ভবনে॥
এক্ষণে কানন-যাত্রা করিতে উচিত।
বিপ্রগৃহে দারা-সুতে করিয়া স্থাপিত॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথ রাজন, রমণীরে কন,
দশা হৈল মোর হীন।
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে, অবনী-মণ্ডলে,
বিধি করিল অধীন॥
শুন প্রাণপ্রিয়ে, বিপ্রগৃহে গিয়ে,
রহয়ে সন্তান লয়ে।
সভক্তি পূর্ব্বকে, সেবিবে বিপ্রকে,
দাসীর অধিক হয়ে॥
থাকায় আমার, নাহি ফল আর,
দিনে দিনে অপমান।
নীচে রাজ্য লৈল, দম্ভ হীন হৈল,
বনে করিব প্রয়াণ॥
যদবধি আমি, না আসিবে তুমি,
তাবৎ গোপনে রবে।
ঈশ্বর ইচ্ছায়, এলে পুনরায়,
পূর্ব্বমত সব হবে॥
বলিয়া রাজন, করয়ে রোদন,
জড় হেন স্ত্রীর মোহে।
গলা রুদ্ধ রায়, কথা না বেরয়,
ভাসিল নয়ন লোহে[1]॥
রাণীর বদন, করি নিরীক্ষণ,
ভূপতি করিছে খেদ[2]।
বলে প্রিয়ে হায়, বুক ফেটে যায়,
বিধি করিল বিচ্ছেদ॥

ভূপতির বাণী, শুনি রাজরাণী,
হৃদয়ে হানিছে কর।
কথা কহে নাথ, যেন বজ্রাঘাত,
কৈলে অবলা উপর॥
তোমা বই আর, কে আছে আমার,
দাঁড়াইব কার কাছে।
রমণীর পতি, জানিহে যুবতী,
তত্ত্ব করিতে কে আছে॥
রমণীর পতি, বিনা নাই গতি,
ডেকে সুধাইতে নাই।
হেরি তব মুখ, ফেটে যায় বুক,
হায় কি কৈল গোসাঞি॥
কপালের ফল, ফলিল সকল,
বিপদে হরি তরাও।
করিলা দুঃখিনী, মোরে অভাগিনী,
সঙ্গে করি মোরে লও॥
তুমি যাবে বনে, প্রিয়া সম্বোধনে,
কে মোরে তুষিবে আর।
মগ্ন তব স্নেহে, ব্রাহ্মণেরে গৃহে,
রব মুখ চেয়ে কার॥
পতি ধন-জন, পতি সে জীবন,
পতি নারীর ভূষণ।
পতিহীনা যেই, অভাগিনী সেই,
ঘৃণা করে সর্ব্বজন॥
পতি রত যেবা, করি পতি সেবা,
পতি ছাড়ি নাহি রয়।
কি ভাবিয়া প্রভু, মোরে ছাড়ি তবু,
যাবে বনে গুণময়॥
যথা যাবে তুমি, তথা যাব আমি,
দাসীর কর্ম্ম যে এই।
পতিসুখে সুখী, পতিদুঃখে দুঃখী,
পতিব্রতা সতী সেই॥
এত বলি ধনি[3], লোটায় ধরণী,
বিলাপ করে হুতাশ।
হৈল সমাকুল, ভাসিল দুকূল,
বিগলিত কেশপাশ॥

১। লোহে—জলে। ২। খেদ—দুঃখ। ৩। ধনি—সুন্দরী নারী।

ভাসে চক্ষুজলে, ধরি পদতলে,
রাজারে কহিছে বাণী।
অতি কাঙ্গালিনী, পথের দুঃখিনী,
কৈনু হয়ে রাজরাণী॥
রাণী কান্দে যত, দেখে রাজা তত,
কান্দে অশ্রুধারা গলে।
বাক্য নাহি সরে, গদগদ স্বরে,
প্রবোধি রাণীরে বলে॥
হাতে ধরি তোলে, বসাইয়া কোলে,
বলে শোক কর কেন।
বিধিলিপি[১] যোগ, হৈল কর্ম্মভোগ,
রহিবে না কিছু হেন॥
পুনর্ব্বার সতী, হইব ভূপতি,
তোমার ব্রতের ফলে।
বিপক্ষ যে সব, হইবে বান্ধব,
রাজ্য করিব ভূতলে॥
শুন হে সুন্দরী, সঙ্গে করি নারী,
বনে যাওয়া মত নয়।
বেদে কহে সার, পদে পদে তার,
অতি অমঙ্গল হয়॥
কাতর না হও, বিপ্রগৃহে রও,
ঈশ্বরে করিয়া ধ্যান।
আমি যাই বনে, ফল-অন্বেষণে,
রাখিতে আপন মান॥
এত বলি রায়, তুষি বনিতায়,
একাকী কাননে চলে।
নাহি কহে কায়, চড়িয়া ঘোড়ায়,
মৃগী মারিবার ছলে॥
নৃসিংহ আভাষে, সঙ্গীতের আশে,
ভূপের বিঘ্ন নাশেতে।
কবিরত্নে গায়, অধিকার পায়,
হরি বল মা'র প্রীতে॥

সুরথের অরণ্য-যাত্রা।

ওগো দুঃখ সহনে না যায়।
কি বলিব বিধাতায়॥
কহিলে আমার দুঃখ সসাগর হয়।
শুষ্ক কল্পতরু ফলহীন কামধেনু বন্ধ্যা হয়॥ ধুয়া॥

ত্যজিয়া আলয় বনে প্রবেশিল রায়।
দেখি রাণী অচৈতন্য ধূলায় লোটায়॥
হায় হায় করিয়া কুন্তল করে টানে।
হৃদয় বিদারে নখে শিরে কর হানে॥
মরি মরি হায় হায় না রহে জীবন।
প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর চলিল কানন॥
কায কি এ প্রাণে আর প্রাণকে সুধাও।
নাথ বনে গেল তুমি আগে আগে যাও॥
আমাতে থাকিয়া আর কি করিবে বল।
পতি ছাড়া প্রকৃতির দেহেতে কি ফল॥
হতভাগী ভারতেতে জন্মাইলি মোরে।
হায়রে দারুণ বিধি কি কহিব তোরে॥
সতীর পরাণে পতি-বিচ্ছেদ না সয়।
কান্ত বিনে কৃতান্ত না হইও নির্দ্দয়॥
রাজ্যনাশ বনবাসে গেল প্রাণপতি।
কার পানে চেয়ে ঘরে বাঁচিবে যুবতী॥
জলে ঝাঁপ দিব আমি বিচ্ছেদ না সব।
কিম্বা বিষ খাব কিম্বা আত্মঘাতী হব॥
নখে ছিন্ন করি দেহ ছিঁড়ে ফেলে হারে।
কান্ত বিনে দান্তি জলে ভ্রান্তি অলঙ্কারে॥
ধড়ফড় করিছে যেমন কাটা কই।
ছটফট করয়ে খোলায় যেন খই॥
মম হৃদি শূন্য করি করিবে গমন।
কেমনে ভ্রমিবে নাথ রবে অকিঞ্চন॥
শয়নে পীড়িত হতে অপূর্ব্ব শয্যায়।
কেমনে যাইবে নিদ্রা গাছের তলায়॥
আমি যে চরণ সেবা করি সযতনে।
শীল তৃণাঙ্কুর কত লাগিবে কাননে॥
কত ব্যথা পাবে নাথ বিপিন-ভ্রমণে[২]।
এ সব ভাবিয়ে দুঃখ কত হয় মনে॥

১। বিধিলিপি—অদৃষ্টের (কপালের) লিখন। ২। বিপিন-ভ্রমণে—বনভ্রমণে।

নিরান্ন ভোজনে স্পৃহা সর্ব্বদা রসনে।
কেমনে কাটিবে দিন ফল পাবে বনে॥
না সহে রবির তাপ যে অঙ্গে তোমার।
কত কষ্ট রবি-করে পাইবে অপার॥
অপূর্ব্ব বসন শোভা কিরাত যে গায়।
বৃক্ষচর্ম্ম পরণে কি তাহা শোভা পায়॥
শিরে স্বর্ণকলস মুকুটে মণি-ছটা।
হেন শিরে কেমনে ধরিবে নাথ জটা॥
যে অঙ্গে করিতাম আমি কস্তুরি লেপন।
সে অঙ্গে হইবে ধূলি-কর্দ্দম-ভূষণ॥
সমকালে খেতে অন্ন নৃপতি সভাবে।
কাননে খাইতে খাদ্য পাবে কিনা পাবে॥
ভাবিলে আমাতে নাথ কিছু থাকে নাই।
হায় হায় প্রাণ যায় গোসাঞি গোসাঞি॥
রাজ-সিংহাসনে যোগ্য ছিলে ছত্রধারী।
স্বপনে না জানি যে হইবে বনচারী॥
নিষ্ঠুর বিধাতা কৈল এ দশা তোমার।
কৈতে প্রাণ দেহ বুক বিদরে আমার॥
আর কি তোমারে নাথ ফিরে দেখা পাব।
ভাবিতে জীবন তায় হলাহল খাব॥
কান্দিয়ে কিঞ্চিৎ শোক কৈলা নিবারণ।
প্রবোধ যে হেন নাই আপনি আপন॥
মলিন বিচ্ছিন্ন বেশ হইল সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে যান পুত্র কোলে করি॥
পুত্রের বদন হেরি ভাসে চক্ষুজলে।
রাজপুত্র হয়ে দুঃখী অদৃষ্টের ফলে॥
পতি-শোকে মগ্না হয়ে যান ধীরে ধীরে।
নাথ গেছে যেই পথে চান ফিরে ফিরে॥
সুতপা নামেতে বিপ্র বিশ্বরূপ সুত।
পরম বৈষ্ণব দ্বিজ সর্ব্বগুণ-যুত॥
রাজ-পুরোহিত তিনি পরম পণ্ডিত।
সুরথ-গৃহিণী তার গৃহে উপনীত॥
সকল বৃত্তান্ত কথা কহিয়া ব্রাহ্মণে।
ভাসিল নয়ন-জলে শোকাবেগ মনে॥
প্রবোধিল দ্বিজবর ত্রিবিধ প্রকার।
শোক ত্যজ দৈবে করে খণ্ডে সাধ্য কার॥
বিপ্রের বচনে সতী প্রবোধ লইল।
পুত্রসহ ব্রাহ্মণের গৃহেতে রহিল॥
হেথা রাজা অশ্ব ত্যজি গহন কাননে।
পদব্রজে উপনীত মেধস-সদনে॥
কবিরত্ন কহে দয়া করগো অভয়া।
রেখ না পিতার মর্ম্ম পাষাণ-তনয়া॥

সুরথের মেধসাশ্রমে যাত্রা।

মেধস বিপ্রেরে কন, দেখে সুরথ রাজন,
নানা বৃক্ষ আছে সুশোভিত।
শাল পিয়াল তমাল, হিন্তাল বকুল তাল,
বটাশ্বত্থ নিম কুসুমিত॥
নানাবিধ পুষ্প শোভা, অলিবৃন্দে মধুলোভা,
মধু পিয়ে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ডালে বসে উভরায়, শারী-শুকে গীত গায়,
কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকে॥
আহা কি ময়ূর নাচে, কুসুম কানন কাছে,
প্রিয়া সঙ্গে পুচ্ছ পসারিয়া[১]।
দেখিয়া সুরথ রায়, কামভাবে মোহ যায়,
অশ্রু ঝরে প্রিয়ারে স্মরিয়া॥
ধন্য শিখি জনমিলে, কত পুণ্য করেছিলে,
সদা প্রিয়া সহ থাক রঙ্গে।
আমি পাই মনস্তাপ, করে ছিনু কত পাপ,
এ হেতু বিচ্ছেদ প্রিয়া-সঙ্গে॥
দেখে আর স্থানে স্থান, নন্দন বন সমান,
সুপ্রসন্ন কানন বিশাল।
বসন্ত মকর-কেতু, সঙ্গে লয়ে ছয় ঋতু,
আছে কাননে চিরকাল॥
স্থল জল সুশোভিত, শতদল বিকসিত,
শ্বেত নীল লোহিত প্রমুদ।
মধু পিয়ে ষট্‌পদ[২], প্রস্ফুটিত কোকনদ,
নবদল কহ্লার কুমুদ॥

১। পসারিয়া—প্রসারণ করিয়া। ২। ষট্‌পদ—(মধুমক্ষিকা, মৌমাছি) ভ্রমর। যার ছয়টি পদ (পা) আছে।

ডালে শত শত পাখী, চক্রবাক-চক্রবাকী,
রাজহংস সারস-সারসী।
ডাহুক-ডাহুকী মেলা, বক-বকী করে খেলা,
নাচে কঙ্ক বৃক্ষোপরে বসি॥
কারণ্ড[১] কাদম্ব ডাক, উড়ে শ্বেত কৃষ্ণ কাক,
পিপি পানকৌড়ী আশরণ।
খঞ্জন-খঞ্জনী আর, নৃত্য করে চমৎকার,
শতদলে করিয়া আসন॥
ইতস্তত বনে বনে, ভ্রমিতেছে পশুগণে,
শার্দ্দূল শরভ[২] বরা আর।
সিংহ সেয়া[৩] কত কত, ডেকে যায় শত শত,
গন্ধমৃগ[৪] মহিষ গণ্ডার॥
মুনিবরের আজ্ঞায়, হিংসা নাহি করে কায়,
মৃগ নাচে সিংহের সম্মুখে।
দেখিয়া দেখিয়া রায়, ক্রমে ক্রমে চলে যায়,
বন-শোভা দেখিয়া কৌতুকে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সমাধি বৈশ্যের সহিত সুরথের মিলন।

ভ্রমণ করেন দুঃখে, হেনকালে সম্মুখে,
দেখিলেন এক বনচারী।
অতি শীর্ণ কলেবর, সদা বিবেক অন্তর,
সকাতর জটা-বল্কধারী॥
আত্ম মত দেখি তায়, জিজ্ঞাসে সুরথ রায়,
অতি প্রিয় মধুর বচনে।
কি নাম তোমার ভাই, বলি কি জাতি সুধাই,
কি হেতু ভ্রমিছ এ কাননে॥
শুনি বৈশ্য কহে তায়, পরে কব সমুদায়,
আগে কহ তুমি কোন জন।
কি কারণে ঘোর বনে, ভ্রমিতেছ ক্ষুণ্ণ মনে,
কহ কহ শুনি বিবরণ॥

শুনিয়া সুরথ রায়, পরিচয় দেন তায়,
আমি কলিঙ্গের নরপতি।
সুরথ নগরে ধাম, সুরথ আমার নাম,
রাজ্যচ্যুত হয়েছি সম্প্রতি॥
আপনার কর্ম্মদোষে, পড়িয়া দৈব-আক্রোশে,
কর্ণাটে মরিল সেনাগণ।
বলহীন দেখি মোরে, হীনজন আসি জোরে,
রাজ্য লৈল করিয়া হিংসন॥
বুঝে মোর অসময়, সকলে বিপক্ষ হয়,
হরে লয় ভাণ্ডারের ধন।
নীচজনে নিল রাজ্য, লোকালয়ে কিবা কার্য্য,
অতএব আসিয়াছি বন॥
শুনে বৈশ্য কান্দি কয়, কি হইল মহাশয়,
ঐ দুঃখে আমি দুঃখী অতি।
কান্যকুব্জ দেশে ধাম, সমাধি আমার নাম,
ধনী বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥
দারা-সুত খল ক্রূর, আমারে করিল দূর,
ধনলোভে কৈল নিরাকৃত।
গৃহ ছাড়ি আইনু বন, তথাপি আমার মন,
স্ত্রী-পুত্রের বিরহে তাপিত॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথ ও সমাধির কথনানন্তর মেধস বিপ্রের কথোপকথন।

করুণা রাগেন গীয়তে।

আর কি সুধাও ওহে যে দুঃখে পড়েছি আমি।
মনমৃগে আকর্ষিছে বিষম সদণ্ডকামি। ধুয়া॥

সমাধি কহেন শুন নৃপতি সুরথ।
স্ত্রীর মোহে মগ্ন হয়ে গেল ধর্ম্ম-পথ॥
শুনিয়া সুরথ বলে কেন বল আর।
ঐ দুঃখ জ্বলে সদা জীবনে আমার॥

১। কারণ্ড—কারণ্ডব; বালিহাঁস। ২। শরভ—উট; হস্তিশাবক। ৩। সেয়া—শিয়াল। ৪। গন্ধমৃগ—কস্তুরী মৃগ।

আমি কি করণ জানি কি বলিব বল।
মায়া-ফাঁস[1] কাটিতে মেধস-কাছে চল॥
এইমতে দুইজন সম্মত হইয়া।
উপনীত মেধস বিপ্রের কাছে গিয়া॥
বসিয়া আছেন মুনি কুশাসনোপরে।
উর্দ্ধপুণ্ড্র[2] শোভে ভালে জপমালা করে॥
আপাদলম্বিত জটা শুষ্ক কলেবর।
সাক্ষাত ব্রহ্মণ্যদেব তেজেতে ভাস্কর॥
সুরথ সমাধি গিয়ে মেধস-সাক্ষাত।
ধূলায় পড়িয়ে দোঁহে কৈল প্রণিপাত॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি কুশল জিজ্ঞাসে।
পল্লব-আসন দিয়ে বসাইল পাশে॥
সুরথ সমাধি দোঁহে সকাতর মন।
আত্ম-তত্ত্ব পূর্ব্বাপর কৈলা নিবেদন॥
পরিত্যক্ত দারা-সুতে ধন-লোভ করে।
সদা মন তাহাদের চিন্তা করি মরে॥
দুরাত্মা স্বভাবে পুত্র ছাড়ে পিতৃ-আশ।
কেন মন হেন পুত্র করে অভিলাষ॥
সতী হয়ে পতিকে যে দিল বিসর্জ্জন।
হেন স্ত্রীকে কেন মন করে আকিঞ্চন॥
শুনিয়া মেধস বিপ্র কহেন তখন।
মহামায়া-প্রভাবে মোহিত ত্রিভুবন॥
পশু-পক্ষী জলচর নরাদি প্রকাশ।
দারা-সুত প্রতি সকলের অভিলাষ॥
অন্য পরে কি কথা জ্ঞানীর মোহ হয়।
সামান্য জ্ঞানেতে সদা অভিভূত রয়॥
পশু-পক্ষী মা-বাপেরে না করে পালন।
তবু সন্তানের প্রতি মোহ অনুক্ষণ॥
মহামায়া-প্রভাবে এ জগত বিস্তার।
তিনি না প্রসন্না হৈলে মুক্তি নাহি কার॥
শুনিয়া সুরথ কহে কহ মহাশয়।
পরমা-প্রকৃতি মায়ার লীলা সমুদয়॥
মেধস কহেন দেবী-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
মধুকৈটভের বধ মহিষ-বিনাশ॥
শুম্ভ-নিশুম্ভাদি যত অসুর সংহার।
কহিলেন ভূপতিরে করিয়া বিস্তার॥
শুনিয়া ভূপতি হৈল আনন্দিত অতি।
মানস হইল দৃঢ় পূজিতে পার্ব্বতী॥
সুরথ সমাধি দুইজনে সযতনে।
পদ্ধতি লইল মাগি বিপ্রের সদনে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথ ও সমাধির নর্ম্মদাতীরে দেবীর আরাধনা।

মেধস পদ্ধতি দিয়ে, অনুক্রম বিস্তারিয়ে,
কহিলেন চণ্ডিকা পূজার।
শরতে বসন্তে পূজা, করিবেক দশভুজা,
কাল শুদ্ধি বসন্ত তাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া তাঁয়[3], মহাবিরাটত্ব পায়,
ব্রহ্মা পূজে সৃষ্টি রক্ষা কৈল।
দেব সহস্রলোচন, পূজা করি যে চরণ,
অসুর-সমরে জয়ী হৈল॥
চিন্তা নাহি মহারাজ, হবে রাজা ধরামাঝ,
কাত্যায়নী অর্চ্চনার ফলে।
শুনিয়া সুরথ কয়, পূজিব হে মহাশয়,
বসন্তে চণ্ডীর পদতলে॥
শুনিয়া মেধস কয়, পূজিলে সে পদদ্বয়,
পূরে সব কামনা মনের।
শুনি মেধসের বাণী, বৈশ্যপতি দণ্ডপাণি,
মনোমত হৈল দু'জনের॥
লয়ে অনুমতি তাঁর, গেলা নর্ম্মদার ধার,
মহামায়া প্রতিমা করিল।
তিনবর্ষ কৈল পূজা, মহাদেবী দশভুজা,
তবু দেবী দেখা নাহি দিল॥
পরে ভূপতি সুরথ, নিজ অঙ্গ করি ক্ষত,
শোণিত করিল নিবেদন।
বাহ্যজ্ঞান নাহি তার, ভাবে পদ অভয়ার,
নিবিষ্ট করিয়া নিজ মন॥

১। মায়া-ফাঁস—মায়াপাশ, মায়াজাল, মায়ারজ্জু। ২। উর্দ্ধপুণ্ড্র—তিলক, ফোঁটা। ৩। তাঁয়—তাঁহাকে।

স্তব করে চণ্ডিকায়, চক্ষু জলে ভেসে যায়,
কর কৃপা কাতরে কালিকে।
কাত্যায়নী মহামায়া, কালরাত্রি কালজায়া,
করালিনী কপালমালিকে॥
কৃতান্তদলনী উমা, কৃত্তিবাসপ্রিয়া ধূমা,
কর পার কিঙ্করে এবার।
মহারাত্রি মহোদরী, মহেশানী মহেশ্বরী,
মহানিদ্রা কর মা নিস্তার॥
মহারাণী সুরেশ্বরী, মহাদুঃখ পরিহরি,
বারেক অপাঙ্গ ভঙ্গে হের।
তব ক্ষতি হবে নাই, মধ্যে আমি মুক্তি পাই,
নষ্ট হয় সঙ্কটের ফের॥
ব্রহ্মাণ্ড-জননী তুমি, ব্রহ্মাণ্ড না ছাড়া আমি,
মা হয়ে কঠিন হন কেন।
কুকর্ম্ম যদ্যপি কভু, কৈলে পুত্র মাতা তবু,
রোষ কভু নাহি করে হেন॥
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর, যম অগ্নি পুরন্দর,
নাহি জানে তোমার মহিমা।
কি বলিব রাঙ্গাপায়, আমি জ্ঞানহীন তায়,
নর ছার কি জানিব সীমা॥
দীন হীন অকিঞ্চন, ওপদে রাখিনু মন,
না জানি ভজন স্তুতি ধ্যান।
দীন দয়াময়ী তারা, মহামায়া ভবদারা,
নিজ গুণে করি কৃপাদান॥
যদি বল হরনারী, নিস্তারিতে নাহি পারি,
তবে দেব 'পাতক-অচল'[1]।
তবে তারা পরাৎপরা, দয়াময়ী নাম ধরা,
ত্রিভুবনে হইবে নিষ্ফল॥
সুরথ সমাধি অতি, স্তুতি করে ভক্তিমতি,
আত্মদুঃখ করি নিবেদন।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, শ্রীনন্দকুমার ভাষে,
দে মা দুর্গে ও রাঙা চরণ॥

১। পাতক-অচল—পর্ব্বত (অচল) থেকে পড়ে (পাতক) প্রাণত্যাগ করা। আত্মহননের একটি পদ্ধতি 'পাতক-অচল'।

সুরথ ও সমাধির আত্ম-নিবেদন।

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল আড়া।

জানা যাবে গো তারিণী এবার। কর কি না কর পার।
বারে বারে দিয়াছ তো যন্ত্রণা অপার।
অসারে করিয়া সার, সঁপিয়া সংসার-ভার,
মিছা ভ্রমে ভ্রমাইলে লক্ষবার। ধুয়া।

কাতর দেখিয়া দয়া কর কাত্যায়নী।
নিস্তার নরকার্ণবে নমো নারায়ণী॥
নিরাশ্রয়ে চরণে আশ্রয় দে মা তারা।
দুঃখ দাস তোমার দুর্গমে হয় সারা॥
তুমি না তরিলে তারা কে তারিবে আর।
লয়েছি স্মরণ পদে কর মা উদ্ধার॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা ভবানী।
করিয়াছি সার তব চরণ দু'খানি॥
বিপদ-সাগরে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি।
দুঃখী দেখে তারিণী শুনেও শুন নাকি॥
বুঝিলাম পার্ব্বতী মা ভাব লাভ মর্ম্ম।
দীন-হীন দেখে কি রাখিলে তার ধর্ম্ম॥
রাখিলে রাখিলে তারা নাহি দুঃখ তায়।
দুর্গতিনাশিনী নাম মহিমাটি যায়॥
এমন দুর্গমে যদি মোরে না তরিবে।
দুঃখহরা দুর্গা নাম কেমনে ধরিবে॥
কলঙ্ক রাখিলে নামে শুন কহি সার।
ত্রিভুবনে দুর্গা নাম কে লইবে আর॥
ত্যজিব জীবন আমি গলে দিব কাতি[2]।
ত্রিজগতে রটিবেক তোমার অখ্যাতি॥
বলিবে সুরথ দুর্গা নাম লয়েছিল।
দুর্গমে সঙ্কটে পড়ে পরাণে মরিল॥
রেখো না কলঙ্ক নামে শুন মোর বাণী।
শিব-বাক্য অন্যথা না কর শিবরাণী॥
না তারো যদ্যপি মোরে যদি ফেল ঠেলে।
কে আর মানিবে বেদ জলে দেবে ফেলে॥
কেমন কঠিন তুমি পতিতপাবনী।
দেখেও দেখ না দুঃখ হইয়ে জননী॥
সকলি তো জান তারা সর্ব্বত্রব্যাপিনী।
তুমি সুখ তুমি দুঃখ ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী॥

২। কাতি—কাতান ; খড়গ।

তুমি সন্ধ্যা তুমি দিবা তুমি গো রজনী।
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি আপনি॥
কর্ণাটে মরিল সৈন্য রাজা অপমান।
হীনজনে রাজ্য নিল হয়ে বলবান॥
অভিমানে বনে আসি কষ্ট পাইনু কত।
তথাপি করুণা নহে দেখি অনুগত॥
তিনবর্ষে ক্ষীণ হৈনু শুন শিবজায়া[১]।
করুণ নয়ন কোণে চাওগো অভয়া॥
সমাধি কহিছে কৃপা করগো তারিণী।
কালহরা কৃপাময়ী কলুষহারিণী॥
দারা-সুতে অপমান করিল আমায়।
দুঃখে তারো দয়াময়ী কবিরত্নে গায়॥

অম্বিকার প্রত্যাদেশ।

নিষ্ঠা বুঝি নিতান্ত আপনি হরপ্রিয়া।
আশ্বাসে বিশ্বাস দেন আকাশে থাকিয়া॥
স্তবে তুষ্ট হইয়াছি শুনহ সুরথ।
বরদা হইয়া পূরাইব মনোরথ॥
বহু কষ্ট পাইয়াছ আমার কারণ।
বর লহ বর লহ বাসনা যেমন॥
শুনিয়া আকাশবাণী উর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
দেবীরে বিমান-মাঝে দেখিবারে পায়॥
দেখিয়া সমাধি বৈশ্য সুরথ ভূপতি।
নব ভক্তি ভাবোদয় সুখী হৈল অতি॥
লোমাঞ্চিত কলেবর স্বেদ অশ্রু বয়।
হৃষ্টচিত তুষ্টে আত্ম বিস্মরণ হয়॥
বিষম বিয়োগ দুঃখ ভুলিল সকল।
প্রণাম করিছে লোটাইয়ে ভূমিতল॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে কন শুনগো অভয়া।
দীন দেখে ভাল দুঃখ দিয়ে কৈলে দয়া॥
আশুতোষী কেবা বলে কঠিন হৃদয়।
পাষাণ-তনয়া তেঞিঃ আকারেতে হয়॥
দেবী কন কেন আর লজ্জা দাও আমায়।
ভাবিলে কি ভাব্য বস্তু দেখিবারে পায়॥
ভাবিলে অনাসে[২] যদি পেতো দরশন।
তবে মোরে ভাবিত সংসারে কোন্ জন॥
সর্ব্বভাবে ভাব মিল হইবে যখন।
না সাধিতে অসাধন দেখিবে তখন॥
এক্ষণে উচিত বর করহ গ্রহণ।
ও সব কথায় আর নাই প্রয়োজন॥
সুরথ কহেন যদি হলে মা সদয়।
ভ্রষ্টরাজ্য পাই যেন শত্রু নাশ হয়॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলেন বচন।
পুনর্ব্বার অম্বিকারে কহিছে রাজন॥
উদয়াস্ত পর্ব্বত শাসিত যেন হয়।
দেবী কন হইবে কর্ণাট ছাড়া জয়॥
প্রণাম ভক্তিতে পূজে কর্ণাট-ঈশ্বর।
অধিষ্ঠান তার পুরে আছি নিরন্তর॥
পুত্রতুল্য ভক্ত মোর গণেশের বাড়া।
নাহি আমি তিলেক ভূপেরে কভু ছাড়া॥
এইরূপ ভূপতিরে কহিলা জননী।
সমাধিরে বর দেন সুধাংশু-বদনী॥
আপনার গৃহে তুমি করহ গমন।
অদ্য রাত্রে তব পুত্র হইবে নিধন॥
সর্ব্ব ধন পাবে তুমি না কর হুতাশ।
বিবাহ করহ স্ত্রীকে দিয়ে বনবাস॥
বর পেয়ে সুরথ সমাধি হৃষ্টচিত।
সন্দেহ রহিল মনে রাজার কিঞ্চিত॥
প্রণাম করিল দোঁহে দেবীর চরণে।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে॥

সমাধির গৃহে গমন ও সুরথের মেধসাশ্রমে যাত্রা।

অন্তর্দ্ধান হয়ে দেবী করিলা গমন।
পরে দোঁহে প্রতিমা করিলা বিসর্জ্জন॥
নর্ম্মদার জলে ফেলি কৈল স্নান-দান।
প্রসাদিত ফল খেয়ে কৈল জল পান॥
সুরথে সমাধি কয় শুনহ বচন।
আর কি বিলম্ব দেশে করহে গমন॥

১। শিবজায়া—দুর্গা। ২। অনাসে—অনায়াসে; কষ্ট না করে।

মন মতো পূর্ণ হলো দেবীর প্রসাদে।
রাজ্যেশ্বর হও গিয়ে পরম আহ্লাদে॥
সুরথ কহেন আছে বিলম্ব আমার।
আপনি আপন বাসে হও অগ্রসর॥
এইরূপ দুইজনে কথোপকথন।
মৈত্রভাবে[১] দুইজন করে আলিঙ্গন॥
বিদায় করিল রাজা প্রিয় সম্ভাষণে।
প্রণমিয়া সমাধি চলিল নিকেতনে॥
একাক্রমে দিবস রজনী চলে যায়।
পরদিন প্রহরেকে কান্যকুব্জ পায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব রাত্রে পুত্রে কৈল ভুজঙ্গ দংশন॥
মরিয়াছে সন্তান জননী বিষাদিত।
হেনকালে সমাধি আলয়ে উপনীত॥
সপুত্রেরে কোলে করি কাঁদিছে যুবতী।
দেখে হাসে সমাধি স্মরয়ে ভগবতী॥
প্রমাণ হইল জ্ঞান চণ্ডিকার বর।
দাণ্ডাইয়া বৈশ্য পুলকিত কলেবর[২]॥
পতিরে দেখিয়ে নারী সমাধির প্রিয়া।
আইস আইস প্রাণনাথ দেখ না আসিয়া॥
কপটে কান্দিছে সতী গৃহ পতিপাশে।
কাতর না হয় বৈশ্য রঙ্গ দেখি হাসে॥
কহিছে সমাধি মিছে কান্দ কেন আর।
যে গেল সে গেল মিছে তাপ কি তাহার॥
এত বলি সন্তানের করিল দাহন।
অশুচের মধ্যে দিল রমণীকে বন॥
আপনি বিবাহ করি সুখে করে ঘর।
পরে তার বংশ বৃদ্ধি হইল বিস্তর॥
হেথায় সুরথ রাজা কিন্তু হয়ে মনে।
উপনীত যথায় মেধস তপোধনে॥
প্রণাম করিয়া রাজা মেধস-চরণে।
ঋষিবর জিজ্ঞাসেন সুরথের স্থানে॥
কি রূপে পূজিলে বাপু অম্বিকার পায়।
কিরূপে প্রকার হৈল কিবা বরদায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে বরবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথের প্রতি মেধসের উপদেশ।

কালী কালী মহাকালী কালিকে পাপহারিণী।
কালী তারা ভবদারা কালিকে কৈবল্যদায়িনী॥
সদা প্রাণভরে কালী নাম রটরে রসনা।
কালী যদি মনে কর, তবে পূরিবে মনের কামনা॥ ধুয়া।

রাজা কন সব কৈনু পদ্ধতি প্রমাণ।
মনোমত চণ্ডিকা না কৈলা বরদান॥
সপ্তদ্বীপেশ্বর হৈতে বর আমি চাই।
কর্ণাট করিতে জয় আজ্ঞা দিলা নাই॥
শুনিয়া মেধস হাসি কহেন তখন।
জয়ী হৈতে না পারিবে কর্ণাট কখন॥
শঙ্করী তাহার পুরে আছে অধিষ্ঠান।
নিত্যপূজা করে দেয় নর বলিদান॥
সানুকূলা শুভঙ্করী সর্ব্বদা তাহারে।
শ্যামার কৃপায় ডর নাহি করে কারে॥
পার যদি শঙ্করীরে বৈমুখ করিতে।
তবে রাজা কর্ণাট পারিবে জয়ী হতে॥
নতুবা আজন্ম তুমি কৈলে পরিশ্রমে।
না হবে কর্ণাট রাজ্য জয় কোন ক্রমে॥
সুরথে কহেন রাজা শুনহে সম্প্রতি।
স্বরাজ্য পালনে প্রজা হইবে ভূপতি॥
অসময়ে শরতে বার্ষিকী আরাধনে।
পূজিতে পারিলে দুর্গা কল্পেতে বোধনে॥
শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ তাহাতে করিবে।
তবে তো তারিণী কৃপা তোমারে হইবে॥
কৃপাময়ী কৃপা করি ছাড়িবে কর্ণাট।
অনাসে হইবে জয়ী শুন নররাট॥
অকালে পূজিয়া ইন্দ্র রাজা সুরপুরে।
হেলায় নাশিল দুর্গা মহিষ-অসুরে॥
শুনিয়া সুরথ রাজা আহ্লাদিত হয়।
বলে প্রভু করিব কর্ণাট রাজ্য জয়॥
প্রাণপণ হইতে শরৎপূজা হেতু।
জয়ী হই অবনী তুলিয়া দিব কেতু॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া করগো অভয়া।
দ্বিজ কবিরত্নে গায় দাসে কর দয়া॥

১। মৈত্রভাবে—মিত্র (বন্ধু) ভাবে। ২। কলেবর—দেহ।

সুরথের স্বরাজ্যে দেবী-দূতের বিভীষিকা দর্শিতা।

সুরথ রাজন, পুলকিত মন,
মেধসে করিয়া নতি।
বন উপবন, করিছে ভ্রমণ,
স্মরি দুর্গা ভগবতী॥
কত স্থানে ভূপ, দেখি কতরূপ,
গহন কানন-শোভা।
কত বন চর, ফিরে নিরন্তর,
উড়ে অলি মধুলোভা॥
কৃপায় দেবীর, নির্ম্মল শরীর,
রাজার নাহিক ডর।
অভয়ার সুত, মহা বলযুত,
যেন মত্ত গজবর॥
রাজ্যেতে রাজার, কৈল মহামার,
চণ্ডিকার সেনাগণে।
অলক্ষিতে আসি, ভৈরব সন্ন্যাসী,
করে অগ্নি বরিষণে॥
করেন উৎপত্তি, উল্কা বজ্রাঘাত,
মেঘের সঞ্চার নাহি।
ভাঙ্গে ঘর-দ্বার, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
ডাকিছে পরিত্রাহি॥
যোগিনী ডাকিনী, হাকিনী শাকিনী,
ভ্রমে আয়ুদর কেশে।
লোহলো রসনা, বিকট দশনা,
অতি ভয়ানকা বেশে॥
দেখিয়া চঞ্চল, হড়িপ[1] সকল,
পলায় আলয় ছাড়ি।
ধর ধর বলি, পিশাচ সকলি,
পাছু করে তাড়াতাড়ি॥
অঙ্গ-রাজ্যবাসি, দেখে সবে হাসি,
মন্ত্রিগণে ডেকে কয়।
যদি ভাল চাও, সুরথে আনাও,
বিলম্ব যেন না হয়॥
পূর্ব্বমত রাজা, করি কর পূজা,
আজ্ঞাকারী হয়ে রবে।
এই সার কথা, করিলে অন্যথা,
নিস্তার নাহিক হবে॥
করিয়া আদেশ বিশেষ বিশেষ,
চণ্ডিকার যত চর।
হয়ে অন্তর্দ্ধান, করিলা প্রয়াণ,
গেলা কৈলাস-শিখর॥
আজ্ঞা-অনুসারে, নৃপ-পরিবারে,
রাজারে আনিতে যায়।
নৃসিংহেরে দয়া, করগো অভয়া,
শ্রীনন্দকুমারে গায়॥

সুরথের অন্বেষণ।

তারো তারা দীন হীন জনে এইবার।
তোমা বিনা গতি নহি আর॥ ধুয়া॥

বিভীষিকা দেখে ভয় পেয়ে মন্ত্রিগণ।
সবে চলে রাজার করিতে অন্বেষণ॥
নানাদেশে বিদেশে করিছে পর্য্যটন[2]।
সুরথের সন্ধান করিছে জনে জন॥
অঙ্গ বঙ্গ অযোধ্যা কলিঙ্গ মিরহাট।
মিথিলা মথুরা গয়া মগধ সুরাট॥
কান্যকুব্জ কাশী কাঞ্চি ভাট করবাট।
মাদ্র মল্ল সৌরাষ্ট্র কুঞ্চি সারঙ্গ রামঘাট॥
কর্ণাট কাশ্মীর আর প্রয়াগ কেদার।
বিরাট পঞ্চাল কুঞ্চি সারঙ্গ সৌমার॥
জপলাঙ্গ লেখাঙ্গ রণাঙ্গ রঙ্গ আর।
বিরাট দ্রাবিড় বীর ভৌম সুকুমার॥
উৎকল ময়ূরভঞ্জ সিংহল বিদার।
হিঙ্গুলাট শ্রীবসন্ত নেপাল মল্লার॥
জলমুখী নার্ম্মুদ নাটক মুলতান।
মালবেন্দ্র পুরিয় কামাক্ষ্যা বরিশান॥
তৈলঙ্গ নগর পল্লি দিল্লি আদি ধাম।
অন্বেষণ করে যত কত লব নাম॥

১। হড়িপ—হাড়িপা, হড়ডিপ, চণ্ডাল। ২। পর্য্যটন—ভ্রমণ।

গিরি দরী ঝোড়ঝাড় স্থাবর জঙ্গম।
ভ্রমিয়ে ফিরিছে অন্বেষিয়ে নরোত্তম॥
বন উপবন আর কত স্থানে স্থান।
অগম্য দুর্গম স্থানে করিছে সন্ধান॥
দেখা নাহি পেয়ে সবে চিন্তাযুক্ত হয়।
শ্রান্ত হয়ে একত্রে বসিয়া সবে কয়॥
কোথায় খুঁজিবে আর কোথা দেখা পাব।
কে জানে সন্ধান আর কারে সুধাইব॥
নৃপ অন্বেষণে আর যাব কার কাছে।
ভাবি রাজা প্রাণে বেঁচে আছে কি না আছে॥
পাতি পাতি করিয়া খুঁজিনু সর্ব্ব ঠাঁই।
বেঁচে যদি থাকিত কি দেখা হৈত নাই॥
ভূপতি পরম সুখী ক্লেশ নাহি সয়।
মরেছে পাইয়া কষ্ট নাহিক সংশয়॥
এইরূপে চিন্তা করে যত মন্ত্রিগণ।
কেহ শ্রমে বৃক্ষমূলে করিল শয়ন॥
কেহ বসি ঐ চিন্তা করে মনে মন।
হেনকালে উপনীত তথায় রাজন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মন্ত্রীর সহিত সুরথের কথোপকথন।

তারা তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আমার।
বল দেখি আর মা স্মরণ লব কার॥ ধুয়া॥

অস্থিচর্ম্ম অবশেষ করে বংশবাড়ি।
চাঁদ মুখে চিকুর লম্বিত চাঁপদাড়ি॥
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
কষ্টেতে হয়েছে শীর্ণ ভূপতি প্রধান॥
কিন্তু দেবদত্ত তেজ অঙ্গেতে সকল।
ত্বরায় তিমির নাশে দিক্ সমুজ্জ্বল॥
অনল তপন কিম্বা তদ্রূপ ভূপতি।
দূর হৈতে দেখে সবে সচিন্তিত অতি॥
দেখিতে দেখিতে রাজা নিকটে আইল।
আপনার মন্ত্রিগণে দেখিয়া চিনিল॥
রাজাকে চিনিতে নাহি পারে কোনজন।
কে তুমি আপনি বলে জিজ্ঞাসে তখন॥
রাজা কয় ধরা-মধ্যে হবে কোনজন।
সুবিমান নাম মোর করহ শ্রবণ॥
যুগান্তাঙ্গ তৃতীয় রাশিতে অবস্থিতি।
বনচারী মহান্ত তো দেখিছ সম্প্রতি॥
তোমরা কে কি কারণে ভ্রমিছ কাননে।
সবে কহে আমাদের নৃপ-অন্বেষণে॥
বনবাসে এসেছেন সুরথ ভূপতি।
হীনজনে হরিয়া লয়েছে বসুমতী॥
অভিমানে মহারাজা আসিয়াছে বন।
পরিত্যাগ করি দারা-সুত ধন-জন॥
সম্প্রতি সে রাজ্যে বড় হৈল অলক্ষণ।
দৈবেতে আঘাত কৈল না জানি কারণ॥
কিরাত আছিল পলাইল সর্ব্বজন।
রাজ্য রক্ষা করে হেন নাহিক এখন॥
দেবতা কহিল তবে আকাশে থাকিয়া।
রাজ্য রক্ষা কর রাজা সুরথে আনিয়া॥
অন্বেষণ করি মোরা ফিরি সর্ব্ব ঠাঁই।
কোন স্থানে ভূপতির তত্ত্ব মিলে নাই॥
শুনিয়া সুরথ রাজা আনন্দিত মন।
মনে মনে বলে সব চণ্ডীর কারণ॥
জগৎ-জননী দুর্গা মোরে সানুকূলে।
অকূল হইতে তরী লাগাইল কূলে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

তবে রাজা মন্ত্রিগণে কহেন তখন।
মোরে কি ভাবিছ তুমি সুরথ রাজন॥
আপনার তত্ত্ব সব বিস্তারিয়া কয়।
শুনিয়া সে সকলের হইল প্রত্যয়॥
চরণে পড়িল সবে করি পরিহার।
কহিছে বিনয় বাক্যে করি নমস্কার॥
রক্ষ রক্ষ মহারাজ হও কৃপান্বিত।
সেবক হইয়া মোরা হয়েছি অনীত[১]॥
গোহারি[২] করিয়া সবে করে প্রণিপাত।
না করিও প্রাণদণ্ড রাখ নরনাথ॥

১। অনীত—নীতিহীন; দুর্নীতিপরায়ণ। ২। গোহারি—আবেদন-নিবেদন, কাকুতি মিনতি।

আশ্বাসিয়া কন রাজা প্রকাশ বচন।
অন্তরে যা আছে তাহা রহিল গোপন॥
রাজা কহে ত্যজ ভয় শুনহ বচন।
সকলি দৈবেতে করে দোষী কেহ নন॥
আমার কপালে ছিল বিধিলিপিযোগ।
আপনার শুভাশুভ করিলাম ভোগ॥
তোমাদের ভয় কিবা করিনু অভয়।
প্রসন্ন হইনু আমি চলহ আলয়॥
এইরূপে সকলে আশ্বাস করি রায়।
বিশেষে বিশ্বাস দিয়া দেশে চলি যায়॥
মন্ত্রিগণ সহ নানা কথোপকথনে।
একাক্রমে উপনীত আপন ভবনে॥
পাইল স্বরাজ্য রাজা চিন্তানন্দ হয়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্নে কয়॥

সুরথের রাজ্যাভিষিক্তকরণ।

গৃহেতে আইল পতি, শুনি সুরথের সতী,
দেখিতে ধাইল অতি রঙ্গে।
অতি পুলকিত রঙ্গে, তনয়ে করিয়া সঙ্গে,
পতি প্রতি বিচ্ছেদ সুভঙ্গে॥
আলু থালু কেশপাশ, সম্বরিতে নারে[১] বাস,
প্রেমানন্দে অশ্রুধারা বয়॥
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে কয়ে, চিত্তেতে অধৈর্য্য হয়ে,
পতি-পাশে উপনীত হয়॥
উনমত্তা পাগলিনী, প্রায় ভূপতি গৃহিণী,
পড়িল পতির পদতল।
দেখিয়া রাজার বেশ, অস্থিচর্ম্ম অবশেষ,
শিরে জটা কটিতে বাকল॥
বলে নাথ হায় হায়, কত কষ্ট পেলে রায়,
করে কত সাক্ষাৎ বিলাপ।
বহু দিন এলে পরে, এরূপে বিলাপ করে,
কিন্তু নহে বিচ্ছেদের তাপ॥

বলে নাথ বনে কত, কষ্ট পেলে শত শত,
আকার তো নাহিক তেমন।
আহা আহা হরি হরি, দেখিয়ে যে দুঃখে মরি,
প্রাণনাথ হয়েছ এমন॥
মনে না ছিল আমার, আসিবে যে পুনর্ব্বার,
তবে সে আনিলা ভগবতী।
দাসীরে স্মরিয়া মনে, এলে নাথ নিকেতনে,
অনাথিনী অভাগীর পতি॥
হে নাথ বিচ্ছেদে তব, হয়েছিনু প্রায় শব,
প্রাণ ছিল নিকটে তোমার।
দেখিয়া তোমার মুখ, বাড়িল পরম সুখ,
প্রাণ এলো স্বস্থানে আমার॥
এইরূপে কান্দে রাণী, বুঝাইল দণ্ডপাণি,
আর কেন করহ রোদন।
হয়ে বয়ে গেছে যাহা, কি ফল চিন্তায় তাহা,
ভোগ হৈল ললাট-লিখন॥
বিধিমতে প্রবোধিয়া, তনয়েরে কোলে নিয়া,
মোহে রাজা অশ্রুজলে ভাসে।
চুম্বন করিয়া মুখ, পাইল পরম সুখ,
স্বীয় অঙ্গে বাঁধে ভুজপাশে॥
সঙ্গে করি পুত্র-নারী, পুরে পশি[২] দণ্ডধারী,
লোকাচারে গৃহ কৈল মুক্ত।
মঙ্গলাচরণ করে, মৃষিকারি পৃষ্ঠ ভরে,
যার রবে দ্বিজ পড়ে সূক্ত॥
দেবীর কৃপায় ধন, আছে পূর্ব্বের মতন,
বিতরণ করেন রাজন॥
দরিদ্র দুঃখী ব্রাহ্মণে, খাওয়াইয়া যতনে,
দেন দান গো-কাঞ্চন॥
করিছে মঙ্গলাচার, পুরী বেড়ে আম্রসার,
দ্বারে ঘট কদলী রোপিল।
পতাকা উড়ায় কত, বাদ্য বাজে শত শত,
নানা স্থানে নিশান রচিল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। নারে—নাহি পারে। ২। পশি—প্রবেশ করে।

সুরথের শারদীয় পূজার উদ্যোগ।

ক্ষৌরি হৈল ভূপতি স্মরিয়া দুর্গানাম।
তীর্থজলে স্নানদান কৈল গুণধাম॥
পাত্র মন্ত্রী অমাত্য বান্ধব পূজা নিয়া।
বসিল আপন সিংহাসনে বার[১] দিয়া॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত বসিল সভায়।
নট-নটী নৃত্য বরে দেবীগুণ গায়॥
ভট্ট[২] দৈবজ্ঞাদি সব স্তুতি পাঠ করে।
রাজপাটে ভূপতি বসিল সমাদরে॥
এইরূপে নরপতি পাইয়া বৈভব।
পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা হৈল বিস্মরণ সব॥
বসিয়া হইল গত সিংহ অবসান।
আসিয়া অর্দ্ধেক কন্যা হৈল অধিষ্ঠান॥
তিথি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রবিসুত বার[৩]।
সেই দিন মনে স্মৃতি হইল রাজার॥
পূজিতে হইবে দেবী শরত সময়।
এইত শরৎকাল প্রায় গত হয়॥
অকালে বোধন করি পূজি ব্রহ্মময়ী।
হতে হবে কর্ণাট রাজার রাজ্য জয়ী॥
এত ভাবি চিন্তিত হইল নররায়।
আনে ডাকাইয়া পুরোহিত সুতপায়॥
বিশ্বরূপ-পুত্র মুনি পরম ধার্ম্মিক।
বিষয়ে ঔদাস্য ভাব অভীষ্টে অধিক॥
সাক্ষাৎ শঙ্কর দ্বিজ পরম পণ্ডিত।
আশাদণ্ড করেতে সভায় উপনীত॥
ধূলায় লোটায়ে রাজা প্রণমিল পায়।
আশীর্ব্বাদ করি ঋষি বসিল সভায়॥
জিজ্ঞাসা করিল ভূপে কহ বিবরণ।
ডাকিয়া আনিলে মোরে কিসের কারণ॥
রাজা কন শুন গুরু নিবেদন করি।
মানস করেছি মনে পূজিতে শঙ্করী॥
শরতে পূজিব দেবী অকালে বোধন।
ইন্দ্রের পূজার আছে প্রমাণ যেমন॥
সুতপা কহেন রাজা কহ এ কেমন।
শরতে দেবীর পূজা না শুনি কখন॥
নিদ্রিতে সে কালে দেবী পূজা সিদ্ধি নয়॥
কাল শুদ্ধি পূজা কর বসন্ত সময়॥
রাজা কহে প্রমাণ আছয়ে নিরূপণে।
নিদ্রা ভঙ্গে কল্পে দেবী অকালে বোধনে॥
মুনি কয় এমত পদ্ধতি মোর নাই।
রাজা কয় সে প্রমাণ আছে মোর ঠাঁঞি॥
এত বলি পদ্ধতি দিলেন নরোত্তম।
পদ্ধতিতে সুতপা দেখিয়া অনুক্রম॥
ইন্দ্র পূজা করিয়াছে শরতে আশ্বিনে।
কল্পেতে বোধন কৃষ্ণা নবমীর দিনে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ তবে ভূপতিরে কয়।
শুন রাজা এ বৎসরে পূজা নাহি হয়॥
শরৎ সময়ে পূজা সহজে অকাল।
তাহে হৈল আমার অতীত সর্ব্বকাল॥
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

কল্প নিরূপণ।

রাগিণী সফেদা,—তাল খয়রা।

কে আমার পুরাবে মনের বাসনা।
কিরূপে অভয়া-পদে করি আরাধনা॥ ধুয়া।

সুতপা কহেন রাজা শুনহ ইহার।
যে রূপে শরতে পূজা বিধি চণ্ডিকার॥
ইন্দ্র হৈতে কল্পে দুর্গা হইলা বাধিত।
কন্যার নবমী কৃষ্ণা আর্দ্রায় মিলিত॥
ছয় দিন সে নবমী হইয়াছে গত।
কি রূপে বোধন হবে করি কোন মত॥
এক বর্ষ ক্ষান্ত হয়ে রহ মহারাজ।
অম্বিকার অর্চ্চনা চিন্তায় নাহি কাজ॥
রাজা কহে এত দিন বিলম্ব না সয়।
দেখ দেখি এর মধ্যে কল্প যদি হয়॥
কর্ণাটেতে অপমান হয়েছে আমার।
সে অবধি জয় হেতু চিন্তা অনিবার॥
ত্বরায় করিব জয় বাসনা এমন।
তার মতে বিধান করিবে তপোধন॥

১। বার দিয়া—সভা করিয়া। ২। ভট্ট—ভাট, চাটুকার। ৩। রবিসুত বার—শনিবার।

মুনি কয় আমার সাধ্যেতে নাহি হয়।
অমূলক করিবারে শাস্ত্রে নাহি কয়॥
বেদ বিধিমতে আছে প্রমাণ নির্ণয়।
তাহা ব্যভিচারে পূজা সিদ্ধি নাহি হয়॥
সুতপার মুখে শুনি এতেক বচন।
সুরথ রাজার হৈল বিষণ্ণ বদন॥
নয়নে বহিছে নীর ভাসিল শরীর।
অধোমুখে বসে ভাবে চরণ দেবীর॥
সঙ্কল্প ভঙ্গেতে চিন্তা বাড়িল বিস্তর।
বিবেক হইল মনে ভূপতি কাতর॥
বলে বুঝি তারা মোরে নির্দয়া হইল।
নতুবা পূজায় কেন ব্যাঘাত ঘটিল॥
নিষ্ঠা দেখি নৃপতির ব্রহ্মা দয়াময়।
শূন্যে থাকি আশ্বাসিয়ে দৈববাণী কয়॥
ভয় নাই রাজা তুমি কর দেবী পূজা।
হবে কল্প বোধন অর্চ্চিতে দশভুজা॥
সহজে অকাল এই শরতে অর্চ্চনা।
হবে কল্পাতীত কালে নহে বিঘটনা॥
নবমীতে বোধন আছয়ে নিরূপণ।
হেতু তার আছে মাত্র সহস্রলোচন॥
অতীত নবমী ব'লে চিন্তা কেন তার।
ফল মাত্র বোধনে চেতন চণ্ডিকার॥
নবমী কি করে নিদ্রা ভঙ্গ নিয়ে কাজ।
দিনের নিয়ম কি বোধনে মহারাজ॥
অকালে বোধন মাত্র হ'লে হয় ফল।
না বুঝিয়ে কেন এত হইলে বিকল॥
আমি বিধি বিধি দিই শুন মতিমান।
শুক্লা প্রতিপদে কর কল্পের বিধান॥
তোমা হইতে এই এক বিধি যে হইল।
প্রতিপদে কল্প রাজা সুরথ করিল॥
লইয়ে আমার আজ্ঞা পূজ চণ্ডিকায়।
সিদ্ধি হবে মনোরথ দেবীর ইচ্ছায়॥
এত বলি বিধাতা আপন ধামে যান।
ধাতার আদেশে রাজা পাইলেন জ্ঞান॥
আনন্দিত হৈল শুনি দৈবের বচন।
বাড়িল উৎসুক হৈল কল্প নিরূপণ॥
বিস্তারিত পুরোহিতে কহিলেন রায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

সুরথের প্রকাশিত দেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ।

কল্যাণ রাগেন গীয়তে।

দৈববাক্য বিস্তারিত, শুনি রাজ-পুরোহিত,
ভূপতিরে কহেন তখন।
চিন্তা নাই মহারাজ, সিদ্ধি হৈল তব কাজ,
কর দুর্গা উৎসব এখন॥
প্রতিপদ সম্মুখেতে, কর পরম সুখেতে,
কল্পারম্ভ পরস্ব দিবসে।
পূজা কর দয়াময়ী, হইবে অবনী জয়ী,
যমজয়ী চরণ-পরশে॥
শুনিয়া সুরথ রায়, অতি পুলকিত কায়,
তৎপর হৈল অতিশয়।
সবিনয়ে তুষি স্তবে, বিশাইরে আনি তবে,
পূজালয় বিরচিতে কয়॥
শুনিয়া বিশাই[1] যায়, নির্ম্মাণ করে সোণায়,
পূজালয় মঞ্চ আটচালা।
পরশ পাথর থরে, মণ্ডপ গাঁথনি করে,
রচিল নীলায় মেজে ঢালা॥
স্ফটিকের থাম তোলে, কত রত্ন তার কোলে,
মণি চুনি হীরক প্রবাল।
পদ্মরাগ মণি কত, চন্দ্রকান্ত শত শত,
অয়স্কান্ত ভাস্কর মিশাল॥
তোরণ-তোরণী গুচ্ছে, ছাইল ময়ূরপুচ্ছে,
কিবা শুক্ল মুক্তার লহরী।
রত্নবেদী চমৎকার, তুলনা নাহিক তার,
অধিষ্ঠান হবেন শঙ্করী॥
চন্দ্রাতপে শোভা কিবা, প্রকাশে তাহার নিভা,
রত্নময় গিরি কত তায়।
সম্মুখে দক্ষিণ ভাগে, আটচালা কৈল রাগে,
পরিসর রত্নময় বায়[2]॥

বিবিধ রতন দিয়ে, নানা সজ্জা বিরচিয়ে,
বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মাইছে ত্রাসে।
বিল্ববরণের ঘর, কৈল অতি মনোহর,
চণ্ডীমণ্ডপের ডানি পাশে॥
রোপিয়া শ্রীফল তায়, বিশাই হৈল বিদায়,
একদিনে করিয়া নির্ম্মাণ।
দেখে রাজা আনন্দিত, শ্বেত রক্ত নীল পীত,
পতাকায় উড়ায় নিশান॥
দ্বারে ঘট আরোপিল, সপল্লব ফল দিল,
গৃহ বেড়ি দিল আম্রসার।
বিচিত্র বসনে ঘর, সাজাইছে মনোহর,
নাট্যশালা অতি চমৎকার॥
বিচিত্র করিল কত, দ্বারে বসে নহবত,
বাজে কাড়া টিকারা সানাই।
রঙ্গে ভঙ্গে বিদ্যাধরী, নাচে কি গায় কিন্নরী,
আনন্দের পরিসীমা নাই॥
প্রতিপদ দিনে রায়, নিত্যক্রিয়া করি সায়,
স্নানদানে হয় শুদ্ধ মন।
পূজা-মণ্ডপেতে গিয়ে, পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে,
ব্রত কর্ম্মে করিল বরণ॥
মূলমন্ত্র উচ্চারিয়ে, কল্পঘট আরোপিয়ে,
বিধিমতে অর্চ্চনা করিল।
যে রূপ নিয়ম আছে, চণ্ডীপাঠ কৈল কাছে,
কোনমতে ত্রুটি না হইল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

প্রতিপদাদি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত দেবীর ভূষণার্থে দ্রব্য প্রদান।

রাগিণী জয়জয়ন্তী,—তাল আড়া।

দয়া করগো শিবে দীন-হীনে এইবার। তোমা বিনে নাহি গতি, ওগো উমা ভগবতী, তুমি গতি সবাকার॥ ধুয়া॥

ধূপ-দীপ নৈবেদ্য কুসুম বলিদান।
বস্ত্র আভরণ দিল পদ্ধতি প্রমাণ॥
চরণ রাগার্থে অলক্তক সমর্পিল।
সাঙ্গ করি পূজা পুরোহিত বিপ্রে দিল॥
ব্রাহ্মণ ভোজন আর কুমারী-পূজন[১]।
নানামত উপহারে করায় রাজন॥
এইরূপে প্রতিপদে পূজা কৈল রায়।
পরদিন অর্চ্চনা করিল দ্বিতীয়ায়॥
পূর্ব্বমত পূজা কৈল অতি হরষিতে।
কাঞ্চন নূপুর দিল চণ্ডিকার প্রীতে॥
তৃতীয় দিবসে রাজা পূজে হৈমবতী।
পরিধেয় বস্ত্র দিল ভক্তি ভাবে অতি॥
কনক আসন দিল বসিবার তরে।
মহামহোৎসবে পূজা কৈল সমাদরে॥
পরদিন চতুর্থীতে পূজা করি রায়।
ভুজে আভরণ সমর্পেণ অভয়ায়॥
উত্তরি ধারণে দিল মণিময় হার।
তেজে দিক্ দীপ্ত হয় মূল্য নাহি তার॥
ওষ্ঠাধর রাগার্থে তাম্বূল নিবেদিল।
আনন্দ উৎসবে দিবা সমাপ্ত করিল॥
পঞ্চমীতে পূজা করি দেবী-পদতল।
নয়ন উজ্জ্বল হেতু দিলেক কজ্জল॥
নাসিকাভরণ দিল গজমুক্তাবলী।
কনক তিলক আর কর্ণে স্বর্ণকলি॥
ষষ্ঠীতে সুরথ রাজা অর্চ্চনা করিল।
মেষ মেষ ছাগল অনেক বলি দিল॥
সিন্দূর প্রদান করে সীমন্ত ধারণে।
নিবেদিল পট্টডোর কেশ সংযতনে॥
গন্ধদ্রব্য দেয় কেশ করিতে ঘর্ষণ।
বেশার্থে কনক মাল্য অমূল্য রতন॥
সিন্দূর চুপড়ি দেয় কাকিনী গাঁথানি।
চিকুর বিরল করা দিলেন চিরণী॥
মুখশোভা নেহারিতে কনক দর্পণ।
অঙ্গলেপ শীতলতা কস্তুরী চন্দন॥
নিবেদিয়ে ভক্তিভাবে বিপ্রে সমর্পিল।
ব্রাহ্মণ কুমারী রাজা সুখে খাওয়াইল॥

১। কুমারী-পূজন—দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ 'কুমারীপূজা'। এটি না হলে পূজার অঙ্গহানি হয় এবং দেবী রুষ্টা হন। 'কুমারীপূজা' অনুষ্ঠানটি বিধিমত মহাষ্টমীদিবসেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সম্মান রাখিয়া সব করিল বিদায়।
মহানন্দে ষষ্ঠীর দিবস হৈল সায়॥
রবি অস্তাচলে যায় শশীর উদয়।
বিল্বাদি বাসন দেবী বোধন সময়॥
উদ্যোগ করিল রাজা পূজা আয়োজন।
বিল্ববৃক্ষে করিতে দেবীর আমন্ত্রণ॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি রাজা কহিল তখন।
মৃত্তিকার দশভুজা করিতে গঠন॥
আছয়ে দেবত্ব তায় বিশ্বকর্ম্মা রায়।
সদ্যঃ দেবী প্রতিমূর্ত্তি গড়ে মৃত্তিকায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

প্রতিমা গঠন।

শুদ্ধচিত্তে বিশ্বকর্ম্মা দেবী করি ধ্যান।
মৃন্ময়ী প্রতিমা দেবী করিছে নির্ম্মাণ॥
প্রমাণ পুরাণ মতে গড়িল বদন।
চিহ্ন রাখে ত্রিনয়ন নাসিকা শ্রবণ॥
গ্রীবা কণ্ঠ স্তনদ্বয় হৃদি পৃষ্ঠোসর।
নিতম্ব ত্রিবলী জঙ্ঘা নাভি সরোবর॥
দশ বাহু পরিসর প্রহরণ-ধরা।
উরু জানু চরণ মহিষ-সিংহোপরা॥
বামদিকে শারদা কার্ত্তিক মনোহর।
কমল কলাপি 'পরে বীণা ধনুর্দ্ধর॥
দক্ষিণে কমলে পদ্মা গণেশ অনুজ।
গজাস্য ইন্দুরে ভর শোভে চারিভুজ॥
সঙ্গিনী বিজয়া জয়া চণ্ডিকার সাথে।
পানপাত্র তাম্বুল চামর করি হাতে॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল বিশাই বিশাল।
সর্ব্ব অঙ্গ শুদ্ধি করি ঊর্দ্ধে দিল চাল॥
রবিকরে শুষিয়া কঠিনি মাখাইল।
রূপ অনুসারে অঙ্গে রঙ আরোপিল॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে তারা আপদে উদ্ধার।
কৃপণতা ছাড় কহে শ্রীনন্দকুমার॥

প্রতিমা চিত্র।

উমার রূপের তুলনা নাহি আর।
হেনজন নাহি মিলে, উমার উপমা দিলে,
জনক আপনি শীলে, মেনকা জননী যাঁর॥ ধুয়া॥

দেবী-অঙ্গ বিশ্বকর্ম্মা মনোযোগে লিখি।
মুখশোভা অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখি॥
জটাজূট মুকুট মৃগাঙ্ককলা ভালে।
শরত সরোজ দিল ত্রিনেত্র বিশালে॥
ভ্রূলতা আকর্ণ আদি করিল নির্ম্মাণ।
কর্ণ বিলেশয় ভ্রমে হয় অনুমান॥
নাসিকা নির্ম্মাণ দেখে লাজে তিলফুল।
পুষ্ট গণ্ড ওষ্ঠাধর বিম্বকী রাতুল।
মৃণাল সমান সমযুক্ত দশ কর।
কর-পদাতলারক্ত[১] অতি পরিসর॥
কর আচম্পক কলি নখ শক্র চাপে।
কুচ কুম্ভে করি কুম্ভ গিরিশৃঙ্গ তাপে॥
কটি সরু দেখিয়া মৃগেন্দ্র লজ্জা পায়।
প্রত্যক্ষে গৌরব সর্ব্ব শঙ্করীর পায়॥
নাভি সরোবর শোভা সরোবর ঠাট।
ত্রিবলী সোপান কিবা থাকে বাঁধা ঘাট॥
নিতম্বে অবনী লাজে হিংস অনুতাপে।
সাক্ষী তার থাকিয়া থাকিয়া তাপে কাঁপে॥
উরু জিনি রম্ভাতরু লজ্জা ভাব হয়।
সাক্ষী সে কুটিল দিল ফলের সময়॥
ভক্ত মনোলোভা মা'র চরণ যুগল।
শরত সরোজ ফুল্লরক্ত শতদল॥
অপরূপ রূপ তাঁর নখে সুধাকর।
শরণ লয়েছে পায় অঙ্গুলি উপর॥
অদ্ভুত সরোজ শশী একত্রে বিকাশে।
দূরে থাকি চকোর ভ্রমর দোঁহে হাসে॥
ভ্রমর কহিছে ভাল হইল বিধান।
শশী-করে পদ্ম ফুটে ভানু অপমান॥
আমার আনন্দ অতি নাহি পরিমাণ।
দিবারাত্রি সমান করিব মধুপান॥

দেখি রবি ভগ্নভাব সঙ্কোচিত মনে।
শরণ লইল আসি নখ চন্দ্র কোণে॥
নানা আভরণেতে সাজায় পরিমল।
কর্ণপত্রে কর্ণফুল মুকুতা কুণ্ডল॥
মণিময় হার গলে করিল প্রদান।
পুষ্পমালা পারিজাত অতি শোভমান॥
সীমন্তে সিন্দূর ভালে চন্দনের বিন্দু।
উদিত হইল এক স্থানে রবি ইন্দু॥
নাসায় বেসর কিবা গজমতি দোলে।
ভাব ভাব ভাবে ভোর লাবণ্য হিল্লোলে॥
ললাটে রলকা ভাল তিলক নাসায়।
ভক্তিভাবে বিশ্বকর্ম্মা চণ্ডীকে সাজায়॥
ভুজে তার শঙ্খ সোণা কেয়ূর কঙ্কণ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল মাণিক রতন॥
অপূর্ব্ব কাচলি চিত্র করিয়া কৌতুকে।
অম্বিকার মনোপ্রীতে পরাইল বুকে॥
কত রঙ্গে সাজায় ভাবিয়া ভাব আনে।
ভাবুক বিশাই সে সাজাতে ভাল জানে।
কটিতে কিঙ্কিণী দিল ক্ষুদ্র ঘণ্টা আর।
পরাইল রক্তবস্ত্র শিয়ানী সোণার॥
চরণে মঞ্জীর মঞ্জ নূপুর বিমল।
প্রখর মুখর বড় মধুর সুরল॥
নূপুর পরায়ে বিশ্বকর্ম্মা ভাবে মনে।
স্থান দিও তারিণী গো নূপুরের সনে॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া করগো অভয়া।
কবিরত্নে কর দয়া অচল-তনয়া॥

অথাঙ্গ শুদ্ধি বিচিত্র।

রাগিণী বাহার,—তাল আড়া।

জগদম্বিকে ত্র্যম্বকমোহিনী, মৃগাঙ্কবদনী হেমবরণী, মৃগেশ-মহিষবাহিনী॥
দশভুজা পরাৎপরা, ত্রিশূল-কৃপাণধরা, মহিষ-দুর্মীতহরা, জ্যামেধ্য বামে গুহ গজানন বামা শোহিনী॥ ধুয়া॥

ত্রিভঙ্গিমান্বিত করিলেন অভয়ায়।
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে আলম্বন যাম্য[১] পায়॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধে বামপদ অঙ্গুষ্ঠে শঙ্করী।
মহিষোপরেতে আছে আক্রমণ করি॥
মহিষের মুখেতে নির্গত মহাবীর।
খড়্গ-চর্ম্ম করতলে অর্দ্ধেক শরীর॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ পাশে দৈত্য কলেবরে।
সপাশ কুন্তল ধরে দেবী বামকরে॥
চর্ম্ম চাপ ঘণ্টা বজ্র নামে প্রহরণ।
খড়্গ চক্র শরাঙ্কুশ দক্ষিণে ধারণ॥
শূলে ভিন্ন দৈত্য-হৃদি অতি বিভীষণ।
ভাবযুক্ত ঈষৎ কটাক্ষে দরশন॥
মহিষমর্দ্দিনীরূপে করিয়া বরণ।
ভাব-ভরে বিশাইর সজল নয়ন॥
পরে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ।
বিচিত্র করিল সব প্রমাণ বিশেষ॥
চালচিত্র বিশ্বকর্ম্মা করিছে তখন।
ডানি ভিতে রক্তবীজ সেনা সংহারণ॥
বামভিতে শুম্ভ-নিশুম্ভের রণ করে।
তারপর দুর্গাসুর যুঝিছে সমরে॥
দশমহাবিদ্যা আর ডাকিনী যোগিনী।
নবদুর্গা নবকালী নায়িকা হাকিনী॥
অষ্টশক্তি জগদ্ধাত্রী পঞ্চদেবী আর।
রটন্তী শ্মশানকালী দশ অবতার॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান লিখে সব।
দেবসভা লিখে শচী সহিত বাসব[২]॥
সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা করিল লিখন।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজে দেবীর চরণ॥
আকাশ পাতাল ভূমি করিল নির্ম্মাণ।
ক্ষীরোদ অনন্তশায়ী লিখে ভগবান॥
পদতলে লক্ষ্মী বিধি নাভিপদ্মফুলে।
মধু আর কৈটভ দানব কর্ণমূলে॥
লিখে রাম অবতার বিশেষ বিশেষ।
যত লীলা হয়ে ছিল আদি অন্ত শেষ॥
লিখে নাগ নদ-নদী পশু-পক্ষী শীলা[৩]।
কৈল চিত্র দ্বাপরে কৃষ্ণের যত লীলা॥

ব্রজলীলা মথুরাগমন কংস নাশ।
পাণ্ডব সহিত সখ্য দ্বারকায় বাস॥
কৈলাস শিখর লিখে শিব বৃষারূঢ়।
জটা ভস্ম ভুজঙ্গ ভূষণ চন্দ্রচূড়॥
প্রথম বেষ্টিত নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
ভৈরব বেতাল রুদ্র বটুক করাল॥
বীরভদ্র দানা ভূত প্রেত নিশাচর।
বিদ্যাধর অপ্সর কিন্নর ব্যোমচর॥
ইত্যাদি যতেক আছে সজীব অজীব।
সকল লিখিল বিশ্বকর্ম্মা ভাবি শিব॥
চমৎকার প্রতিমা হইল বিরচন।
পূজার মণ্ডপে কৈল বেদিতে স্থাপন॥
রাজার নিকটে তবে হইল বিদায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

অথ বোধন।

সুরথ ধরণীপাল[১], বুঝিয়া সায়াহ্ন কাল,
মীনলগ্নে পুরোহিত সঙ্গে।
হয়ে অতি আনন্দিত, বিল্বদলে উপনীত,
বোধন করিতে মনোরঙ্গে॥
বসি রাজা কুশাসনে, কৃতাহ্নিক আচমনে,
বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরে তিনবার।
কামোল্লেখ[২] সযতনে, করিল স্তুতি বচনে,
পুণ্য ঋদ্ধি স্বস্তি উক্ত আর॥
ঋচঋদ্ধি পাঠ করে, অক্ষত লইয়া পরে,
স্বস্তিবাক্য কৈল বিরচন।
সূর্য্য সোম যম কাল, ইত্যাদি পাল ভূপাল,
সঙ্কল্পাদি করিল রচন॥
বেদ বিধাতার উক্ত, পড়িল সঙ্কল্পসূক্ত,
ঘটের স্থাপন তারপর।
করিল অর্ঘ্যস্থাপন, মন্ত্রেতে পড়ি আসন,
জলশুদ্ধি কৈল নরবর॥
অঙ্গুলে ধরিয়া শ্বাস, কৈল প্রাণায়াম ন্যাস,
মাতৃকা ও পীঠন্যাস করি।
শোধন করিয়া কায়, ভূতশুদ্ধি করে রায়,
হৃদিপদ্মে চিন্তে মহেশ্বরী॥
ভৃত্য শত শত জন, করে দ্রব্য আয়োজন,
মালাকার কুসুম যোগায়।
জয় দেয় রামাগণে, চণ্ডিকার আগমনে,
নানা বাদ্য বাদক বাজায়॥
নট-নটী নৃত্য করে, গীত গায় উচ্চৈঃস্বরে,
বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
অমাত্য বান্ধব যত, প্রেমানন্দে উন্মত্ত,
দুর্গা বলি নাচে সর্ব্বজন॥
প্রেমে পুলকিত কায়, মন দিল অর্চ্চনায়,
পূজে আগে পঞ্চ দেবতায়।
গুরুগ্রহ দিক্‌পাল, পূজা কৈল মহীপাল,
গন্ধপুষ্প দিয়া তা সবায়॥
ধ্যান পড়ি অম্বিকার, করি মানসোপচার,
পূজে দিয়ে নিজ শিরে ফুল।
ধ্যানরূপ অনুমান, করে পূজার বিধান,
গন্ধপুষ্প ভূষণ দুকূল॥
ধ্যান পড়ি পুনর্ব্বার, ঘটে দিল চণ্ডিকার,
মন্ত্রেতে করিল আবাহন।
পূজা ষোড়শোপচারে, বলি দিয়ে চণ্ডিকারে,
মন্ত্রে দ্বারে করিছে বোধন॥
কৃতাঞ্জলি বাস গলে, দাণ্ডাইল বিল্বতলে,
মন্ত্র পড়ি চণ্ডীরে জানায়।
অকালে বোধন কাজ, করিল দেবের রাজ,
দৈত্য বধি স্বর্গে রাজ্য পায়॥
সেই হেতু মহেশ্বরী, আমি গো বোধন করি,
আশ্বিনে ষষ্ঠীতে এ সন্ধ্যায়।
অনুগ্রহে বিশ্বধাত্রী, হওগো বৈভবদাত্রী,
প্রতিপত্তি রাজ্য বসুধায়॥
যদি তব আজ্ঞা হয়, কর্ণাট করিতে জয়,
তবে তারা পাব মনস্কাম।
বোধন হইল সায়, শ্রীনন্দকুমারে গায়,
ভাবি দুর্গা-পদে মোক্ষধাম॥

১। ধরণীপাল—পৃথিবীর রাজা ; পৃথ্বীরাজ। ২। কামোল্লেখ—কামনার (ইচ্ছার) উল্লেখ।

বিল্ববৃক্ষে দেবীর আমন্ত্রণাধিবাস।

মালব রাগ,—তাল খয়রা।

ওহে গিরি আন গিয়ে, কৈলাস হইতে আমার প্রাণ উমারে। প্রাণ কাঁদে উঠে আজি কালি স্বপনে দেখেছি তাঁরে॥ তুমি তো পাষাণ পতি, আমি অবলা অগতি, নাহি পারি তত্ত্ব করিবারে। কেমন কঠিন প্রাণ, শিবে দিয়ে কন্যাদান, নাহি তত্ত্ব অবধান, ধিক তোমারে॥ ধুয়া॥

ভক্তিভাবে সুরথ ভূপতি সমাদরে।
স্মরিয়া শঙ্কর নাম আমন্ত্রণ করে॥
দয়া কর দয়াময়ী দীন-হীনজনে।
কৃপাদৃষ্টি কর মাতা পূজে আকিঞ্চনে॥
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন বিধিহীন পূজা।
নিজগুণে গৃহ্ন[১] পূজা দেবী দশভুজা॥
নাহি জানি তপ-জপ না জানি ভজন।
নাহি জানি স্তব-স্তুতি প্রার্থনা-সাধন॥
তবে যে আশা মোর পূজিব পদতলে।
কেবল ভরসা দীন দয়াময়ী বলে॥
শিবের বচন আমি করিয়াছি সার।
তারা গতি তিনপুরে পতিত জনার॥
আমার নাহিক তন্ত্র মন্ত্র আদি জ্ঞান।
নে মা খা মা বলি মাত্র দ্রব্যাদি প্রদান॥
কৃপাবলোকনে শত্রু কর গো বিনাশ।
নিমন্ত্রণ করি মাতা আইস মোর পাশ[২]॥
দেবীর নিমন্ত্রী মন্ত্রে বিল্ব বৃক্ষ কয়।
নিমন্ত্রণ করি আইস হইয়ে সদয়॥
মন্দার কৈলাস মেরু গিরি হিমবান[৩]।
তাহে তব জন্ম বৃক্ষ শ্রীফল প্রদান॥
শঙ্করীর প্রিয় অতি শঙ্করের প্রাণ।
তব পত্রে তৃপ্ত হন হর ভাগ্যবান॥
শ্রীশৈল শিখরে জন্ম বৃক্ষ নিরূপণ।
ফলেতে মিশ্রিত শ্রীয়ঃ শ্রীর নিকেতন॥
নিমন্ত্রণ করি আইস আইস মহারূপে।
ভুবন মঙ্গল দুর্গা পূজহ স্বরূপে॥
আমন্ত্রণ করি রাজা করে অভিলাষ।
করিল স্বস্তিবাচন সংকল্প বিন্যাস॥
বিল্ব বৃক্ষে করে শুভ গন্ধাদি বাসন।
মহী গন্ধ শালীধান্য দূর্ব্বাদি ঘটন॥
পুষ্পফল দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর।
শঙ্খ কজ্জল রোচনা সিদ্ধার্থ প্রচুর॥
রজত কাঞ্চন তাম্র চামর দর্পণ।
দীপাদি প্রশস্ত পাত্রে করিল বরণ॥
নানা বাদ্য বাজাইয়ে মঙ্গল পদ্ধতি।
পরিতোষ হেতু আর করিল আরতি॥
প্রশস্ত বন্ধন রক্ষা অস্ত্র সংস্থাপিল।
গন্ধপুষ্পে পূজি মাষভক্তবলি দিল॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে আছে ধরাতলে।
ভক্তিভাবে বলি দিই লও কুতূহলে॥
গন্ধপুষ্পে পূজি বলি করিল প্রদান।
মম কৃতা পূজা দেখ হয়ে অধিষ্ঠান॥
বিঘ্ন করে প্রসারিয়ে শ্বেত সর্ষা যায়।
চারি পাশে সরিষার রক্ষা দিল তায়॥
পরে রাজা বিল্ববৃক্ষে করিয়ে মিনতি।
ঈশান শাখায় কৈল সিন্দূর আরতি॥
সহিত যুগল ফল চিহ্ন করি রায়।
অচিরেতে আরতি করিল অভয়ায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

আচারাৎ মণ্ডপে অধিবাস।

রাগিণী পরজ,—তাল খয়রা।

কিবা শোভা আজি রমণী মণ্ডলে।
করে ঝলমল, রূপেতে উজ্জ্বল, মুখ ঢল ঢল,
আঁখি ছল ছল শ্রুতিমূলে দোলে কুণ্ডলে। ধুয়া।

বিল্ববৃক্ষে পূজা, করি দশভুজা,
মন্ত্রদ্বারায় বোধন।
বলিদান দিয়ে, বিঘ্ন পসারিয়ে,
আমন্ত্রণাধিবাসন[৪]॥

১। গৃহ্ন—গ্রহণ কর। ২। পাশ—নিকটে। ৩। হিমবান—হিমালয়। ৪। আমন্ত্রণাধিবাসন—আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

আবার ভূপতি, চলে শীঘ্রগতি,
পূজা লয়ে নির্ম্মঞ্চিতে।
প্রতিমা বাসিনী, বিঘ্ন বিনাশিনী,
পূজে মনোভি বাঞ্ছিতে॥
মঙ্গলাচরণে, মঙ্গলাবরণে,
কৈল গন্ধাদিবাসন।
কৃষ্ণ প্রতিমার, যত মূর্ত্তি আর,
সবার কৈল বন্দন॥
বাদ্য নৃত্য গীতে, আনন্দিত চিতে,
মহামহোৎসব করে।
করিল আরতি, সুরথ নৃপতি,
প্রতিমায় সমাদরে॥
যত রামাগণ[১], পুলকিত মন,
হুলাহুলি করে সুখে।
স্ত্রী-ব্যাভার করি, মঙ্গল আচরি,
সুন্দরীগণ কৌতুকে॥
শঙ্খ বাজাইয়া, জয়ধ্বনি দিয়া,
দাণ্ডায় প্রতিমা-কাছে।
মহা মহোৎসবে, পুলকিত সবে,
অপ্সরী কিন্নরী নাচে॥
সলিলের বারি, লয়ে কোন নারী,
হুলু দিয়া দেয় ধারা।
বরণের ডালা, হাতে কোন বালা,
কায় করে পুষ্পঝারা॥
রমণী মণ্ডল, করে ঝলমল,
কিবা শোভা তাহে হয়।
রূপের লহরি, অনুপা[২] সুন্দরী,
সামান্যে তুলনা নয়॥
দেব-নারীগণে, আনন্দিত মনে,
করিতে মা'র বরণ।
মানবীর ছলে, আইলা ভূতলে,
নরসনে দরশন॥
সাবিত্রী সর্ব্বাণী, শারদা ইন্দ্রাণী,
স্বাহা কুকুন্তলা রতি।
চন্দ্রের রমণী, সূর্য্যের ঘরণী,
রমা[৩] আদি যে যুবতী॥

রম্ভা বিদ্যাধরী উর্ব্বশী অপ্সরী,
মেনা তিলোত্তমা আর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী, অরুন্ধতী করি,
যত নারী পরিবার॥
গোপনেতে কেহ, ধরি নরদেহ,
নানা আভরণ পরি।
কিবা সে গঠক, লাগয়ে চমক,
থমকে মহেশ-অরি॥
লাবণ্য তরঙ্গ, কত রঙ্গ ভঙ্গ,
করে হাস্য পরিহাস।
জগত-জননী, আইলা অবনী,
আনন্দে পরমোল্লাস॥
কিবা অঙ্গ শোভা, জগ-মনোলোভা,
বিচিত্র বসন ধরা।
সুশোভন কেশী, মনোহর বেশী,
নানা আভরণ পরা॥
চামর ব্যজন, করে কোন জন,
আনন্দে জগত মা'কে।
মা মা বলে কেহ, লোমাঞ্চিত দেহ,
দয়াময়ী নামে ডাকে॥
করিতে বরণ, প্রবর্ত্তিত হন,
হুলু দেয় নারীগণ।
সলিলের ধারে, নিছিবারে মারে,
তিন বারেতে তখন॥
নিছিয়ে তাম্বূলে, দেবী পদমূলে,
মস্তক পর্য্যন্ত গিয়ে।
তিনবার পর, ফেলে তদন্তর,
নিছিল মঙ্গল দিয়ে॥
পরশস্ত পাত্রে, করে সর্ব্ব গাত্রে,
কপালেতে তাপ দিল।
পরে তিনবার, যত আর আর,
সুখে বরণ করিল॥
প্রথম যে রূপ, করিল সে রূপ,
বিস্তারিয়ে কিবা ফল।
বেদবিধি মত, আচার যাবত,
তাবৎ কৈল সকল॥

১। রামাগণ—নারীগণ। ২। অনুপা—অনুপমা, তুলনাবিহীনা। ৩। রমা—লক্ষ্মী।

বাজায় বাজনা, যত বরাঙ্গনা,
স্বগৃহে সবে আইল।
দেব-কন্যাগণ, করিল গমন,
সুখে রাত্র পোহাইল॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের আশে,
দেবী কহে নরাঙ্কিতে।
শ্রীনন্দকুমার, আদেশেতে তাঁর,
গায় চণ্ডিকার প্রীতে॥

সপ্তমী-কৃত্য।

রাগিণী মালসী,—তাল আড়া।

আজি উমার আগমন হবে গিরি ভবনে।
আনন্দে পাশরে রাণী আপনি আপনে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা গেল দূরে, রহিতে না পারে পুরে,
উমা-মুখ চেয়ে রহে পথ-নিরীক্ষণে॥ ধুয়া॥

সপ্তমী নক্ষত্র মূলা শশিসুত বার[১]।
প্রত্যূষে উঠিয়ে করে উদ্যোগ পূজার॥
বিধি-উক্ত যত দ্রব্য আছে নিরূপণ।
প্রস্তুত করিল রাজা সব আয়োজন॥
প্রাতঃকৃত্য নিত্যক্রিয়া করি মহীপাল।
স্নান-দান কৈল বুঝি কন্যা লগ্নকাল॥
সুতপা ব্রাহ্মণ তন্ত্রধারক পূজার।
স্নান করি পুঁথি করে হৈল আগুসার॥
রাজ-ভৃত্যগণে পুরী মার্জ্জনা করিল।
পূজালয় আদি স্থানে গোময় লেপিল॥
গঙ্গাজলে সর্ব্বত্র পবিত্র করি নিল।
মলয়জ চন্দন ঘষিয়া ছড়া দিল॥
আম্রসার কুসুমেতে বেড়ি পূজা-স্থান।
নানা জাতি ফলে কৈল রচনা প্রদান॥
পুরবাসী বরাঙ্গনা প্রভাতে সকল।
পরম আনন্দে মহোৎসবে সহে জল॥
শ্রীনির্ম্মাণ করিয়া আনিল অতি সুখে।
চণ্ডিকার আগমনে পরম উৎসুকে॥

রাজ্যবাসী-জন সব সুখেতে ভাসিল।
মা'র শুভদৃষ্টে ধরা শস্যেতে ভরিল॥
প্রসন্ন হইল দিক্ নির্ম্মল গগন।
ফল-পুষ্পে বৃক্ষ সব হইল শোভন॥
সরোবর আদি নদ-নদী জলাশয়।
সুপ্রসন্ন সুসরোজ জল পূর্ণ হয়॥
মৃত তরু মুঞ্জরিল[২] মৃত পায় প্রাণ।
খোঁড়ার চরণ হৈল বধিরের কাণ॥
অন্ধের নয়ন হৈল কি আনন্দ আর।
আনন্দময়ীর আগমনে চমৎকার॥
কলিঙ্গে কুবের কৈল স্বর্ণ বরিষণ।
হবে বলি আনন্দময়ীর আগমন॥
যত লোক কলিঙ্গের আচনক মনে।
পরম আনন্দে সুখ পায় জনে জনে॥
রোগ-শোক দূরে গেল নিরানন্দ নাই।
যেখানে যে থাকে সুখ পায় সেই ঠাঁই॥
সকলে আসিয়া পুরে সবে কর্ম্ম করে।
কবিরত্নে গায় গীত অতি সমাদরে॥

নবপত্রিকার প্রবেশ।

আচমন করি রাজা শুদ্ধ করি মন।
পুণ্ডরীকাক্ষের নাম করিল স্মরণ॥
মাধব মাধব স্মরি সহ পুরোহিত।
বিল্ববৃক্ষ সমীপে হইল উপনীত॥
পুরোহিতে নরপতি করিল বরণ।
স্বর্ণের অঙ্গুরী দিল পাটের বসন॥
সুখী হৈল পেয়ে দ্বিজ বসন-অঙ্গুরী।
করাইল বিল্ববৃক্ষ পূজা হে ভাণ্ডরি॥
জোড় হস্তে শ্রীফল বৃক্ষের করে স্তব।
করিবে ছেদন শাখা মনে অনুভব॥
নমো নমঃ বিল্ববৃক্ষ অষ্ট তরুবর।
তোমার পাতাতে তুষ্ট পরম শঙ্কর॥
মহাভাগ তব শাখা করিয়া গ্রহণ।
পূজিব অম্বিকা মা'র যুগল চরণ॥

১। শশিসুত বার—বুধবার। ২। মুঞ্জরিল—(মাতৃ-আগমনে) মঞ্জুরিত হ'ল; শাখা-প্রশাখা নব পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হ'ল।

শাখার ছেদনে দুঃখ না ভাবিও মনে।
অম্বিকা অর্চ্চনে শাখা লয় অকিঞ্চনে॥
তব শাখা লয়ে পূর্ব্বে যত দেবতায়।
করেছিল দুর্গা পূজা নবপত্রিকায়॥
এত বলি বিল্ববৃক্ষ বন্দিয়ে রাজন।
ঈশান চিহ্নিত শাখা লইয়ে তখন॥
তবে শাখা হাতে করি মন্ত্র পড়ি রায়।
ধন-পুত্র আয়ু-জয় দেহ মহামায়॥
বিল্ব চণ্ডিকার প্রিয় লইনু তোমার।
সপ্তদ্বীপে[১] লক্ষ্মী রাজ্য অর্পিবে আমার॥
আগচ্ছ অম্বিকা সর্ব্বকল্যাণকারিণী।
পূজা লও সুমুখী সমস্ত নিস্তারিণী॥
প্রার্থনা করিয়া রাজা রাখে পীঠোপরে।
ষোড়শোপচারে শাখা পূজিল সাদরে॥
বান্ধিল পত্রিকা নব যেমন বিধান।
কদলী দাড়িম্ব ধান্য হরিদ্রা প্রধান॥
মানকচু বিল্বাশোক জয়ন্তী সহিত।
নববৃক্ষ একত্রেতে করিল মিলিত॥
অপরাজিতায় তাতে করিল বেষ্টন।
মানপত্রে সকলেরে কৈল আচ্ছাদন॥
নব পট্ট-ডোরকেতে করিল বন্ধন।
ভাব যুক্ত যুগল শ্রীফলে কৈলা স্তন॥
আলতা বান্ধিয়া বুকে কাটি তালা দিল।
নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচিল॥

নবপত্রিকার স্নান।

শ্রীরাগেন গীয়তে।

মূলমন্ত্রে পত্রিকায়, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রায়,
পূজা কৈল পদ্ধতি প্রমাণ।
বেদমতে কুতূহলে, চলিল নদীর জলে,
পত্রিকায় করাইতে স্নান॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাংশয়োল, মুরজ মন্দিরা ঢোল,
কাড়া পড়া দগড় ধামশা।
কাঁশী করতাল ঢোল, মোচঙ্গ মাদল খোল,
জগঝম্প জয়ঢাক তাশা॥
বেণু শানি বাজে কত, বীণা বাঁশী শত শত,
নাচে গায় প্রেমানন্দে সবে।
ধায় নগরের লোক, পাশরিল রোগ-শোক,
চণ্ডীর অর্চ্চনা মহোৎসবে॥
হুলু দেয় রামাগণ, করে চামর ব্যজন,
বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
নিশান পতাকা কত, উড়াইল শত শত,
বাজে ডঙ্কা দামামা ঘোষণ॥
পূজাদ্রব্য সযতনে, পূর্ব্বে কৈল আয়োজনে,
সুরথ সামান্য রাজা নয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, আপনার বাহুবলে,
অসাধ্য সুসাধ্য যত হয়॥
নদীতীরে উপনীত, নবপত্রিকা সহিত,
বেদ বিধি যেমন নিয়ম।
কুশবারি ফলযুত, সঙ্কল্পিত মন্ত্রপূত,
ত্রুটি না করিল কোনক্রম॥
নবপত্রিকার গায়, তৈল-হরিদ্রা মাখায়,
শুভ জলে করাইছে স্নান।
রম্ভাতে ব্রহ্মাণীধাত্রী, কচ্চিতে কালিকামাত্রী,
হরিদ্রায় দুর্গা অধিষ্ঠান॥
দেবী কার্ত্তিকা জয়ন্তী, দাড়িমীস্থা রক্তদন্তী,
বিল্বে শিবা ধান্যেতে কমলা।
চামুণ্ডা মানবাসিনী, অশোক শোকহারিণী,
নবদুর্গা পার্ব্বতীর কলা॥
প্রত্যেকে মন্ত্রেতে রায়, নাওয়াইল পত্রিকায়,
কলিঙ্গ-নৃপতি সুরথ।
শ্রীনন্দকুমার কয়, নৃসিংহে হয়ে সদয়,
পূরাও অভয়া মনোরথ॥

জল বিশেষ স্নান।

তীর্থজলে পত্রিকার করাইছে স্নান।
বেদ-উক্ত মন্ত্রে আছে যেরূপ বিধান॥
আত্রেয়ী অলকানন্দা যমুনা ভারতী।
সরযূ গণ্ডকী শ্বেতগঙ্গা সরস্বতী॥
কৌশিকী সলিলা বর ধরা-নিবাসিনী।
ভোগবতী পাতালেতে স্বর্গে মন্দাকিনী॥

১ সপ্তটি দ্বীপ।

স্নান করাইয়াছিল তোমারে সকলে।
তদ্রূপ করাই স্নান আমি তীর্থজলে॥
পরে মহাস্নান করাইছে নরপতি।
যেরূপে যে পূর্ব্বে অভিসিঞ্চিল পার্ব্বতী॥
সমস্ত দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
বাসুদেব[1] জগন্নাথ দেব সঙ্কর্ষণ[2]॥
প্রদ্যুম্নাদি রুদ্ধ আখণ্ডল[3] হুতাশন।
শমন নৈর্ঋত আর বরুণ পবন॥
ঈশান অনন্ত আদি দিক্‌পালগণ।
ইত্যাদি করিয়া মনোভীষ্টানুশোচন॥
আমিও ভৃঙ্গারে তারা করাইব স্নান।
মনোভীষ্ট-সিদ্ধে দেবী দেহ বরদান॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা শ্রদ্ধা ক্ষমা পুষ্টি।
বুদ্ধি লজ্জা বপুঃশান্তি কান্তিদেবী তুষ্টি॥
মাতৃগণে স্নান করাইল মা তারিণী।
তদ্রূপ করাই স্নান কলুষহারিণী॥
রবি শশী কুজ[4] বুধ গুরু শুক্র শনি।
রাহু কেতু নবগ্রহ সিঞ্চিল জননী॥
মনু ঋষি মূল গাবি দেব মাতা সব।
দেবনারী দ্রুম[5] নাগ অপ্সর দানব॥
অস্ত্রী শস্ত্রী সবাহনে কত নরপতি।
ঔষধাদি রত্নে স্নান করাইল সতী॥
নদ নদী সাগর শিখর তীর্থ আর।
যক্ষ রক্ষে স্নান করাইল চণ্ডিকার॥
মানস-পূরণে সবে সিঞ্চে বিশ্বমাতা।
প্রসন্ন হইয়া হও ধর্ম্ম অর্থ দাতা॥
শোণ সিন্ধু ভৈরব পৃথিবী-স্থিত হ্রদ।
করিল মন্ত্রাভিস্নান যত ছিল নদ॥
তক্ষকাদি নাগ যত পাতাল-নিবাসী।
পূর্ব্বে তব অভিষেকে ছিল অভিলাষী॥
আমার উল্লাস মনে বিধির প্রমাণ।
তব অনুগ্রহার্থে মা করাইব স্নান॥
ভৃঙ্গারে পূর্ণিত করি যত তীর্থজল।
মন্ত্রাভিসেচনে তারা দেহ পূর্ণফল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অতঃপর গৃহাগমন ও প্রাঙ্গণে নবপত্রিকার স্নান।

নদীজলে স্নান করাইয়া পত্রিকায়।
মন্ত্রদ্বয়ে প্রার্থনা করিল নররায়॥
নিবর্ত্ত হইয়া স্নানে প্রাঙ্গণে চলিল।
পূর্ব্বমত উৎসাহেতে গৃহে প্রবেশিল॥
নাটশালে পরিষ্কৃত স্থানে নরবর।
রাখে নবপত্রী চিত্রপীঠের উপর॥
পূর্ব্বমুখে বৈসে রাজা কুশের আসনে।
পত্রিকা স্নানের দ্রব্য লইয়ে যতনে॥
আচমন করিয়া স্মরিয়া বিষ্ণু নাম।
শঙ্খজলে স্নান করাইছে গুণধাম॥
সংসারের শ্রেষ্ঠ শঙ্খ তুমি নারায়ণ।
তুলসীর পতি নাম ভুবনপাবন॥
পুণ্য সকলের মধ্যে মহাপুণ্য তুমি।
তব শব্দ যেখানে সে স্থান পুণ্যভূমি॥
মঙ্গলের মধ্যে তুমি পরম মঙ্গল।
কোটিতীর্থ-সম পুণ্যপ্রদ তব জল॥
কেশব তোমারে নিত্য করেন ধারণ।
সংসারে সংসার তুমি পরম কারণ॥
তব জলে করাইনু পত্রিকার স্নান।
পুনঃ শঙ্খ কর তুমি কল্যাণ বিধান॥
গঙ্গাজল লয়ে রাজা স্তুতিপাঠ করে।
মন্দাকিনী তব জল সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বর্গ-শ্রোতা বৈষ্ণবী কর মা পরিত্রাণ।
তব জলে করাইনু অম্বিকার স্নান॥
উষ্ণজল লয়ে মন্ত্র পড়ে দণ্ডধারী।
পরম পবিত্র অগ্নি জ্যোতি উষ্ণবারি॥
মহাপাপ হরে আর তাপ বিমোচন।
পত্রিকাভিষেক করি পবিত্র জীবন॥
গঙ্গোদক লয়ে মন্ত্র বলে নৃপবর।
গন্ধাঢ্য শোভন সুশীতল মনোহর॥
সর্ব্ববিঘ্ন হর মোর ভৃঙ্গার-নিবাসী।
তব জল সিঞ্চনে পত্রিকা অভিলাষী॥
শুদ্ধ জলে যথা মন্ত্রে করাইল স্নান।
যেমন আছয়ে বেদে বিধির বিধান॥

১। বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ। ২। সঙ্কর্ষণ—বলরাম। ৩। আখণ্ডল—ইন্দ্র। ৪। কুজ—মঙ্গল। ৫। দ্রুম—বৃক্ষ।

পঞ্চগব্য একত্রে করিল সমুদয়।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোময়॥
মূল মন্ত্র গায়ত্রী করিয়া উচ্চারণ।
গোমূত্রে সুরথ রাজা করিল সেচন॥
গন্ধদ্বারা মিতি গো-পুরীষে নাওয়াইল।
আপ্যায়স্য ইতি দুগ্ধে স্নান করাইল॥
দধি ক্রাব ইতি দধি তেজোশীতি ঘৃত।
স্নান করাইল মূলমন্ত্রে পঞ্চামৃত॥
মধু পুষ্পোদক আর সরসীর জল।
কুশোদক ফলোদক দূর্ব্বাদি সকল॥
সর্ব্বৌষধি জলে দেবী করাইল স্নান।
বেদবিধি মন্ত্র-তন্ত্র যেরূপ বিধান॥
নারায়ণী গায়ত্রীতে সুরথ রাজন।
মহৌষধে পত্রিকার করিল সেচন॥
একত্রেতে মিলাইল পঞ্চ কষায়ক।
সংসৃষ্ট করিয়া নিল তাহার উদক॥
বেড়েলা জামের ছাল আরতোষী মূল।
নিলকষ কষায়কে বদরী বকুল॥
গায়ত্রী করিয়া ধ্যান করাইল স্নান।
শিশিরোদকেতে কৈল তদ্রূপ বিধান॥
সতন্তর চারি ঘট সহস্র ধারায়।
মূলমন্ত্রে অভিষেক কৈল পত্রিকায়॥
শ্রীযুত নৃসিংহদাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অষ্টকলসের স্নান।

রাগিণী বারোঙা,—তাল তেলেনা।

কৃপাঙ্কুরু কালিকে কাল নিবারণা।
পড়েছি সংসার ঘোরে, কে আর তারিবে মোরে,
দোহাই তোমার শিবে বারেক তারণা॥ ধুয়া॥

বেদ উক্ত দ্রব্যে পত্রিকার কৈল স্নান।
পরে অষ্ট কলস লইল মতিমান॥
আদ্য ঘট ব্যোম-গঙ্গা[১] জলে পূরে লয়।
মালব রাগেতে বাদ্য বাজায়ে বিজয়॥
করায় প্রথম স্নান মগ্ন ভক্তিরসে।
মেঘাম্বু[২] পূর্ণিত কৈল দ্বিতীয় কলসে॥
ললিত রাগেতে বাদ্য বিজয় বাজায়।
অভিষেক করিল ভূপতি পত্রিকায়॥
সারস্বত-তোয়ে[৩] ঘট তৃতীয় পূরণ।
বিভাস রাগেতে বাদ্য দুন্দুভি ঘোষণ॥
স্নান করাইল রাজা কলস তৃতীয়ে।
একান্ত ভাবেতে ভব-ভাবিনী ভাবিয়ে॥
চতুর্থ কলসে পূর্ণ সাগরের জল।
পরম পবিত্র বারি অতি নিরমল॥
বিজয় বাদ্যেতে রাগ মিলিত ভৈরব।
স্নান করাইল পত্রী পরম উৎসব॥
পঞ্চমে সুগন্ধি পদ্মরেণু পূর্ণজল।
ইন্দ্র অভিষেক রাগ বড়ারি সুরল॥
স্নান করাইল পত্রী দেবীর নিকটে।
নির্ঝর-সলিল পূর্ণি নিল ষষ্ঠ ঘটে॥
বাজাইল শঙ্খবাদ্য রাগিণী কোড়ারী।
স্নান করাইল রাজা দণ্ড-অধিকারী॥
সপ্তমে পূর্ণিত বারি তীর্থের যাবন্ত।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য রাগ মিলিত বসন্ত॥
ভক্তিভাবে স্নান করাইল নরপতি।
মানসে স্মরিল দুর্গা দুর্গতির গতি॥
অষ্টম কলসে অষ্ট মঙ্গল জীবন।
ধানসী রাগেতে হয় বিজয় ঘোষণ॥
অষ্ট কলসের স্নান করি সমাপন।
নবীন বস্ত্রেতে কৈল শরীর মার্জ্জন॥
বাদ্যকরগণ মঙ্গল বাদ্য বাজায়।
আরতি করিল রাজা নবপত্রিকায়॥
দ্বার-দেবতার পূজা করিল রাজন।
গন্ধপুষ্পে গৃহমধ্যে পূজিল ব্রাহ্মণ॥
বাস্তু-পুরুষের তুষ্টি করিয়া পূজায়।
পূতগণে মাষভক্তবলি দিল রায়॥
পত্রিকা লইয়া তবে ভূপতি উঠিল।
নাটশালা হৈতে পূজা-মণ্ডপে চলিল॥
দ্বারদেশে আরতি করিল পুনর্ব্বার।
পূজা কৈল বিল্বশাখা-বাসিনী দুর্গার॥

[১] ...গিনী। ২। মেঘাম্বু—মেঘের জল। ৩। সারস্বত-তোয়ে—সরস্বতী নদীর জলে।

দেবীরূপ ধ্যানে শিরে দূর্ব্বাক্ষত দিল।
পরম আনন্দে রাজা আরতি করিল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

গৃহপ্রবেশ ও নবপত্রিকার স্তব।

নমস্তে পত্রিকা-ধাত্রী, মনোভীষ্ট সিদ্ধদাত্রী,
তার দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ত্রিলোকতারিণী তারা, পরাৎপরা গতিসারা,
শঙ্করার্দ্ধ-অঙ্গ-নিবাসিনী[১]॥
নিজগুণে মহামায়, কৃপা কর অভয়ায়,
কদলী ব্রাহ্মণী রূপ ধরে।
ব্রহ্ম তাল বিনাশিলে, সুরগণে রাজ্য দিলে,
বরপ্রদা হও দীনে বরে॥
কচ্চী কলিকা প্রকাশ, কালাসুরে কৈলে নাশ,
ঘুচাইলে ত্রিদশের ত্রাস।
আমি অতি অকিঞ্চন, ভক্তিহীন অভাজন,
দে মা তারা পদপ্রান্তে বাস॥
হরিদ্রা দুর্গা স্বরূপে, বিশ্বধরা লোমকূপে,
দেবান্তক বিনাশকারিণী।
সুখী কৈলে দেবতায়, পূজা কৈল দেবরায়,
মোরে ত্রাণ কর গো তারিণী॥
শিবে বিশ্বরূপধরা, গতি মুক্তি পরাৎপরা,
শিবশক্তি অসুরহারিণী।
তোমা পূজে সর্ব্বলোক, ভঞ্জিনী-জগতশোক,
সর্ব্বময়ী ত্রিগুণধারিণী॥
দাড়িমীরূপিণী-শ্যামা, রক্তদন্তী পীড়কামা,
সর্ব্বদুঃখ-হারিণী কালিকে।
বিপ্রচিত্তি-বিনাশিনী, ভীমা ত্রিলোকত্রাসিনী,
রক্ষ রক্ষ ভুবন-পালিকে॥
জয়ন্তীরূপে কৌমারী, অমরের শত্রু মারি,
রাজ্যপদ দিলে দেবগণে।
নাহি মোর নিষ্ঠারতি, কৃপা করি হৈমবতী,
অপাঙ্গ ভঙ্গিমে অকিঞ্চনে॥

আশোকরূপ-ধারিণী, শোকহারিণী তারিণী,
তোমারে পূজিল দেবলোকে।
আমি পূজা করি তায়, হও না বিভব দায়,
নিস্তারতারিণী তারা শোকে॥
চামুণ্ডে মুণ্ডমথিনী, দেবারিষ্ট-নিপাতিনী,
মানরূপে দিবে দিনে মান।
রাখ গো অধম-বলে, রাজ্য দিয়ে ধরাতলে,
স্থাপনা করহ মোর নাম॥
রাজলক্ষ্মী বরাননে, ধান্যরূপে ত্রিভুবনে,
জীবের জীবনরক্ষায়ণী।
কিরীটি অসুর নাশি, দৈবে কৈলে অভিলাষী,
সুরপুরে রাজ্য প্রদায়িনী॥
সুরথ চরণাশ্রিতে, চাহ অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে,
স্থির কর অধিষ্ঠান হয়ে।
অমরে করিলে কৃপা, একার আমার ত্রিপা,
রাখ নবপত্রিকায় রয়ে॥
সবিনয়ে করি স্তব, পত্রিকে চরণে তব,
যে পূজে সে জয়ী ত্রিভুবন।
অন্যান্য না হয় এতে, বিস্তারিত আগমেতে,
লেখা আছে শিবের বচন॥
অতি অল্প ধরাখানি, আমি তার জন্যে আনি,
ভুরু ভাঙ্গে দেহ ভার নয়।
মম পূজা গৃহে মায়া, চল চল হরজায়া,
গৃহ গৃহ তুমি সমুদয়॥
স্তব করি পত্রিকায়, আরতি করিয়া রায়,
পূজালয়ে করিল প্রবেশ।
বিচিত্র আসনোপর, পত্রী রাখে নৃপবর,
প্রতিমার যে দিকে গণেশ॥
পট্টবস্ত্র পরাইল, নানা আভরণ দিল,
সম্মুখে পাতিল লক্ষ্মী ধানে।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, শ্রীনন্দকুমার ভাষে,
দুর্গা-তত্ত্ব অম্বিকার গানে॥

১। শঙ্করার্দ্ধ-অঙ্গ-নিবাসিনী—'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্ত্তি ; এই মূর্ত্তিতে অর্দ্ধাঙ্গে শিব এবং অপরার্দ্ধাঙ্গে দেবী বিরাজমানা।

পূজোদ্যোগ।

রাগিণী মালসী,—তাল আড়া।

এলো উমা শিবে গিরি-নিকেতনে।
আনন্দের নাহিক সীমা গিরিজায়া-মনে॥ ধুয়া॥

স্থির করি পত্রিকায় সুরথ রাজন।
লোক-দ্বারে করে পূজাদ্রব্য আয়োজন॥
শত শত ভৃত্যে স্নান করিয়া আইল।
মনোমত প্রকারেতে নৈবেদ্য রচিল॥
সুবর্ণের থালে করি আমান্ন[১] প্রস্তুত।
মধুঘৃত লড্ডুক শর্করা ফলযুত॥
চমৎকার করিয়া সাজায় ধার চারি।
অঙ্কুর ভিজান স্বর্ণবাটি সারি সারি॥
অসংখ্য নৈবেদ্য আর ফল মূল ডালা।
পূজার উদ্যোগ গন্ধপুষ্প পুষ্পমালা॥
জলপানি দ্রব্য দেয় স্বর্ণপাত্র ভরি।
ক্ষীরখণ্ড লড্ডুক সগুড় লাজ[২] করি॥
ত্রিভুবন-মধ্যে আছে ভোগদ্রব্য যত।
সব আনিয়াছে রাজা ভোগ অভিমত॥
সকল প্রস্তুত কৈল মণ্ডল-ভিতরে।
রাখিল নৈবেদ্য রাজা ত্রিপদী-উপরে॥
সব পুষ্প করিল সব অসুরের ভয়ে।
শঙ্খ ঘণ্টা রাখে দেবী পূজার আলয়ে॥
মঙ্গলাচরণে হুলু দেয় রামাগণ।
পাখা মৌরছলে করে চামর ব্যজন॥
নাটশালে নৃত্য করে নট-নটিগণ।
বাদক বাজায় বাদ্য পুলকিত মন॥
যথা-উক্ত দ্রব্য সব তথায় রাখিল।
প্রতিমার অগ্রে রাজা আসনে বসিল॥
পুরোহিত সুতপা বসিল পুথি লয়ে করে।
আচমন কৈল রাজা পুলক-অন্তরে॥
কুশাঙ্গুরী হাতে দিল অনামিকাঙ্গুলে।
কুশ কোষা তুলসী সতিল জল ফুলে॥
সম্মুখে রাখিল লয়ে সুরথ রাজন।
বিধিমতে করে কর্ম্ম যেরূপ লিখন॥
দ্বিরাচম্য হয়ে রাজা স্মরে নারায়ণ।
দ্বিভুজ সুন্দর শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ॥
পীতবস্ত্র পরিধান কিরীটি ভূষণে।
কর্ম্মারম্ভে ধ্যান কৈল রাজীবলোচনে[৩]॥
অন্তর বাহির শুদ্ধ কেশব-স্মরণে।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি এ তিন ভুবনে॥
হরি বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধি নাহি হয়।
সর্ব্বময় সর্ব্বাত্ম সকলের আশ্রয়॥
হরি বিনে হরে বিঘ্ন হেন সাধ্য কার।
হর্ত্তা কর্ত্তা জগৎপ্রভু জগতের সার॥
যে কর্ম্ম যে করে তার হরি মূলাধার।
হরিতে বৈমুখ হৈলে ফলপ্রাপ্তি ভার॥
সর্ব্ব অন্তরঙ্গ হরি সর্ব্ব-আত্মাময়।
ধ্যানাসাধ্য দুরারাধ্য বাক্য কার নয়॥
যোগনিদ্রা ভগবতী আর্বিভাব মায়।
সংমোহন সংহার সে হরির মায়ায়॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা সেই হরি।
যাঁর চরণ-পল্লবে ভব-সিন্ধু তরি॥
জীব যন্ত্র হরি যন্ত্রী বাজায় যেমন।
স্বেচ্ছাধীন চরাচর বাজায় তেমন॥
সার হরি পরমাত্মা সর্ব্বকার্য্যে হরি।
পূজারম্ভে রাজা সেই কেশবেরে স্মরি॥
ব্রতকর্ম্ম আরম্ভিল অতি সযতনে।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে॥

সপ্তমী পূজারম্ভ।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

সর্ব্ব-ভদ্রমণ্ডলে, কমল-অষ্টদলে,
ঘটে করিল স্থাপন।
পূর্ণিত গঙ্গাজল, পঞ্চ-পল্লব ফল,
সিন্দূর করিল শোভন॥
অঙ্কুশমুদ্রা ধরি, ঘটের লয় বারি,
করিল মা'র আবাহনে।
যেরূপ আছে তন্ত্র, পড়িল সেই মন্ত্র,
সলিল ধরি উচ্চারণে॥

[১] ...সৌষ্ঠব। [২] লাজ—খৈ। [৩] রাজীবলোচনে—শ্রীরামকে।

মৃত্তিকা সপ্তম মত, গন্ধ পুষ্প অক্ষত[১],
সর্ব্ব ঔষধি নিক্ষেপিল।
ধেনুমুদ্রায় রায়, দশধা মন্ত্র তায়,
প্রমাণ সিদ্ধার্থে জপিল॥
ঘটের বারি নিয়ে, সকল দ্রব্যে দিয়ে,
দ্রব্যাদি করে নিরীক্ষণ।
আরোপি হেমঘটে, প্রতিমা সন্নিকটে,
সুরথ করিছে অর্চ্চন॥
সিদ্ধার্থ লয়ে বায়, করি মন্ত্র দ্বারায়,
তাড়না বিঘ্নকরগণে।
বেতাল আদি নৃপ, পিশাচ সরীসৃপ,
রাক্ষস বিঘ্ন নাশনে॥
করিছে বলিদান, আছয়ে যে বিধান,
যদি না মানি তাহা লও।
চণ্ডিকার আজ্ঞায়, শ্বেতসর্ষপ যায়,
অম্বিকা অস্ত্রে নাশ হও॥
বলিয়া ভাবি কালী, দিলেক করতালি,
ঊর্দ্ধে সরিষা বিছারিল[২]।
বাম চরণ যায়, ভূমিতে নররায়,
বিপ্রগণের প্রসারিল॥
দিকে দেখিয়া নিঘ্ন, তাড়িল মহাবিঘ্ন,
ভাবিয়া শঙ্করী-চরণ।
হইয়া শুদ্ধচিত, ভূপতি পুলকিত,
পড়িছে ধরিয়া আসন॥
আধার শক্তিসনে, পূজে কমলাসনে,
গন্ধ কুসুমে নরপতি।
বামেতে গুরুগণে, দক্ষিণে গজাননে,
মধ্যে শ্রীদুর্গা ভগবতী॥
প্রয়োগ করে রাট, দুর্গার মন্ত্র পাঠ,
যাহে নারদ ঋষিবর।
গায়ত্রী ছন্দোমতী, শ্রীদুর্গা ভগবতী,
দুর্গা পূজেন বিনিসর॥
অভীষ্ট সিদ্ধি জন্যে, অর্চ্চনা গিরি-কন্যে,
দিও কাতরে পদছায়া।
শিরে নানামন্দ, মুখে গায়ত্রী ছন্দ,
হৃদি শ্রীদুর্গা মহামায়া॥
নমিয়া মহীপাল, দিলেন তিন তাল,
দিক বান্ধিল ছোটিকায়।
নৃসিংহ দাসে দয়া, করগো ভবজায়া,
কবিরত্ন সে রস গায়॥

ভূতশুদ্ধি।

রাগিণী কালনেঙ্গড়া,—তাল তেলেনা।

আধার কমল মাঝে মা বিরাজে। মন তা
জান না রে॥ ভুবন বালমধ্যে বাসন্তে ডফ
কণ্ঠ সহিত কণ্ঠদেশে স্বরাজে॥ ধুয়া॥

করিয়া আসন-শুদ্ধি সুরথ রাজন।
ভূতশুদ্ধি অনুক্রম করিছে তখন॥
সুগন্ধি পুষ্পেতে কর করিয়া শোধন।
জ্ঞান-দৃষ্টে নিজ দেহ করিল দর্শন॥
অজপা মন্ত্রেতে দৃঢ় করি নররায়।
হৃদয়ে জীবাত্মা দীপকলিকার প্রায়॥
মূলাধারে সুষুম্না বর্ত্মনা অধিষ্ঠান।
মণি-পূরকেতে স্তম্ভ হৈল মতিমান॥
ষট্‌চক্র করিল ভেদ ভাবনা-দ্বারায়।
সহস্রার সরসিজে দেখিল মাতায়॥
অধোমুখ ঊর্দ্ধে মূল শোভে কর্ণিকায়।
ঊর্ণ[৩] তুল্য পরমাত্মা অন্তর্গত তায়॥
নিরাপদ নির্ব্বিকার নাহি ভোগাভোগ।
নাহি ক্ষয়োদয় সুখ-দুঃখ শোক-রোগ॥
নাহি তার উপদ্রব জীবন-বিয়োগ।
তার সনে জীবাত্মার করিল সংযোগ॥
জীবসহ পরমাত্মা হইল মিলন।
শূন্যে রাখি দেহতত্ত্ব করিছে চিন্তন॥
ক্ষিত্যপ[৪] বায়্বাকাশ[৫] কাল দেহি মন।
বুদ্ধি অহঙ্কার আর ইন্দ্রিয়াদিগণ॥
চব্বিশ তত্ত্বের তত্ত্ব করিয়া ভাবন।
বায়ুবীজ ধূম্রবর্ণ করিল স্মরণ॥
বাম নাসাপুটে বায়ু তুলে তত্ত্বসার।
সমীরণবীজ জপ করে ষোলবার॥

১। অক্ষত—আতপ চাউল; তণ্ডুল; সিদ্ধার্থ।
২। বিছারিল—ছড়িয়ে দিল। ৩। ঊর্ণ—তন্তু। ৪। ক্ষিত্যপ—ক্ষিতি (পৃথিবী) ও অপ্‌ (জল)। ৫। বায়্বাকাশ—বায়ু ও আকাশ।

দেহ শুকাইল ভাব্য বায়ুর দ্বারায়।
কুম্ভক করিল ধরি দক্ষিণ নাসায়॥
বায়ুবীজ জপ কৈল চতুঃষষ্ঠিবার।
শুদ্ধ শুষ্করূপে দেহ দেখি আপনার॥
জপিয়া বত্রিশ বার বীজ সমীরণ।
দক্ষিণ নাসায় বায়ু করিল রেচন॥
পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসায় সমীরণ।
রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ জপে উত্তোলন॥
অগ্নিতে দহিল দেহ ভাবিলেন মনে।
বাম নাকে ভস্মসহ ত্যজিল পবনে॥
তেজে তেজ জলে জল আকাশে আকাশ।
মহাভূমে গেল ভূমি বাতাসে বাতাস॥
দেহ নষ্ট কৈল কিছু বস্তু নাহি আর।
বাম নাসিকায় বায়ু পূরে পুনর্ব্বার॥
পীতবর্ণ বরুণের বীজ প্রজপনে।
পঞ্চাশৎ বারে দেহ সুস্থ বরিষণে॥
পুনর্ব্বার চন্দ্রবীজ জপে মতিমান।
শুক্লবর্ণ চন্দ্রের অবয়ব করি ধ্যান॥
পঞ্চাশৎ বারে চন্দ্র গলিত অমৃত।
মানসে করিল তবু সকল প্লাবিত॥
রেচন করিয়া বায়ু দেহ বিরচিল।
যাহাতে যে লয় তাহা হইতে আনিল॥
সেই আমি এই মন্ত্র জপিয়া তখন।
আকাশ হৈতে সব তত্ত্ব লইল রাজন॥
পরমাত্মা হৈতে জীব আত্মায় তখন।
হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে আনি করিল স্থাপন॥
যে স্থানে যে ইন্দ্রিয় করিল অধিষ্ঠান।
আপনাকে দেবীরূপ করিলেন জ্ঞান॥
ভূতশুদ্ধি করিল সাধক নরপতি।
সামান্যত না হয় বিষম এ পদ্ধতি॥
করিল ষড়ঙ্গন্যাস সুরথ রাজন।
অঙ্গুষ্ঠাদি করতল পর্য্যন্ত যেমন॥
হৃদি আদি যে রূপ প্রমাণ আছে তায়।
তদ্রূপ শুধিল রাজা কবিরত্ন গায়॥

অর্ঘ্যস্থাপন।

প্রাণায়াম করিয়া ভূপতি মতিমান।
মাতৃকা-ন্যাসেতে কৈল শারদার ধ্যান॥
অঙ্গ করাঙ্গ পরে পীঠন্যাস করি।
অর্ঘ্যের স্থাপনা কৈল স্মরিয়া শঙ্করী॥
বামদিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করি রায়।
ত্রিপদিকা আরোপণ করিলেন তায়॥
পাণিশঙ্খ জলেতে করিয়া প্রক্ষালন।
ত্রিপদিকা উপরেতে করিল স্থাপন॥
ত্রিভাগ জলেতে শঙ্খ করিয়া পূরণ।
বিশেষার্ঘ্য ধারামতে করে আয়োজন॥
দধি দুর্ব্বাক্ষত গন্ধপুষ্প বিল্বদল।
রক্তজবা মনোলোভা মন্দার[১] উৎপল[২]॥
উক্ত দ্রব্য শঙ্খোপরি সাজায় রাজন।
বিধিমতে মন্ত্র তাহে করে উচ্চারণ॥
অনল-তপন-সোমমণ্ডল ভাবিয়া।
দশ-বারো-ষোলকলা উল্লেখ করিয়া॥
গন্ধপুষ্পে পূজি সূর্য্য-মণ্ডলেতে রায়।
তীর্থ আবাহন কৈল অঙ্কুশমুদ্রায়॥
মূলমন্ত্র দুর্গা-বীজ জপি দশবার।
অবগুণ্য ধেনুমুদ্রা দেখাইল আর॥
সেই জল নিরীক্ষণ করি কীর্ত্তিবাস।
তদুপরি দুর্গা পূজি কৈল অঙ্গন্যাস॥
পরে মৎস্যমুদ্রায় করিল আচ্ছাদন।
সামান্যার্ঘ্যজলে দক্ষিণেতে করিল স্থাপন॥
তাম্রপাত্রে বিধিমতে বিধান যেমন।
অর্ঘ্যজলে সর্ব্ব দ্রব্যে করিল ক্ষেপণ॥
অর্ঘ্যের স্থাপন সাঙ্গ করি নৃপরায়।
ঈশানে গণেশ-ঘট স্থাপে পুনরায়॥
সেই ঘটে গণেশের করি আবাহন।
পূজে পঞ্চদেব[৩] দিক্‌পাল গ্রহগণ॥
দেবীর অগ্রেতে ভদ্রমণ্ডল-নিকটে।
পূজা করে মহারাজ অম্বিকার ঘটে॥
আধার-শক্তি অনন্ত কূর্ম্ম বসুন্ধরে।
জলনিধি রত্নদ্বীপে ক্ষীরোদ-সাগরে॥

মণিমঞ্চ কল্পবৃক্ষ মণিবেদী আর।
রত্ন-সিংহাসনে স্থান যাতে চণ্ডিকার॥
ইত্যাদি মিলিত বীজ আর আর যত।
পূজা কৈল নরপতি মন্ত্র অভিমত॥
অনুক্রম শুদ্ধ করি পূজি মহামায়।
ধ্যান পড়ি দিল ফুল আপন মাথায়॥
দেবীরূপ আপনাকে করিয়া ভাবনা।
মানসোপচারে কৈল চণ্ডীর অর্চ্চনা॥
বিধিমতে চক্ষুদান দিল প্রতিমায়।
পুনর্ব্বার পড়ে ধ্যান কবিরত্নে গায়॥

দেবীর ধ্যান।

ভাবরে ভবানী ভব-ভাবিনী ভবার্ণবে।
ভূত পঞ্চময় দেহ লৈয়ে ভরসা ভবে॥ ধুয়া॥

পুষ্পাঞ্জলি লয়ে রায়, ধ্যান করে অম্বিকায়,
জটাজূটধারিণী তারিণী।
মুকুটে মণ্ডিত মুণ্ড, ভাসে শশীখণ্ড পুণ্ড্র,
ত্রিলোচনী বিস্তারকারিণী॥
মুখশোভা পূর্ণশশী, বর্ণ কুসুম অতসী,
লজ্জা পায় সাত কুম্ভ শোভা।
শরতের সমোৎপল, ফুল্ল স্বর্ণ শতদল,
ওষ্ঠাধরে বালাতপ ক্ষোভা॥
পীনশ্রোণী কুচ ভারি, নত অঙ্গ ভরে তারি,
শোভে স্থির নবীন যৌবন।
গায় সর্ব্ব অলঙ্কার, গলে গজমুক্তাহার,
অতুল্য অনেক আভরণ॥
সুচারু দশন রুচি, জিনিয়ে দাড়িম্ব-বিচি,
হাস্যছলে ভব মনোহরে।
তিলফুল নাসা-কলি, শোভে গজমুক্তাবলী,
দোলে নাসা নিশ্বাসের ভরে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে অঙ্গে, লাবণ্য তরঙ্গ রঙ্গে,
মহিষমর্দ্দিনী হররাণী।
অকণ্ট মৃণালবর, সমযুক্ত দর্শ কর,
সব্যে[১] শূলধারিণী সর্ব্বাণী॥

খড়্গ চক্র বজ্রশর, শক্তিযুক্ত ডানি কর,
চর্ম্ম পূর্ণ চাপ[২] বাম হাতে।
অঙ্কুশ পরশু[৩] আর, অস্ত্র অনেক প্রকার,
শঙ্খ ঘণ্টা পাশ অস্ত্র সাতে॥
অধঃ স্থানে মৈষাসুর, মহাবীর সুনিষ্ঠুর,
কটাক্ষে তাহার দরশন।
শিরচ্ছেদ করা তার, স্কন্ধ হৈতে মহাকার,
অর্দ্ধ-দৈত্য পরম ভীষণ॥
দেবীরে ঈক্ষণ করি, অসি-চর্ম্ম করে ধরি,
উদ্যত হানিতে অম্বিকায়।
বুকে শূলাঘাত করি, ক্ষীণ্য কৈলা মহেশ্বরী,
রক্তোরক্তিকৃত তার কায়॥
রক্ত বিস্ফুরিত ক্ষণ, ভ্রূকুটি কুটিলানন,
নাগপাশ বদ্ধ কলেবরে।
অতি ভয়ানক বেশে, পাশের সহিত কেশে,
ধরিয়ে আছেন বামকরে॥
বাহন কেশরী মা'র, রক্তপান করে তার,
বাম ভুজে করিয়া দংশন।
সিংহপৃষ্ঠের উপর, দক্ষিণ চরণে ভর,
বলবান দেবীর বাহন॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধে বাম পায়, আক্রমণ দৈত্য-গায়,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মহিষ-উপরি।
এইরূপে নিরন্তর, স্তব করে নরবর,
একমনে ভাবিয়ে শঙ্করী॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডিকা, আর অষ্টনায়িকা,
আদি অষ্টদিকে শোভা করে।
নৃত্য-গীত করে রঙ্গে, কত মতে অঙ্গ-ভঙ্গে,
কেহ সুধা যোগায় অধরে॥
ধর্ম্ম-অর্থ-প্রদায়িনী, সঙ্কটেতে সহায়িনী,
এইরূপ ধ্যান কৈল রায়।
নৃসিংহে শৈল-তনয়া, এইরূপে কর দয়া,
শ্রীনন্দকুমার রস গায়॥

১। সব্যে—বামদিকে। ২। চাপ—চর্ম্ম; ঢাল। ৩। পরশু—কুঠার।

দেবীর আবাহনাদি।

রাগিণী কল্যাণী,—তাল ঠেকা।

উমারে পাইয়া কোলে রাণী চুম্বন করি বদনে।
কেমনে পাসরে ছিলে ওমা মা বোলে, নাহি ছিল মনে॥
নিরখি উমার মুখ, পাসরিনু মনোদুখ।
পাইনু সুখ, বহে অশ্রু দু'নয়নে॥ ধুয়া॥

ধ্যান করি তেজোরূপ ভাবি চণ্ডিকায়।
প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে ফুল দিল রায়॥
স্বগণ সহিত দুর্গা দেবী ভগবতী।
ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ বলে নরপতি॥
অধিষ্ঠান হয়ে পূজা করহ গ্রহণ।
না জানি ভকতি-লেশ আমি অভাজন॥
পঞ্চমুদ্রা[১] দেখায়ে করিল আবাহন।
স্তব করে সবিনয়ে সুরথ রাজন॥
নমস্তে চণ্ডিকা সর্ব্ব-কল্যাণদায়িনী।
ত্রিলোকাত্মা ত্রিদেবের জন্ম-বিধায়িনী।
অকিঞ্চনে আকিঞ্চন করে অনিবার।
অষ্টশক্তি সনে গৃহে এসো মা আমার॥
বিধিহীন মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন জনে।
পূজা করে গ্রহণ কর গো বরাননে॥
এসো গো অম্বিকা ভগবতী মমালয়।
পূজা লও বর দাও শত্রু কর ক্ষয়॥
ভক্তিভাবে পূজি দুর্গে শিব-নিতম্বিনী।
দুর্গে দেবী সমাগচ্ছ অমরবন্দিনী॥
ত্রিলোকতারিণী তারা ত্রিতাপির গতি।
যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর গো ভগবতী॥
কমললোচনী কালী দৈত্যদর্পহরা।
শারদীয়া পূজা করি চাহ পরাৎপরা॥
নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে কর মোরে ত্রাণ।
দীন-হীন দেখি দুর্গে কর বরদান॥
সংসার-সাগর ঘোর দুস্তরে তারিণী।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বতাপ-পাপনিবারিণী॥
নিস্তার নিস্তারকর্ত্রী সর্ব্ব-দেবাত্মিকে।
পরমা পরমেশ্বরী প্রসীদ চণ্ডিকে॥
দারা-সুত আয়ু-যশ প্রাণ-ধন-জন।
সর্ব্ব রক্ষা কর দেবী করি আবাহন॥
জগতবন্দিনী শিবে সর্ব্বরক্ষাকরী।
তিষ্ঠ যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞে পূজিব শঙ্করী॥
বরদা বগলা ভীমা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
আগচ্ছ চণ্ডিকে সর্ব্বসম্পদকারিণী॥
মহেশমোহিনী পূজা করহ গ্রহণ।
মৃন্ময় শ্রীফল দুর্গা করি আবাহন॥
কৈলাস হিমাদ্রি বিন্ধ্য শৈলাদি গমন।
করহ চণ্ডিকে বিল্বশাখা আরোহণ॥
করিয়ে স্থাপনা দুর্গা করিব অর্চ্চনা।
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে হর-বরাঙ্গনা॥
সুসিদ্ধি-দায়িকা আয়ু দেহিমে তারিণী।
আরোগ্য ঐশ্বর্য্য দে মা সঙ্কটবারিণী॥
জগত-জননী সৃষ্টি-সংহারকারিণী।
অনুকম্পা কর মাতা পতিতোদ্ধারিণী॥
শ্রীফল-পল্লব-শাখা-ফলনিবাসিনী।
পল্লবে থাকিয়া পূজা লও গো তারিণী॥
চণ্ডী চণ্ডরূপা চণ্ড-বিগ্রহ-কারিণী।
অধিষ্ঠান হয়ে যজ্ঞে দেখ গো তারিণী॥
ইত্যাদি স্তবেতে আবাহন কৈল মায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি পূজা।

সুরথ কলিঙ্গ-পতি, সভক্তি পূর্ব্বকে অতি,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় দিল মন।
প্রতিমায় দিক্‌পাল, স্পর্শ করি মহীপাল,
অঙ্গন্যাস করিল তখন॥
হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে, মূলমন্ত্র উচ্চারিয়ে,
জীবন প্রতিষ্ঠা করে রায়।
কৈলাস ছাড়িয়া তারা, বারেক মহেশ-দারা,
উঠগো অম্বিকা প্রতিমায়॥
সেবক অর্চ্চনা করে, কায়-মন সকাতরে,
হৃদাসনে শঙ্কর-শঙ্করী।
দীন-হীন অভাজন, ডাকে পুত্র অকিঞ্চন,
কৃপা কর কৃপাণী ঈশ্বরী॥

১। পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধনী এবং সম্মুখকরণী—পূজায় ব্যবহৃত এই পাঁচপ্রকার অঙ্গুলিসন্নিবেশ।

ইঙ্গিতে ভ্রূভঙ্গি করি, চাও চণ্ডী চণ্ডেশ্বরী,
অধিষ্ঠান কর গিরিসুতে।
তুমি তারা বিশ্বরূপে, বিশ্ব রাখ মোহকূপে,
মোহময়ী ব্যাপ্ত সর্ব্বভূতে॥
চরাচর সব নর, ব্যোমচর বিদ্যাধর,
সজীব অজীবে আছ তারা।
বাক্যেন্দ্রিয় মনোপ্রাণ, রূপে জীবে অধিষ্ঠান,
বুদ্ধি সাক্ষি জ্ঞান তত্ত্বসারা॥
তুমি কর্ম্ম কর্ত্তা তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
তুমি নদ-নদী জলনিধি।
তুমি গিরিদরি বন, তুমি দেব-দেবীগণ,
মহেশ মাধব শেষ বিধি॥
কখন পুরুষাকৃতি, কখন জীব-প্রকৃতি,
ব্রহ্মরূপে লিঙ্গভেদ নাই।
সর্ব্বময়ী সর্ব্বগতি, সর্ব্বস্ব-রূপিণী সতী,
তুমি ছাড়া নাই কোন ঠাঁই॥
কে জানে তোমার মর্ম্ম, পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম,
তুমি তন্ত্র-মন্ত্রাদি সকল।
তুমি তত্ত্বাতত্ত্ব ভেদ, পুরাণ দর্শন বেদ,
ক্রিয়া কর্ম্ম যজ্ঞ ব্রত ফল॥
গুণময়ী গুণধাত্রী, তুমি দিবা সন্ধ্যা রাত্রি,
পাত্রাপাত্রী পবিত্র অতুল।
তোমার প্রতিষ্ঠা প্রাণ, করি হও অধিষ্ঠান,
তুমি সর্ব্বজনের আমূল॥
কে জানে তব মাহাত্ম্য, বেদে নাহি পায় তত্ত্ব,
পাবে কিসে তুমি তার মূল।
প্রাণরূপা তুমি তারা, তব প্রাণ দান করা,
অসম্ভব বচন বিপুল॥
তবে যে প্রতিষ্ঠা করি, শুন তারা শুভঙ্করী,
জানিতে না পারি অল্পজ্ঞান।
তুমি মা সবার মূল, হও সুতে অনুকূল,
প্রতিমায় কর অধিষ্ঠান॥
সবিনয়ে করি নিষ্ঠা, মন্ত্রেতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
পদ্ধতি প্রমাণ কৈল রায়।
নৃসিংহে আশীষ করি, ভাবিয়া জগদীশ্বরী,
দ্বিজ কবিরত্ন রস গায়॥

দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা।

আনন্দে অচল-পতি চেতন হারায়।
গিরিরাণী অনুমানি উমারে সাজায়॥ ধুয়া।

ভূপতি ভবানী-ভাবি ভক্তিভাবে অতি।
ভাবনায় ভাব্যাভাবে ভাবে ভগবতী॥
পশুপতি-প্রিয়া পরা পর্ব্বত-কুমারী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি হর-নারী॥
পরমা পরমা-সতী সকল আধার।
মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেয় তিনবার॥
গণেশাদি পুত্তলিকা যত আছে আর।
জীবন প্রতিষ্ঠা রাজা করিল সবার॥
চণ্ডিকার পূজা রাজা আরম্ভিল পরে।
প্রথমত রজত-আসন নিল করে॥
মন্ত্র পড়ি চণ্ডিকারে অর্পিল আসন।
স্বাগত সম্ভাষে মা'কে কুশল বচন॥
গঙ্গাজলে পাদ্য দিয়ে করিল প্রার্থনা।
নমস্তে চণ্ডিকে পূর মনের বাসনা॥
পূর্ব্বের স্থাপিত অর্ঘ্য শঙ্খে যাহা ছিল।
সেই অর্ঘ্য রাজা অম্বিকারে সমর্পিল॥
মন্দাকিনী-বারি লয়ে সুবর্ণ ভৃঙ্গারে।
আচমন করিবারে দিল চণ্ডিকারে॥
মধু দধি মধুপর্ক কল্পিত করিল।
কাংস-পাত্রাধারে ঈশ্বরীকে নিবেদিল॥
পুনর্ব্বার গঙ্গোদকে দিল আচমন।
স্নান করাইছে রায় বেদ নিরূপণ॥
সুশীতল মনোহর সর্ব্বতীর্থ-জলে।
স্নান করাইল মাকে অতি কুতূহলে॥
অপূর্ব্ব পাটের বস্ত্র আরক্ত বরণ।
পরম ভক্তিতে রাজা কৈল নিবেদন॥
নানা আভরণ রাজা করিল অর্পণ।
যে অঙ্গে যে শোভা পায় স্বর্ণ-আভরণ॥
মঞ্জীর ঘুংঘুরকড়ি পঞ্চম পাশালি।
চরণাভরণ দিল ভাবিয়ে বাশলী[১]॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টা বোর পাটা অষ্ট অলঙ্কার।
কিঙ্কিণী শিকলি কটিতটে চন্দ্রহার॥

১। বাশলী—বাশুলী (বিশালাক্ষী শব্দটির গ্রাম্যরূপ)।

গ্রীবাবন্ধ চিকমতি গুচ্ছ দিল গলে।
মণিময় কণ্ঠমালা রত্নাবলী তলে॥
দিল মুক্তো-লহরী উরসি মনোহর।
দশ ভুজে দশবিধ রত্ন পরিসর॥
ভুজবন্ধ তাড়বালা শঙ্খ দশ যোড়া।
কেয়ূর কঙ্কণ নোয়া মণি হাঁসীমোড়া॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী কর্ণে পাতা কর্ণফুল।
নাসায় বেসর গজমুকুতা অমূল॥
তিলকটি পুনটিকা ললাটে উজ্জ্বল।
অসি মিশ্র স্মৃতি দিল সীমন্তে বিমল॥
বিবিধ প্রকার তার বর্ণন কে করে।
বাহুল্যে বিস্তার হয় গ্রন্থ পরিসরে॥
গন্ধ দিল অম্বিকায় করিতে লেপন।
পুষ্পেতে করিল মা'র শরীর শোভন॥
ধূপ-দীপ নিবেদিল ভক্তিভাবে রায়।
নৈবেদ্যাদি মূলমন্ত্রে দিল মহামায়॥
মধু-সর্পিযুক্ত বিবিধ উপকরণ।
আর্দ্রচিত্তে চণ্ডীরে করিল নিবেদন॥
বন্দন করিল রাজা অম্বিকার পায়।
ষোড়শোপচার সাঙ্গ কবিরত্ন গায়॥

দেবীপূজা সাঙ্গ।

মা গো কেমন করে ছিলে
উমা ভিখারি হরের ঘরে।
কত দুঃখ পেয়েছ না সহবাস স্মরহরে॥ ধুয়া॥

প্রেমানন্দ চিত্তে রায় পূজে মহামায়।
অঙ্গশুদ্ধি হেতু রাজা চেষ্টিত পূজায়॥
কজ্জল সিন্দূর দেয় কুমকুম কস্তুরে।
তৈজসাদি যোলদান করে ধরি করে॥
বাৎসল্য-ভাবেতে পূজা করিল রাজন।
হিমালয়-মেনকার ভাবনা যেমন॥
কৈলাস হইতে গিরিপুরে আগমনে।
গিরি গিরিজায়া সুখ পাইল দু'জনে॥
পরম আনন্দে কন্যা আইল আলয়।
মহা-মহোৎসব করে পুলকিত হয়॥

তদ্রূপ মর্ত্যাদি রাজা ভাবোল্লাস করে।
প্রকৃতি পুরুষ অতি পুলক অন্তরে॥
কন্যারূপ জ্ঞান করি সুরথ নৃপতি।
পূজিল জগৎমাতা দেবী হৈমবতী॥
ভকত-বৎসলা ভক্ত-মানসপূরণে।
দৃঢ় করি দিল সেই ভাব দুইজনে॥
ভাবের গ্রহণ করি দেবী ভগবতী।
প্রসন্না বৎসলা রূপে সুরথের প্রতি॥
গিরিপুরে যেই রূপ উৎসব হইল।
সেইমত নৃত্য-গীত ভূপতি করিল॥
আমার তনয়া উমা শিব-সীমন্তিনী।
ভিক্ষারীর ভাগ্যে পড়ি হয়েছ দুঃখিনী॥
মনোরমা সুরথের প্রকৃতি সুন্দরী।
শঙ্করীর মুখ চেয়ে বলে মরি মরি॥
মা বলে না ছিল মনে অভাগিনী মাকে।
তোমা ছাড়ি হতভাগী অন্ধ হয়ে থাকে॥
কঠিন হৃদয় তোর কপালে আমার।
কাকের মুখেতে নাহি দেও সমাচার॥
সদা দুঃখে মরি শিবে সঁপিয়া তোমারে।
পরম দারিদ্র শিব অন্ন দিতে নারে॥
শ্মশানে-মশানে বাস কখন কৈলাস।
ভিক্ষায় ভক্ষণ কভু কভু উপবাস॥
অন্ন বিনা দেহ ক্ষীণ ছিন্নভিন্ন বেশে।
তৈল বিনা দেহে খড়ি জটা হৈল কেশে॥
সন্তান তাহাতে দু'টি অন্ন পায় নাই।
দুঃখ শুনে কেঁদে মরি পরিতাপ পাই॥
এত দুঃখ পাই তবু না আসিস্ কেনে।
পাষাণী পাথর-বুকি[১] ধন্নি্য মেয়ে বেনে॥
দুঃখিনী জননী আছে এলে ক্ষতি কিবা।
মা-বাপের বাড়ি আইলে লজ্জা নাই শিবা॥
থাকিতে মেরেছো মাকে অভিপ্রায় তাই।
তোমার কি দোষ মোরে বঞ্চিত গোসাঞি॥
এইরূপ ভাবোদয় সুরথ নৃপতি।
কন্যাভাবে সিন্দূর চুপড়ি দিল সতী॥
মেনকা যেরূপ কৈল করিল তেমন।
বিস্ময় হইল মাতা দেখিয়া এমন॥

১। পাষাণী পাথর-বুকি—পাথর (পাষাণ)-এর মতো মায়া-মমতাহীন হৃদয় (বুক) যাহার ; ইহার বক্তব্য ভাব-প্রকাশের শক্তি নাই।

যে দেখি যেভাবে রাজা করিল আমায়।
প্রেম-ডোরে বান্ধে পাছে গিরিরাজ প্রায়॥
ঠেকিব পশ্চাৎ দায় বান্ধিলে ভূপাল।
ভক্তিতে যে পূজা করে সেই পূজা ভাল॥
এত বলি মহামায়া মায়া আচ্ছাদনে।
ভক্তিভাব দিল অন্য ভাব সংহরণে॥
স্বপন সদৃশ ভাব হইল তখন।
বিস্ময় হইয়া রাজা ভাবে অনুক্ষণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

নবপত্রিকাদির পূজা।

পরে পত্রিকায়, পূজা করে রায়,
পাদ্যাদি পুষ্প চন্দনে।
বসন-ভূষণ, করে নিবেদন,
নৈবেদ্য সোপকরণে॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, মন্ত্র উচ্চারিয়ে,
প্রত্যেকে করিল স্তব।
সুরথ রাজন, করিছে সাধন,
নাম দুর্গা মহোৎসব॥
রাজা একমনে, পূজে গজাননে,
ধ্যান করি অনুমান।
সর্ব্ববিঘ্নহর, দেব লম্বোদর,
সর্ব্বদেবতা-প্রধান॥
রক্তবর্ণ কায়, গজানন তায়,
ইন্দুর-বাহনে ভর।
চারু চারি কর, মৃণাল সুন্দর,
শঙ্খ-চক্র-গদাধর॥
সূর্পকর্ণ[1] রায়, একদন্ত তায়,
বিনায়ক ত্রিলোচন।
সিন্দুর-ভূষণ, কুম্ভ সুশোভন,
জটাজুট বিরচন॥
ভুজগোপবীতি[2], স্কন্ধে আন্দোলিত,
গলে পরিজাত মালে।
অঞ্জন গঞ্জিত, তাহাতে রঞ্জিত,
গুঞ্জিত ভৃঙ্গ মাতালে॥
দ্বীপীচর্ম্মধর, দেব গণেশ্বর,
বিবিধ ভূষণা সাজে।
চরণে নূপুর, সুরস মধুর,
চলিতে চঞ্চল বাজে॥
ধ্যান করি রায়, পূজে গণরায়,
দিয়ে ষোড়শোপচার।
স্তুতি করি ভূপ, গণেশে এরূপ,
অর্চ্চনা করিল তাঁর॥
পূজে ষড়াননে, মূল উচ্চারণে,
ধ্যান করে নরপতি।
প্রতপ্ত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ,
ময়ূর বাহনে গতি॥
নানা আভরণ, অঙ্গে বিভূষণ,
পট্টবস্ত্র পরিধান।
নবীন সুন্দর, অতি মনোহর,
করে ধনুঃ শক্তি বাণ॥
শ্রবণে উজ্জ্বল, রতন কুণ্ডল,
শিরে মুকুট তোরণ।
এই ধ্যানে তারে, ষোড়শোপচারে,
পূজা করিল রাজন॥
সরস্বতী ধ্যান, করে মতিমান,
কোটি-শশাঙ্কবরণী।
শ্বেত পদ্মোপরে, বীণাদণ্ড ধরে,
ফুল্লকমল-বদনী॥
কুন্দপুষ্প মালা, উরসি উজালা,
শুক্লাভরণ ভূষণ।
শুক্লবর্ণে প্রীতি, শুক্লা সরস্বতী,
পরণে শুক্লবসন॥
বিদ্যা ব্যাখ্যা করে, গীত-বীণা করে,
গান নৃত্য-ভঙ্গিমার।
ধ্যানে নরপতি, পূজে বিশ্বগতি,
দিয়ে ষোড়শোপচার॥

১। সূর্পকর্ণ—কুলার ন্যায় কর্ণ (কাণ)। ২। ভুজগোপবীতি—সর্প-রচিত উপবীত (পৈতা) ধারক।

কমলার ধ্যান, করি অনুমান,
সুরথ অর্চ্চনা করে।
অহীবর্ণ আভা, জিনি রূপপ্রভা,
গৌরাঙ্গী কমলোপরে॥
পট্টবস্ত্র পরা, সর্ব্বভয়হরা,
মালতি মাল্য ভূষণা।
বিষ্ণু-মনোহরা, সরসিজকরা,
সিন্ধুসুতা[1] সুশোভনা॥
ইত্যাদি প্রকারে, যোড়শোপচারে,
পূজে দেবী কমলায়।
করিল প্রার্থনা, মনের কামনা,
শ্রীকবিরতন গায়॥

শিবাদির পূজা।

জয়দে জয়দে শিবে শিব-মনোমোহনী।
শিব-নিতম্বিনী, অশিবহারিণী,
শিবারূঢ় শিব শোহিনী॥ ধুয়া॥

পুলকিত কলেবরে সুরথ ভূপতি।
স্বগণ অর্চ্চনা করে শিব পশুপতি॥
চিত্রস্থ পুত্তলি আর যত আবরণ।
যোগিনী ডাকিনী ভূত-প্রেত দানাগণ॥
যোড়শোপচারে পূজে মূষিক ময়ূর।
দেবীর বাহন সিংহ মহিষ-অসুর॥
পূজে নাগপাশে মহামণি বিভূষণ।
সাক্ষাৎ অনন্তরূপ পূর্ণ নারায়ণ॥
যত আবরণ আর দেব-দেবীগণ।
সকলের পূজা কৈল সুরথ রাজন॥
দেবীর যতেক অস্ত্র শস্ত্র আভরণ।
সমস্ত পূজিল রাজা আনন্দিত মন॥
পরে রাজা উদ্‌যোগ করিল বলিদানে।
ছাগল মহিষ মেষ নাওয়াইয়া আনে।
অঙ্গেতে সিন্দূর দিয়ে করিল অর্চ্চনা।
আপন অভ্যুদয়ার্থে[2] করিছে প্রার্থনা॥
গন্ধপুষ্পে পূজা করি প্রণাম করিল।
বিধিমতে নরপতি খড়্গা আরাধিল॥
দুর্গাবীজ দিলেন লেপিয়ে সিন্দূর।
পূজা করি অষ্টনামে তুষিল প্রচুর॥
ধূপ-ধুনা ধূমায় ভরিল পূজালয়।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ দেয় জয় জয়॥
দ্বিজে করে বেদপাঠ জপে দুর্গা নাম।
ভাবে রাজা দেবীপদ-কৈবল্যের ধাম॥
অমাত্য বান্ধবগণ পুলকিত কায়।
মা মা শব্দে দুর্গা দুর্গা বলে উভরায়॥
মণ্ডপ হইতে পশু আনে নাটশালে।
বান্ধে হরিদ্রাক্ত ডোর বলির কপালে॥
অখণ্ড কদলী দল সম্মুখে রাখিল।
মৃন্ময় খর্পর সরা তাহাতে স্থাপিল॥
লড্ডুক কদলী আর তাহে বিল্বদল।
সংস্রব তাহাতে কৈল মন্দাকিনী-জল॥
যন্ত্র লয়ে বাদ্যকর সম্মুখে দাঁড়ায়।
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে আর রহিল সবায়॥
কৃপাণ লইয়ে করে সুরথ রাজন।
জয় কালী বলে বলি করিল ছেদন॥
খড়্গের রুধির রাখে সমাংস করিয়া।
বাদক বাজায় বাদ্য পুলকিত হৈয়া॥
মহিষাদি মেষ বলি দিলেন বিস্তর।
নারিকেল ইক্ষুদণ্ড কুষ্মাণ্ড[3] অপর॥
ঘোর রণবাদ্য বাজাইয়া সবে নাচে।
শোণিত মস্তক রাখে অম্বিকার কাছে॥
ধুনার ধূমায় হৈল মণ্ডপ আঁধার।
নারীগণ হুলু দেয় কাছে প্রতিমার॥
চামর ব্যজন করে পাখা মৌরছল।
কহে কবিরত্ন দুর্গা উৎসব মঙ্গল॥

অম্বিকার স্তব।

জগদম্বা জগতে যমভয়-নিবারিণী।
অশেষ কলুষহরা ভবার্ণব-নিস্তারিণী॥ ধুয়া॥

রুধির অর্পণ করি কলিঙ্গের পতি।
পশুশীর্ষ সপ্রদীপে করিল আরতি॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল আনন্দিত মনে।
মহাবাক্যের স্তব করে দেবীর চরণে॥

১। সিন্ধুসুতা—লক্ষ্মীদেবী। ২। অভ্যুদয়ার্থে—মঙ্গল বা উন্নতির জন্য। ৩। কুষ্মাণ্ড—কমড়া।

নমস্তে কালিকা কাল-হারিণী তারিণী।
জয় জয় সর্ব্বভূতে কল্যাণকারিণী॥
নমঃ কালী কালাকালে কাল-নিবারিণী।
মহাকাল-মনোহরা মহেশ-ভামিনী॥
ত্রিলোচনা উমা ধূমা বিকলা বিমলা।
মুণ্ডমালা-বিভূষণা ভৈরবী বগলা॥
দৈত্য-নিকৃন্তিনী মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
মহামায়া সম্প্রতি করুণা-বিস্তারিণী॥
কালরাত্রি করালিনী স্মরহরপ্রিয়ে।
তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে পশু-পুষ্প দিয়ে॥
ত্বমেকা শারদা শিবা শঙ্করী কমলা।
ত্বমেকা প্রকৃতিপরা মহিমা অচলা॥
বিশ্বকর্ত্রী শৈলপুত্রী স্কন্দমাত্রী ভীমা।
গায়ত্রী অনন্তশক্তি অনন্তা অসীমা॥
জগতে দায়িনী জয় জগদম্বা তারা।
যোগেশী যোগিনী জয় যোগেশ্বর-দারা॥
শত্রুজয়ী হয় তারা যে তোমারে স্মরে।
অনায়াসে বিষম বিপদ হৈতে তরে॥
দুর্গানামে দুঃখ হরে দিগম্বর কয়।
জনম-মরণ নাশে যায় যমভয়॥
বিপদে যে দুর্গানাম বলে একবার।
সম্পদ বাড়াও নাশ বিপদ তাহার॥
কতজনে কতবার করিলে উদ্ধার।
আমি আছি অনুগত প্রসন্ন এবার॥
ও রাঙ্গা চরণদ্বয়ে সঁপিয়াছি ভার।
দেখি কর কিনা কর তুমি মোরে পার॥
জানি না মহিমা নামে শিবের বচন।
স্মরিলে সঙ্কটে মুক্ত কর গো কেমন॥
কাতর হইয়া যেবা দুর্গা বলে ডাকে।
দুর্গম দুর্গতি খণ্ডে রক্ষা কর তাকে॥
তুমি যারে সহায় তাহার চিন্তা কিবা।
শুনিয়া চরণাশ্রিত হইয়াছি শিবা॥
আমি অভাজন নাহি জানি স্তব গুণ।
বিদ্যাহীন পশুসম অতি অনিপুণ॥
কৃপা কর কৃপাময়ী গুণে আপনার।
শিবা শিব-বাক্য রাখ নামটি তোমার॥
দীন দয়াময়ী নাম পরম মঙ্গল।
আমারে রাখিলে হবে অধিক উজ্জ্বল।
ভরসা নাহিক তবে আর তোমা বই।
সার করিয়াছি সারা দুর্গানাম এই॥
বিধাতা আপনি পূজা করিল তোমায়।
পূজা লয়ে দিলে বলে সৃষ্টির উপায়॥
দেবরাজ ইন্দ্র পূজা কৈল দয়াময়ী।
রাজ্য দিলে সুরপুরে শক্র হল জয়ী॥
এইবার মোরে কৃপা কর মহামায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

সপ্তমী পূজা সমাপ্ত।

স্তব করি চণ্ডিকায়, সুরথ কলিঙ্গ-রায়,
উপভোগ দ্রব্য নিয়ে দিল।
শাল্যান্ন[১] সঘৃত করি, সুবর্ণের থালে ভরি,
শাক শূপ[২] ব্যঞ্জন আনিল॥
মৎস্য মাংস দধি ক্ষীর, কর্পূর-বাসিত নীর,
অম্বিকারে করে নিবেদন।
আচমনে দিল জল, নানা গন্ধ পরিমল,
তাম্বূলাদি করিল অর্পণ॥
পরম আনন্দ-চিত, কলেবর পুলকিত,
লোমাঞ্চিত স্বেদ অশ্রু বয়।
দুর্গা মন্ত্র জপ করি, বেদ তন্ত্র মতাচারি,
পরিতোষে জপ সমর্পয়॥
নিরাহারে নরপতি, পূজা করে ভগবতী,
প্রতিপদাবধি গণনায়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সঙ্গে, আছেন পরম রঙ্গে,
সপ্তম দিবস হৈল সায়॥
সায়াহ্ন সময়ে রায়, অতি আনন্দিত কায়,
নিত্যকর্ম্ম করি নরপতি।
কলিঙ্গের অধিকারী, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক সারি,
চণ্ডিকার করিল আরতি॥

১। শাল্যান্ন—শাল্য (শালিধানের) অন্ন। ২। শূপ—ঝোল।

বৈকালি সামগ্রী যত, ফল-ফুল নানামত,
ক্ষীরখণ্ড গব্যাদি সকল।
লড্ডুক মোদক[১] লাজা, পিষ্টক অষ্টম ভাজা[২],
কর্পুর-বাসিত গঙ্গাজল॥
নিবেদিয়ে মহীপতি, আনন্দিত হয়ে অতি,
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল।
নৃত্য-গীত করে সবে, জয়দুর্গা মহোৎসবে,
দেবী-গুণ গাইতে লাগিল॥
মহামহোৎসব করি, পোহাইল বিভাবরী,
পূর্ব্বদিকে ভানুর উদয়।
পুরোহিত সনে রায়, নিত্যকৃত্য কৈল সায়,
স্নানদানে শুদ্ধ চিত্ত হয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
শঙ্করী কহিলা নরাঙ্কিতে।
দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, ধুলুকে নিবাস যার,
বিরচিল অভয়ার প্রীতে॥

অষ্টমী পূজারম্ভ।

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

গিরি এ তো তোমার মেয়ে নয়। সে দ্বিভুজা,
এ দশভুজা, ব্রহ্মময়ী জ্ঞান হয়॥ ধুয়া॥

পুরবাসী রাজভৃত্য দাস-দাসীগণ।
স্নান করি পূজালয় করিল মার্জ্জন॥
অষ্টমী পূজার দ্রব্য কৈল আয়োজন।
যেখানে যা চাই তাহা করিল স্থাপন॥
প্রভাতে নবদ বাজে চণ্ডীর আগেতে।
ধ্রুপদ মোহন বাদ্য ভৈরব রাগেতে॥
স্নান করি আইল রাজা পুরোহিত সনে।
চণ্ডিকা-মণ্ডপে আসি বৈসে কুশাসনে॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ফোঁটা করে গঙ্গা মৃত্তিকায়।
আচমন করি হরি স্মরে নররায়॥
কুশহস্ত হৈয়া কৈল অঙ্গুরী ধারণ।
ভাবিয়ে হৃদয়ে রায় ভবানী-চরণ॥
বিল্বশাখা দ্বাদশ অঙ্গুলী নিরূপণ।
দন্তকাষ্ঠ প্রতিমায় কৈল নিবেদন॥
উষ্ণোদক আচমন করান ভূপতি।
ক্ষালন হইল দন্ত করিল আরতি॥
অক্ষত বিচারে রাজা স্বস্তির বচনে।
সংকল্প করিল যাতে ফলের সাধনে॥
ঈশানে ফেলিয়া জল পাঠ কৈল সূক্ত।
করিল স্থাপন অর্ঘ্য যথা পূর্ব্ব-উক্ত॥
হরি হর হৈমবতী ভানু লম্বোদর।
পঞ্চ দেবতার পূজা করে নৃপবর॥
দিক্‌পাল গ্রহ গুরু নক্ষত্র করণ।
হিরণ্য গাভীর পূজা করিল রাজন॥
ভূতাসনে শুদ্ধি ষড়্‌চক্রের শোধন।
ছন্দঃ অনুক্রম আদি করিল অর্চ্চন॥
নৈবেদ্যাদি দ্রব্য পরিচারক যোগায়।
আমান্ন সঘৃত দধি মধুযুক্ত তায়॥
অঙ্কুর ভিজান মুগ চনক দুমত।
বরবটি মটর দুমন আর যত॥
ইক্ষুদণ্ড খণ্ড চিনি লড্ডুক সঁপিল।
শরবতে শর্করা মিছিরি ওলা দিল॥
মনোহর নৈবেদ্য সাজায় থাকে থাকে।
সপুষ্প করিয়া আনি মণ্ডপেতে রাখে॥
অতঃপর রাখে ফল মূলে পুরি ডালা।
কবিরত্ন গায় কৃপা কর গিরিবালা॥

ডালা সাজান।

মনোহর ফল ফুল করি আয়োজন।
সময়াসময় মত একত্র মিলন॥
বারোমাসে দ্রব্য সব ছিল স্থানে স্থানে।
সুরথ আনিয়া মিলাইল এক স্থানে॥
তালশাঁস পাকাতাল জামীর কাঁঠাল।
আতা নোনা নারিকেল বাদাম রসাল॥
পেয়ারা বদরী জাম শ্রীফল মধুর।
কদলি গোলাপজাম ঠেফল খর্জ্জুর॥
পানিফল হরীতকী বঁইচি সুরস।
কামরাঙ্গা আম্রাতক আম্র আনারস॥
ফুটি তরমুজ আদি মূলক কেশুর।
ফল মূল সাজাইল অতি সুমধুর॥

১। মোদক—মোয়া, নাড়ু (লাড়ু)। ২। অষ্টম-ভাজা—(আট-রকম কড়াই ভাজা)—আটকড়াই ভাজা।

পুষ্পপাত্রে সাজাইছে নানাবিধ ফুল।
টগর মল্লিকা বল্লি সুগার বকুল॥
জাতি যূথী শেফালিকা ধাতুকি রঞ্জন।
কুড়চি মালতী আদি পলাশ কাঞ্চন॥
গন্ধরাজ নাগেশ্বর অশোক পারুল।
কেতকী কনকচাঁপা চাঁপা হেন তুল॥
নাগরপাটুলি জবা ভূমিচাঁপা বক।
গেন্দা ঝাঁটি দ্রোণপুষ্প গোলাপ চম্পক॥
মাধবী মন্দার মধুমালতী শোভন।
বাঁধুলি মল্লিকা নব অসংখ্য ছেদন॥
কৃষ্ণকলি নিশিগন্ধা চন্দর-মল্লিকা।
করবী গুলঞ্চ শীর্ষ বাসন্তী মল্লিকা॥
পদ্মবক তরুলতা স্থলপদ্ম আশে।
সূর্য্যমুখী সূর্য্যমণি সূর্য্যের প্রকাশে॥
অমল অপরাজিতা শ্বেত-নীল শোভা।
কত শত যন্ত্রপুষ্প[১] মধুকর-লোভা॥
কুমুদ কহ্লার আর যত কোকনদ।
শ্বেত নীল লোহিত উৎপল শতচ্ছদ॥
আমলকী দলে বিল্বদলে সাজে ডালা।
থাকে থাকে রাখে পুষ্প বিল্বপত্র-মালা॥
অগুরু মলয়-জাত[২] লোহিত চন্দন।
ঘষিয়া রাখিল স্বর্ণ-বাটিতে তখন॥
পুষ্পপাত্র সাজাইয়া রাখিল সদনে।
পূজায় বসিল পরে কবিরত্নে ভণে॥

অথ পূজাশুদ্ধি।

কুরু সম্প্রতি করুণাময়ী দীনজনে। মামতি প্রপঞ্চিত বঞ্চিত নিতান্ত আশ্রিত তারা তব চরণে॥ ধুয়া॥

পূর্ব্বমত মন্ত্রে পূজা কৈল চণ্ডিকারে।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি করি ষোড়শোপচারে॥
পূজিল কমলা বাণী কার্ত্তিক গণেশ।
সগণ বৃষবাহন পূজিল মহেশ॥
ময়ূর মূষিক নাগ অসুর কেশরী।
প্রত্যেকেরে ষোড়শোপচারে পূজা করি॥
গন্ধপুষ্পে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অম্বিকারে।
সকল ডম্বক দিল বেদের আচারে॥

সর্ব্বত মঙ্গল ভদ্র করিল নির্ম্মাণ।
অষ্টাদশ পদ্ম লেখে বিধির বিধান॥
পিটালিতে পঞ্চ বর্ণ করিয়া রচন।
পঞ্চগুঁড়ি নাম তার বেদে নিরূপণ॥
তণ্ডুলেতে শ্বেত হরিদ্রায় পীতবর্ণ।
পুলাকজ দগ্ধ কৃষ্ণশ্যাম বিল্বপর্ণ॥
কুমকুম কুসুম চূর্ণ হইল লোহিত।
ভদ্র মণ্ডলের চিত্র করিল বিহিত॥
চারিদ্বারে শুভ্রবর্ণ দু'পাশে লোহিত।
তার পাশে দ্বারেতে করিল বর্ণ পীত॥
চারি কোণ পঞ্চবর্ণ করিল রচন।
বিচিত্র করিল কত বিধান যেমন॥
তাহে অষ্টদল পদ্মে অষ্ট নায়িকায়।
আবাহন করিয়া অর্চ্চনা কৈল রায়॥
চৌষট্টি যোগিনী পূজা করিল যাবন্ত।
অগ্রেতে ব্রহ্মাণী মহা গৌরীর পর্য্যন্ত॥
কোটি যোগিনীর পূজা কৈল নরপতি।
নররায় নবকালী পূজিল সম্প্রতি॥
অষ্টশক্তি সবাহনে সহ পরিবার।
চামুণ্ডা পূজিল কাত্যায়নী সঙ্গে যার॥
জয়ন্তী অবন্তী স্বধা পূজে সাবধানে।
অম্বিকার ঘটেতে শঙ্করী সন্নিধানে॥
ইত্যাদি পূজিল যত আবরণ গণ।
পূজা কৈল নরপতি প্রমাণ যেমন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী॥

অস্ত্র পূজা।

মল্লার রাগেন গীয়তে।

চন্দন কুসুমে পূজে, দেবীর দক্ষিণ ভুজে
ত্রিশূলেরে ষোড়শোপচারে।
খড়্গ চক্র তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি খেটক কৃপাণ
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা ঘোরবারে॥

১। যন্ত্রপুষ্প—দেবীর অধিষ্ঠান-চক্রে ব্যবহৃত বিশেষ পুষ্প। ২। মলয়-জাত—পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

পরশু কুলিশ[1] ধনু, চর্ম্ম গণ্ডারের জনু[2],
আর পূজা কৈল আভরণে।
সর্ব্বাস্ত্র ধারিণী মায়, পূজা কৈল নররায়,
আর পূজা কৈল সিংহাসনে॥
অষ্ট বসুকে পূজিল, ধূপ-দীপ আদি দিল,
পূজে দিক্‌পালে সবাহন।
ভক্তিভাবে নরপতি, পূজা কৈল হৈমবতী,
পুষ্পমালা কৈল নিবেদন॥
পরম আনন্দচিতে, কাম-তন্ত্রে হরষিতে,
আরতি করিল একবার।
মহানন্দ মহোৎসব, বাদ্য শঙ্খ ঘণ্টারব,
আনন্দ বাড়িল সবাকার॥
পূর্ব্বমত নিরূপণে, বলি খড়্গ আরাধনে,
ছাগ মেষ মহিষ কাটিল।
খর্পরে রুধির নিয়ে, চণ্ডিকারে নিবেদিয়ে,
সপ্রদীপে আরতি করিল॥
নানা বাজনা বাজায়, প্রেমানন্দে নাচে গায়,
জলপান কৈল নিবেদন।
ধূপ-ধুনা অন্ধকার, হইল চণ্ডিকাগার,
করে শ্বেত চামর ব্যজন॥
কোলাহল উতরোল, দুর্গা দুর্গা দুর্গা বোল,
নাচে সবে দেয় করতালি।
জগদম্বা বলি কেহ, ডাকে লোমাঞ্চিত দেহ,
বাহু তুলে বলে কালী কালী॥
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রায়, নিবেদিয়ে চণ্ডিকায়,
তাম্বূলাদি করিয়া অর্পণ।
জপ করিয়া রাজন, কৈল জপ সমাপন,
স্তব করে পুলকিত মন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শঙ্করীর স্তব।

তারা নিস্তারকারিণী নিস্তার অনুগত প্রণতে এবার।
না জানি ভজন-স্তুতি অকৃতি অসার॥ ধুয়া॥

নমস্তে শঙ্করী, শঙ্কর-সুন্দরী,
শিবা শাকম্ভরী শ্যামা।
শিব-সহচরী, মায়া মহোদরী,
মহেশ্বরী হররামা॥
ত্রিতাপ-হারিণী, ত্রিগুণা-তারিণী,
গুণময়ী গুণাত্মিকে।
কৌশিকী কমলা, করালী বিমলা,
অভয়া অম্বে অম্বিকে॥
ভবে ভবরাণী, তরণী ভবানী,
ভাবিনী ভব-মনোহরা।
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী, কৌমারী সর্ব্বাণী,
জয়ঙ্করী শিবকরা॥
শিব-নিতম্বিনী, অরিষ্ট-স্তম্ভিনী,
সুরাসুর-নরধাত্রী।
অপর্ণা অন্নদা, সর্ব্বাণী সারদা,
শিবে সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী॥
চামুণ্ডে চণ্ডিকে, নৃমুণ্ড-মালিকে,
নারায়ণী শিবদারা।
শান্তি কান্তি করি, ক্ষমা ক্ষেমকরী,
ত্রিলোক-তারিণী তারা॥
মহা মহেশ্বরী, প্রিয়ে প্রিয়ঙ্করী,
শুভঙ্করী কপালিনী।
জগতে জননী, মৃগাঙ্ক-আননী,
ভীমে নৃমুণ্ড-মালিনী॥
গিরীন্দ্র-নন্দিনী, গিরীশ-বন্দনী,
গোমতী গৌরী গান্ধারী।
গোগজ-জননী, গজেন্দ্র-গমনী,
গীতা গোপেশ-কুমারী॥
গোবিন্দ-ভগিনী, যোগেশ-যোগিনী,
দৈবকী-গর্ভ্ত-শ্রাবিণী।
অনন্তে পর্শিয়ে, যোগ আকর্ষিয়ে,
রোহিণী-গর্ভ্তে স্থাপনী॥
পরা-পরায়ণী, দেবী দাক্ষায়ণী,
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী।
গভীর নাদিনী, সুঘণ্টা-বাদিনী,
শুভে শ্মশান-বাসিনী॥

১। কুলিশ—বজ্র। ২। চর্ম্ম.....জনু—গণ্ডারের শরীর (জনু) দ্বারা নির্ম্মিত চর্ম্ম বা ঢাল।

চণ্ডে চন্দ্রচূড়া, হর-সিংহারূঢ়া,
মতি মেনকা-দুলালী।
প্রচণ্ডে চণ্ডিকা, অশিব-খণ্ডিকা,
ভদ্রকালী মহাকালী॥
দানব-কৃন্তিনী, বৈষ্ণবী জৃম্ভিণী,
ভৈরবী বিজয়া জয়া।
বল-প্রমথিনী, মন্মথ-মথিনী,
মহিষঘাতিনী দয়া॥
মুনি মনু বসু, নাগ নর পশু,
পক্ষ পতঙ্গ পর্ব্বত।
রাক্ষস কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর,
সুরাসুর আদি যত॥
সজীব অজীব, ব্রহ্মানন্ত শিব,
ধ্যান করে মা সর্ব্বদা॥
কৃপাদৃষ্টি করি, নিস্তার ভ্রামরী,
তুমি পরম দেবতা॥
পরম-ঈশ্বরী, তুমি সর্ব্বোপরি,
শক্তিরূপা শিব-সতী।
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন,
সঙ্কটে ঠেকেছি অতি॥
নামের মহিমা, রাখ গো অসীমা,
আশ্রিত পায় তোমার।
নৃসিংহেরে দয়া, কর গো অভয়া,
ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

সন্ধিপূজারম্ভ।

বিহরে কে সমরে, শবোপরে ভয়ঙ্করে,
বিনাশে অসুরে দেয় অভয় অধরে॥ ধুয়া॥

স্তব করি অম্বিকারে সুরথ নৃপতি।
ভোগ-দ্রব্য নিবেদিয়ে করিল আরতি॥
মঙ্গল বাজনা বাজাইয়া চণ্ডিকায়।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণমিল রায়॥
ধ্যানে বৈসে নরপতি ভাবি মহেশ্বরী।
মানসে দেবীর পদ হৃদিপদ্মে ধরি॥
পুরবাসী প্রতিবাসী যুবতী আছিল।
মহাষ্টমী উপবাস সকলে করিল॥
উদ্‌যোগী সকলে হৈয়া ত্বরায় তখন।
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি কৈল সমাপন॥
কৌতুকে কৌশলে দিবা হৈল অবসান।
কুমুদ-বান্ধব উরে ভানুর প্রয়াণ॥
নিত্যকৃত্য করি রাজা সন্ধ্যা সমর্পিল।
ভক্তিভাবে ভবানীরে আরতি করিল॥
বৈকালে সামগ্রী পিষ্টকাদি নিরূপণ।
মূলমন্ত্রে দেবীরে করিল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণেরে খাওয়াইল যত উপভোগ।
পরে করে নৃপ সন্ধি-পূজার উদ্‌যোগ॥
অষ্টমী নবমী সন্ধি মধ্যে বিভাবরী।
পূজিবেক তাহাতে দেবী চামুণ্ডা শঙ্করী॥
ভাগুরি কহেন মুনি কহ শুনি সার।
কি প্রকারে সন্ধিপূজা কৈল অভয়ার॥
মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহ দ্বিজবর।
সন্ধির সময় উপস্থিত অতঃপর।
পূর্ব্বমত নরপতি ষোড়শোপচারে।
সাবরণ পূজা কৈল দেবী-পরিবারে॥
চামুণ্ডার ধ্যান করে সুরথ রাজন।
পদ্ধতির প্রমাণেতে আছয়ে যেমন॥
করাল-বদনী কালী খট্টাঙ্গ-ধারিণী।
অসি-পাশ-খর্পধরা নৃমুণ্ড-হারিণী॥
ত্রিনয়নী মুক্তকেশী শশাঙ্কশেখরা।
দিগম্বরা শুষ্কমাসা[1] অতি ভয়ঙ্করা॥
আন্দোলিত আপাদ সরুধির রসনা।
সৃক্কে গলে রক্তধারা বিকট দশনা॥
এই ধ্যানে নিজ শিরে ফুল দিয়ে রায়।
মানসে করিল পূজা দেবী চামুণ্ডায়।
হৃদিপদ্মে বসাইল ভক্তি-ভাবাবেশে।
ভণে দ্বিজ কবিরত্ন নৃসিংহ-আদেশে॥

পূজা-প্রকরণ।

রাগিণী ইমন,—তাল খয়রা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী কে জানে কালীর মহিমা।
বিধি নাহি জানে, কি কহিবে আনে,
পঞ্চমুখ যাঁর না পান সীমা॥ ধুয়া॥

১। শুষ্কমাসা—গাত্রচর্ম্ম যাঁহার শুষ্ক হইয়াছে; চামুণ্ডা।

ভাগুরি কহেন যে কহিলে চমৎকার।
সন্দেহ হইল শুনে কহত বিস্তার॥
প্রতিমায় দশভুজা রূপ অম্বিকার।
ধ্যান কৈল চণ্ডহরা দেবী চামুণ্ডার॥
প্রকার বুঝিতে নারি হইল সংশয়।
সন্দেহ ভঞ্জন করি কহ মহাশয়॥
শুনি মার্কণ্ডেয় কন শুন হে ব্রাহ্মণ।
সন্ধিপূজা চামুণ্ডাতে হৈল যে কারণ॥
যে কালেতে চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ নাশ।
কাত্যায়নী চামুণ্ডারে করিল আশ্বাস॥
বর লও মনোনীত বাসনা যেমন।
পূরাইব মনোমত শুনহ বচন॥
শুনিয়া চামুণ্ডা অতি পুলকিতা হয়।
চণ্ডীর নিকটে তবে বর মাগি লয়॥
এই বর দেহ মোরে দেবী দশভুজা।
তব ব্রত মধ্যে যেন আমি পাই পূজা॥
তথাস্তু বলিয়া দুর্গা করিল স্বীকার।
কাত্যায়নী ব্রতে পূজা হইবে তোমার॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবম কলায়।
ত্রিভুবন-মধ্যে পূজা করয়ে আমায়॥
তিন পূজা নিরূপণে পূজে দশভুজা।
অদ্যাবধি তব জন্য হৈল চারি পূজা॥
তিথিতে না পাবে পূজা শুন বরাননা।
অষ্টমী নবমী সন্ধি যোগেতে অর্চ্চনা॥
রঙ্গিণী গো রণোন্মত্তা দেবী রক্তপ্রিয়ে।
ভক্তি ভরে পূজিবেক রক্ত-মাংস দিয়ে॥
বলি বিনে সন্ধিপূজা করিলে তোমায়।
দুর্গোৎসবের অর্দ্ধ ফল নাহি পায়॥
পরিতুষ্টা হবে তুমি প্রতিমা যাহার।
মনোভীষ্ট সিদ্ধি আমি করিব তাহার॥
নিশ্চয় কহিনু আমি অন্যমত নাই।
অন্যথা যদ্যপি হয় শিবের দোহাই॥
এই বর চামুণ্ডায় দিয়া দশভুজা।
অতএব সন্ধিযোগে চামুণ্ডার পূজা॥
ভাগুরি কহেন পুনঃ সন্ধি গেল দূর।
কোন পুরাণের মত কহত ঠাকুর॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে নাহিক প্রমাণ।
দেবীর মাহাত্ম্যে আছে চামুণ্ডা-আখ্যান॥
চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ যে রূপ নিধন।
বর দান নাহি তাতে আছয়ে বর্ণন॥
মার্কণ্ডেয় ঋষি কন শুনহ প্রমাণ।
বিশ্বতন্ত্রে নিরূপণ এই বর দান॥
কেন কর সন্দেহ হে ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
আমি যাহা কহিলাম নহে অকারণ॥
দ্বিজ কয় সন্দেহ ঘুচিল মহামুনি।
কিরূপে পূজিলা রাজা কহ দেখি শুনি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

পূজা করে চামুণ্ডায়, সুরথ কলিঙ্গ-রায়,
আসনাদি করে নিবেদন।
রক্তপুষ্প রক্ত-আশ, রক্তমাল্য রক্তবাস,
রক্ত-ভূষা লোহিত চন্দন॥
রক্তবর্ণ সমুদায়, পূজা কৈল চণ্ডিকায়,
বিধিমতে ষোড়শোপচারে।
ক্ষীরখণ্ড দধি ক্ষীর, কর্পূর-বাসিত নীর,
নিবেদিল বিবিধ প্রকারে॥
পরে রাজা শুদ্ধচিতে, লক্ষ বলিদান দিতে,
সময় করিল নিরূপণ।
দেবীর আছয়ে ক্ষোপ, সন্ধিক্ষণে হৈলে কোপ,
তখনি দিবেন দরশন॥
পুরোহিতে নরপতি, কহিলেন এ ভারতী,
শুনিয়া সুতপা তবে কয়।
যে কহিলে বটে সার, কিন্তু সন্ধি পাওয়া ভার,
তাহে চোট করা সাধ্য নয়॥
অতি সূক্ষ্মকাল সেই, তাহে বলি কিবা দেই,
সন্ধি-যোগ[1] যোগ কে করিবে।
গো শৃঙ্গে সর্ষপ স্থির, রহে যতক্ষণ ধীর,
ততক্ষণে সময় রহিবে॥
ব্যতিক্রম হৈলে কাল, ভাল নহে মহীপাল,
অষ্টমীতে যদি বলি হয়।
তবে সাতজন তায়, পশুহত্যা ফল পায়,
নবমীতে প্রত্যবায় নয়॥

১। সন্ধি-যোগ—মহাষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট এবং মহানবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট যোগে যে ৪৮ মিনিট সময়—উক্ত সময়কেই সন্ধিক্ষণ বা যোগ বলা হয়।

সুরথ নৃপতি কন, বধভাগী সাতজন,
কেবা প্রভু কর নিরূপণ।
সুতপা কহেন রায়, উৎসর্গ যে করে তায়,
দাতা আর যে করে ছেদন॥
আগে পাছে ধরে যারা, এই দুই পাপী তারা,
আর যেবা করয়ে ভোজন।
পুষে ছিল যেই জন, বধভাগী তিনি হন,
গণনায় এই সাতজন॥
সুরথ কহেন মুনি, আর বার বল শুনি,
ব্যতিক্রমে পূর্ব্বে যদি পায়।
পরে বলি যদি হয়, প্রকৃত সন্ধি-সময়
তবে পাপ যায় কিনা যায়॥
যদি বলি নাহি যায়, তবে দেবী প্রতিজ্ঞায়,
বেদবিধি সব মিথ্যা হয়।
আছে শিবের বচনে, দুর্গাপদ-দরশনে,
অসংখ্য দুরিত হয় ক্ষয়॥
সন্ধিক্ষণে হৈলে বলি, দেখা দিবেন আচলী[১],
আছে আজ্ঞা নাহিক সংশয়।
সন্ধি করিয়া সন্ধান, দিব লক্ষ বলিদান,
পূর্ব্বাপর ক্রমে দণ্ড হয়॥
তার মধ্যে যদি হয়, বলি সন্ধির সময়,
তবে পূর্ণ হবে অভিলাষ।
শ্রীনন্দকুমার কয়, যদি তাহে নাহি হয়,
তবে মোর সকলি নৈরাশ॥

বলি উৎসর্গ।

কিংবা সাধক ভূপাল ভূপালিকা আরাধনা করে। ধুয়া॥

শুনিয়ে সুতপা কয় যা কহিলে সার।
ইহার উপরেতে উত্তর নাহি আর॥
কর আয়োজন রাজা লক্ষ বলিদানে।
উৎসর্গ করহ বলি অতি সাবধানে॥
আনহ ত্বরায় লক্ষ বলি মহারাজ।
সন্ধির সময় হৈল বিলম্বে কি কাজ॥
তৎক্ষণাৎ নরপতি আনায় সকল।
উষ্ট্র গাধা ঘোড়া মেষ মহিষ ছাগল॥
শরভ বরাহ আর গন্ধমৃগগণ।
শোরাকস বনরুহ গণ্ডার বারণ॥
শশক সজারু শ্বান[২] শূকর নকুল।
মার্জ্জার মূষিক মৃগ কটাশ শার্দ্দূল॥
ভল্লুক ভোঁদড় ভাম চামরী চমর।
আনে আর কতক জুটিয়া জলচর॥
কত মীন রোহিত কতবা মিরগাল।
কালিবস বোয়ালি মাগুর শলি শাল॥
ইলিশ ছেলেঙ্গ বাচা বাটা আড়ি আর।
কই ভোলা কাঁটাফলি ভাঙ্গন কাঠার॥
বানি বাঙরুল একাচিন বারিকল।
হাঙ্গর কুম্ভীর আর ঘড়েল সকল॥
জলচর বনচর এই উক্ত সার।
অতঃপর ব্যোমচর আনে কত আর॥
হংস কাক বক্ক চক্রবাক চক্রবাকী।
পেচক পায়রা হরিতাল ডাকপাখি॥
কোকিল চাতক শিখি কুঁকড়া[৩] সারস।
ডাহুকি দাত্যূহ[৪] ফিঙ্গা সরাল ভাঁড়শ॥
কাকাতুয়া হিরামন তোতা ও চন্দনা।
নুরি মুরি শারি শুক কতেক ময়না॥
হাড়গিলা পানকৌড়ি বক চিল আর।
মাছরাঙ্গা কোরর শকুনি পরিবার॥
দৈয়াল পানপাতকুমা কাদাখোচা।
ছাতার শিকিরা বাজবৌরী কালপেঁচা॥
বুলবুল বসন্ত কোকিল আর টিয়া।
উক্ত জন্তু বলিদানে এই কয় নিয়া॥
প্রত্যেক হাজার গণি লইল রাজন।
নব্বই হাজার তাতে হইল পূরণ॥
স্নান করাইয়া সব স্তম্ভেতে বান্ধিল।
আনিতে অযুত বলি মানসে চিন্তিল॥
দশ হাজার নরবলি দিব মা'র কাছে।
প্রস্তুত সে সব বলি নিকটেতে আছে॥
আমার আছিল ভৃত্য পাত্র মন্ত্রিগণ।
মোর নুন খেয়ে কৈল আমার হিংসন॥

১। আচলী—অচলের (পর্ব্বতের) কন্যা। ২। শ্বান—কুকুর। ৩। কুঁকড়া—মোরগ বা মুরগী। ৪। দাত্যূহ—ডাকপাখি।

মনেতে হইল পূর্ব্ব কৃত অপমান।
তা সবারে দিব লক্ষ মধ্যে বলদান॥
এত বলি মন্ত্রিগণে পশু-পক্ষী সনে।
স্নান করাইয়া আনি বান্ধিল যতনে॥
মন্ত্রিগণে বলে রাজা এ কোন বিচার।
রাজা কয় পূর্ব্বের শুধিব আজি ধার॥
আর ধরে আনে রাজা হড়িপ সকলে।
বান্ধিল জিঞ্জির[১] দিয়ে হস্ত পদ গলে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

বলিদান।

কালি জয় করালবদনার জয় বারেক বদনে বলরে।
যাবে যমভয়, চিন্তামণি-পুরে চলরে॥ ধুয়া॥

শুদ্ধ ভাবে সুরথ ভাবিয়ে হরপ্রিয়া।
বলির কপালে দেয় সিন্দূর লেপিয়া॥
বিধিমতে পূজে রক্তপুষ্প নানা দিল।
পশু মন্ত্রে বলি কর্ণে গায়ত্রী জপিল॥
নৈবেদ্যাদি নিবেদিল করিল প্রণতি।
পরে খড়্গ আরাধনা করে নরপতি॥
সিন্দূর লেপিয়ে দুর্গা বীজ লেখে তায়।
পূজা করে বেদবিধি মন্ত্রের দ্বারায়॥
বলি-গ্রীবে খড়্গ ছোঁয়াইল একবার।
খড়্গ বলি নাটশালে আনে পুনর্ব্বার॥
আপনি ধরিয়া আনি পুনঃ নরবর।
বলিদান করিবারে হইল তৎপর॥
ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল ধূমায় অন্ধকার।
জ্বলিছে ধুনচি মাত্র বাহান্ন হাজার॥
হুলু দেয় রামাগণ আনন্দিত মন।
করে শত শত শ্বেত চামর ব্যজন॥
গলবস্ত্র সর্ব্বজন দেয় করতালি।
ডাকে দক্ষযজ্ঞ-হরা ঘোরা ভদ্রকালী॥
নিস্তব্ধ হইয়া সবে দুর্গাপানে চায়।
রক্ষ রক্ষ বিশ্বেশ্বরী রক্ষ মহামায়॥

পুরোহিত কুশে গঙ্গাজল ক্ষেপ করে।
প্রত্যেক বলির স্কন্ধে দিল গঙ্গানীরে॥
কদলীর দলে লক্ষ খর্পর রাখিল।
বেদমন্ত্রে চণ্ডিকার প্রার্থনা করিল॥
দুর্গা দুর্গা বলি রাজা হইল বিহ্বল।
প্রথমের ছিল কালো যতেক ছাগল॥
ভাবিয়ে ভবানী অসি আরতি করিল।
শির ধড়[২] ভিন্ন রক্তে খর্পরে পড়িল॥
বাজে বাদ্য বলিদানে তাসা ঢাক ডম্ফ।
রণবাদ্য উক্ত কাড়া পড়া জগঝম্ফ॥
অতঃপর অবিরত চোট করে রায়।
অবিশ্রাম অন্ধকার ধুনার ধূমায়॥
ক্রমে বলি দেয় রাজা নাহিক অবধি।
শোণিতে প্লাবিত প্রায় স্রোতে বহে নদী॥
হৃদয় অবধি সবে শোণিতে ঢালিল।
মানসে ভূপতি মাকে রক্ত নিবেদিল॥

কাত্যায়নীর অধিষ্ঠান।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

তবু বলি করে রায়, শোণিতে ডুবিল কায়,
নরবলি দেয় চোট চাটে।
রক্ত বহে যেন জল, দেখা নাহি যায় স্থল,
চণ্ডীর পিরীতে পশু কাটে॥
রাজার নাহিক বুদ্ধি, বলিতে মানস শুদ্ধি,
ভদ্রাভদ্র জ্ঞান হৈল লোপ।
পূর্ব্ব সুকৃতির যোগ, খণ্ডিল অশুভ ভোগ,
সন্ধিতে হইল এক কোপ॥
লৌহ খড়্গ স্বর্ণ হয়, ভূপতির ভাগ্যোদয়,
সন্তুষ্টা হইলা ভগবতী।
ভূপতির গেল পাপ, খণ্ডিল মনের তাপ,
যেই কর্ম্ম করিল সম্প্রতি॥
বলিদান সাঙ্গ হয়, খড়্গ দেখি সবিস্ময়,
সকলে বলিছে ধন্য ধন্য।
ভালরে ভালরে ভাল, কিবা সাধক ভূপাল,
প্রকাশ পাইল কিবা পুণ্য॥

১। জিঞ্জির—শিকল। ২। ধড়—গলদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত অংশ।

দুর্গা দুর্গা বলি সবে, রাজারে প্রশংসে তবে,
নৃত্য-গীত করে সর্ব্বজনে।
রক্ত শীর্ষ নিবেদিল, ভূপতি স্তব করিল,
কৈলাসে জানিল তারা মনে॥
বিজয়ারে সঙ্গে করি, মনোরঙ্গে মহেশ্বরী,
উত্তরিল হইয়া সত্বর।
যেখানে কলিঙ্গ রায়, স্তব করে অম্বিকায়,
তথা প্রতিমায় কৈল ভর॥
সুরথ কলিঙ্গ-রায়, স্তব করে অম্বিকায়,
সবিনয়ে গললগ্নী-বাসে।
অধরে পড়িয়া ধরা, কৃপা কর পরাৎপরা,
ইহা বলি নেত্র লোহে ভাসে॥
আমি অতি গতি হীন, ভক্তিপথে উদাসীন,
ক্রিয়াহীন পামর বিশেষ।
কৃপা কর নিজগুণে, অভাজন অনিপুণে,
নাহি ভক্তি ভজনের লেশ॥
মূঢ়মতি অতিশয়, আমা হৈতে কিবা হয়,
কিবা জানি করিতে অর্চ্চনা।
গঙ্গাজলে বিল্বদলে, সঁপিব চরণ-তলে,
এইমাত্র মনের বাসনা॥
সুরথ সুধীর স্থির, স্তব করে পার্ব্বতীর,
দু'নয়নে বহে জলধারা।
দেখিয়া কাতর তারে, বাক্য না কহিতে পারে,
কৃপান্বিতা হইলেন তারা॥
প্রতিমা দোলায়ে মায়া, ধরিলা অম্বিকা কায়া,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা।
সকল সগণ সঙ্গে, বারি হৈলা দেবী রঙ্গে,
যেইরূপে প্রতিমার পূজা॥
ভক্তি-বৎসলা মাতা, হইলেন বরদাতা,
প্রত্যক্ষ দেখিল নরপতি।
ব্রহ্মাতেজ অঙ্গ-আভা, মধ্যাহ্নিক কোটী প্রভা,
নয়নে না ধরে হেন জ্যোতি॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রায়, ক্ষণেকে চেতন পায়,
প্রণমিল পড়ি ধরাতলে।
দেবী করে ধরি তোলে, বসাইল নিজ কোলে,
অঙ্গ-ধূলা ঝাড়েন অঞ্চলে॥
গললগ্নী-কৃতবাসে, সজল-নয়নে ভাষে,
স্তব করে সুরথ রাজন।
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, রাখগো চরণপাশে,
দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন॥

অথ দেবীর স্তব।

কালিকে কমলে কৌশিকি করালে।
কাশীনাথ-প্রিয়ে নৃকপাল-মালে॥৬॥
কৃপাণী কপালি কালী কাত্যায়নী।
কালহারিণী তারিণী দাক্ষায়ণী॥১৩॥
খড়্গা খর্পরা খল-খনীর্ব্বকরা।
খগেশবাহিনী তুমি জ্যোস্না খরা॥১৯॥
খেটকধারিণী ক্ষিতি খর্পধরা।
স্খলিতচিকুরাচ্যুতা খরতরা॥
গীতা গান্ধারী গৌরী গিরিশজায়া।
গণেশজননী গতি মুক্তি মায়া॥৩২॥
গোমতী গিরীশকন্যা গয়েশ্বরী।
গতিনাথগৃহিণী গো গোদাবরী॥৩৮॥
ঘনরূপা ঘোররাবে ঘোরবেশী।
ঘনঘণ্টাবাদিনী ঘোরা সুকেশী॥৪৪॥
ঘোষণা ঘোরণী অঘোর ঘরণী।
ঘোরঘণ্টা ঘটায়িতা জাগরণী[1]॥৫০॥
চণ্ডমুণ্ড-হারিণী চণ্ডনায়িকে।
চরাচর-গতি চেতন-দায়িকে॥৫৪॥
চণ্ডিকে চামুণ্ডে চণ্ডা চণ্ডরূপে।
চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী চতুর্ম্মুখরূপে॥
ছলাবতী ছলছিন্না[2] দৈত্যকায়া।
ছায়ারূপে ছদ্মবেশে ছিদ্রধরা॥৬৬॥
ছত্ররূপিণী রক্ষিণী অস্থিমালে।
ছবি ছায়া কটি-শোভা রুরুছালে[3]॥৭২॥
জগদ্ধাত্রী জয়া জগত-তারিণী।
জগদম্বিকে জননী নিস্তারিণী॥৭৮॥
জগৎ-ঈশ্বরী সদা জয়-প্রদায়িনী।
জগজনে গতি গণ-বিধায়িনী॥৮২॥

১। জাগরণী—যিনি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন। ২। ছলছিন্না—ছল (মায়া) ছিন্ন করেন যিনি। ৩। রুরুছালে—রুরু নামক হরিণের চামড়ায়।

ঝটিতফলদায়িনী শিবকরা।
ঝাটীপুষ্প-প্রিয়ে ঝন্‌ঝাটহরা ॥ ৮৬ ॥
ঝনঝন ঝনঝাঁঝ ঝঙ্কারিণী।
ঝন ঝন ঝরে ঝড়কা-বারিণী ॥ ৯০ ॥
টঙ্কা-ঘাতিনী টঙ্কটি টঙ্কারিণী।
টল টলায়িত ধরণী ধারণী ॥
টাটেশ্বরী টান দিয়ে পার কর।
টন কেশী টালে টালে দুঃখ হর ॥ ৯৬ ॥
ঠাকুরাণী ঠকে মার ঠার ঠোরে।
ঠনঠনী গদিনী নিস্তার কর মোরে ॥ ১০০ ॥
ঠাট-কারিণী ঠেকেছি ঘোর ঠাটে।
ঠাটে কলিঙ্গ ভূপ কটক কাটে ॥
ডমরু-বাদিনী ডাকিনী কালিকে।
ডঙ্কাবাদ্য-কারিণী হিম-বালিকে ॥ ১০৪ ॥
ডরহ-নাশিনী[১] ঈশানী রক্ষ ভীমে।
ডরিয়া ডাকি পাকে তাকে অসীমে ॥ ১০৮ ॥
ঢাকুরেশ্বরী ঢঙ্গ-নাশিনী মাতা।
ঢেমচা-বাদিনী পর-ঋদ্ধিদাতা ॥ ১১২ ॥
ণকার-রূপিণী ণভবডাকিনী।
না জানি স্তুতিটুতি রোগদ্রাবিনী ॥ ১১৬ ॥
তারা ত্রাণ-কারিণী ত্রিতাপ-হরা।
ত্রিগুণধারিণী[২] ভবে ত্রাণ করা ॥ ১২০ ॥
থর থর ডরে কালী কাঁপে তনু।
স্থিরকর তারিণী গিরিশ-জনু ॥ ১২৪ ॥
দেবী দুর্গা দয়াময়ী দুঃখ হরে।
দুরা দুর্গা দুর্গমে দুস্তরে ॥ ১২৮ ॥
ধরাধর-তনয়া ধর-ধারিণী।
ধীরা ধীরপ্রিয়া অধীর-হারিণী ॥
নারায়ণী নিশুম্ভনাশিনী শিরে।
নকুলপ্রিয়ে নন্দিনী নিম্ন-নীরে ॥ ১৪০ ॥
পরমেশী পরাৎপরা পারাবারে।
পার্ব্বতী কর পার পাপে আমারে ॥ ১৪৩ ॥
ফণি-পাশধরা ফলদাত্রী লোকে।
ফলিনী ফলকা সুখী কর শোকে ॥ ১৪৪ ॥
বিধি-বন্দিনী বিশ্বেশি বিশ্বোদরা।
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি ত্রিগুণ ধারা ॥ ১৫১ ॥
ভ্রামরী ভ্রামিনী ভবানী এ ভবে।
ভয়হারিণী রক্ষ পদপল্লবে ॥ ১৫৫ ॥
মহেশ্বরী মাহেশ্বরী মুণ্ডমালে।
মহিষমর্দ্দিনী মন্দ সিন্দু ভালে ॥ ১৬০ ॥
যশোদা-নন্দিনী যশোদা বিজয়া।
যোগেশী যমুনা জাম্বুকী অভয়া ॥ ১৬৭ ॥
রক্ষ রক্ষ রঙ্কিনী রুদ্রাণী শ্যামা।
রুধিরপ্রিয়া রঙ্গিণী রঙ্গ-রমা ॥ ১৭৩ ॥
লোহ লোহ রসনা লোক-তারিণী।
লোকনাথ নারী ত্রিলোক-ধারিণী ॥ ১৮০ ॥
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বিশ্বোদরী।
বাসবী বাশুলী বরা ভয়ঙ্করী ॥ ১৮৩ ॥
শিবে শিবকরা শিবানী শঙ্করি।
শুভঙ্করী শবারূঢ়া শাকম্ভরী ॥ ১৯০ ॥
ষড়াক্ষররূপে ষট্-পদদাত্রী।
ষড়াঙ্গিনী ষষ্ঠি ষড়াননমাত্রী ॥ ১৯৪ ॥
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বময়ী সর্ব্বকরা।
সর্ব্বেশ্বর-জায়া শশাঙ্ক-শেখরা ॥
হলবর্ণ-রূপা হর ক্লেশ মম।
হররাণী ময়ি অকৃতি অধম ॥ ২০২ ॥
ক্ষীণে ক্ষমাকর চাহ মা ফিরিয়ে ॥
ক্ষুব্ধে মুগ্ধ কর ক্ষিতিভার দিয়ে ॥ ২০৪ ॥
ক্ষুণ্ণাশিনী ক্ষীরবাসিনী সর্ব্বভূতা।
ক্ষুণ্ণজনে তার ক্ষিতিধরসুতা ॥ ২০৭ ॥
ক্ষীণ করে কে খেদে জননি বিনে।
ক্ষমারূপে ক্ষম কবিরত্ন দীনে ॥

দেবীর বরদান ও সুরথের প্রার্থনা।

সদয়া হইয়া দীনের প্রতি চাও গো বারেক নয়ন-কোণে ॥ ধুয়া ॥

স্তব করে সুরথ নয়নে বহে ধারা।
আশুতোষ-প্রিয়া আশু-দয়ান্বিতা তারা ॥
সহজে প্রকৃতি অতি সদয় হৃদয়।
সুরথের কষ্ট আর প্রাণে নাহি সয় ॥

১। ডরহ-নাশিনী—ডর (ভয়) বিনাশকারিণী। ২। ত্রিগুণধারিণী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ যিনি ধারণ করেন।

দেখিয়া কাতর তারে কাতরা কালিকে।
সুরথে সম্বোধি কন ভূধর-বালিকে॥
আর না ভাবিহ দুঃখ সুরথ রাজন।
হৈয়েছি প্রসন্না তোরে বরের কারণ॥
বহু ক্লেশ পাইয়া পূজা কৈলে যথোচিত।
তাহাতে আমার মন হইল কম্পিত॥
তুমি মোর প্রাণ বাছা ভক্ত-শিরোমণি।
তোমারে পর্শিয়ে হৈল পবিত্র অবনী॥
গুণাকর পুত্র মোর গণেশ কার্ত্তিক।
তুমি ত হইলা পুত্র তাহার অধিক॥
ঋণী কৈলে মোরে রাজা সভক্তি বোধনে।
নহিব সমর্থ আমি এ ঋণ শোধনে॥
আর কি এমন দিবা দেখিতে না পাই।
আয়রে করিয়া কোলে জীবন যুড়াই॥
সুরথের দুঃখে অতি আর্দ্রচিত তারা।
ভক্তের বৎসলা ঝরে ত্রিনয়নে ধারা॥
পুত্রভাবে ভবরাণী কোলে নিতে যায়।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিছে নররায়॥
ও কোলের যোগ্য নহি নহি ভাগ্যবান।
পদান্তে নখর-প্রান্তে দে মা তারা স্থান॥
পদরজ দিয়ে কালী কর আপ্যায়িত।
যাহা হিরণ্যগর্ভার অতীব বাঞ্ছিত॥
বিষয়-বাসনা মনে করেছি কিঞ্চিত।
অভিলাষ এই দুই কর মা পূর্ণিত॥
শুনিয়া শঙ্করী কন চিন্তা কি এখন।
আজি তোরে প্রদান করিব ত্রিভুবন॥
ইন্দ্রাদি দেবতা তোর অনুগত হবে।
ত্রিলোকের রাজা হৈলে বাঞ্ছা পূরে তবে॥
সুরথ কহেন মাতা কাজ কি তাহায়।
কিঞ্চিৎ এমন দাও উপকায় যায়॥
অতি অল্প ধরাখানি উদয়াস্তাচল।
তাহাতে বিস্তর জ্ঞান পাইব সকল॥
দেবী কন এই জন্য এত আকিঞ্চন।
বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া ফল কি এমন॥
রাজা কয় বিস্তর বাসনা মোর নাই।
কর্ণাট রাজার রাজ্যে কর যেন পাই॥

শুনিয়া শঙ্করী কন শুনহে রাজন।
উদয়াস্তে রাজা হবে নহে অনাধন॥
কর্ণাটের কথা আমি বলিতে না পারি।
নিত্য পূজা করে মোরে কর্ণাটাধিকারী॥
পরম ভকত মোর ভক্তি করে অতি।
অধিষ্ঠানে আছি আমি তাহার বসতি॥
সকল পাইবে তার রাজ্য পাবে নাই।
রাজা কহে তবে অদ্য বর নাহি চাই॥
কান্দে রাজা ধরাতলে পড়িয়ে তখন।
দেখিয়া দেবীর হয় সকাতরা মন॥
করে ধরি তুলি তারে কোলে বসাইল।
নিজাঞ্চলে গাত্র ঝাড়ি মুখ মুছাইল॥
বলে আর শোক না করিহ মহারাজ।
কর্ণাট হইবে জয়ী কর এই কাজ॥
যুদ্ধকালে সাতদিন কর চণ্ডীপাঠ।
শুদ্ধরূপে হৈলে আমি ছাড়িব কর্ণাট॥
বর দিয়া প্রবোধ করিয়া অবশেষ।
স্বগণ সহিত কৈল প্রতিমা প্রবেশ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

নবমী পূজা।

পুলকিত নররায়, পূজা করি অম্বিকায়,
ভোগদ্রব্য কৈল নিবেদন।
তাম্বূলাদি দিয়ে আর, নির্ম্মঞ্ছন[১] তিনবার,
সন্ধিপূজা হৈল সমাপন॥
নৃত্য-গীতে নিশা যায়, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেতে রায়,
নিত্যকৃত্য ক্রিয়া সাঙ্গ করি।
পুরোহিত লয়ে সঙ্গে, জাহ্নবী-সলিলে রঙ্গে,
স্নান কৈল স্মরিয়া ঈশ্বরী॥
প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপিল, পূর্ব্বদিক্ প্রকাশিল,
উদিত হইল দিবাকর।
ভূপতি আনন্দে ভাসি, আপন আলয়ে আসি,
মার্জ্জনা করাইল পূজা-ঘর॥

১। নির্ম্মঞ্ছন—নীরাজন, আরতি।

পুরবাসী যত জন, স্নানে হৈল শুদ্ধ মন,
পূজা কৈল লয়ে আয়োজন।
নৈবেদ্য কুসুম গন্ধ, বসনাদি নানাবন্দ,
প্রস্তুত করিল প্রকরণ॥
কন্যা লগ্নে নরপতি, অর্চ্চিবারে হৈমবতী,
শুভক্ষণে নবমী সময়ে।
সুতপা ব্রাহ্মণ সনে, বসিলেন কুশাসনে,
দেবী তত্ত্ব চিন্তিয়ে হৃদয়ে॥
দন্তকাষ্ঠ নিবেদিল, বস্ত্রে মুখ মুছাইল,
দর্পণে দেবীরে নাওয়াইল।
সঙ্কল্পে পড়িল ঋদ্ধি, ভূতাসন কৈল শুদ্ধি,
ন্যাস আদি সমাপ্ত করিল॥
অনুক্রম সমুদয়, অনুভবে গুণময়,
ধ্যান করি পূজিল তারায়।
আর যত আবরণ, পূজা করিল রাজন,
বলি দিয়ে তোষে অভয়ায়॥
সুরথ নরেন্দ্ররাট, কৈল স্তুতি চণ্ডীপাঠ,
অন্নাদি করিল নিবেদন।
সভক্তি প্রণয়ে অতি, হোম করে মহামতি,
স্থাপিয়ে বরদ হুতাশন॥
সাজ্যতিল বিল্বদল, প্রাদেশে মার্জ্জনে জল,
আহুতি দিলেন মূলমন্ত্রে।
সমাপিল কুশণ্ডিকা, ধ্যান করিয়া চণ্ডিকা,
দক্ষিণান্ত কৈল বেদ-তন্ত্রে॥
দেবী নৈরাশ হইলা, অনুকম্পা সম্বরিলা,
পূজালয় হইয়া উদাস।
শূন্য হৈল সর্ব্বদিক্, দুঃখ হৈল মর্ম্মান্তিক,
আচানক জন্মিল হুতাশ॥
আঁখি করে ছল ছল, চারিধারে বহে জল,
সুরথের শোক হৈল অতি।
নিষ্পদ[১] হইল দুঃখে, বাক্য নাহি সরে মুখে,
মৃতকল্প প্রায় নরপতি॥
এইরূপে দিবা সায়, ভানু অস্তাচলে যায়,
উদয় হইল নিশাকর।
সুদুঃখিত নরপতি, কৈল চণ্ডীর আরতি,
জলপানি দিলেন সত্বর॥

পুরবাসী লোক যত, প্রেমানন্দে উনমত্ত,
আরম্ভিল রসে নৃত্য-গান।
সে সব রঙ্গে রাজার, মন নাহি লাগে আর,
ভাবি শোকে সকাতর প্রাণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথের নবমীর নিশিতে করুণ বিলাপ।

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল আড়া।

কি হলো, নবমী হলো অবসান।
এখনি যাইবে উমা লয়ে মোর প্রাণ॥
বর দেয় পিকগণ, উদয় হইল তপন,
নীরে কমল প্রকাশিল শশীর পয়ান॥ ধুয়া॥

প্রবর্ত্ত হইল নিশি অর্দ্ধেক যখন।
অতি শোক উপস্থিত হইল তখন॥
অম্বিকার মুখ হেরি সুরথ রাজন।
দু'নয়নে বহে জল শোকাকুল মন॥
কি হলো আমার দশা মরি হায় হায়।
প্রভাতে পলাবে উমা ত্যজি অভাগায়॥
তিন দিন আনন্দে ছিলাম অতিশয়।
প্রমাদ ঘটিবে নিশি প্রভাত সময়।
এইরূপে অধৈর্য্য হইয়ে রাজা কান্দে।
পাগলিনী প্রায় রাণী কেশ নাহি বান্ধে॥
শোকাকুলা মহিষী খসিয়া পড়ে বাসে।
অকলঙ্ক মুখশশী অশ্রুজলে ভাসে॥
হায় হায় কি হবে কি হবে হায় হায়।
এ আনন্দে বিচ্ছেদ কেমনে সহা যায়॥
এলে উমা দুঃখিনীরে অনুকম্পা করি।
আনন্দ উৎসব উমা এ তিন শর্ব্বরী[২]॥
মুখ হেরে বুক ফাটে বাক্য নাহি সরে।
কালিকার মুখ চেয়ে রহিনু মা ঘরে॥

১। নিস্পদ—গতিহীন, চলচ্ছক্তিহীন। ২। শর্ব্বরী—রাত্রি।

কেমনে যাইবে ঘরে বল মা শঙ্করী।
কালি[1] হৈতে হবে মোর দিনে বিভাবরী[2]॥
আলো করিবে মা গিয়ে শঙ্করের ঘর।
দিবসে আন্ধার হবে অভাগীর ঘর॥
কোন বিবেচনা তারা পাষাণ-তনয়া।
দয়াময়ী হইয়ে হরিবে মায়া দয়া॥
সুরথে কহিছে রাণী শুন মহারাজ।
প্রভাতে যাইবে উমা হইল কি কাজ॥
সহিতে না পারি দুঃখ প্রাণ বলে যাই।
উমার-বিচ্ছেদে দেখি প্রাণ রবে নাই॥
এখন আছয়ে মনে নিশি অবসাদ।
যাবে যাবে আছে ভাল প্রভাত প্রমাদ॥
বিনাইয়া কান্দে রাণী পড়িয়ে ধূলায়।
উথলিল শোকসিন্ধু ভাসে নররায়॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে সমাকুল দুঃখে।
হা দুর্গা হা দুর্গা বই অন্য নাই মুখে॥
বলে হায় এ নিশি পোহায়ে কাজ নাই॥
দীর্ঘনিশি হউক উমা রহুক একঠাঞি॥
কান্দিতে কান্দিতে নিশি হৈল অবসান।
বর লয় পিকগণ কুক্কুট[3] নিশান॥
উদয় ভাস্কর[4] পূর্ব্বদিক্ পরকাশে।
কবিরত্ন কহে রাজারাণী শোকে ভাসে॥

বিজয়া দশমী।

করুণা রাগেন গীয়তে॥

কেমন করে কহিছ উমা যাব শিব-সন্নিধানে।
তুমি যাবে নিকেতনে, ওমা বরাননে,
মেনকা জননী তোর মরিবে প্রাণে॥ ধুয়া॥

কান্দে রাণী শোকেতে হইয়া সমাকুল।
না সম্বরে অম্বর নাহিক বান্ধে চুল॥
বিধাতা করিল একি শিরে বজ্রাঘাত।
কি হলো নবমী-নিশি হইল প্রভাত॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধুলাতে লোটায়।
শোকেতে মূর্চ্ছিত আঁখি মিলে নাহি চাই॥
রাজা-রাণী-শোকেতে করিছে সবে শোক।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ কান্দে যত লোক॥
অম্বিকার মুখ হেরি ভাবে সর্ব্বজন।
উথলিল শোকসিন্ধু ঝোরে দু'নয়ন॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি দুর্গা দুর্গা বলে।
ধূলি হৈল কর্দ্দম গলিত আঁখি-জলে॥
রাজা-রাণী বিলাপ করিয়া কয় তবে।
সুপ্রভাত রজনী হইল আজি ভবে॥
দেখিবে উমাকে আজি ত্রিনয়ন ভরি।
আনন্দ বিচ্ছেদে মোর দিবসে শর্ব্বরী॥
রাজপুরে হায় হায় এই মাত্র রব।
পুরবাসী পুরকন্যা নিরানন্দ সব॥
সুখী ছিল আনন্দময়ীর আগমনে।
সে সুখ বিচ্ছেদ হৈল উমার গমনে॥
দুঃখ হয় যথোচিত নিরানন্দ কন।
স্মরিয়া স্মরিয়া ইহা কান্দে সর্ব্বজন॥
কি করিলে ওমা উমা ছাড়িবে কেমনে।
দয়ামতি হয়ে দয়া না ছাড়িও মনে॥
রোদন আবিল মাত্র মার্জ্জনা করিল।
ক্ষণেক ভূপতি স্তবে মৌনেতে রহিল॥
সুতপা কহেন আসি পূজা হেতু ত্বরা।
কি হবে ভূপতি বল মিথ্যা শোক করা॥
রাখিতে নারিবে মাকে শুন নরপতি।
থাকিবার নন উমা দেবী হৈমবতী॥
তোমার কি সাধ্য রাখ না জান তদন্ত।
অন্যাপরে কি কথা না পারিল হেমন্ত॥
মেনকার কান্দিয়ে ঝুরিল দু'নয়ন।
তারি বশ না হইলা তুমি কি এমন॥
দ্বিজ-বাক্যে শোক রাজা কৈল নিবারণ।
স্নানে যান দ্বিজ সঙ্গে কবিরত্ন কন॥

দেবীর বিসর্জ্জন।

শোক নিবারণ করি, স্মরি মনে মহেশ্বরী,
সুরথ করিল স্নান-দান।
করি অভীষ্ট স্মরণ, বন্দি গুরু দেবগণ,
সন্ধ্যাহ্নিক কৈল সমাধান॥

১। কালি—আগামীকাল। ২। বিভাবরী—রাত্রি। ৩। কুক্কুট—মোরগ। ৪। ভাস্কর—সূর্য্য।

ভক্তি-চিত্তে নরেশ্বর,　　গৃহে আসি তদন্তর,
পূজালয়ে করিল প্রবেশ।
বেদাচারে নরপতি,　　অম্বিকারে করি নতি,
পূজিবারে হইল আবেশ॥
দন্তকাষ্ঠ নিবেদিল,　　চণ্ডিকারে নির্ম্মঞ্ছিল,
পরে পূজা আরম্ভ করিল।
পূর্ব্বমত আচরণে,　　পূজা আদি সমাপনে,
সংক্ষেপেতে সবারে অর্চ্চিল॥
দিয়ে মাষভক্তবলি,　　হৈয়া রাজা কৃতাঞ্জলি,
স্তব করি তোষে ভূতগণে।
বিকচ কমল দল,　　আঁখি হৈল ছল ছল,
মনোযোগ কৈল বিসর্জ্জনে॥
অম্বিকারে আগে রাজা, আনি দিল অষ্ট-ভাজা,
দধিকড়মা কৈল নিবেদন।
গলবাসে যুড়ি কর,　　নরপতি সকাতর,
ক্রিয়া সাঙ্গে করিছে স্তবন॥
বিধিহীন ক্রিয়াহীন,　　ভক্তি হীন অতিদীন,
ক্ষীণ জনে পূজিয়া শঙ্করী।
তোমার প্রসাদে তূর্ণ,　　সে সব হইল পূর্ণ,
কৃপা দৃষ্টি কর মহেশ্বরী॥
এই বাক্য সমাপিল,　　যোনিমুদ্রা দেখাইল,
ঈশান করিয়া নিরীক্ষণ।
নির্ম্মাল্যবাসিনী বামে, পূজে রাজা মোক্ষধামে,
নির্ম্মাল্যেতে ঘটেতে তখন॥
ক্ষমস্ব বলিয়া রায়,　　বিসর্জ্জিল অভয়ায়,
দু'নয়নে বহে বারিধারা।
সংহারমুদ্রায় ফুলে,　　লইলেন করাঙ্গুলে,
স্মরি দেবী চণ্ডেশ্বরী তারা॥
ঈশানেতে তেয়াগিল,　　ঘট কিছু নড়াইল,
উদাস হুতাশ ত্রাস মনে।
কান্দিছে সুরথ রায়,　　শোকে শীর্ণ হৈল কায়,
বিনয়েতে কবিরত্ন ভণে॥

দেবীর বিদায় ও সুরথের করুণোক্তি।

আমি কেমন করে বল উমায় করিব বিদায়।
থাকিতে জীবন যাও বলিতে উমায় নাহি বাহিরায়॥ ধুয়া॥

সকাতরে সুরথ ভূপতি সযতনে।
বিনয়ে কহিছে মা'র ধরিয়ে চরণে॥
জয় জয় জগদম্বে জয় মহাশয়ে।
জগত অপরাজিতে জিনে লোকত্রয়ে॥
বিজয়ে ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্তি-হরণ-কারিণী।
জয় ভকতবৎসলে ত্রিভুবন-তারিণী॥
জয়কালী কালরাত্রি চামুণ্ডে চণ্ডিকে।
রুধিরপ্রিয়ে প্রচণ্ডে অশুভ-খণ্ডিকে॥
কপালিনী পিবে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলদাত্রী।
জয় সিদ্ধযোগিনী ভবানী ভাবধাত্রী॥
মহিষমর্দ্দিনী মা জয়দে মহামায়ে।
জয় জয় চণ্ডমুণ্ডহরা হরজায়ে॥
রক্তবীজ শুম্ভ-নিশুম্ভাদি বিনাশিনী।
প্রচণ্ডানায়িকে বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী॥
মমালয়[১] ছাড়ি মাতা করহ গমন।
পূর্ণ কর অভিলাষ না হও কৃপণ॥
করহ গমন দেবী করহ গমন।
সর্ব্বলোক-হিতে কর পুনরাগমন॥
পিনাকি হরবল্লভে চামুণ্ডে সদয়ে।
করহ গমন কালী আপন আলয়ে॥
স্বস্থানে গমন কর দেবী দুর্গাহরা।
জগৎ-জননী দুর্গে সর্ব্ব-শান্তিকরা॥
পুনরাগমন কর ত্রৈলোক্য-পূজিতে।
পুনরাগমন কর বৎসর-অতীতে॥
শৈলরাজ-সুতে দেবী জগন্নিস্তারিণী।
প্রীতাভব মহামায়া লোক-হিতৈষিণী॥
দৈত্যদর্পহরা দুর্গে যাও নিজ ঘর।
পরম স্থানতে যথা আছেন শঙ্কর॥
সকল দেবতা সনে করহ গমন।
লয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গজানন॥

১। মমালয়—আমার গৃহ (আলয়)।

উঠ উঠ দেবী দুর্গে চামুণ্ডে অভয়ে।
কল্যাণ করিয়া যাও অকৃতি তনয়ে॥
পরস্থান ছাড়িয়া আপন স্থানে যাও।
অষ্টশক্তি-সহ সদা মোর শুভ চাও॥
আমি হে করিনু পূজা পূর্ণ কর তায়।
ব্রজ স্রোত জলে তিষ্ঠ গৃহে মহামায়॥
এই স্তব বলিয়া সুরথ নররায়।
আর না বলিতে পারে প্রাণ বাহিরায়॥
কণ্ঠ রোধ হৈল চক্ষে বহে বারিধারা।
আর না বলিতে পারি যাও যাও তারা॥
পুরবাসী যত জন কান্দে উতরোল।
রোদনের ঘটায় ঘটিল মহা গোল॥
শ্রীনন্দকুমার গায় মধুরস গান।
কি সাধ্য হইতে স্থির না হয় পাষাণ॥

দর্পণ-দর্শনে জলে বিসর্জ্জন ও দেবীর স্তব পাঠ।

রাগিণী ললিত,—তাল আড় খেমটা।

ওগো দীন-দয়াময়ি কর করুণা। আর সহে না ভবে এ যন্ত্রণা ওমা ভব ক্লেশ, তনু হৈল শেষ দুঃখ সহে না। গত হলো কাল, উপস্থিত কাল, কালহরা কালী কাল-বরণা॥ ধুয়া॥

পরে রাজা পরম বিরস ভাবি মনে।
দেখিল দেবীর পদ সজল দর্পণে॥
বিসর্জ্জন করিল দর্পণ সেই জলে।
শোকে কান্দে রাণী তবে পড়িয়া ভূতলে॥
কন্যা বিদায়ের মত করিল ব্যাভার।
দ্রব্যাদি আনিয়া দিল তেমত প্রকার॥
অচ্ছিদ্রাবধারণ করিল নররাট[১]।
পরে রাজা শুদ্ধচিত্তে করে স্তবপাঠ॥
সর্ব্বজনে বসিলেন ফল-পুষ্প হাতে।
শুনিলে দেবীর স্তব ধর্ম্ম-অর্থ যাতে॥
গললগ্নী-কৃতবাসে সুরথ নৃপতি।
স্তব করে করযোড়ে ভক্তিভাবে অতি॥

দুর্গা শিবা শান্তিকরি ব্রাহ্মণী কালিকা।
প্রণমামি সদাশিব ত্রিলোক-পালিকা॥
শোভনা পরমা কলা বিশেশি নিষ্কলা।
বিশ্বমাতা প্রণমামি চণ্ডিকা মঙ্গলা॥
সর্ব্ব-লোকময়ী সর্ব্ব-লোকভয়-হরা।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণু নমিতা নমঃ শিবকরা॥
মহিষনাশিনী মাতা মঙ্গলকারিণী॥
ত্রিলোকজননী সর্ব্ব-রোগনিবারিণী।
কৃপাণী চামুণ্ডে চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী॥
ত্রাহিমে তারিণী শঙ্করাঙ্গ-বিলাসিনী॥
কালভয়হারিণী তারিণী হররাণী।
শোকহরা সর্ব্বদুঃখ রক্ষয়ে ইন্দ্রাণী॥
হর রোগ হরাশুভ বিভব-দায়িনী।
ত্রিগুণাত্মা ত্রিভুবনে লোকরক্ষায়িণী॥
ত্রাহিমে ভরণাগত শাকম্ভরী শ্যামা।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী দেবী বামদেব-বামা॥
ভীমে উমে ধূমে সর্ব্বজন-ত্রাণকরী।
কৃপা কর কৃপাময়ী পরম-ঈশ্বরী॥
পুত্র-আয়ু ধন-জনে কর মা কল্যাণ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ আদি সুপ্রদান॥
না জানি ভজন-স্তুতি অতি মূঢ়মতি।
নিজগুণে নিস্তারিণী নিস্তার পার্ব্বতি॥
স্তব করে নরপতি সজল নয়নে।
চক্ষুজল মোছে আর শুনে সর্ব্বজনে॥
দ্বিজ কবিরত্ন বলে চণ্ডিকার পায়।
নৃসিংহ দাসেরে দয়া কর মহামায়॥

বিজয়া দশমী সমাপ্ত।

স্তব করি চণ্ডিকায়, সুরথ কলিঙ্গ-রায়,
নয়ন সলিলে ভেসে যায়।
প্রদীপ নির্ব্বাণ করি, নির্ম্মাল্য ঝুড়িতে ভরি,
লক্ষ্মী সহ তোলে পত্রিকায়॥
প্রতিমাস্থ যত জন, সব কৈলা বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জনে বাজায় বাজনা।
পুরবাসী রামাগণ, শোকেতে করে রোদন,
অসম্ভব সুরথ-অঙ্গনা[২]॥

১। নররাট—নরপতি। ২। সুরথ-অঙ্গনা—সুরথের নারী (পত্নী)।

নাশিবারে সর্ব্বাপদ, হৃদে ভাবি মোক্ষপদ,
তারাপদ করিয়া স্মরণ।
নিছ্লি[১] পরমাচারে, জলে ফল পত্রদ্বারে,
দীপ তাপে করিল বরণ॥
মহানন্দে নররায়, পরে সবে প্রতিমায়,
স্রোতজলে করিল নিক্ষেপ।
আইল উদ্যম সায়, নিস্পদ সুরথ রায়,
মহাশোকে করিছে আক্ষেপ॥
আত্মীয় বান্ধব সনে, কোলাকুলি আলিঙ্গনে,
পরে করে সিদ্ধি নিবেদন।
শান্তি জল লয়ে রায়, বন্ধু সনে সিদ্ধি খায়,
ঋদ্ধিতে বিজয়া সমাপন॥
ব্রাহ্মণ ভোজন পরে, করাইল সমাদরে,
দক্ষিণান্ত হইল পূজার।
বার্ষিক[২] ব্রাহ্মণে দিয়া, অর্ঘ্য দূর্ব্বা ঘরে নিয়া,
পরিতোষ হইল রাজার॥
সুখ-দুঃখে দিবা সায়, ভানু অস্তাচলে যায়,
মণ্ডপে করিল দীপদান।
আপন আপন ঘরে, বিশ্রাম করিল পরে,
উদ্যম হইল সমাধান॥
বিসর্জ্জিয়ে দশভুজা, সমাপ্তি হইল পূজা,
সুরথের দুঃখ অবসান।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, দ্বিজ কবিরত্ন ভাষে,
সুধাময় অম্বিকার গান॥

সুরথ রাজার কর্ণাট-বিজয়ে যাত্রা।

মহারাজ চলিল রে কর্ণাট জিনিতে।
ভাবিয়ে অভয়া-পদ সসৈন্য সহিতে॥ ধুয়া॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরপতি।
নিত্যক্রিয়া সারি বার দিল শীঘ্রগতি॥
নূতন শাসিত রাজ্য করি আপনার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম করয়ে বিচার॥
পুত্রসম পালে প্রজা ক্লেশ নাহি সয়।
এক্ষণে উপায় কর কর্ণাট-বিজয়॥
শুনিয়া কহিছে মন্ত্রী বিলম্ব কি তায়।
সৈন্যসজ্জা করি রাজা চলহ ত্বরায়॥
শ্রুতমাত্রে নরপতি হৈল তৎপর।
ক্ষণেক বিলম্ব নাহি সাজিল সত্বর॥
দেবীর প্রসাদে সৈন্য হইল অপার।
ধন রত্ন পূর্ণযুত যে ছিল ভাণ্ডার॥
অসংখ্য সাজিল সৈন্য ভুবনে আতঙ্ক।
শতাঙ্গ তুরঙ্গ ত্যজি অসংখ্য মাতঙ্গ॥
নানামত রণবাদ্য করিল নির্ঘোষ।
সৈন্যসহ চলে রাজা করিয়া আক্রোশ॥
অবিলম্বে একবার করিয়া ভ্রমণ।
গিরিদার নদ নদী বন উপবন॥
উপনীত কর্ণাট নগরে মহীপাল।
মার মার শব্দ ডাকে বিষম বিশাল॥
নগরের লোক সব গণিল প্রমাদ।
উর্দ্ধশ্বাসে জানাইল রাজার সংবাদ॥
আইল কলিঙ্গপতি সুরথ-সমরে।
মহামার কৈল আসি কর্ণাট নগরে॥
সুরথের নাম শুনি কর্ণাট-ঈশ্বর।
আক্রোশে পূরিল তনু কাঁপে থর থর॥
একবার জয়ী হৈনু সৈন্য কৈনু নাশ।
আর বার আইলে যাইবে যমবাস॥
সৈন্য সাজাইতে রাজা কহে যত বীরে।
তাহা শুনি মন্ত্রী কিছু কহে ধীরে ধীরে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী! কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথের দেবী আরাধনা।

মন্ত্রী কহে তায়, শুন নররায়,
ক্রোধ কর সম্বরণ।
হারিয়া যে গেল, পুনঃ সেজে এল,
থাকিবে কিছু কারণ॥

১। নিছ্লি—নিয়া (লইয়া) ছিলি। ২। বার্ষিক—দক্ষিণা।

হেন লয় মনে, বুঝি কার সনে,
মিলিয়া পাইলে বলে।
দৈব-বর কিম্বা, অনুকম্প[1] শিবা,
নতুবা কি হেন দলে॥
শুনিয়া রাজন, কহিছে তখন,
চিন্তা কি লাগিয়ে তার।
আমার আলয়, সদা দেবী রয়,
বিজয়ী কৃপায় যার॥
মনুষ্যে আমার, কি করিবে আর,
হারিবে চক্ষু-নিমিষে।
এত বলি রায়, বলি অভয়ায়,
সমরে চলিল রোষে॥
সেনাগণ সনে, উপনীত রণে,
মার মার রবে ডাকে।
দুইদলে রণ, বাজিল তখন,
ফিরে ফিরে ঘন পাকে॥
তুমুল[2] সংগ্রাম, হয় অবিরাম,
ডাকে ডাকে বিপর্য্যয়।
সুরথের দল, হৈল হীনবল,
প্রায় রণে পরাজয়॥
সুরথ রাজন, সচিন্তিত মন,
মনে মনে ভাবে ভয়।
শুদ্ধ ভক্তি চিত, হৈয়া পুলকিত,
ভাবে দেবী-পদদ্বয়॥
গন্ধপুষ্প দিয়ে, চণ্ডী আরাধিয়ে,
মানসে করিছে স্তব।
কালী কাত্যায়নী, দেবী দাক্ষায়ণী,
অসীম মহিমা তব॥
দুর্গে দুর্গহরা, বরাভয়করা,
কল্যাণী কমলে বাণী।
সুশীলা সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
হর ক্লেশ হররাণী॥
কৃপাণী কালিকে, নৃশির-মালিকে,
ধরণীধর-বালিকে।
সর্ব্বেশ্বরী জয়া, সাবিত্রী বিজয়া,
ভবরাণী ভূপালিকে॥
স্তুতি এইরূপ, করিলেন ভূপ,
সাতদিন চণ্ডীপাঠ।
দ্বিজ কবি কয়, শুদ্ধি রূপ হয়,
দেবী ছাড়িল কর্ণাট॥

দেবীর কর্ণাট পরিত্যাগ।

রাগিণী বাহার,—তাল চৌতাল।

বড় ঘোর বিপদ এবার। ছাড়িল তারিণী
হবে কি উপায় আর॥ ধুয়া॥

শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ করিলা রাজন।
দেবীর কল্পিত মন হইলা বিমন॥
সুরথের ভক্তিতে বাড়িল অনুরাগ।
ছাড়ি মায়া কর্ণাটে করিলা পরিত্যাগ॥
প্রতিমা পড়িল ভূমে অধোমুখী হয়ে।
ঘট যায় গড়াগড়ি জল পড়ে বয়ে॥
শূন্যপথে দেবী কৈলা কৈলাসে গমন।
সমরে সমর করে কর্ণাট-রাজন॥
সাতদিন ক্রমে যুদ্ধ নাহি দিশপাশ।
কর্ণাটের বহু সেনা হইল বিনাশ॥
দেখিয়া কর্ণাট-রায় হইল বিস্ময়।
ভাবে মনে চমৎকার এ কেমন হয়॥
একদিনে জয়ী হই চণ্ডীর কৃপায়।
সাতদিন যুদ্ধ হৈল পরাজয় প্রায়॥
থাকিবে কারণ কিছু ভাবে বুঝা যায়।
হবে কোন আছে ইথে দেবতা সহায়॥
আমি পরাজয় হই এ কেমন হয়।
অপরাধী হইয়াছি নাহিক সংশয়॥
এত বলি যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণাট-রাজন।
চণ্ডিকা-আলয়ে গিয়া দিল দরশন॥
দেখিল চণ্ডিকা নাহি গেছেন অচলে।
অধোমুখে প্রতিমা পড়িয়া ধরাতলে॥
বজ্র ভাঙ্গি পড়ে যেন রাজার মাথায়।
হায় হায় করি ভূমে গড়াগড়ি যায়॥

১। অনুকম্প—অনুকম্পা ; কৃপা, দয়া। ২। তুমুল—ভয়ানক, প্রচণ্ড।

বক্ষে করাঘাত করি চক্ষু জলে ভাসে।
যেন গঙ্গা শতরঙ্গা ভাদ্রপদ মাসে॥
কান্দিয়া অধৈর্য্য রায় খসিল অম্বর।
লোটায় ধরায় যেন ছিন্ন তরুবর॥
বিস্তর বিলাপ রাজা কান্দে উচ্চরায়।
হায় হায় করে বহু স্মরে অভয়ায়॥
উপায় না দেখি মনে হইল তরাস।
যুদ্ধ কৈলে সবংশেতে হইব বিনাশ॥
সমর করিবে সৈন্য নাহিক এমন।
সুরথের কাছে গিয়া লইব শরণ॥
সময় বুঝিয়া রাজা ত্যজি ভয় লাজ।
সুরথ-চরণে গিয়ে পড়ে মহারাজ॥
রাখ রাখ মহারাজ নাহি করি রণ॥
হইনু আশ্রিত এবে লইনু শরণ॥
রাজার কাকুতি দেখি সুরথ-নৃপতি।
জানিলা এ রঙ্গ কৈলা দেবী হৈমবতী॥
ছাড়িয়ে কর্ণাট তারা করেছে গমন।
তেঞি আসি লয় রাজা আমার শরণ॥
সপ্তদ্বীপেশ্বর আমি হৈনু অতঃপর।
কর্ণাটে হইয়া জয়ী পাইলাম কর॥
আহ্লাদিত হয়ে রাজা অতি সমাদরে।
আলিঙ্গন দিলা তবে কর্ণাট-ঈশ্বরে॥
পরিতোষে রাজকর করিয়া স্থাপন।
কর লয়ে নিজ রাজ্যে করিল গমন॥
রাজ্য করে নরপতি চণ্ডীর কৃপায়।
নৃসিংহ-আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

সুরথ রাজার স্বর্গারোহণ।

উদয়াস্তচল প্রায়,　　ভূপতি সুরথ রায়,
রাজা ঋষি হৈল ক্ষিতিতলে।
চৈত্রবংশে চূড়ামণি,　　বিখ্যাত হয় ধরণী,
রাজ্য করে মহাকুতূহলে॥
ক্রমে লক্ষ বর্ষ যায়,　　পরমায়ু হৈল সায়,
যমদূত কৈল আগমন।
কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর,　　পাশ হস্ত পরিসর,
দেখে ভয় পাইল রাজন॥
সকাতরে নরপতি,　　ডাকে কোথা হৈমবতী,
রক্ষা কর ভয়ে মহামায়।
তোমার অর্চ্চনা করি,　　এই হৈল মহেশ্বরী,
শেষে যমদূতে লয়ে যায়॥
চাওগো নয়ন-কোণে,　　চণ্ডী চঞ্চল-লোচনে,
তনয়েরে কর পরিত্রাণ।
নামেতে কলঙ্ক রয়,　　যদি মোরে যমে লয়,
ভুবনে ঘুষিবে অপমান॥
সংসারেতে অম্বিকার,　　অর্চ্চনা না হবে আর,
জানিয়া আমার এই দশা।
মহিমা রাখগো ধাত্রী,　　হও মোরে মোক্ষদাত্রী,
গিরিসুতে মৈনাকের স্বসা[১]॥
সুরথ কাতর অতি,　　জানিলেন ভগবতী,
বিজয়ারে পাঠান ত্বরায়।
চঞ্চল হইল মন,　　সুস্থির নাহিক হন,
আন গিয়ে সিংহরথে রায়॥
চণ্ডিকার আজ্ঞা পায়,　　ত্বরায় বিজয়া যায়,
আনিবারে সুরথ রাজনে।
সিংহরথে করি ভর,　　গেলা সুরথ নগর,
যথা রাজা কান্দে অচেতনে॥
মা ভৈ মা ভৈ রবে,　　বিজয়া কহেন তবে,
যমদূতে করে নিবারণ।
নাহি লও নৃপবরে,　　ছাড়ি দেও শীঘ্র করে,
কৈলাসেতে করুন গমন॥
মহাপাপী নরবর,　　বহু পশু হিংসাকর,
আমাদের অধিকার হয়।
নহে অযথার্থ হেন,　　নিষেধ করহ কেন,
সুরথ কৈলাস-যোগ্য নয়॥
শুনিয়া বিজয়া কয়,　　যা কহিলে মিথ্যা নয়,
কুকর্ম্ম করেছে নরপতি।
কিন্তু কর্ম্মযোগ আছে,　　শুভাদৃষ্ট হইয়াছে,
চর্ম্মচক্ষে দেখিছে পার্ব্বতী॥

১। স্বসা—ভগ্নী, বোন। হিমালয়ের পুত্র মৈনাক। পুত্রী সতী, সম্বোধনার্থে মৈনাকের স্বসা।

দেখিয়া দেবীর রূপ, নিষ্পাপী[১] হইল ভূপ,
হইবেক কৈলাস পদস্থ।
তোমাদের অধিকার, রাজাকে নাহিক আর,
যাও ফিরে হইয়া নিস্তার॥
বিজয়ার বাক্য শুনি, অন্তরে বিষাদ গণি,
পলাইল যমের কিঙ্কর।
দ্বিজ কবিরত্ন গায়, সুরথে লইয়া যায়,
দেবী-সখী রথে করি ভর॥

সুরথের লক্ষ খড়্গ দর্শন।

একি দয়া আমার ওগো হর-মনমোহিনী॥ ধুয়া॥

বিজয়ার সনে সিংহরথ-আরোহণে।
উপনীত নরপতি চণ্ডীর সদনে॥
বসিয়া আছেন তারা রত্ন-সিংহাসনে।
বেষ্টিত সঙ্গিনী সব অম্বু-আলোচনে॥
সুরথ প্রণাম করি দাণ্ডায় তখন।
একদৃষ্টে নিরখিছে দেবীর চরণ॥
সজল শ্রীফল দল জবায় অর্চ্চিত।
চন্দনাক্ত রক্তপদ্ম ভক্তের চর্চ্চিত॥
হেনকালে লক্ষ খড়্গ করিয়া ধারণ।
দেবীর পশ্চাৎ হৈতে আইল লক্ষ জন॥
সুরথে কাটিতে যায় কোপে অতিশয়।
দেখিয়া ভূপতি পাইলেন মহাভয়॥
কম্পে কলেবর রাজার ওষ্ঠ শুকাইল।
যোড় করে সবাকারে কহিতে লাগিল॥
কে তোমরা কি কারণে খড়্গ ধরি হেন।
আমারে কাটিতে আইস কহ দেখি কেন॥
কি কর্ম্ম করেছি আমি মন্দ সবাকার॥
মিথ্যা প্রাণদণ্ড কেন করিবে আমার॥
শুনি লক্ষজন কয় শুন দুরাচার।
করেছিস প্রাণদণ্ড আমা সবাকার॥
বিনা অপরাধে যেন করেছিলি ছেদ।
তদ্রূপ কাটিয়া তোরে খণ্ডাইব খেদ॥
লক্ষ জন্ম জন্মিবে কাটিব লক্ষবার।
তবে ঋণে মুক্ত হবে শোধা যাবে ধার॥

এতেক শুনিয়া রাজা অম্বিকারে কন।
আপদে পড়িনু তারা এ আর কেমন॥
শমনে করিয়া ত্রাণ আনি নিজধাম।
সঙ্কটে ফেলিলে কালী না হইও বাম॥
রঙ্গ দেখে রঙ্গিনী গো উরিল জীবন।
রাখহ লক্ষ খড়্গ করহে নিবারণ॥
নিরাপদ হৈনু পূজা করিয়ে তোমারে।
পুনঃ কেন বিড়ম্বনা[২] কর মা আমারে॥
তোমা বই ভরসা নাই নাহি জানি আর।
একান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত শ্রীনন্দকুমার॥

সুরথ সংবাদে দেবীর উত্তর।

রাগিণী অহং,—তাল আড়া।

ওমা কে লবে তোমার নাম বল দেখি আর।
যদ্যপি সঙ্কটে মোরে না কর নিস্তার॥
দেখে তব রীত নীত, চিত হলো চমকিত,
না পারি বুঝিতে ভাব কেমন তোমার॥ ধুয়া॥

সুরথের কথা শুনি কাত্যায়নী কন।
কুকর্ম্ম করেছ বাছা অতি অকারণ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে দুঃখ হইল তোমার।
ইথে নাহি মোর সাধ্য করি উপকার॥
সুরথ কহেন কেন কহ অপ্রমাণ।
তব প্রীতে করিলাম লক্ষ বলিদান॥
সন্তুষ্টা হইলা তুমি ত্রিলোক-ঈশ্বরী।
পুনঃ কেন প্রবঞ্চনা[৩] কর মা শঙ্করী॥
বেদের লিখন কি এ হইল সকল।
চণ্ডিকার প্রতি বলিদানে এই ফল॥
পূজা কৈলে অভয়ার অভয় যে পায়।
মোর কর্ম্মফল কেন ঘটিল আমায়॥
বেদ তন্ত্র আগমেতে আছয়ে প্রমাণ।
দুর্গোৎসব সিদ্ধ নহে বিনা বলিদান॥
সে সব অন্যথা হৈল তারিণী এবার।
বলিদান হিংসা জন্যে হয় পাপাচার॥
সুরথের বাক্যে দেবী করেন নিয়ম।
মিথ্যা নহে বেদ তন্ত্র পুরাণ আগম॥

১। নিষ্পাপী—পাপমুক্ত, পবিত্র। ২। বিড়ম্বনা- -বিড়ম্বন ; কষ্ট। ৩। প্রবঞ্চনা—প্রতারণা, ঠকানো।

দুর্গোৎসবে বলি দিবে লিখিছে পুরাণে।
চারি পূজায় চারিদিনে চারি বলিদানে॥
সাত্ত্বিক পূজায় বলি না হয় কখন।
রাজসিকে বলি দিবে এইত লিখন॥
তামসিক পূজার নিয়ম নাহি তার।
মদ্য মাংস দেয় কিন্তু হয় পাপাচার॥
আমার উদ্দেশে বলে অন্ন পুণ্য হয়।
জীব হিংসা জন্যে পাপ লাগে অতিশয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হিংসাধর্ম্মে পাপ হয় জানিবে নিশ্চয়॥
পরমা বৈষ্ণবী আমি জেনো মনে সার।
রক্ত-মাংসে প্রীত নহে কখন আমার॥
যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে আছে অধিষ্ঠান।
এই জন্যে নিরূপণ চারি বলিদান॥
যাহাতে করিলে তুমি হিংসা লক্ষ জীব।
কেমনে এ সব আমি বল নিবারিব॥
রাজা কয় তব পূজা হৈল অপ্রমাণ।
দেবী কন কে বলিছে দিতে বলিদান॥
কাটিবে এ লক্ষ জন্মে নাহিক সংশয়[১]।
ধরাতলে ফল পূর্ণ হয়েছে নিশ্চয়॥
নিতান্ত জানিল রাজা হইল অসার।
বলে মাতা রক্ষা কর যা হউক এবার॥
দেবী কন আমি কি করিতে পারি এর।
বিধিলিপি অনুসারে লাগিয়াছে ফের॥
রাজা কয় তুমি পার করিতে সকল।
তব কৃপা হইলে বিফলে ধরে ফল॥
বলে রায় আঁখি জলে বুক ভেসে যায়।
স্তব করে অম্বিকারে কবিরত্ন গায়॥

সুরথ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীর স্তব।

কালিকে করালহরা,　　কৃপাময়ী শিবকরা,
　　নমস্তে সর্ব্বাণী মহামায়া।
হৈমবতী হররাণী,　　ঈশানী ভবানী বাণী,
　　কমলা বিমলা হরজায়া॥
সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী,　　যোগনিদ্রা কালরাত্রি,
　　শৈলসুতা দেবী দাক্ষায়ণী।
ত্রিপুরাসুন্দরী শ্যামা,　　ভীমা ধূমা উমা বামা,
　　নিত্যানিত্যা সত্যনারায়ণী॥
যোগমায়া যোগেশ্বরী,　　শিবে শুভে শুভঙ্করী,
　　জয়ঙ্করী অশিব-হারিণী।
স্মরিলে তোমার নাম,　　লভ্য সখ্য মোক্ষকাম,
　　ভবতরিতরণে তারিণী॥
তুমি সর্ব্ব মূলাধার,　　সর্ব্বশক্তি-প্রতীকার,
　　তোমাতে আশ্রিত তিনলোক।
কারণাকারণ তুমি,　　আকাশ পাতাল ভূমি,
　　ভঞ্জিনী মরণ রোগ শোক॥
যে জন ডাকে তোমারে,　　আপদে কি করে তারে,
　　তুমি হও সকলের মূল।
তুমি স্বর্গ স্থল জল,　　নদ নদী রসাতল,
　　তুমি সূক্ষ্ম স্থূল স্মৃতি ভুল॥
সুরাসুর নাগ নর,　　যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
　　তুমি পক্ষ পতঙ্গ সাগর।
তুমি সে যাবন্ত তারা,　　বিদ্যা বুদ্ধি বাক্য হরা,
　　বিরিঞ্চি মরীচি তুমি হর॥
তুমি বায়ু হুতাশন,　　শশধর[২] গজানন,
　　রবি যম গ্রহ ষড়ানন।
ভুবনের কিঞ্চিদস্ত্ব,　　তোমা ছাড়া অন্য বস্তু,
　　তন্ত্র মন্ত্র বেদ দরশন॥
তুমি ধরা ধরাধর,　　বরণ্যে বরদা বর,
　　পাপ-পুণ্য তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম।
তুমি আত্ম জীব মন,　　দেহি প্রাণেন্দ্রিয় গণ,
　　কালাকাল তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম॥
জীবের কি আছে সাধ্য,　　সকলি তোমার বাধ্য,
　　তুমি যাহা কর তাই হয়।
যাহাতে নিযুক্ত কর,　　যেই কর্ম্ম করে নর,
　　তুমি তারা ত্রিজগত ময়॥
প্রকৃতি পুরুষ ক্লীব[৩],　　তোমারে কে জানে জীব,
　　সর্ব্বময়ী সকল আধার।
না জানিয়ে জীব ছার,　　বলে আমার আমার,
　　তব মায়া বুঝা হয় ভার॥

-----
[১] ...ন্দির—লগসেক।

তুমি কর মহেশ্বরী, জীব বলে আমি করি,
ঘোর ফের কে জানিতে পারে।
রূপ-গুণ নিরূপণ, নাহি হয় কদাচন,
কোন রূপে ত্রাণ কর কারে॥
এক রূপ কভু নয়, কখন পুরুষ হয়,
তুমি তারা তার নারায়ণী।
ছাড় মাতা প্রতারণা, নিস্তার কমলাননা,
কবিরত্নে কহে কাত্যায়নী॥

দশ মহাবিদ্যা ও দশ অবতারে একত্র ভাবে স্তব।

তারা কে জানে তোমার অন্ত অনন্তরূপিণী।
তুমি মায়া তুমি ছায়া রূপে আচ্ছাদিনী॥ ধুয়া॥

সজল নয়নে স্তব করিছে রাজন।
তুমি সর্ব্বময়ী বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন॥
ব্রহ্মারূপে জীব সৃষ্টি বিষ্ণুতে পালন।
শিবেতে সংহারমূর্ত্তি জগত হরণ॥
তুমি রাম অবতার হইলে পার্ব্বতী।
অহল্যা নামক মুনি যজ্ঞ রক্ষা সতী॥
হরধনু ভাঙ্গি সীতা করিলে গ্রহণ।
পরশুরামের দর্প করিলে হরণ॥
বনে গিয়া বালী মারি সাগর বান্ধিলা।
রাবণ নিধনে দৈবকার্য্য যে সাধিলা॥
পুনঃ তুমি দৈবকার্য্য অচল-বালিকা।
করাল-অসুর বধে হইলা কালিকা॥
রাম রূপ দশ অবতারের সপ্তম।
সে রাম কালী দশ বিদ্যার অন্যতম॥
বরাহরূপেতে পুনঃ হৈল অবতার।
হিরণ্যাক্ষে মারি ধরা করিলে উদ্ধার॥
হিরণ্যাক্ষ ঊর্দ্ধশিখরূপে জনমিল।
দুর্গাসুর তারে সেনাপতি ভার দিল॥
তাহার বিনাশ জন্যে তুমি হরদারা।
ছাড়িয়া বরাহকায়া হইলে মা তারা॥
তুমি অবতার দেবকার্য্যের সাধনে।
হইলে পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধনে॥
নিঃক্ষত্রি করিয়ে হৈলে রাজরাজেশ্বরী।
উদ্ধত-অসুরে নাশ করিলে শঙ্করী॥
কশ্যপের গৃহে জন্ম করিলে গ্রহণ।
অদিতি কশ্যপে করি পুণ্যের ভাজন॥
কৌশলে ছলিলে বলি হইয়ে বামন।
চরণের জলে কৈলে ত্রিলোক পাবন॥
হইলে ভুবনেশ্বরী অতি অবামন।
হেলায় নাশিলে দৈত্যপতি আয়োদন॥
বলরামরূপে দৈত্য করিয়ে বিনাশ।
দ্বীপীমুখ বধে হৈলে ভৈরবী প্রকাশ॥
নৃসিংহ মূর্ত্তিতে কৈলে প্রহ্লাদে উদ্ধার।
হিরণ্যকশিপু দুষ্টে করিয়া সংহার॥
অঘোর বিনাশে নরহরি ছিন্নমস্তে।
নিজ রক্ত খাইলে নিজ মুণ্ড কাটি হস্তে॥
ভুবনে রাখিলে খ্যাতি কামদেব জিতে।
আসন করিলে রতি কাম বিপরীতে॥
মীনরূপে করেছিলে বেদের উদ্ধার।
হয়গ্রীব মারি সত্যব্রতের নিস্তার।
ধূম্রাসুর বধে পুনঃ হৈলে ধূমাবতী।
অতি শীর্ণ কলেবর জরাতুরা অতি॥
কূর্ম্মরূপে বিষ্ণু-বক্ষে ধরণী ধরিলা।
বগলা হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিলা॥
লোহিতাক্ষ-অসুরে করিলে বিনাশন।
জিহ্বা ধরি মুষল করিয়া প্রহরণ॥
বুদ্ধরূপে কিরাতের করিলে নাশন।
নীলাচলে[১] এ নীলমাধব[২] দরশন॥
মহালক্ষ্মী হয়ে দেবী হইলে প্রকাশ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ নামে দৈত্যে করিলা বিনাশ॥
কলকীরূপেতে ম্লেচ্ছ কুলের নাশন।
পুনঃ হয়ে মাতঙ্গী বিকল নিবারণ॥
দশ মহাবিদ্যা তুমি দশ অবতার।
মেয়ে কি পুরুষ তুমি চেনা অতি ভার॥
সকল করিতে পার রহ মাত্র নারী।
সর্ব্বস্বরূপিণী তন্ত্রে কহে ত্রিপুরারি॥

শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সুরথ মোক্ষণ[১]।

তার কি যমের ভাবনা। যারে পুত্র বলি
কোলে নিল গিরীশ-অঙ্গনা॥ ধুয়া॥

স্তব শুনি কাত্যায়নী তুষ্টা হয়ে অতি।
কহিতে লাগিলা তবে সুরথের প্রতি॥
যা হবার হইয়াছে সম্প্রতি এখন।
করিব তোমার লক্ষ জন্ম নিবারণ॥
লক্ষ খড়্গা নিবারিতে না পারি রাজন।
লক্ষজনে অচিরাতে করিবে ছেদন॥
সুউপায় শুন রাজা কহি যে তোমারে।
লক্ষ খড়্গে কাটা তুমি যাবে একেবারে॥
এখনি হইবে মোক্ষ না যাবে ভূতলে।
এই যে হইল ভাল অর্চ্চনার ফলে॥
চণ্ডিকার বাক্য শুনি কহেন রাজন।
স্বীকার করিনু মাতা তোমার বচন॥
কিন্তু মোর দেহ ক্ষুদ্র দেখহ নয়নে।
লক্ষ খড়্গাঘাতস্থান হইবে কেমনে॥
দেবী কন এই জন্যে চিন্তা নাহি কর।
হইবে এখনি তব স্থূল কলেবর॥
যোগে যোগেশ্বরী তবে সুরথ রাজার।
করিল শরীর চারি যোজন বিস্তার॥
তৎক্ষণাৎ লক্ষ খড়্গা লয়ে লক্ষ জন।
দেবীর অগ্রেতে তারে করিল ছেদন॥

পুনঃ দেবী সুরথে দিলেন প্রাণ দান।
পরিতুষ্ট হয়ে তবে লক্ষ জনে যান॥
দেবত্ব পাইয়ে ভবে সুরথ রাজন।
অবিরত করে সেবা চণ্ডীর চরণ॥
সুরথের বংশাবলী যে ছিল প্রকাশ।
দেবত্ব পাইয়ে সবে আইল কৈলাস॥
প্রেমানন্দে নৃত্য করে অম্বিকা সেবন।
সুরথোপাখ্যানে দুর্গা পূজা সমাপন॥
শ্রবণে পঠনে মুক্ত উক্তি মহেশের।
মার্কণ্ডেয় কহিলা ভাগুরি আদেশের॥
শুনিলে আপদ খণ্ডে যমভয় যায়।
অচিরে সম্পদ বৃদ্ধি চণ্ডীর কৃপায়॥
ভাগুরি কহেন মুনি করি নিবেদন।
পরম দুর্ঘট দুর্গোৎসব নিরূপণ॥
সুরথের দুর্গা পূজা শুনিয়া বিস্ময়।
সামান্য জীবের পূজা সিদ্ধ নাহি হয়॥
দ্রব্যাদি অপ্রাপ্তি পূজা কভু সিদ্ধ নয়।
মুনি কন অভাবেতে প্রতিনিধি হয়॥
সর্ব্ব বাদ্য ঘণ্টা প্রণবোচ্চরয়ে গান।
গণ্ডকী শিলায় সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান॥
সর্ব্ব পুষ্প দূর্ব্বা সর্ব্ব তীর্থ যে গঙ্গায়।
সকল মৃত্তিকা পায় গঙ্গা মৃত্তিকায়॥
যবাক্ষত দ্রব্য সব অভাবে বিধান।
অসাধ্য পক্ষেতে আছে এমত প্রমাণ॥
সন্তুষ্ট হইল শুনি ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
সমাপ্তি হইল সুরথের উপাখ্যান॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া।
দ্বিজ কবিরত্ন কয় না ছাড়িহ দয়া॥

ইতি শরৎ কাণ্ডে পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সূচীপত্র

শরৎ কাণ্ডে ষষ্ঠ খণ্ড।

সপ্তম খণ্ড।

—সূচীপত্র সমাপ্ত—

রাবণ বধ।

শর দেখি রাম চাপে, দশানন ভয়ে কাঁপে,
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন।

আকর্ণ পূরিয়া শর, ছাড়িলেন গদাধর,
প্রাণ ত্যাগ করিল রাবণ॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২২০]

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

শরৎ কাণ্ডে ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীরামচন্দ্রোপাখ্যান।

জয়তি জয়তি সীতাপতিম্ রঘুকুলতিলকম্।
জয়তি শ্রীরামচন্দ্রম্ দেহিমে পদদ্বয়পঙ্কজম্॥ ধুয়া॥

ভাগুরি ব্রাহ্মণ কন, কহ কহ তপোধন,
অপূর্ব্ব আখ্যান চণ্ডী-লীলা।
ষষ্ঠ্যাদি কল্পেতে পূজা, দেবী দুর্গা দশভুজা,
রামচন্দ্র কি রূপে করিলা॥
মার্কণ্ডেয় ঋষিবর, প্রশংসিয়ে বহুতর,
ভাগুরিরে কহেন তখন।
তুমি পুণ্যবান অতি, ইষ্টপদে নিষ্ঠা-রতি,
শ্রোতা নাহি তোমার মতন॥
হরিতে অবনী-ভার, চারি অংশে অবতার,
হইলেন দেব গদাধর।
সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্নাদি সুপ্রসিদ্ধ,
বাসুদেব বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
ভারাবতরণ ছলে, অবতীর্ণ মহীতলে,
সূর্য্যবংশে রঘুরাজ কুলে।
কৌশল্যার গর্ব্ভে জন্ম, হইলা পরমব্রহ্ম,
সূক্ষ্মরূপ প্রকাশিলা স্থূলে॥
রাজা দশরথ ধন্য, অবনীতে অগ্রগণ্য,
তারে পিতা বলিয়া শ্রীহরি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর, ভরত শত্রুঘ্ন তার,
চারি পুত্র চারি নাম ধরি॥
প্রথমেতে বাল্যলীলা, তারকারে বিনাশিলা,
গুণময় অহল্যা-পাবন।
পদধূলি দিয়া তায়, করিল মানুষ-কায়,
শেষে যজ্ঞ করিলা রক্ষণ॥
তরণী কাঞ্চন করি, গিয়া মিথিলা নগরী,
জনকের সভা দরশন।
হরধনু ভাঙ্গি রঙ্গে, বিবাহ জানকী-সঙ্গে,
হরষিতে দেশে আগমন॥
পথে ভৃগুরাম সনে, দ্বন্দ্ব কথোপকথনে,
তার দর্প করিলা বিনাশ।
রাজা হৈতে রাম যায়, কৈকেয়ী বিরোধী তায়,
দশরথ দিলা বনবাস॥
পিতার সত্যপালনে, শ্রীরাম চলিলা বনে,
জানকী লক্ষ্মণ সমিভারে[১]।
মেঘে বর্ষে অনিবার, ঘন ঘোর চারিধার,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমারে॥

১। সমিভারে—সমভিব্যাহারে ; একসঙ্গে।

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস।

দয়া কর হে দশরথ-নন্দন রাম।
নিস্তার নিগমে মোরে কৃতান্তের ধাম॥ ধুয়া॥

সেই শোকে দশরথ ত্যজিল জীবন।
অযোধ্যানিবাসী সদা নিরানন্দ মন॥
গুহক চণ্ডাল সনে করিয়া মিলন।
মৈত্রতা করিয়া কৈলা পাপ বিমোচন॥
চিত্রকূটে ভরদ্বাজে প্রণাম করিয়া।
রহিলা যমুনা পারে তপোবনে গিয়া॥
সেইখানে ভরত গমন দরশন।
জনক-বিয়োগ রাম করিলা শ্রবণ॥
ভরতে বিদায় কৈল নীতিশিক্ষা দিয়া।
চলিলা সে স্থান হইতে তর্পণ করিয়া॥
নানা বন ভ্রমণ করিয়া পরে যান।
গয়ায় করিলা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান॥
ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে করি পর্য্যটন।
দণ্ডকারণ্যেতে গিয়া দিল দরশন॥
রাক্ষসে মোচন করি করিলেন বাস।
অপূর্ব্ব কানন দেখি হৈল অভিলাষ॥
পত্রের কুটির করি কিছু দিন রন।
দৈবে একদিন আইল দেব হুতাশন॥
ফুল অন্বেষণে গেল সুমিত্রা-তনয়।
করযোড়ে হুতাশন রামচন্দ্রে কয়॥
রাক্ষস বিনাশে প্রভু হৈলে অবতার।
পিতৃসত্য-ছলে বনে আসা আপনার॥
সর্ব্ব অন্তরঙ্গ অন্তর্য্যামী[1] নারায়ণ।
জানত হরিবে সীতা লঙ্কার রাবণ॥
পূর্ণলক্ষ্মী সীতারে যে করিবে হরণ।
বল দেখি রঘুনাথ হইবে কেমন॥
ইহা না দেখিতে পারি জগতের পিতা।
অতেব তোমারে আমি দিব ছায়া-সীতা॥
বাস্তবি[2] জানকী পরে রাখিব আলয়।
দিব সীতা দীননাথ পরীক্ষা সময়॥
অগ্নির বচনে রাম স্বীকার করিলা।
ছায়া রাখি সীতা লয়ে অনল চলিলা॥
অভেদ হইল সীতা ভিন্ন নাহি হয়।
লক্ষ্মণ জানিতে নারে অন্যে কি সংশয়॥
এইরূপে সেই স্থানে কিছু দিন যায়।
পরে শুন আর রঙ্গ দৈবেতে ঘটায়॥
সূর্পণখা রাক্ষসী আইল সেই বনে।
নাক কাণ কাটিলা লক্ষ্মণ ক্রোধ-মনে॥
কান্দিয়ে রাক্ষসী গিয়া রাবণেরে কয়।
হরিতে জানকী রাবণের মত হয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সীতাহরণ প্রশ্ন।

সূর্পণখার বচন, শুনিয়া সে দশানন,
মারীচেরে স্বর্ণমৃগ করি।
পুষ্পক রথেতে ভর, দণ্ডকারণ্য-ভিতর,
উপনীত মায়ারূপ ধরি॥
মায়ামৃগ মায়া ধরে, নাচিছে কুটির-দ্বারে,
দেখে সীতা লইতে কৈল আশ।
রাম করে নিবারণ, তথাপি প্রবোধ নন,
নিতান্ত হরিতে অভিলাষ॥
জানকীরে বিধি বাম, ধরিতে চলিলা রাম,
দূর বনে করিলা ধারণ।
মারীচ মায়ার সেতু, রাবণের বাক্যহেতু,
ডাকে মরি আয়রে লক্ষ্মণ॥
সীতা শুনি সেই রবে, রাম অন্বেষণে তবে,
লক্ষ্মণেরে করিলা প্রেরণ।
শূন্যঘর দেখে শেষ, লইয়া যোগীর বেশ,
জানকীরে হরিল রাবণ॥
চলিল পুষ্পক রথে, জটায়ু দেখিল পথে,
রাবণ সহিত রথ গ্রাসে।
সখ্য-বধূ সীতা তায়, আছে পাছে মারা যায়,
উগারিল পুনঃ এই ত্রাসে॥
দেখে রাজা দশানন, ক্রোধাবেশ হয়ে মন,
বজ্রবাণে পাখা কাটে যায় রে।
জটায়ু কাতর হয়, উচ্চ রবে ডেকে কয়,
হেন কালে রাম নাই হায় রে॥

১। অন্তর্য্যামী—অন্তরে যাপন (বসবাস) করেন যিনি। ২। বাস্তবি—বাস্তবিক; সত্য আকারের।

অশোক কানন-মাঝ, রাখিল রাবণ রাজ,
দশানন রহে নিজ ঘরে।
হরে রামের অঙ্গনা, বিধাতার বিড়ম্বনা,
শুনহ রহস্য অতঃপর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-সঙ্গে, মৃগী মারী আইল রঙ্গে,
কুটিরেতে না দেখি সীতায়।
বিষম বিষণ্ণ হরি, অবসন্ন শঙ্কা করি,
লক্ষ্মণে কহিছে কবি গায় ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।

হায় কোথা গেল সীতা ছাড়িয়ে আমায়।
সুধাইব কার কাছে কে আছে কোথায়॥ ধুয়া॥

লক্ষ্মণে কহেন রাম বুঝিতে না পারি।
শূন্যগৃহ কোথা গেল জনক-কুমারী॥
মৃগী ধরিবারে মোরে পাঠাইয়া বনে।
কোথা গেল জানকী ছাড়িয়ে দুইজনে॥
হরণ করিল কেবা যেন মনে লয়।
ভাবে বুঝা যায় মোর দুঃখের সময়॥
কিম্বা দুঃখ জানকী পাঠায়ে মোরে বনে।
প্রতারণা করি সীতা পশিল জীবনে[১]॥
শূন্যগৃহ-মধ্যে ছিল প্রেয়সী আমার।
হিংস্রক জন্তুতে কিবা করিল সংহার॥
বলিতে বলিতে রাম হারায় চেতন।
পড়িল ধরণীতলে কাতর জীবন॥
লক্ষ্মণ তাদৃশ শোকে করেন রোদন।
বক্ষ বয়ে পড়ে ধারা ঝরে দু'নয়ন॥
কিবা শোভা হৈল তায় কাঞ্চন শরীর।
সুমেরু বহিয়ে যেন পড়ে গঙ্গানীর॥
জটাজাল এলাইল লোটায় ভূতল।
শ্লথ[২] হৈল কুশরজ্জু খসিল বাকল[৩]॥
হা জানকি কোথা বলে কান্দে দুই ভাই।
হইল পাগল প্রায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই॥
সীতা অন্বেষণ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
স্থাবর জঙ্গম গিরি বন উপবন॥
কোন স্থানে সীতা না মিলিল অন্বেষণ।
বিশীর্ণ হইলা শোকে ভাই দুইজন॥
ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করেন বৃক্ষগণে।
তোমরা দেখেছ কি সীতায় এই বনে॥
যদি দেখে থাক কয়ে রাখ মোর প্রাণ।
প্রাণপ্রিয়ে প্রাণ লয়ে করেছে পয়ান॥
হায় হায় জানকি ত্যজিলে কি কারণ।
তোমার বিহনে মোর না রহে জীবন॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ জনক-দুহিতা।
কোথা গেলে সুবর্ণ প্রতিমা প্রিয়াসীতা॥
কোন অপরাধে মোরে করিলে বর্জ্জন।
অনুগত সদা আমি ত্যাগ অকারণ॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া।
কবিরত্নে কর কৃপা অচল-তনয়া॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পার্ব্বতীর ছলনা।

কোথা গেলে পাব সীতা বল না।
কে আমারে কয়ে দিবে এড়ায় যন্ত্রণা॥ ধুয়া॥

এইরূপে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুইজন।
উন্মত্তের প্রায় ভ্রমে শোকাকুল মন॥
মলিন বদন রাম শীর্ণ কলেবর।
বিগলিত জটাজূট বিদীর্ণ অন্তর॥
অসম্বর অম্বর সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখা।
পদ্ম-পরাগেতে যেন মধুকর ঢাকা॥
স্কন্ধে তূণ ধনুর্ব্বাণ চক্ষে বহে ধারা।
রূপে আলো দশদিক্ জটা বাকল সারা॥
এ নীল কাঞ্চন দুই গিরি ফিরে বনে।
দৈবে শূন্যে যান শিব বৃষ-আরোহণে॥
বামভাগে পার্ব্বতী প্রকৃতি-শিরোমণি।
কথোপকথনে যান দেখিয়া অবনী॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেখি লইলা বিস্ময়।
একত্রেতে রবি-শশী ভূতলে উদয়॥
আচানকে পার্ব্বতীর শিহরে শরীর।
বলেন সামান্য নয় এই দুই বীর॥

১। পশিল জীবনে—জলে প্রবেশ করিল, জলে ডুবিয়া মরিল। ২। শ্লথ—শিথিল। ৩। বাকল—বল্কল, গাছের ছাল।

উৎকণ্ঠিতা' হৈল দেবী শিবেরে জিজ্ঞাসে।
ভাব বুঝি ভাবে ভোর ভোলানাথ হাসে॥
পার্ব্বতী কহেন প্রভু দেখ পঞ্চানন।
অবনীমণ্ডলে ভ্রমে বালক দু'জন॥
কিবা রূপ-লাবণ্য মাধুর্য্যে শোভাময়।
ধূলিতে মলিন তবু দিক্ দীপ্ত হয়॥
মহেশ্বরী-বাক্য শুনি মহেশ কৌতুক।
কহিতে লাগিলা তবে ফিরাইয়া মুখ॥
বনচারী হবে কোন মনুষ্য দু'জন।
অনুভাব এই হয় শুনহ বচন॥
এইরূপ ছলে শিব করেন গোপন।
তাহাতে কি ভুলে গৌরী সামান্য না হন॥
পার্ব্বতী কহেন প্রভু কহিলে কেমন।
হেন রূপ নাহি হয় মনুষ্যে কখন॥
ছল করি ভুলাইবে বুঝি অভিপ্রায়।
সত্য করি তত্ত্ব মোরে কহ ভূতরায়॥
শিব কন পার্ব্বতী শুনিয়া কাজ নাই।
উৎপাত ঘটাও কেন চল ঘরে যাই॥
কার্ত্তিক গণেশ ঘরে আছে শিশুমতি।
দেখিবা কি রূপে তারা ঘর হৈমবতী॥
দেবী কন ঘরে যাই কহ গুণময়।
বৈভবের সীমা নাই গেলে নাই নয়॥
সম্পদ তো বুড়া গরু সাপ সিদ্ধি ভাটি।
এই জন্যে ঘরের পড়েছে এত আঁটি॥
ছলে কি কাজ শিব বিস্তারিয়া বল।
শুনে সুখী হই সুখে গৃহে যাই চল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে নিস্তার অভয়া।
ধন-পুত্র বৃদ্ধি কর গোত্রবর্গে দয়া॥

শঙ্করীর প্রতি শঙ্করের উক্তি।

শুনিয়া শিবার বাণী, কহিছে শূলপাণি,
কি কহিব কহ হৈমবতী।
ভূভার হরণে হরি, অবনীতে অবতরি,
নর-দেহ অখিলের পতি॥
নিখিল-কৈবল্যধাম, দশরথ-পুত্র রাম,
নবনীল জলদ শরীর।
অনন্ত অচিন্ত্য রায়, হইল মানব কায়,
গৌরাঙ্গ লক্ষ্মণ মহাবীর॥
আইল রাবণ-ধ্বংসে, অবনীতে রঘুবংশে,
পিতৃসত্য-ছলে আইলা বন।
সীতা হরিল রাবণ, সেই শোকে দুইজন,
জানকী করেন অন্বেষণ॥
আমি ভাবি নিশিদিন, যার নামে উদাসীন,
সেই প্রভু মায়া অবতার।
ভ্রমেণ মানব প্রায়, এই তত্ত্ব সমুদায়,
কহিলাম স্নেহেতে তোমার॥
আপনার সাধ্য যাহা, কেবা কারে কহে তাহা,
তুমি প্রিয়ে কহিলাম তাই।
নতুবা এ তত্ত্বসার, শুনিতে কে পায় আর,
প্রভু রাম জগত-গোসাঞি॥
শুনিয়া পার্ব্বতী কন, এ যে কথা পঞ্চানন,
আমার প্রত্যয় নাহি হয়।
ত্রিজগত-কর্ত্তা যিনি, সেই রাম হন ইনি,
কদাচিৎ মনেতে না লয়॥
অখিল-ভুবনগুরু, মুক্তিদাতা কল্পতরু,
সে নাম স্মরণে পরিত্রাণ।
কটাক্ষে প্রলয় যাঁর, রাক্ষস-বিনাশ তাঁর,
নহে ভার শুনহে প্রমাণ॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-উদর, হইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
এত কষ্ট কেন হবে তাঁর।
জনক-নন্দিনী যিনি, পূর্ণলক্ষ্মী হন তিনি,
তাঁরে লয় হেন সাধ্য কার॥
সামান্য মানব যেন, ভ্রমিয়া বেড়ান হেন,
ইহাতে সংশয় অতিশয়।
শঙ্কর হাসিয়া কন, মুনি বাক্যের পালন,
নররূপে এত ক্লেশ হয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিল করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

হর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস নাহি হয়।
বাঞ্ছাতীত ফলদ রাঘব এই নয়॥ ধুয়া॥

শুনিয়া তখন, শিবরাণী কন,
যাই রামে ছলিবারে।
দেখিব কেমন, ব্রহ্মসনাতন,
বটে নর-অবতারে॥
ত্রিলোকের স্বামী, সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী,
ত্রিলোকপালক-পিতা।
বুঝিতে মহত্ত্ব, মোর মায়া-তত্ত্ব,
যাব হয়ে তার সীতা॥
চিনিতে আমারে, পারে কিনা পারে,
তবে ত বুঝিব স্থূল।
হাসিয়া শঙ্কর, করেন উত্তর,
হরি সবাকার মূল॥
যাবামাত্র প্রিয়ে, লবেন চিনিয়ে,
পাবে বড় ক্ষোভ তায়।
আমার আরতী[1], রাখহে পার্ব্বতী,
যাওয়া নাহিক জুয়ায়॥
শিবের বচন, না করি শ্রবণ,
যাইতে মানস দড়[2]।
কহেন শঙ্কর, যাও অতঃপর,
প্রমাদ ঘটিবে বড়॥
না শুনি পার্ব্বতী, যান শীঘ্রগতি,
সীতারূপ ধরি ছলে।
অগ্রেতে শঙ্করী, ত্রিপুরাসুন্দরী,
বসিল বৃক্ষের তলে॥
করিয়া রোদন, আইসে দু'জন,
স্বর্ণপ্রভা বনচারী।
অগ্রেতে লক্ষ্মণ, পিছে নারায়ণ,
বৃক্ষচর্ম্ম-জটাধারী॥
কিবা সে সুন্দর, তনু মনোহর,
ধনুঃশর করতলে।
দেখিল ধানকী, বসিয়া জানকী,
শ্রীফল বৃক্ষের তলে॥
প্রফুল্লিত হয়, সুমিত্রা-তনয়,
কহেন রামের কাছে।
শোক পরিহর, ওহে রঘুবর,
সীতা মাতা ঐ আছে॥
বৃক্ষের তলায়, দেখহে সীতায়,
দেখি রাম কন তারে।
জানকী না হয়, কবিরত্ন কয়,
কেবা আইল ছলিবারে॥

শ্রীরামের সহিত দেবীর কথোপকথন।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল খয়রা।

আর বঞ্চনা করো না মা, আমার নাহি সয়।
জগতজননী ভাল পেয়েছ সময়।

শ্রীরাম কহেন ভাই জ্বালাও না আর।
দেখা কি পাইব আমি সে সীতার॥
লক্ষ্মণ কহেন একি অলক্ষণ ভাই।
হবে মা জানকী আমি আগে কাছে যাই॥
সর্ব্ব-অন্তরঙ্গ হরি জানিলা সকল।
সীতারূপে অসিতা পাতিল এই ছল॥
দুঃখে উপজিল হাসি হাসিয়া শ্রীরাম।
সকলে প্রবঞ্চে যারে হয় বিধি বাম॥
লক্ষ্মণ অগ্রেতে জানকীর সম্বোধনে।
প্রণাম করিল গিয়া যুগল-চরণে॥
রামচন্দ্র আসিয়া অভয়া প্রতি কয়।
ভাল ভাল জননী গো পেয়েছ সময়॥
একে মরি দুঃখে মা শোকে শীর্ণকায়।
আর কেন লবণাক্ত কর কাটা ঘায়॥
দয়াময়ী হইয়ে বিচার এই বটে।
তোমার কি দোষ মোর ভাগ্যফলে ঘটে॥
আর কেন বঞ্চনা কর মা কালী বাড়া।
আমাতে নাহিক আমি হয়ে লক্ষ্মীছাড়া॥
এইরূপ বিস্তর ভর্ৎসিলা নারায়ণ।
লজ্জায় পার্ব্বতী মূর্ত্তি করিলা ধারণ॥
শুন প্রভু দয়াময় জানিলাম সার।
তুমি পরাৎপর বস্তু আধেয় আধার॥

১। আরতী—আরতি ; আদেশ। ২। যাইতে মানস দড়—যাইবার জন্য মনের অতিশয় ইচ্ছা।

শিবের মুখেতে যাহা শুনিনু শ্রবণে।
প্রত্যক্ষ দেখিনু আজি আপন নয়নে॥
কোন ভাবে কখন কেমন অবতার।
অন্ত নাই অনন্ত যে অন্ত পাওয়া ভার॥
এইরূপে পার্ব্বতী কহিয়ে নানামতে।
চলিলেন শঙ্কর-নিকটে শূন্যপথে[১]॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শঙ্করের শঙ্করী পরিত্যাগ।

ঐখানে রহিও শিবে না আসিহ আর হে।
প্রয়োজন তোমাতে নাহিক আমার হে॥ ধুয়া॥

শঙ্কর-নিকটে দেবী করেন গমন।
দূরে থাকি নিবারণ করে ত্রিলোচন॥
আমার নিকটে দুর্গা না আসিহ আর।
তোমারে করিতে স্পর্শ না হয় বিচার॥
সীতারূপ ধারণ করিয়াছিলা তুমি।
দেহ থাকিতে লইতে নাহি পারি আমি॥
এই কথা নির্ঘাত বচনে হৈমবতী।
কহিতে লাগিল তবে কেন পশুপতি॥
শিব রাম অভেদ সকল লোকে গায়।
হইলাম সীতা আমি ক্ষতি কিবা তায়॥
শিব কন সে কথায় না থাকে প্রমাণ।
রামচন্দ্র গুরু মোর আমি ভগবান॥
পূর্ব্বকল্পে দক্ষযজ্ঞে ত্যজিয়া মূরতি।
শৈল-কন্যা হয়ে দুর্গা পাবে মোরে পতি॥
এত বলি শঙ্করীকে করিয়া নৈরাশ।
একা বৃষ-আরোহণে গেলেন কৈলাস॥
পার্ব্বতী রহিল গিয়া পর্ব্বত-আশ্রয়ে।
নিরবধি[২] সশোকে অন্তরে হিমালয়ে॥
হেথা রাম জটায়ুর সঙ্গে দেখা করি।
পাইলা সীতার বার্ত্তা কিঞ্চিৎ শ্রীহরি॥
জটায়ুর দাহ করি করিলা গমন।
ঋষ্যমূখে পঞ্চ কপি সনে দরশন॥
সেখানে বিশেষ রূপ সংবাদ পাইলা।
সুগ্রীবেরে সখ্য করি বালী বিনাশিলা॥
কটক[৩] সঞ্চয় করি সুগ্রীব দ্বারায়।
সম্পাতি পক্ষের ঠাঞি কিছু বার্ত্তা পায়॥
হনুমান লঙ্ঘে নিধি শতেক যোজন।
সীতা সম্ভাষিয়া ভাঙ্গে অমৃতকানন॥
লঙ্কাদাহ করি পুনঃ আইল মহাবীর।
সীতার সংবাদ দিবে করিলেন স্থির॥
পরে আসি বিভীষণ মৈত্রতা করিল।
শিলা-বৃক্ষে কপিগণ সমুদ্র বান্ধিল॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া।
কবিরত্নে কর কৃপা অচল-তনয়া॥

রাবণ বধোদ্‌যোগ।

লবণ-সমুদ্র তরি, প্রবেশি লঙ্কায় হরি,
অঙ্গদেরে করিলা প্রেরণ।
রণবার্ত্তা দিয়া তায়, ফিরে আইল পুনরায়,
রণোদ্‌যোগ করিল রাবণ॥
সাজায়ে রাক্ষসগণে, পাঠাইয়া দিল রণে,
মরিল রাক্ষস সেনাগণ।
রাবণ-সন্তান যত, ক্রমে ক্রমে হৈল হত,
অতিকা ত্রিশিরা বিনাশন॥
কুম্ভকর্ণ নিপাতন, ইন্দ্রজিত বিনাশন,
শক্তিশেল লক্ষ্মণ-উপরে।
হনুমানের দ্বারায়, লক্ষ্মণের প্রাণ পায়,
পরে মহী বঞ্চনায় মরে॥
সকল হইল নাশ, রাবণের হাহুতাশ,
সংগ্রামেতে সাজিল আপনি।
অষ্ট ঘোড়া নিয়োজন, রথে করি আরোহণ,
চলে রণে কাঁপে কূর্ম্ম ফণী॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর, সাজে সব নিশাচর,
আস্ফালনে ছাড়িছে চীৎকার।
বিংশতি লোচন ঘন, ঘুরাইছে দশানন,
বিক্রমেতে ছাড়িছে হুঙ্কার॥
ত্রিভুবন কম্পবান, যুদ্ধে হৈল আগুয়ান,
পশ্চিম দুয়ারে উপনীত।
শঙ্কা হৈল দেবতার, যুদ্ধ আজি কি প্রকার,
হয় রাম রাবণ সহিত॥

১। শূন্যপথে—আকাশপথে। ২। নিরবধি—সর্ব্বদা। ৩। কটক—সৈন্য।

যুদ্ধ দেখিবার তরে, দেবতা আকাশ-ভরে,
লঙ্কায় করিছে আগমন।
নৃসিংহ দাসের যত্নে, বিচরিল কবিরত্নে,
চণ্ডী-গুণ নূতন কীর্ত্তন॥

দেবগণের আগমন ও রাম-রাবণে যুদ্ধ।

মরালে বিধাতা আইলা দেখিবারে রণ।
শূন্য বিমানেতে রহিলেন দেবগণ॥
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় ইন্দ্র ঐরাবতে।
মহিষে শমন রবি একচক্র রথে॥
হরিণে পবন ছাগ-পৃষ্ঠে হুতাশন।
মেষ-পৃষ্ঠে বুধ ধর্ম্ম শ্বেতাশ্বে বাহন॥
শশাঙ্ক তুরঙ্গে কাকে নীল-সরস্বতী।
বৃশ্চিকে সারদা সিংহরথে হৈমবতী॥
পেঁচকে কমলা সর্পে কুমুদ-কুমারী।
মকরে বরুণদেব জল-অধিকারী॥
শীতলার অধিষ্ঠান ভর করি খর।
আইল কুবের যক্ষ আরোহণ নর॥
মনু বসু দিক্‌পাল বার যোগ তিথি।
যার যে বাহন আরোহণ আইল ইতি॥
অবশেষে নারদ আইল বীণা করে।
রামগুণ গায় ঋষি পরম সাদরে॥
আনন্দিত দেবগণ দেখেন কৌতুক।
পার্ব্বতী আছেন বসি হেঁট করি মুখ॥
হেথা রাম বানর-কটক সঙ্গে করি।
উপনীত হন সংগ্রামে কোদণ্ড ধরি॥
আক্রোশে আইল রণে রাজা দশানন।
প্রবল প্রতাপে জ্বলে যেন হুতাশন॥
অসংখ্য রাক্ষস দল অসংখ্য বানর।
দেখাদেখি বাজিল সমর আড়ম্বর॥
শিলা-বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে কপিগণ।
রাক্ষসে করিছে ঘন বাণ বরিষণ॥
মহাবলবন্ত কপি দেব অংশজাত।
মুহূর্ত্তেকে বহু রক্ষ করিল নিপাত॥
বিক্রমে ব্যথিত হয়ে যত নিশাচর।
অতঃপর পলাইল যে ছিল অপর॥
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস দশানন।
বাণ বরিষণ করে ধরি শরাসন॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যত কপিগণ।
পলাইতে চাহে কপি নহে সম্বরণ॥
দেখিয়া শ্রীরাম যুদ্ধে হৈল আগুসার।
বীরদাপে দিল বীর কোদণ্ডে[১] টঙ্কার॥
বাণ বরিষণ করি ছাইলা গগন।
অশক্ত রাবণ রাজা নাহি সহে রণ॥
শেষে রাজা যুদ্ধ ত্যজি পলাইয়া যায়।
যম তুল্য জ্ঞান করি প্রবেশে লঙ্কায়॥
কাতর হইয়া শিব পূজা আরম্ভিল।
বিবিধ প্রকারে দ্রব্য শিবে নিবেদিল॥
কাতর হইয়া করে স্তব ভূতরায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

রাবণ কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

রাগিণী ইমন,—তাল খয়রা।

দয়া করহে হর গঙ্গাধর বৃষভবাহন।
না জানি ভজন স্তুতি আমি অভাজন॥

অস্থিমালা সিদ্ধাসন সংহার-কারণ।
ত্রিশূল পিনাকী কাল কলাঙ্ক-ধারণ॥
পীড় মৃঢ়[২] মহেশ অশেষ-গুণধর।
জনম-মরণ-হর কৈলাস-ঈশ্বর॥
গিরিশ গণেশ-পিতা গতি সবাকার।
পরাৎপর পরমপুরুষ পরসার॥
ভব ভূতনাথ ভোলানাথ ভক্তপ্রাণ।
ত্রিপুরারি ত্রিদশ-ঈশ্বর কর ত্রাণ॥
তমোগুণ তত্ত্ব পায় পরম-ঈশ্বর।
পার্ব্বতী-বল্লভ পশুপতি পার কর॥
প্রমথ[৩]-ঈশ্বর প্রভু শ্মশানচারক।
ত্রিলোচন বিশেষণ জগৎহারক॥
ঈশান অনাদি বিভু বিষাণ-বাদক।
পূর্ণতর পরমেশ চিতাভি-শারক॥
কৃপাবলোকন করি হের হে নয়নে।
সেবক শরণাগত শরাভি-শয়নে॥

১। কোদণ্ডে—ধনুকে। ২। মৃঢ়—শিব। ৩। প্রমথ—শিবের অনুচর।

বংশ নাশ দিক্‌বাস শ্রীরামের শরে।
অপেক্ষা কেবল আমি রাখহ কিঙ্করে॥
তোমার কৃপায় জয়ী এ তিন ভুবন।
উপেক্ষা করো না হর ডাকে অকিঞ্চন॥
নয়ন গলিত ধারা কলেবর ভাসে।
বিস্তর বিনয় করে গললগ্নীবাসে॥
অনুগত প্রণত নিতান্ত দশানন।
কবিরত্ন কহে না ছাড়িহ ত্রিলোচন॥

রাবণের হর পরিত্যাগ।

রাবণ প্রণয়-ভাষে, স্তব কৈল কৃত্তিবাসে,
শঙ্করের দয়া না হইল।
শূন্যপথে করি ভর, রাবণে কহেন হর,
আমা হৈতে শেষ না রহিল॥
কুকর্ম্ম করেছ তুমি, তাহে কি করিব আমি,
শ্রীরামের জানকী হরণে।
ক্ষমা করা হবে নাই, যাহা ইচ্ছা কর তাই,
ত্রাণ না হইবে ত্রিভুবনে॥
ত্যজিয়া রাবণ-রাজে, আসিয়া অমর-মাঝে,
বসিলেন বৃষে করি ভর।
বৈমুখ হইলা হর, দেখি তাহা লঙ্কেশ্বর,
কান্দে বহু হইয়া কাতর॥
ভরসা আমার যিনি, বাম হইলেন তিনি,
জানিয়া আমার দুঃসময়।
অতেব বুঝিনু সার, যত কিছু ফের ফার,
সম্পদে সবাই দয়াময়॥
আত্মবল যতদিন, গুরু ইষ্ট ততদিন,
বিপদেতে সকলে পলায়।
নিজ মুণ্ড কাটি হাতে, অর্ঘ্য দিনু বিশ্বনাথে,
আজি হর ত্যজিল আমায়॥
পিতার কঠিন মতি, জননী সদয় অতি,
অতেব পূজিব শীঘ্রগতি।
কাতর দেখিয়া মাতা, হবেন জীবন-দাতা,
আপনি সমরে হৈমবতী॥

একমনে দশানন, পূজিতে দেবী-চরণ,
উদ্যোগ করিল লঙ্কাপতি।
স্থাপিয়া সুবর্ণ ঘট, সকল পল্লব বট,
আচ্ছাদিয়ে পূজিতে পার্ব্বতী॥
দিয়ে ষোড়শোপচার, বিধি সামগ্রী আর,
ধূপ দীপ নানা পশু কাটে।
শুদ্ধচিত্ত হয়ে অতি, শুদ্ধরূপে বৃহস্পতি,
নিযুক্ত হইলা চণ্ডীপাঠে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

হর-পার্ব্বতীর কুন্দলের সূচনা।

শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ হইল তখন।
আকাশে থাকিয়া দুর্গা হন উচাটন[১]॥
রাখিতে তাহারে দেবী চিন্তিত হৃদয়।
ছল বিনা চণ্ডীর গমন নাহি হয়॥
শূন্য-বাক্যে[২] রাবণেরে করিলা আশ্বাস।
কে তোরে সমরে পারে করিতে বিনাশ॥
যুদ্ধ করিবারে যাও শ্রীরামের সনে।
সর্ব্বদা সহায় আমি হব তোর রণে॥
শঙ্কর তোমারে যদি রক্ষা নাহি করে।
রাখিতে তোমারে আমি যুঝিব[৩] সমরে॥
আশ্বাসে বিশ্বাস পায়ে রাবণ রাজন।
রথ-আরোহণে রণে করিল গমন॥
একবারে দশচাপে চাপাইয়া গুণ।
যুড়িল অনেক শর সমরে নিপুণ॥
আথালি পাথালি বিন্ধে যতেক বানর।
সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল অতঃপর॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র যুদ্ধ আরম্ভিলা।
শতবার রাবণের মস্তক কাটিলা॥
তথাপি তাহার তাহে বল নাহি টুটে।
শঙ্করের বরে যোড়া লাগে পুনঃ উঠে॥
শোণিতে বহিল নদী দেবে হাস্য-মুখ।
নাচে গায় বিদ্যাধরী দেখিতে কৌতুক॥

১। উচাটন—অস্থির, অমনোযোগী। ২। শূন্য-বাক্যে—আকাশবাণীদ্বারা। ৩। যুঝিব—যুদ্ধ করিব।

বরদানান্তে দেবীর অন্তর্দ্ধান।

তথাস্তু বলিয়া দেবী কন দেবগণে।
দেবী হৈতে দেবী যাহা হইল ঘটনে॥

এই মতে নরে পূজা করিবেক যেই।
বিষম বিপদে বিমোচন হবে সেই॥

[পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮]

উঠিল নারদ ঋষি অতি কুতূহল।
লাগাইতে হর গৌরী সহিত কুন্দল॥
দশজন একত্রেতে হইল মিলন।
কুন্দল না হৈলে ঋষি নন তুষ্ট মন॥
যে রূপে ঝগড়া হয় সেই কর্ম্ম করে।
কুন্দলে পরমানন্দ নারদ-অন্তরে॥
নখে নখ বাজাইয়া একদৃষ্টে চায়।
দন্ত কড়মড় করি দু'কাঠি বাজায়॥
কুন্দলের তন্ত্র মন্ত্র করি উচ্চারণ।
দেবীর নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
কি কর বসিয়া মাতা হের চোখ চেয়ে।
বুদ্ধি শুদ্ধি হত মামা ভাং সিদ্ধি খেয়ে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শিব-দুর্গার কুন্দল।

রাগিণী মালসী,—তাল ঠেকা।

কন পার্ব্বতীরে নারদ ভর্ৎসিয়ে যথোচিত।
নাহি লজ্জা ভয় মৃত্যু দেখে একি বিপরীত॥
শিবেরে কি কব আর, সিদ্ধিতে উন্মত্ত যার,
ভক্তেতে কি কাজ তার, কুচনীর সঙ্গে প্রীত॥ ধুয়া॥

পাগল সর্ব্বদা শিব কি কহিব আর।
ভক্তের সর্ব্বনাশ দেখিতে সাধ তাঁর॥
মস্তক কাটিয়া বলি দিল মহারাজ।
দেখিতে তাঁহার মৃত্যু নাহি হয় লাজ॥
তুমিও তেমতি হলে ওগো হরদারা।
কেমনে দেখিবে রাবণের মৃত্যু তারা॥
আপনি আপন নন ভাঙ্গড় শঙ্কর।
কিছুমাত্র নাহি জ্ঞান কে আপন পর॥
সিদ্ধি খেতে যার কাছে পান ত্রিপুরারি।
একবার নিতান্ত সদয় হন তারি॥
স্মরিতে মামার গুণ সদা হাসি পায়।
রাবণে করিতে রক্ষা উচিত তোমায়॥
নারদের বাক্যে দেবী ক্রোধান্বিত হন।
গলা নেড়ে শঙ্করে ডাকিয়া তবে কন॥
ভাং সিদ্ধি দেখে বুড়া বুদ্ধি হৈল হীন।
সংহারক হইয়া জানায় উদাসীন॥
কিসে কিবা হয় তার নাহি বোধাবোধ।
উচিত যদ্যপি কই জন্মিবেক ক্রোধ॥
কি গুণে রাখিবে নাম বল দেখি রাম।
অনুগত নিগ্রহেতে কে লইবে নাম॥
রাবণ সমান ভক্ত কে আছে এমন।
তার সর্ব্বনাশ দেখ প্রভুত্ব কেমন।
রাবণ সমান ভক্ত না দেখি সংসারে।
ভকত-বৎসল হয়ে বিনাশিবে তারে॥
শয়ন ভোজন হয় হরি সঙ্গে করি।
কি বুঝে তোমার ভাব ভুলে ভাল হরি॥
সহজে উন্মত্ত আর কি বলিব বাড়া।
কেবল চিনিছ ভাল কুচনীর পাড়া॥
দুই এক কথা কৈলে কুন্দলে বিরাগ।
পেয়েছ কেবল শিব মাত্রাহীন রাগ॥
আপনার প্রভুত্ব রাখিতে যদি চাও।
রাখিতে রাবণ ভক্তে লঙ্কাপুরী যাও।
পার্ব্বতী কহিলা যদি এত কৃত্তিবাসে।
বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদি নারদমুনি হাসে॥
কুন্দলে পরম প্রীত ব্রহ্মার তনয়।
পরস্পর কুন্দল লাগিল কবি গায়॥

শিবোক্তি কোন্দল।

শুনিয়া শঙ্করী-বাণী, অধোমুখ শূলপাণি,
কুচনী[১] পাড়ার নামে কাঁপে।
দুর্গারে কহেন রাগি, মিছে মিছে পিছে লাগি,
ফেটে মর কুচনীর তাপে॥
হেন মেয়ে সৃষ্টিছাড়া, ঐ রাগটি আছয়ে বাড়া,
এত মোর গায় নাহি সয়।
মুখরা বনিতা যার, বনস্থল গৃহ তার,
বিনাগ্নিতে কলেবর দয়[২]॥

১। কুচনী—দেহোপজীবিনী। ২। দয়—দাহ হয়, পুড়ে যায়।

মোরে বিধাতা পাষণ্ডী, গৃহিণী হইল চণ্ডী,
ঐ তাপে ছাড়িলাম ঘর।
পাইলে যুদ্ধের রোল, উন্মত্ত উতরোল,
লগ্ন হয় বিপক্ষ সাদর॥
রাবণে মারিবেন রাম, আমি তারে হৈনু বাম,
তোমার কি তাহাতে বহিল।
আমার সেবক বটে, ভাল-মন্দ মোরে ঘটে,
তোরে কেবা বলিতে কহিল॥
শ্রীরাম মারিবে যারে, কে রাখিতে পারে তারে,
আর কিবা কহিব তোমারে।
জানকী হরিল যবে, রাবণ মরিল তবে,
সংজ্ঞা মাত্র রাবণ সংহারে॥
শুনিয়া পার্ব্বতী কন, শুন ওহে পঞ্চানন,
দশানন ভক্ত সে তোমার।
কুকর্ম্ম যদ্যপি করে, তবে তো তোমারে স্মরে,
ক্ষমা করে করিহ নিস্তার॥
শঙ্কর কহেন তবে, আমা হৈতে নাহি হবে,
পার যদি রাখ গিয়া তুমি।
আমা হৈতে হবে নাই, যা জান করগে তাই,
ছাড়িয়ে আবাস যাও তুমি॥
শিবের বচনে মায়া, থর থর কম্পে কায়া,
ক্ষেমঙ্করী[১] রূপ ধরি চলে।
বেড়িয়ে রাবণ-রাজে, উড়িছেন সভামাঝে,
দশানন যুঝে ভূমিতলে॥
অসংখ্য বানরগণ, শিলা বৃক্ষে করে রণ,
বিনাশিছে সেনা থাকে থাকে।
লম্ফ ঝম্ফ আস্ফালন, কম্পমান ত্রিভুবন,
সিংহনাদে বিপরীত ডাকে॥
হনুমান নল নীল, নানাকপি বলশীল,
কুমুদ কেশরী আদি যত।
অঙ্গদ বালীর সুত, কোটি সিংহ বলযুত,
বেড়ে গিয়ে রাবণের রথ॥
লাফে লাফে চড়ে রথে, কহ টানি ফেলে পথে,
অষ্ট ঘোড়া করিল বিনাশ।
মুষ্টিক প্রহারে কেহ, নাশিল সারথি দেহ,
গায় কবি চণ্ডিকা বিলাস॥

রাবণ অম্বিকাকে স্মরণ করে।

তাহা দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনুমান ক্রোধিত অন্তর॥
লম্ফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কিল রাবণে মারিল॥
মারি খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায় করে রুধির বমন॥
চেতন পাইয়া কিল হনুমানে মারে।
রাম রাম বলিয়া আপনা বীর সারে॥
এইরূপ কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করিল শ্রীরাম।
বাণে বাণে ছিন্ন দেহ হৈল দু'জনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকার স্তব করে হইয়া কাতর॥
কোথা মা তারিণী তারা হও গো সদয়।
দেখা দিয়ে রক্ষা কর মোরে অসময়॥
পতিতপাবনী পাপহারিণী কালিকে।
দীনজন-জননী মা জগত-পালিকে॥
করুণা নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল তেঞি[২] ডাকি যে তোমারে॥
তুমি দয়াময়ি মাতা শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিত্রাণে॥
নামগুণে ব্যক্ত আছে এ তিন ভুবনে।
রূপ-গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে॥
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাহে অমর সম্পদ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপা করি কর মাতা নিবারণ শোক॥

১। ক্ষেমঙ্করী—মঙ্গলদাত্রী, মঙ্গলকারিণী। ২। তেঞি—তাই।

এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈল হৈমবতী মন উচাটন॥
শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া।
কবিরত্নে কর কৃপা অচল-তনয়া॥

রাবণের প্রতি দেবীর আশ্বাস।

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল আড়া।

মিতা বিভীষণ বুঝি হলো নাই সীতার উদ্ধার।
দেখ রথে দশানন কোলে অভয়ার॥ ধুয়া॥

স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন।
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর॥
অসিত বরণী[১] কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘটা তিমির নাশন॥
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী[২] বেশ।
তাহে শ্যামা রূপে নীল সৌদামিনী বেশ॥
কর পদ নখে শশী অমল প্রকাশে।
বিম্বফল ফলিত অধরে মন্দহাসে॥
শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে।
হইল আহ্লাদ চিত্তে দেবী দরশনে॥
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়।
বলে দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয়॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর॥
ছাড়ে ঘন হুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ বরিষণ করে তরল তর্জ্জনে॥
আগুসারি যুদ্ধে আইল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥
বিস্ময় হইয়া রাম ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিলা মাকে করি মাতৃজ্ঞান॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা ঘটিল ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিবে রাবণে আজি হর-বরাঙ্গনে॥
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী তারা রাতুল[৩] চরণ॥
দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময়॥
বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিয়া ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্য নিপাত॥
উপায় নাহিক হয় করিবে কেমনে।
উপায় রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণে॥
এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর।
দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥
বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ বধ অকালবোধনে॥
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন কয়॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধন।

রাগিণী মালসী,—তাল আড়া।

বিধি বড় দয়াময় করিলে অকালে, বিধি চণ্ডীর বোধন।
রামের অনুগ্রহার্থ বধিতে দশানন॥ ধুয়া॥

রাবণ বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈলা চণ্ডীর বোধন॥
দেবগণ সহিত পূজিল মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥
আমা হৈতে না হৈল রাবণ সংহার।
জনক-নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার॥
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সঞ্চয় বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর॥

১। অসিত বরণী—কৃষ্ণবর্ণা। ২। কাদম্বিনী—মেঘমালা। ৩। রাতুল—রাঙ্গা।

মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার॥
অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন কি হবে মিতা আর॥
নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ।
তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক॥
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর॥
ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ষষ্ঠ্যাদি কল্প।

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলু-পাণি[১],
উপায় কেবল দেবী পূজা॥
তুমি পূজে যে চরণ, জিনিলে অসুরগণ,
পূজিয়া শরতে দশভুজা॥
পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সংহার,
শুন সার সহস্রলোচন।
শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,
জানাও শ্রীরামে বিবরণ॥
প্রেমে পুলকিত চিত, পদ্মযোনি আনন্দিত,
শ্রীরাম নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
রাবণ বধের যে বিহিত॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,
কহ বিধি কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায় ঠেকিলাম,
রক্ষিত রাবণে মহেশ্বরী॥
বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু,
তবে হবে রাবণ সংহার॥
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার[২]॥
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তেতে শুদ্ধি হয়,
শরত কালে কি এ পূজার।
বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তার॥
সে দিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে যত,
কল্পারম্ভে সুরথ রাজার।
সেই বিধি মত ধরি, দুর্গা-পদার্চ্চন করি,
তবে বুঝি হইবে সুসার॥
সে দিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্লা ষষ্ঠি মিলয়ে প্রভাতে।
কন্যা রাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাই ঘটে,
অত্রযোগ সব কৈল যাতে॥
বিধাতা কহেন সায়, শুন বিধি দিনু তায়,
কর ষষ্ঠি কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তার, বিধি খণ্ডে পুনর্ব্বার,
কল্প খণ্ডে সুরথ রাজন॥
এই উপদেশ কন, শুনে রাম সুখী হন,
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা,
স্নান-দান করিলা শ্রীরাম॥
বনপুষ্প ফল-মূলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈল বিবিধ আচার।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিল স্তুতি নতি,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।

রাগিণী সুরট,—তাল খয়রা।

কোথা গো করুণাময়ী দয়া কর দীন-হীনে।
ঠেকেছি বিষম দায়, কে তরে তারিণী বিনে॥ ধুয়া॥

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিল উৎসব।
গীত-নাট করে জয় দেয় কপিসব॥

১। কমণ্ডলু-পাণি—কমণ্ডলুধারী ; ব্রহ্মা। ২। দুঃখ-পাথার—দুঃখের সাগর।

নবপত্রিকার প্রবেশ।

বান্ধিল পত্রিকা নব যেমন বিধান।
কদলী দাড়িম্ব ধান্য হরিদ্রা প্রধান॥

মানকচু বিল্বাশোক জয়ন্তী সহিত।
নববৃক্ষ একত্রেতে করিল মিলিত॥

[পৃষ্ঠা : ১৬৭]

প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়॥
সায়াহ্ন কালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাদিবাসন॥
আপনি গড়িল রাম মূর্তি মহামায়ী।
ইহাতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ বিজয়ী॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস॥
এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত॥
অসাধ্য সাধন তাহে নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিল হনুমান॥
গত হৈল ষষ্ঠি-নিশা কিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ[১]॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিল।
বেদ-বিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিল॥
শুদ্ধ তত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত-নাট চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ।
নৃত্য-গীতে বিভাবরী হইল প্রভাত॥
নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে॥

নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্যোগ করিল ফল-মূল।
বেদ-বিধিমতে মত, আনিলা সামগ্রী যত,
কপিগণ যোগাইছে ফুল॥
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধবা,
পলাশ পাটলী[২] ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত, বনপুষ্প নানামত,
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল॥
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নল,
আমলকী পত্র পারিজাত।
শেফালি করবী আর, কনকচম্পক সার,
কোকনদ সহস্রেক পাত॥
অতসী অপরাজিতা, যাহে দুর্গা হরষিতা,
চম্পক চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটি, জাতী যূথী আচি ঝাটি,
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর॥
তুসীর তিশি ধাতকী, ভূমিচম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকেলী আর।
স্বর্ণ যূথিকা বাঁধুলী, শীর্য পিউলী আধুলী,
কুরুচি গোলাপ পুষ্প সার॥
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বন-ফলে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা।

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবেতে তবে বিধান আচরি॥
তন্ত্র মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ॥
অর্চ্চনা করিল যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিল গ্রহণ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিল শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখিয়ে শঙ্করী॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি বুঝি দয়া না হইল দুর্গার॥
বঞ্চনা করিল দেবী বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায়॥
নয়নে বহিছে ধারা সশোক অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর॥

১। দিবসের নাথ—দিননাথ; সূর্য্য। ২। পাটলী- -পাটল; পারুলপুষ্প।

কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার কারণ॥
তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥
দেবের দুর্ল্লভ[১] পুষ্প যথা তথা নাই।
তুষ্ট হবে ভগবতী শুনহ গোসাঞিঃ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রামচন্দ্র কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম মিতা বিভীষণ॥
দেবের দুর্ল্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥
দাস আছে কাছে চিন্তা কেন কর মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এই দণ্ডে এনে দিব আমি নীলোৎপল॥
বিভীষণ কন বীর হনুমান-কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে॥
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয়॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল প্রয়াণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শ্রীরাম দেবীকে স্তব করেন।

রাগিণী ললিত—তাল খয়রা।

হের মা নয়নকোণে তাপিত তনয়ে ধারিণী।
এ মা তপন তাড়নে ত্রাসিত চিতানলে দহিছে প্রাণী॥ ধুয়া॥

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে॥
দুর্গা দুর্গহরা তারা দুর্গতি-নাশিনী।
দুর্গমে শরণী বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী॥
দুরারাধ্যা ধ্যান সাধ্য শক্তি সনাতনি।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠ-প্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূল শক্তি সচ্চিতা সাকারা।
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিব-নিতম্বিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী॥
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী শারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥
লম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষনাশিনী।
কৃতান্তদলনী কালী উর বিলাসিনী॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা-শ্রীহরি।
তুষ্ট হৈলা হৈমবতী পরম-ঈশ্বরী॥
কিন্তু রৈল অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে।
রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে॥
এইরূপে কতক্ষণ রন ভগবান।
হেথা নীলপদ্ম তোলে বীর হনুমান॥
অষ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবন ভরেতে বীর করে আগমন॥
শ্রীরামের নিকটে আসিয়া উত্তরিল[২]।
গণনা করিয়া রামে নীলপদ্ম দিল॥
আনন্দিত হৈলা রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবী ভাবে বিচিত্র করিল ছিত্ত সদ্য॥
সঙ্কল্প করিলা পদ্ম করিতে প্রদান।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গান॥

দেবীর একটি পদ্ম হরণ।

পুলকিত চিত, বিধান রচিত,
মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল,
সঁপে দেবীর চরণে॥
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, একপদ্ম তার,
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥

১। দুর্ল্লভ—দুষ্প্রাপ্য, বিরল। ২। উত্তরিল—উপস্থিত বা উপনীত হইল।

শ্রী কৈবল্যদায়িনী ঃ— দেবীর একটি পদ্ম হরণ।

করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, একপদ্ম তার,
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥

[পৃষ্ঠা : ২১৫]

ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব,
রাম জগত-গোসাঞি।
শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্রযোগ,
এক পদ্ম মিলে নাই॥
হইয়া বিস্মিত, চিত্ত চমকিত,
সঙ্কল্প ভঙ্গেতে ভয়।
হনুমান কন, ব্রহ্ম-সনাতন,
একি পবন-তনয়॥
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট[1] আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাই যায়,
ঠেকিলাম ঘোরদায়॥
যাহ পুনর্ব্বার, পদ্ম এক আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনুমান কয়, শুন মহাশয়,
শতাষ্ট আছে গণন॥
শুনহে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লহ চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিল কালী॥
আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখিলা গণিয়া ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিল নলিনী[2],
না ভুলিও তুমি ভ্রমে॥
পবন নন্দন, কহিলা তখন,
শুনিয়া বিস্ময় রাম।
আঁখি ছল ছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দে দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছয়ে কত যন্ত্রণা।
কবিরত্নে গায়, এ হেতু আমায়,
অভয়ার বিড়ম্বনা॥

শ্রীরামের দেবীর প্রতি স্তুতি।

অশিব-হারিণী শিব-নিতম্বিনী।
শব-শবোপরা শিবদায়িনী সুরবন্দিনী॥ ধুয়া॥

নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
মেনকা-নন্দিনী, গণেশ-জননী,
দেহ মোরে পদছায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমে, আশুতোষি[3] ধূমে,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজ-রাজেশ্বরী, রমা রণকরী,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব-বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষান্তি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী॥
সহস্র স্বহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে,
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভঘাতিনী॥
দৈত্য-নিকৃন্তিনী, শিব-সীমন্তিনী,
শৈলসুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, দুষ্ট-নিকৃন্দিনী,
দিগম্বরের ঘরণী॥
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ-অরি,
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্ব সুশোহিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
নমস্তে লোল-রসনা।
দিক্-বিবসনা, সর্ব্ব-শবাসনা,
বিশ্বা বিকটদশনা॥
শারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা কালিকে শ্যামা।
মৃগেশ-বাহিনী, মহেশ-ভাবিনী,
সুরেশবন্দিনী বামা॥
কামাক্ষ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী,
মনোহরী কাত্যায়নী।
শমন-ত্রাসিনী, অরিষ্ট-নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥

১। শতাষ্ট—একশত আটটি। ২। নলিনী—পদ্ম। ৩। আশুতোষি—শীঘ্র (আশু) সন্তুষ্টা হন যে নারী।

হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্র জল,
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
শ্রীনৃসিংহে দয়া, করগো অভয়া,
ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

দেবীর প্রতি স্তুতি-বাক্য।

রাগিণী হামির,—তাল খয়রা

তারা তোমার মন্ত্রণা কিছু না পাই ভাবিয়া।
সর্ব্বস্বরূপিণী তুমি, সর্ব্বকর্ম্ম কর তুমি,
জীব উপলক্ষ দিয়া॥ ধুয়া॥

কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে।
আর্দ্রচিত্তে লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতি বাক্যে কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়॥
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদচ্ছেদিনী।
মহামায়ারূপে ত্রিজগত-আচ্ছাদিনী॥
তুমি কর্ম্ম কর্ম্মমূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিরূপণ॥
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-আত্মা তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুবর্ত্তি॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সব তুমি॥
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপদ সম্পদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুগত।
কর্ম্মভোগ ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুং নপুংসক তুমি জীব সহায়িনী॥
যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোক-জলে॥
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে কর্ম্ম কর প্রযোজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বধারা ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী[1] প্রায়।
তোমার এ নাট্যখেলা পুত্তলিকা প্রায়॥
কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তায়।
কেহ গজবাজি কেহ গজরক্ষাকার॥
কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্প দিনে পাত।
কার শিরে ছত্র কার শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী কেহ কষ্টে রয়॥
কারে স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারে অন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী হয় কেহ হয় রাগান্বিত।
কেহ সাধু চোর কেহ ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনের দুঃখ তাপ স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমায়॥
দুঃখ ভাণ্ড অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ণ না বিচারি॥
নিষেধ করিগো তায় যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইব কোথায়॥
বলে অবসর আমি যা জান তা কর।
কবিরত্ন কহে শীর্ণ-জীর্ণ কলেবর॥

শ্রীরামের দুঃখ নিবেদন।

রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।

আর কত বঞ্চনা আমায়।
ঘোরা ফেরা সহা নাহি যায়॥ ধুয়া॥

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
সবু দুঃখ দাও দয়া না হয় তোমার॥
ক্রমে অবসান তনু শুন গো তারিণী।
দয়াময়ী নাম তব পতিতোদ্ধারিণী॥
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে।
রাজ্যকার্য্য বিনাশিলা আনিলে কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে করিলে।
রাবণ দ্বারায় শেষে জানকী[2] হরিলে॥

১। ছায়াবাজী—ছায়ারূপ বাজী বা ইন্দ্রজাল। ২। জানকী—জনকনন্দিনী, সীতা।

কত কষ্ট কটক সঞ্চয়ে কপিগণে[1]।
শিলা বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র তরণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষে আছে লঙ্কেশ্বর॥
কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকালে বোধন।
তব কৃপা না হইল মোর অসাধন॥
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত কষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে তারিণী তারা সঙ্কল্পে নলিনী॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজনে।
হের মা নয়ন-কোণে মানস-পূরণে॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিফল॥
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইল অস্থির।
বুক মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর॥
লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান॥
শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার॥
যাও মিতা সুগ্রীব স্বগণ লয়ে যাও।
মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছা মুখ ছাও[2]॥
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা ভুবনে।
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতরে।
এত বলি কান্দে রাম সশোক-অন্তরে॥
আকুল দেখিয়া রামে সকলে বুঝায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

বর যাচ্ঞা।

তার নামের মহিমা বুঝা যায়। এইবার বলিগো তোমায়, হও সাবধান আপনায়॥ ধুয়া॥

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান।
কেন এত বৈকুল্যতা কর ভগবান॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিব রাবণে সীতা করিব উদ্ধার॥
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনে কাহার কথা করেন রোদন।
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীল-কমলাক্ষী মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে বিকল॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কন রাম অনুজ লক্ষ্মণে॥
আর কিবা দেখ ভাই করি কি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সংকল্প পূরণে॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
চক্ষু উপাড়িতে যান করিতে প্রদান॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেখিয়া দেবীর শোক হইল তখন॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর কি কর প্রভু জগত-গোসাঞি।
পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কাজ নাই॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন॥
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন করা ঠিক নয়॥
পুত্র প্রতি মাতা স্নেহ সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায়॥
ঠেকিলাম বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে॥
যা করিলে সে ভাল বারেক ফিরে চাও।
সব শস্ত্রাঘাত মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও॥

১। কপিগণে—বানরসকলে। ২। ছাও—আচ্ছাদন কর।

ভরসা তোমার আর না কর নৈরাশ।
আশা আছে আশ্বাসে বিশ্বাসে দাও শ্বাস॥
কাল-নিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম-মোহিনী॥
বিজয়-বিহীনে তনু শীর্ণ আছে মোর।
কবিরত্ন কহে মা দুঃখের নাহি ওর[১]॥

রাবণ বধে দেবীর আদেশ।

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গুণি,
স্তুতি-বাক্যে কাত্যায়নী কয়।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়,
পতি তুমি ব্রহ্ম-সনাতন॥
তুমি হও ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে॥
মায়ায় মানুষ তুমি, চতুর্ব্বর্গে[২] আসি ভূমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভব ভাব্য প্রভু হও, কবে কোন ভবে রও,
শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার॥
তোমার জানকী জিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধু-জলে,
রাক্ষসের বিনাশ করিতে॥
দেখ হে মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠনগরে।
ব্রহ্মশাপে ধরা আইল, শত্রু ভাবেতে পাইল,
তেঞি প্রভু তুমি ধরাপরে॥
অকালবোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলে বিনাশ।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হৈলা তিরোধান।
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিল সমাধান॥

দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিল রঘুপতি।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, দ্বিজ কবিরত্ন ভাষে,
চণ্ডী-লীলা মধুর ভারতী॥

রাবণ বধ।

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিল ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়ে সবে, দৈবের বিমান তবে,
পাঠাইল রামের সদন॥
বিশেষ কহিল দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
আর মৃত্যুশর আনিবারে।
শুনিয়া দৈব-বচন, বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবনকুমারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীরহনুমান ধায়,
উত্তরে নিমিষে গিয়া বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তার কাছে,
একমনে করে চণ্ডীপাঠ॥
মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেন দু'-অক্ষরে,
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল তবু হেলায়,
হনুমান সচিন্তিত অতি॥
ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গে দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
হনুমান পুঁথি কেড়ে লয়॥
প্রথমে মাহাত্ম্য স্তোক, পুছে ফেলে তিন শ্লোক,
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন॥
স্তব করি দশানন, কান্দে যত শোক-মন,
ফিরে না চাহিল মহেশ্বরী।
হেথা রাম আইলা রণে, ইন্দ্ররথ-আরোহণে,
বিজয় কোদণ্ড করে ধরি॥

১। ওর—শেষ। ২। চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—পুরুষার্থচতুষ্টয়।

সীতার অসিতা মূর্ত্তি ধারণ।

ধরিয়া কোদণ্ড করে প্রবর্ত্তিল রণে।
হুহুঙ্কার ছাড়িছেন মহা ক্রোধমনে॥

করিলা শঙ্খের নাদ ধনুক টঙ্কার।
মহা শব্দে তিন লোকে লাগে চমৎকার॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২২৭]

তা দেখি রাবণ রোষে, গালি পাড়িছে আক্রোশে,
ইন্দ্ররাজে করিছে তর্জ্জন।
ধনুকেতে গুণ[১] দিয়ে, রামের সম্মুখে গিয়ে,
কোপে বাণ করে বরিষণ॥
হেথা মহাবীর হনু, মায়ায় ব্রাহ্মণ-তনু,
ধরিয়া চলিল মনোহর।
ছলে ভুলে মন্দোদরী, মৃত্যুশর পূজা করি,
শ্রীরামেরে আনি দিল শর॥
শর দেখি রাম চাপে[২], দশানন ভয়ে কাঁপে,
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন।
আকর্ণ পূরিয়া শর, ছাড়িলেন গদাধর,
প্রাণ ত্যাগ করিল রাবণ॥
কপি ডাকে রাম জয়, দেবের ঘুচিল ভয়,
করিছে কুসুম বরিষণ॥
বাদ্য দুন্দুভি বাজায়, গন্ধর্ব্বেতে নাচে গায়,
দ্বিজ কবিরত্ন বিরচিল॥

শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন।

মন্দোদরী আসি রামে প্রণাম করিল।
সাবিত্রী সমান বর রঘুনাথ দিল॥
রাবণের দেহ দাহ কৈল বিভীষণ।
অক্ষয় রামের বরে জ্বলে হুতাশন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ স্নান করিল তখন।
ফল-মূলাহারে রাম করিলা যাপন॥
পরমেশ পরাৎপর ত্রিলোকের সার।
প্রেমানন্দে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
পূর্ব্ববহ্নি যোগেতে পরীক্ষা করাইল।
শ্রীরামের হুতাশন মহা সীতা দিল॥
বাস্তবিক পাইল রাম ছায়া গেল তপে।
স্বর্গ লক্ষ্মী হইলা অযুত বর্ষ জপে॥
শুনহ ভাগুরি ইদানীর[৩] বিবরণ।
পঞ্চপতি বর তারে দিলা পঞ্চানন॥
দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ডে জন্ম হৈল তার।
দ্রৌপদী হইল নাম শুন তত্ত্ব সার॥
পরে রাম সীতা লয়ে গেলা অযোধ্যায়।
রাজা হৈল রঘুনাথ বশিষ্ঠ-আজ্ঞায়॥

এ অবধি সিদ্ধি যাত্রা দশমী বর্ণন।
বিজয়া হইল লঙ্কা বিজয় কারণ॥
একাসনে সীতা-রাম বসিয়া তখন।
ধরিলা মস্তকে ছত্র ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
চামর ব্যজন করে ভরত-শত্রুঘ্ন।
সম্মুখে রহিল বীর পবননন্দন॥
পুরবাসী পুরজনা দেয় জয় জয়।
আশীর্ব্বাদ করে ঋষি আনন্দ-হৃদয়॥
পালন করেন প্রজা রাম নারায়ণ।
রোগ-শোক নাহি তথা অকাল-মরণ॥
সময় ক্রমেতে তথা মেঘে বর্ষে জল।
বৃক্ষ সব শোভা করে নানা ফুল-ফল॥
এইরূপে রাজ্য করে রাজা দাশরথি।
প্রশ্নের উত্তর সে মার্কণ্ডেয় ভারতি॥
শুনহ ভাগুরি মুনি অপূর্ব্ব আখ্যান।
দুর্গা পূজা শরতে এ নামের বিধান॥
হইল ষষ্ঠ্যাদি কল্প দেব নিরূপণ।
প্রকাশ হইল পূজা পূজে সর্ব্বজন॥
পূজিলে অক্ষয়ফল দেবীর কৃপায়।
শত্রুনাশ হয় আর যম-ভয় যায়॥
শিবত্ব পাইয়া রয় অম্বিকার পাশ।
যথার্থ বেদের বাক্য জানিবে নির্য্যাস॥
বেদ তন্ত্র মন্ত্র আর আগম পুরাণ।
বিরচিত কবিরত্ন চণ্ডিকা-আখ্যান॥
শ্রবণে পঠনে মুক্তি সর্ব্বশক্তি পায়।
নাহিক সংশয় ইথে[৪] দেবীর আজ্ঞায়॥
যুগল উদ্যানে বাস শ্রীনৃসিংহ দাস।
নরাঙ্কিতে কৈলা দেবী যাহারে আভাস॥
গায়কে নায়কে কালী হবে বরদায়।
হরিধ্বনি কর সবে পালা হৈল সায়॥

ভাগুরির প্রশ্ন।

শরতে রামের পূজা করিয়া শ্রবণ।
হইল পরম সুখী ভাগুরি ব্রাহ্মণ॥
সভক্তি পূর্ব্বকে কৃতাঞ্জলি হয়ে কয়।
তুমি ঋষি পরম তপস্বী গুণময়॥

১। গুণ—ছিলা। ২। চাপে—ধনুকে। ৩। ইদানীর—এখনকার। ৪। ইথে—ইহাতে।

প্রলয়ে সকল নাশ নহে তব পাৎ।
বিরাট উদরে বাস কর বিশ্বসাৎ॥
আমার জিজ্ঞাস্য যাহা কহিলে বিস্তার।
পরমার্থ তত্ত্ব কয়ে করিলে নিস্তার॥
কৃতার্থ হইনু আমি কাল পরকালে।
তত্ত্ববক্তা তুমি প্রভু আমার কপালে॥
এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসি কহিবে তপোধন।
কিরূপে রটন্তী পূজা উৎপত্তি কারণ॥
কয়ে ছিলে পূর্ব্বে মোরে কহিবে পশ্চাৎ।
রাঘবের পূজা-মধ্যে সব বিস্তারাৎ[1]॥
শ্রীরামের পূজা সাঙ্গ হৈল দশভুজা।
তার মধ্যে কই হৈল রটন্তীর পূজা॥
এক্ষণে বিস্তারি মোরে কহ মহাশয়।
রটন্তীর পূজা আর উৎপত্তি নির্ণয়॥
শুনি মার্কণ্ডেয় কন শুন দ্বিজবর।
রটন্তী উৎপত্তি পূজা আদি অতঃপর॥
সে কথার সমাপ্তি এখন হয় নাই।
ক্রমে অনুবন্ধ[2] কথা ক্রমে ক্রমে চাই॥
রটন্তীর বিবরণ শুন দ্বিজ-সুত।
বিস্তারিত লিখেন রামায়ণ অদ্ভুত॥
রাজা হয়ে রামচন্দ্র পালে প্রজাগণ।
পঞ্চমাস গর্ভে জানকীরে দিল বন॥
কুশি-লব জানকীর হইল সন্তান।
অশ্বমেধে রামচন্দ্র পরাজয় পান॥
মিলাইল শেষেতে বাল্মীকি তপোধন।
পুনঃ সীতা রাণী হৈলা সুখী সর্ব্বজন॥
শুন রঙ্গ দ্বিজবর অপূর্ব্ব সম্বাদ।
কথায় জানকী রামে বাদ-অনুবাদ॥
গর্ব্ব করি গৌরবে কহেন ভগবান।
ত্রিভুবনে বীর নাই আমার সমান॥
করিলেন ইঙ্গিতে সীতারে পরিহাস।
প্রকৃতি হইতে শুদ্ধ হয় ধর্ম্মনাশ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সীতা-রামের ইঙ্গিতে কুন্দল।

বিভাস রাগেন গীয়তে।

কহেন জানকী-নাথ, হেলাইয়া ডান হাত,
সর্ব্ব কর্ম্মে নারী বিবর্জ্জিত।
স্ত্রৈণ হয় যেই জন, তার নিন্দা অনুক্ষণ,
পদে পদে ঘটে বিপরীত॥
খাইতে পরিতে ভাল, সর্ব্বদা অন্তর কাল,
কোন কর্ম্মে পাওয়া নাহি যায়।
বিষামৃতে সম্মিলন, নহে ভেদ নিরূপণ,
বাক্যানলে পুরুষে জ্বালায়॥
কুকর্ম্মে তৎপর হয়, সুকর্ম্মে কখন নয়,
কেবল সাক্ষাৎ মায়ারূপে।
যদি নারী সঙ্গে থাকে, অনাসে ফেলায় পাকে,
পুরুষে ডুবায় কামকূপে॥
কথায় ভ্রূকুটি বড়, নাসিকাগ্রে মান দড়,
অপদার্থ মিথ্যা নারীজাতি।
কার্য্যে নাহি পাওয়া যায়, পুরুষের ভাগ্যে খায়,
বিপর্য্যয়ে ঘটায় অখ্যাতি॥
পতি হৈল ধনবান, অমনি ভুলিল মান,
সর্ব্বদা করেন মনমনা।
পতিরে কহেন দাঁড়ি, দাও পট্টবস্ত্র শাড়ি,
রত্ন অলঙ্কার শাঁখা সোনা॥
পতির না থাকে ধন, সদা করে খন খন,
গুরুজ্ঞান না থাকে তখন।
আভরণ হৈল বাড়া, ঠাট চমকে হাত নাড়া,
পাড়া পাড়া করেন ভ্রমণ॥
নারী হৈতে ধর্ম্মনাশ, স্ত্রীকে না হয় বিশ্বাস,
সর্ব্বদা আমার ত্রাস হয়।
শুনি রামের বচন, ইঙ্গিতে জানকী কন,
সত্য তা কহিলে দয়াময়॥
প্রকৃতির ব্যবহার, তুমি কি জানিবে তার,
কিছুমাত্র জানেন শঙ্কর।
সাক্ষী দেখ চণ্ডিকার, পদতলে শবাকার,
শিরে গঙ্গা নাম গঙ্গাধর॥

১। **বিস্তারাৎ**—বিস্তারিতভাবে আছে। ২। **অনুবন্ধ**—নির্ব্বন্ধ, উপক্রম, অবতাড়না।

তোমার কৃপায় জয়ী এ তিন ভুবন।
উপেক্ষা করো না হর ডাকে অকিঞ্চন॥

নয়ন গলিত ধারা কলেবর ভাসে।
বিস্তর বিনয় করে গললগ্নীবাসে॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২০৯]

প্রকৃতির গুণ[১] নাই, যা বলিলে বটে তাই,
কিন্তু নারী সকল আধার।
পুরুষ কি কার্য্যে হয়, কিছুতে গণনা নয়,
কোন কর্ম্ম সাধ্য নহে তার॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন, নারী সকল কারণ,
শক্তি হৈতে উৎপত্তি সকল।
বিস্তার কি কর আর, শক্তি বিনা এ সংসার,
দীননাথ জানিবে বিফল॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

সীতা-রামের বাক্যানুবন্ধ।

দয়া করহে জানকী-জীবন দীনপালক। ধুয়া॥

সীতার বচনে রাম রুষিল তখন।
ভ্রূকুটি করিয়া কন শুন সর্ব্বজন॥
জানকীর কথা মোর গায় নাহি সয়।
বুঝিয়া কহিবে নারী কিসে বড় হয়॥
জানকী করিয়া সঙ্গে গিয়াছিনু বন।
হরিল সীতারে তথা লঙ্কার রাবণ॥
পূর্ব্বাপর শুনিয়াছি সে যেমন বীর।
বিক্রমে যাহার রণে কেহ নহে স্থির॥
ইন্দ্রাদি দেবতা যার আজ্ঞাবহ হয়।
তার দাপে নিত্য পূর্ণ শশাঙ্ক উদয়॥
অগ্নি শীত শমন ঘোড়ার ঘাস কাটে।
ভৃত্যাধিক দেবগণ লঙ্কাপুরে খাটে॥
এক শতবার মাথা কাটিনু তাহার।
তথাপি করয়ে যুদ্ধ না হয় সংহার॥
এমন দুর্জ্জয় বীর রাজা দশানন।
তাহারে করিনু আমি সমরে নিধন॥
তখন ত ছিলে সত্যি আপনি লঙ্কায়।
কেন না বধিলে তারে কহত আমায়॥
কথায় কেবল দড় কাযে কিছু নাই।
উপাসের[২] কেহ নন পান্নার[৩] গোসাঞি॥
ভাগ্যেতে আমার বল ছিল সে সময়।
তেঞিত লইনু সীতা লঙ্কা করি জয়॥
কোন কার্য্যে নহে নারী শুন সারোদ্ধার।
পুরুষ সর্ব্বাংশে পটু কথা কি দু'বার॥
শুনিয়া রামের কথা হাসিলেন সীতে।
পুনর্ব্বার লাগিলেন কহিতে ইঙ্গিতে॥
দু'জনার কুন্দল পরম সুবিলাসে।
অধোমুখে বৈসে বীর হনুমান হাসে॥
সীতা কন রঘুনাথ কৈলে সমুদয়।
শুনিয়া থাকিতে নারি না কহিলে নয়॥
তোমার কি সাধ্য কর রাবণ-বিনাশ।
রাবণ মেরেছি আমি জানিবে নির্য্যাস॥
ভিক্ষা দিতে হস্ত রাজা ধরিল আমার।
সেইকালে শক্তি হরে লইনু তাহার॥
পূর্ব্বজন্মে বেদবতী আছিনু যখন।
রাবণের নাশ আমি করেছি তখন॥
মৃত সঙ্গে করি যুদ্ধ বাড়ালে পৌরব।
প্রকাশ করো না ইথে নাহি তব যশ॥
সংক্ষেপে কহিনু যাহা জানে তব দাস।
মরা মেরে কর কেন বীরত্ব প্রকাশ॥
জীবন্ত রাবণ আছে শতশির তার।
মারিতে পারিলে তারে বীরত্ব তোমার॥
পুরুষ পৌরব জানি ছোট হয় নারী।
কবিরত্ন কয় বুঝা যায় ভুরি ভারি॥

শতস্কন্ধ বধে রামের গমন।

এইবার জানা যাবে রাম মহিমা তোমার। ধুয়া॥

রাবণের নাম শুনি শ্রীরাম বিস্ময়।
পৃথিবীর মধ্যে কি রাবণ আর রয়॥
কহ শুনি জানকী তাহার বিবরণ।
কোথায় বসতি তার কি রূপ গঠন॥
হাসিয়া জানকী কয় শুন দয়াময়।
শতেক মস্তক আহুলঙ্কাতে সে রয়॥
পশ্চিম সমুদ্র লক্ষ যোজন বিস্তার।
আহুলঙ্কা হয় সেই সমুদ্রের পার॥

১। গুণ—মনের যে ধর্ম্ম থাকাতে লোক (এক্ষেত্রে নারী) প্রশংসনীয় হয় তাহা। ২। উপাসের—উপবাসের। ৩। পান্নার—পারণার।

তার সনে যুদ্ধ করা বিষম বিপদ।
তোমার কি সাধ্য নাথ করিবারে বধ॥
জানকীর বাক্যে শ্রীরামের ঈর্ষা হয়।
বলেন মারিব তারে বড় কথা নয়॥
সাজ সাজ বলি রাম দিলেন ঘোষণা।
আজ্ঞামাত্র প্রস্তুত হইল সর্ব্বজনা॥
বারণ করেন সীতা ক্ষান্ত হও হরি।
না হয় বিজয় তার সনে যুদ্ধ করি॥
মহাবীর শতানন প্রকাণ্ড আকার।
দুই শত হস্ত শাল তরু অবতার॥
নিষেধ না মানি রাম আহুলঙ্কা যান।
চারি ভাই চারি রথে আর হনুমান॥
জানকী কহেন রাম শুন নিবেদন।
হনুমান গেলে গ্রাহ্য নহে সেই রণ॥
শুনি রাম হনুমানে রাখি অযোধ্যায়।
চারি ভাই পশ্চিম মুখেতে চলি যায়॥
মনাধিক্য গতি বাজী চঞ্চল চরণ।
দুই দণ্ডে পশ্চিম সাগর দরশন॥
সারথি সত্বর ঘোড়া করয়ে চালন।
ছাড়িয়ে অমনি বাজী উঠিল গগন॥
অৰ্দ্ধেক সমুদ্রে গিয়া হইল অচল।
দুই দিকে সমভাগে তুরঙ্গ বিকল॥
শতাঙ্গ তুরঙ্গ রথী সারথী তখন।
একবার সমুদ্র মধ্যেতে নিপাতন॥
নাকানি চুবানি খেয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
কি হবে উপায় রাম ভাবিয়ে অজ্ঞান॥
ডুব ডুবি যায় সবে সমুদ্রের জলে।
কি হবে উপায় রাম লক্ষ্মণেরে বলে॥
প্রাণ যায় ভাইরে কি রূপে সিন্ধু তরি।
অনুপায় পশ্চিম সমুদ্র মাঝে মরি॥
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু কি করিতে পারি।
তরিতে উপায় মাত্র জনক-কুমারী॥
কর বিপদেতে ভাই সীতার স্মরণ।
এখনি তরিবে প্রভু সমুদ্র-জীবন॥
শুনি রাম বলে আমি বরঞ্চ মরিব।
তথাপি সীতায় আজি স্মরিতে নারিব॥
কালেতে আমার সে খোঁটার ঘর হবে।
কথায় কথায় সীতা নাক তুলে কবে॥
লক্ষ্মণ কহেন রাম তাকে পারা যায়।
এক্ষণেতে রাখ প্রাণ কবিরত্ন গায়॥

শ্রীরামের অযোধ্যায় গমন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে কন, তুমি করহ স্মরণ,
আমি না পারিব কদাচিত।
জানকীর নাম ধরি, লক্ষ্মণ রোদন করি,
দু'নয়নে জলেতে পূর্ণিত॥
কোথা জনক-দুহিতা, লক্ষ্মণ-জননী সীতা,
সঙ্কটেতে কর পরিত্রাণ।
পড়েছি অগাধ জলে, তোমার কপট-ছলে,
কৃপাদৃষ্টে রাখ মা পরাণ॥
এইরূপে কতক্ষণ, স্মরিয়ে করে রোদন,
জেনে সীতা হাসিল তখন।
রামের উদ্ধার জন্যে, সর্ব্বধাত্রী মহীকন্যে,
হনুমানে করিলা প্রেরণ॥
শক্তিরূপে যারে পূজে, বসিলা বীরের ভুজে,
মহাবেগে গেল হনুমান।
পশ্চিম সাগর ধার, দাণ্ডায় বায়ু-কুমার[1],
দেহ ধরি সুমেরু সমান॥
ক্রমে হস্ত বাড়াইয়ে, চারি রথে আকর্ষিয়ে,
ধরি শূন্যে তোলে মহাবীর।
চক্ষের নিমিষে লেখা, অযোধ্যায় দিল দেখা,
রথ রাখে সীতার গোচর॥
রঘুনাথ নতশির, পরিহাস জানকীর,
রামে কন ইঙ্গিত করিয়ে।
আজি জানিনু নির্যাস, তব বীরত্ব প্রকাশ,
ভাল আইলে রাবণ মারিয়ে॥
শুনিয়ে শ্রীরাম কন, এ ইঙ্গিত অকারণ,
ব্যঙ্গ কর না বুঝিয়ে তত্ত্ব।
একবার সঙ্গে তার, দেখা হইলে আমার,
তবে সীতা জানিতে বীরত্ব॥

১। বায়ু-কুমার—পবনের পুত্র; হনুমান।

রটন্তী পূজা।

শিবশিবে আরোহণ বিগলিত কেশ।
লগ্না মগ্না লোল জিহ্বা ভয়ঙ্কর বেশ॥

বিধান করিলা পূজা রটন্তী তামসী।
মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষ তিথি চতুর্দ্দশী॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২৩০]

সাধ্য নাহিক ঘোড়ার, হইতে সাগর পার,
হইতে আমার দোষ ভঙ্গ।
দেখা হইলে তার সনে, সমর করিয়ে রণে,
আজি দেখিতাম কোন রঙ্গ॥
সীতা কন পুনর্ব্বার, সাগর হইলে পার,
তবে ত মারিতে পার তারে।
শুনিয়া শ্রীরাম কয়, এ হইলে তবে হয়,
তবে আর কি কব তোমারে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

শ্রীরামের আহুলঙ্কায় প্রবেশ।

শ্রীরাম করিল পুনঃ লঙ্কায় গমন।
সমুদ্র তরিতে সহ পবননন্দন॥
সীত কন শুন বাছা পবনকুমার।
শ্রীরামেরে করে এসো জলনিধি[1] পার॥
সেতু হবে তুমি অনায়াসে পাবে পথ।
তোমার উপর দিয়া চলে যাবে রথ॥
সীতার আজ্ঞায় বীর করিল গমন।
রামসহ সিন্ধুতীরে দিল দরশন॥
শরীর বাড়ায় বীর দ্বিলক্ষ যোজন।
সিন্ধু-জলে কুতূহলে করিলা শয়ন॥
অপূর্ব্ব হইল সেতু প্রকাণ্ড আকার।
চারি সহোদর রথ সহ হৈল পার॥
গাত্র ঝাড়া দিয়ে উঠে পবননন্দন।
আযোধ্যায় আসি পুনঃ দিল দরশন॥
হেথায় রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।
আহুলঙ্কা দেখিলেন করি নিরীক্ষণ॥
দেখেন অপূর্ব্ব গড় সপ্ত পরিখায়।
অনিল অনল জল সুবেষ্টিত তায়॥
ঘোরতর ঘুরোণে বাতাসে ঝড় বয়।
কার সাধ্য সে বাতাসে স্থির হয়ে রয়॥
ঘোর পাকে ফিরে শ্রীরামের রথ তায়।
স্থির না হইতে দেয় চিন্তে রঘুরায়॥
তাহা দেখি লক্ষ্মণের ক্রোধিত অন্তর।
আকাশাস্ত্র গাণ্ডীবেতে যুড়িল সত্বর॥
অব্যর্থ সন্ধান সে হরিল বায়ু শেষ।
জয়ী হয়ে বায়ু গড় করিলা প্রবেশ॥
অগ্নিগড়ে জলে অগ্নি পর্ব্বত আকার।
নিকটস্থ হইতে নাহি সাধ্য হয় কার॥
বরুণাস্ত্র ছাড়িলেন সুমিত্রা-সন্তান।
নিধন করিয়া অগ্নি করিলা নির্ব্বাণ॥
পার হয়ে দুই গড় চলিলা ত্বরিত।
জলের গড়েতে গিয়া হৈল উপনীত॥
শোষকাস্ত্রে শুষি জল হইলেন পার।
প্রকারেতে কত গড় পার হৈল আর॥
রাবণের পুরী দেখে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
মণি মুক্তা প্রবালে খচিত স্থানে স্থান॥
বন উপবন আর দীঘি সরোবর।
সুবর্ণের পুরীখান অতি মনোহর॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র হৈল হরষিত।
দেখিয়া যুদ্ধের স্থান হৈল উপনীত॥
আশী লক্ষ মণে যোধ-ঘণ্টা নিরমিত।
লোহার শিকলে যুদ্ধ-স্থলে আন্দোলিত॥
তাহে শতস্কন্ধের বিপক্ষ জানা যায়।
ঘণ্টানাদ অনুসারে সুপ্রমাণ তায়॥
একেবারে ছয়বার শব্দ হয় যার।
মৃত্যু নিরূপণ তার হাতেতে তাহার॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

রাম ও রাবণের কথোপকথন।

যায় শত্রুঘন, করি আস্ফালন,
যোধ-ঘা[2] বাজাইতে।
প্রাণপণ করি, ঘণ্টা করে ধরি,
নাহি পারে নড়াইতে॥

১। জলনিধি—সমুদ্র; সিন্ধু, সাগর। ২। যোধ-ঘা—যুদ্ধঘণ্টা।

শর দেখি রাম চাপে, দশানন ভয়ে কাঁপে,
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন।

আকর্ণ পূরিয়া শর, ছাড়িলেন গদাধর,
প্রাণ ত্যাগ করিল রাবণ॥

[পৃষ্ঠা : ২২০]

হইলা লজ্জিত, বচন রহিত,
দেখে ভরত রুষিল[1]॥
বলে ঘণ্টা ধরি, অতি বল করি,
একবার বাজাইল॥
ঘণ্টার নিস্বন[2], শুন সনাতন,
করিলা বালক জ্ঞান।
পরেতে লক্ষ্মণ, ঘণ্টায় তখন,
ধ্বনি করিবারে যান॥
একবার মায়, দুই শব্দ ভায়,
হৈল অতি ঘোরতর।
শুনিয়া রাবণ, ভাবিল তখন,
এ বীর কিছু ডাগর॥
পরেতে রাঘব, কৈল ঘণ্টা-রব,
এক ঘায় তিনবার।
শব্দ বিপরীত, গগন স্পর্শিত,
শুনে ভয় হৈল তার॥
যুদ্ধসজ্জা করি, ধনুর্ব্বাণ ধরি,
রণস্থলে উপনীত।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে, ভরত-শত্রুঘ্নে,
দেখে হইল দুঃখিত॥
শিশু চারিজন, মোর সনে রণ,
করিতে আইল রণে।
সারথিরে কয়, দেখে দুঃখ হয়,
বাণ মারিব কেমনে॥
কহিছে সারথি, শুন মহামতি,
হেন মনে অনুমানি।
হবে বীর চারি, শিশু-রূপধারী,
কপটে কি ছল জানি॥
তবে শতানন, রামে ডাকি কন,
কে তোমরা চারিজন।
অতি শিশুমতি, আমার সংহতি,
কি রূপে করিবে রণ॥
রঘুনাথ কন, মোরা চারি জন,
অযোধ্যার নরপতি।
সূর্য্যবংশ-জাত, দশরথ-খ্যাত,
হই তাঁহার সন্ততি॥
মোর নাম রাম, করিব সংগ্রাম,
প্রতিজ্ঞা আছে আমার।
ছোট বড় তার, কি হেতু বিচার,
যুদ্ধে ক্ষতি কি তোমার॥
শুনিয়ে রাবণ, কহিছে তখন,
ফিরে যাও নিকেতনে।
শ্রীনৃসিংহে দয়া, করগো অভয়া,
শ্রীনন্দকুমার ভণে॥

শ্রীরামের অযোধ্যায় গমন।

রাম গুণসাগর হেথা দশরথ-নন্দন।
জনমন-রঞ্জন, ভবভয়-ভঞ্জন, ত্রাণ কর হে॥ ধুয়া॥

শতস্কন্ধ কহে শুন শুনহ বচন।
অপুত্রের পুত্র তুমি নির্দ্ধনের ধন॥
বৃদ্ধকালে দশরথ কত যজ্ঞসূত্রে[3]।
জল-পিণ্ড সংস্থাপনে পাইল চারিপুত্রে॥
তার পিণ্ড লোপ করা মোর কর্ম্ম নয়।
দেখিয়ে বালক মোর অতি দয়া হয়॥
অল্প স্বল্প ধন লয়ে আছ এক ধারে।
মোর সনে যুদ্ধে আশা কেন মরিবারে॥
ফিরে যাও অযোধ্যায় শুনহ বচন।
কদাচিত মোর সনে না করিহ রণ॥
শুনিয়া শ্রীরাম কন শুন শতানন।
অল্প জ্ঞান আমারে না কর কদাচন॥
ত্রিভুবন বিজয়ী আছিল দশানন।
সমরে তাহারে আমি করেছি নিধন॥
শুনিয়া রামের কথা শতস্কন্ধ হাসে।
কহিতে লাগিল তবে ভ্রূক্ষেপ-বিলাসে॥
দশস্কন্ধ বিনাশিয়ে বীরত্ব তোমার।
তদ্রূপ রাবণ কোটি সেবক আমার॥
শ্রীরাম কহেন সে কথায় কিবা কাজ।
যুদ্ধ দাও যুদ্ধ চাহি নাহি সহে ব্যাজ॥
বারে বারে রামচন্দ্র চাহেন সমর।
রুষিল রাবণ রাজা কাঁপে থর থর॥

১। রুষিল—রুষ্ট (ক্রোধান্বিত) হইল। ২। নিস্বন—শব্দ। ৩। যজ্ঞসূত্রে—যজ্ঞ করিবার কারণে।

ঘোরতর হুহুঙ্কার ছাড়িল তখন।
বিপরীত নিশ্বাসে ছাড়িল সমীরণ॥
একেবারে চারি রথে উড়াইয়া দিল।
অযোধ্যায় আসি চারি রথ উত্তরিল॥
সীতার নিকটে আসি বৈসে চারিজন।
সলজ্জিত রঘুনাথ নমিত বদন॥
দেখিয়া জানকী কন করিয়া কৌশল।
কহ কহ শুনি রাম যুদ্ধের কুশল[1]॥
কি রূপেতে আহুলঙ্কা প্রবেশ করিলে।
কি রূপে জিনিয়া গড় রাবণ মারিলে॥
বলিয়া হাসেন মাতা রাম নিরুত্তর।
সীতা কন ধন্য বীর চারি সহোদর॥
বলিয়া হাসেন মাতা সবার সাক্ষাৎ।
লজ্জায় না সরে ভাষ কন রঘুনাথ॥
ব্যঙ্গ না করিহ সীতা না যায় সহন।
আমার অসাধ্য নহে শতাস্য নিধন॥
তার সনে যুদ্ধ না হইল একবার।
অন্য অন্য উপদ্রবে ব্যাঘাত আমার॥
নিশ্বাসে উড়ায় রথ না রাখে সারথি।
আমার কি দোষ তাহে বল গুণবতী॥
সীতা কন বিশ্বম্ভর নাম তো তোমার।
রাখিতে না পারিলে সঁপিয়ে বিশ্বভার॥
শ্রীরাম বলেন মোর মনে নাই তাহা।
এ বিষয়ে তাহে সইতে হয় ব্যঙ্গ যাহা॥
জানকী বলেন হৈলে নিবৃত্তি উৎপাত।
তবেত বধিতে তারে পার রঘুনাথ॥
রাম কন উপদ্রব সাম্য[2] যদি হয়।
তবে জয়ী হৈতে পারি কবিরত্নে কয়॥

শতস্কন্ধ সমভিব্যাহারে যুদ্ধারম্ভ।

শুনিয়া রামের বাণী, কন সীতা ঠাকুরাণী,
আমি সঙ্গে যাব আজি রণে।
উপদ্রব উপশম, করিব হে রঘূত্তম,
দেখিব হে বধিবে কেমনে॥
সঙ্গে করি হনুমানে, আরোহিলা গিয়া যানে,
রামচন্দ্র সহ ভ্রাতৃগণ।
চলিলেন ত্বরান্বিত, সিন্ধুতীরে উপনীত,
পার হৈল সমুদ্র তখন॥
প্রবেশি আহুলঙ্কায়, সমরের স্থলে যায়,
সীতা কৈল নিনাদ ঘণ্টার।
এক ঘায় ছয় শব্দ, শুনিয়া ভুবন স্তব্ধ,
সর্ব্বজনে লাগে চমৎকার॥
শুনি আহুলঙ্কেশ্বর, অন্তরে পাইল ডর,
বলে রক্ষা নাহিক এবার।
সমরে আইলেন সাজি, মোর সংহার আজি,
বুঝিলাম ঘণ্টা অনুসার॥
সাজাইয়া সৈন্যগণে, চলহ সবাই রণে,
শত্রু বিনাশিয়া রক্ষা কর।
শুনিয়ে সকলে ধায়, দম্ভে ধরণী কাঁপায়,
কোটি কোটি তুরঙ্গ কুঞ্জর॥
ঘোরতর আড়ম্বর, সমরে লাগিল ডর,
হুহুঙ্কারে ধরাধর কাঁপে।
অস্ত্র শস্ত্র প্রহরণ, আয়ুধ বহু গণন,
অসি চর্ম্ম গদা শর চাপে॥
কেহ মারে মালশাট, কেহ ডাকে কাট কাট,
লম্ফে ঝম্ফে ধরা কম্প হয়।
ক্রোধে বীর শতানন, করে আপন সাজন,
আভরণ পরে অতিশয়॥
অপূর্ব্ব বিমান তায়, নানারত্ন শোভে যায়[3],
মণি মুক্তা প্রবাল খচিত।
পরশ পাথর ধরে, মণি স্তম্ভে পরিসরে,
চূড়ে স্বর্ণ কলস শোভিত॥
অষ্টাদশ ঘোড়া রথে, চলিল গগন-পথে,
শতস্কন্ধ রাবণ সত্বরে।
বাদ্য বাজে ঘোরতর, শঙ্খ বীণা ঝরঝর,
সমতুল হইল সমরে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। কুশল—কল্যাণ, মঙ্গল। ২। সাম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। ৩। যায়—যাহাতে।

শ্রীরামের সহিত শতাননের যুদ্ধ।

সমরে প্রবেশ করি রাজা শতানন।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন করি আস্ফালন॥
একবারে এক শত ধনু টঙ্কারিল।
শত শঙ্খধ্বনি করি গগন পূরিল॥
শব্দ শুনি রাবণের জানকী লুকায়।
আগু হয়ে চারি ভাই সম্মুখে দাঁড়ায়॥
দেখে শতানন বলে শিশু চারি জন।
বাহুড়িয়া আইল পুনঃ নিতান্ত মরণ॥
তথাপি সাহসে ভর করিয়া তখন।
শ্রীরামে ডাকিয়া বলে শুনহ বচন॥
শমন নিকট তোর হইল এবার।
পড়িলে আমার হাতে মরণ তোমার॥
দুগ্ধপোষ্য বালক দুগ্ধের গন্ধ মুখে।
যুদ্ধ কি করিব বাণ নাহি ধরি দুঃখে॥
এইরূপে শতানন বলে যথোচিত।
বাণী শুনি শত্রুঘ্ন হইল ক্রোধিত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে খরবাণ।
মন্ত্রপূত করি ছাড়ে অগ্নির সমান॥
তা দেখি রুষিয়া শতস্কন্ধ ছাড়ে শর।
কাটিয়া পড়িল বাণ করি আড়ম্বর॥
অতি কোপে মহাবীর শতাস্য রাবণ।
উপাড়িয়া আনে গিরি পঞ্চাশ যোজন॥
চাপা দিয়া রাখে শত্রুঘ্নেরে পর্ব্বত।
তাহা দেখি আগুসরি আইলা ভরত॥
তারেও রাখিল রাজা ভূভৃত[1] চাপানে।
চারিদিগে দুই ভাই রহিল সেখানে॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সভয় অন্তর।
পাঠাইলা লক্ষ্মণেরে করিতে সমর॥
গাণ্ডীবে[2] যুড়িয়া বাণ করে বরিষণ।
সপ্তবিংশতি বাণে অজ্ঞান লক্ষ্মণ॥
পর্ব্বত চাপান দিয়া রাখে শতস্কন্ধ।
দেখিয়া বিস্ময় রামচন্দ্রে লাগে ধন্দ॥
কণ্ঠ-ওষ্ঠ শুকাইল চিন্তেন হুতাশে।
দেখি রঙ্গ জনক-নন্দিনী মন্দ হাসে॥
আপনি করেন যুদ্ধ রঘুর তনয়।
সাতদিন সমরেতে পান পরাজয়॥
পাষাণ চাপানে রাখে নিজ আস্ফালনে।
দেখিয়া জনক-সুতা চিন্তাযুক্ত মনে॥
হনুমানে কন মাতা জনকের ঝি।
এক্ষণে উপায় হনুমান কর কি॥
শ্রীরামের দুঃখ আর সওয়া নাহি যায়।
নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

সীতার অসিতা মূর্ত্তি ধারণ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী,—তাল খয়রা।

ভাল সাজরে জনক নন্দিনী সমরে।
জয় সীতা জয় সীতা ডাকিছে অমরে॥ ধুয়া॥

হনুমান বলে মাতা কিবা দেখ আর।
আপনি করহ যুদ্ধ সহিত উহার॥
রামচন্দ্র দুঃখ পান উপল চাপনে।
স্বয়ং শক্তি হয়ে সীতা দেখিবে কেমনে॥
শুনিয়া হনুর বাক্য সীতা কুতূহলে।
রথ হৈতে অবগতা হইলা ভূতলে॥
ধরিয়া কোদণ্ড করে প্রবর্ত্তিল রণে।
হুহুঙ্কার ছাড়িছেন মহা ক্রোধমনে॥
করিলা শঙ্খের নাদ ধনুক টঙ্কার।
মহা শব্দে তিন লোকে লাগে চমৎকার॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া কটি দাণ্ডান কৌতুকে।
রণবেশে দাণ্ডাইলা রাবণ সম্মুখে॥
দেখিয়া সীতার বেশ ত্রাসিত রাবণ।
ভ্রূকুটিতে ভয় পায় যত সেনাগণ॥
শতানন কহে তুমি কামিনী কাহার।
কিবা নাম কার কন্যা একি ব্যবহার॥
সীতা কন শুনহ আমার সীতা নাম।
জনকের কন্যা হই পতি মোর রাম॥
পতিরে করিলে বদ্ধ দেখিয়ে নয়নে।
তোমারে নাশিব আজি দুঃখের কারণে॥

১। ভূভৃত—পর্ব্বত, গিরি। ২। গাণ্ডীবে—ধনুকে, কোদণ্ডে।

কোপ দৃষ্টে চাহিলেন নেত্র অপলকে।
অনল নির্গত হৈল ঝলকে ঝলকে॥
ব্যাপিল অম্বর ভানু বুধ তেজ লয়।
সসৈন্যেতে ধূম্রাসুর ভস্মরাশি হয়॥

শতস্কন্ধ কহে কেন এ বুদ্ধি তোমার।
কার সাধ্য যুদ্ধ করে সহিত আমার॥
অল্প-বুদ্ধি নারী তুমি কত বল ধর।
মরিবার জন্যে মোর সনে যুদ্ধ কর॥
এইরূপে নানামত কথা পরস্পর।
দুইজনে যুদ্ধ করে পরে অতঃপর॥
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল আকাশ।
জানকীর শরে বহু সেনা হৈল নাশ॥
রাবণের শর সীতা শরে করে খণ্ড।
এক দণ্ডে সমর করিলা লণ্ডভণ্ড॥
সব সেনা পরাজয় পলাইল ডরে।
একেলা রাবণ রাজা রহিল সমরে॥
জানকী ধরিয়ে ধনু বরিষয়ে বাণ।
শর-শব্দে অমর হইল কম্পবান॥
বাণে সীতা রাবণের মাথা কাটে রাগে।
সঙ্কোচিত সর্ব্বজন মহাভয় লাগে॥
রক্ত-বিন্দু ভূমিতলে হইল পতন।
দৈব-বরে পুনঃ শতমুণ্ড নিয়োজন॥
ক্রমে ক্রমে শত বার মাথা কাটে তার।
রক্তে জন্মে মুণ্ড রাজা না হয় সংহার॥
চিন্তিয়া জানকী মনে করিল তখন।
ঘনশ্যামা মুক্তকেশী বিকট দর্শন॥
ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাট ফলকে।
ঊর্দ্ধনেত্রে অগ্নি ক্ষরে ঝলকে ঝলকে॥
নরক কাঞ্চির করে ভূষণ কটির।
গলে দোলে মুণ্ডমালা গলিত রুধির॥
চারিভুজে অসি-চর্ম্ম বরাভয় ধরা।
শিবা সঙ্গে শত শত শর পঞ্চপরা॥
মার মার শব্দ করি কৈলা অট্টহাস।
কবিরত্ন ভণে শব্দে পূরিল আকাশ॥

শতস্কন্ধ বধ।

ধরিয়া অসি করে, অসিতা[১] রণ করে,
কাটিয়া করে খান খান।
মারিয়ে দৃঢ় লাথি, বিনাশে হয়-হাতী,
শৃগালে রক্ত করে পান॥
রটিলা মার মার, রটন্তী নাম তার,
সমর করে ঘোরতর।
ভার না সহে মহী, কাঁপিছে ঘন অহি,
মস্তকে ঠেকে জলধর॥
আকৃতি ভয়ঙ্করা, খর্পর অসিধরা,
দেখিয়ে ত্রিলোকের ত্রাস।
ঝাঁকিয়া খাঁড়া ঢাল, কাটিয়ে তালে তাল,
অনেক করিলা বিনাশ॥
দেখিয়া শতানন, ক্রোধেতে করে রণ,
বরিষয়ে শত শত শর।
অসিতা শরগণে, খড়েগতে কাটি ক্ষণে,
করিছেন অতুল সমর॥
খড়্গেতে কাটি শির, পাড়িল সে ভূপতির,
ভূমেতে রুধির পড়িল।
দেব বরেতে তায়, পুনঃ সে শির পায়,
অসিতা ভাবিতে লাগিল॥
রসনা কুতূহলে, বাড়ায়ে ভূমিতলে,
যুড়িল নাহি পায় বাটে।
আনিয়া রসনায়, অসিতা ধরি তায়,
অসিতে শত শির কাটে॥
করিলা রক্তপান, রাবণ ছাড়ে প্রাণ,
রক্ত না পড়ে ভূমিতলে।
অসিতার বিলাস, করিয়া অট্টহাস,
নাচেন অতি কুতূহলে॥
পলায় আর যত, রাক্ষস শত শত,
অসিতা মূর্ত্তি সম্বরিলা।
যতেক দেবগণ, কুসুম বরিষণ,
করিয়া সীতারে তুষিলা॥
আপন মূর্ত্তি ধরি, আপন বাস পরি,
রথে করিলা অধিষ্ঠান।
হইয়া যোড়কর, সম্মুখে নিরন্তর,
স্তব করিছে হনুমান॥
নৃসিংহ দাসে দয়া, করগো হরজায়া,
কৃপা না ছাড় মহামায়।
তাহার সভাসত[২], সঙ্গীত-রসে রত,
কবিরত্ন রস গায়॥

১। অসিতা—কৃষ্ণবর্ণা ; লক্ষ্মীস্বরূপা গৌরাঙ্গী সীতা রণাঙ্গনে ঘোরবর্ণা কালী মূর্ত্তি ধারণ করলেন। ২। সভাসত—সভাসদ।

...দালিত আপাদ সরুধির রসনা।
...গলে রক্তধারা বিকট দশনা।।

এই ধ্যানে নিজ শিরে ফুল দিয়ে রায়।
মানসে করিল পূজা দেবী চামুণ্ডায়।।

[পৃষ্ঠা ঃ ১৮৪]

শ্রীরামের অচেতন।

দেখি কি লোচনে আমি রাজীবলোচনে মরি মরি।
উঠ হে রঘুবীর, ভূমে কেন পড়ি॥ ধুয়া॥

হনুমানে কন, জানকী তখন,
শুন পবন-নন্দন।
রাবণ নিধন, হইল এখন,
রামে করহ চেতন॥
সীতার আজ্ঞায়, হনুমান যায়,
পর্ব্বত ফেলিয়ে দিল।
তুলি চারি জনে, পরম যতনে,
বীর চেতন করিল॥
পাইয়া সম্বিত, উঠয়ে ত্বরিত,
দাশরথি রঘুনাথ[১]।
হাতে ধনুঃশরে, দেখিলা সমরে,
রাবণ হৈল নিপাত॥
শ্রীরাম বিস্ময়, মন ভ্রম হয়,
যেন আপনি মারিলা।
মহাগর্ব্ব করি, কহেন শ্রীহরি,
রাবণ নষ্ট হইলা॥
হনুমান হাসে, ভ্রূকুটি বিলাসে,
শুনে রামের বচন।
সঙ্গে চারিজন, পবন-নন্দন,
গেল সীতার সদন॥
জানকীরে কন, ব্রহ্ম-সনাতন,
রাবণ করিনু নাশ।
শুনিয়া বচন, সকৌতুকে কন,
সীতার বদনে হাস॥
প্রশংসা করিয়া, গৌরব রাখিয়া,
জানকী করিয়া ছল।
তুমি মহাবীর, জানিলাম স্থির,
আর কি অযোধ্যায় চল॥
রথে আরোহণ, কৈলা চারিজন,
আর সীতা হনুমান।
কৌতুকে প্রসঙ্গে, নানা রস রঙ্গে,
অযোধ্যা নগরে যান॥
দুই দণ্ডে রথ, চলি আইল পথ,
অযোধ্যা প্রবেশ করে।
রাজ-সিংহাসনে, বৈসে সর্ব্বজনে,
লয়ে রাম সমাদরে॥
মঙ্গলাচরণ, শঙ্খাদি ঘোষণ,
বিবিধ বাদ্য বাজায়।
নৃসিংহ-সম্বাদে, করি আশীর্ব্বাদে,
শ্রীনন্দকুমার গায়॥

শ্রীরামের সন্দেহ নিবারণ।

মহা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইল রঘুনাথ।
গৌরবে কহেন কথা সীতার সাক্ষাৎ॥
করিনু বিনাশ আমি শতাস্য রাবণ।
হইল রাবণ শূন্য পৃথিবী ভুবন॥
জানকী কহেন গর্ব্ব কর কত আর।
কৈতে হৈল প্রভু গায় সয় নাতো আর॥
কি সাধ্য তোমার শতস্কন্ধ কর নাশ।
মেরেছি তাহারে আমি জানে তব দাস॥
পর্ব্বত চাপানে যখন রাখিল তোমায়।
সমরে প্রবর্ত্ত হৈতে হইল আমায়॥
ক্রমে রণ করি তারে করিনু নিধন।
পরেতে হইল প্রভু তোমায় চেতন॥
শ্রীরাম কহেন কথা না হয় সম্ভব।
শতাননে বিনাশ করিতে সাধ্য তব॥
মস্তক কাটিলে মৃত্যু না হয় তাহার।
ভূমে রক্ত পড়িলে মস্তক যোড়ে যার॥
তাহে তুমি কুলবধূ কিবা জান রণ।
দ্বিভুজা নবীনা নাহি ধর প্রহরণ॥
শুনিয়া কহেন সীতা শ্রীরামে তখন।
সর্ব্ব অস্ত্র আছে মোর শুন নারায়ণ॥
অসিতা হইয়া আমি অতি কুতূহলে।
রসনা ব্যাপিত কৈনু অবনী-মণ্ডলে॥
জিহ্বা বিস্তারিয়া তার রক্ত কৈনু পান।
তুমি কি জানিবে সব জানে হনুমান॥

১। দাশরথি রঘুনাথ—দশরথের পুত্রহেতু শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন চারিজনই দাশরথি; রঘু (বংশের) নাথ (রাজা)।

বিশ্বাস না হয় বলি কন রঘুনাথ।
প্রত্যয় করিতে পারি দেখিলে সাক্ষাৎ॥
সীতা কন হনুমান মৃদু মন্দ হাস।
দেখাইতে হৈল রামে অসিতা প্রকাশ॥
ইঙ্গিতে কহিল বীর ক্ষতি কিবা তায়।
যে জন না জানে তারে অবশ্য জানায়॥
পাইয়া বীরের কথা জনক-দুহিতা।
সম্বরিয়া সীতা মূর্ত্তি হইল অসিতা॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় হইলা।
একদৃষ্টে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলা॥
সকলে বিস্ময় রূপ করি নিরীক্ষণ।
কত শত শিবাসনে নাচেন তখন॥
ব্রহ্মময়ী সীতারে করিল সবে জ্ঞান।
গললগ্নী-কৃতবাসে কন ভগবান॥
ব্রহ্মময়ী সীতা তুমি জানিনু এখন।
আদ্যাশক্তি বটে মাতা ভাবে পঞ্চানন॥
অসিতা রটিলা তুমি করিতে সংগ্রাম।
ঘোষিবে ত্রিজগতে রটন্তী তব নাম॥
আমারে বঞ্চনা আর করো না কালিকে।
তুমি সর্ব্বময়ী দেবী প্রণত-পালিকে॥
শ্রীরাম করেন স্তব অশেষ বিশেষে।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় নৃসিংহ-আদেশে॥

রটন্তী পূজা।

সীতা কে জানে তোমার মায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরা ত্রিগুণা আদ্য তুমি ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ধুয়া॥

ভক্তিভাবে রামচন্দ্র হয়ে আর্দ্রচিত।
সীতারে করেন স্তব বিধির বিহিত॥
তুমি পরাৎপরা দেবী ত্রিলোক-জননী।
তুমি সে যাবত্ত শূন্য সলিল-অবনী॥
বিমোহিত তোমাতে হে জগৎ সংসার।
দেহ ধারণেতে আছে তব অধিকার॥
আমারে ছলনা করা না হয় উচিত।
তোমার মায়ায় পড়ে চৈতন্য রহিত॥
বিবিধ প্রকারে স্তব করি রঘুরায়।
সভক্তি পূর্ব্বকে নেত্র লোহে ভেসে যায়॥
সম্বরিল মূর্ত্তি সীতা হৈল পূর্ব্বরূপে।
জানিতে নারিলা কেহ মগ্ন মোহকূপে॥
মানস করিলা রাম করিবারে পূজা।
মহামায়া প্রতিমা করিলা চতুর্ভুজা॥
শিবশিবে আরোহণ বিগলিত কেশ।
লগ্না মগ্না লোল জিহ্বা ভয়ঙ্কর বেশ॥
বিধান করিলা পূজা রটন্তী[১] তামসী[২]।
মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষ তিথি চতুর্দ্দশী॥
পূজা হোম বলিদান ব্রাহ্মণ ভোজন।
নৃত্য-গীতে রজনী করিলা জাগরণ॥
মহা মহোৎসব নিশি হৈল সমাপন।
অমাবস্যা দিবসে করিলা বিসর্জ্জন॥
শান্তিজলে লয়ে সিদ্ধি করিলেন পান।
পূজিল রটন্তী আখ্যা নূতন বিধান॥
শ্রীরাম করিলা বিধি খণ্ডিবার নয়।
ব্যাপিল জগতে অতঃপর পূজা হয়॥
শুনহে ভাগুরি এই রটন্তী-আখ্যান।
পূজাবিধি উৎপত্তির এইত বিধান॥
আর যা জিজ্ঞাসা থাকে কহিবে এখন।
কহিব বিস্তার করি সব নিরূপণ॥
কহেন ভাগুরি মুনি আছে এক আর।
পরে কি করিলা রাম কহ পুনর্ব্বার॥
মুনি বলে রামচন্দ্র সর্ব্বকর্ম্ম-শেষে।
জানিলা তারিণী সীতা আকার বিশেষে॥
রাজ-সিংহাসনে রাম বসিলা যখন।
বাম পাশে যান সীতা বসিতে তখন॥
নিষেধ করেন প্রভু না আসিহ আর।
তোমারে করিতে স্পর্শ না হয় আমার॥
শঙ্কর আমার গুরু আমি শিষ্য যাঁর।
গুরুপত্নী দুর্গা তুমি রূপ হৈল তাঁর॥
প্রয়োজন নাহি আর তোমাতে আমার।
দেহান্তরে পাইবে এক্ষণে নমস্কার॥

এত বলি জানকীরে করিলা বর্জ্জন।
পরে কাল আইল আর সবার মোচন॥
হনুমান কদলী-কাননে কৈল বাস।
লব-কুশ রাজা হৈল সকলে উল্লাস॥
সাঙ্গ হৈল ষষ্ঠ খণ্ড শুনহ ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মময়ী পূজা তত্ত্বে গুণানুকীর্ত্তন॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে হও বরদায়।
দ্বিজ কবিরত্নে ত্রাহি ত্রাহি মহামায়॥
সম্প্রদায় কল্যাণ করগো কপালিকে।
নায়কে কল্যাণ কর অচল-বালিকে[১]॥
সভাস্থ সকল জনে কর মা কল্যাণ।
হরি বল ষষ্ঠখণ্ড পালা সমাধান॥

শরৎ কাণ্ডে ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

১। অচল-বালিকে—হিমালয় পর্ব্বত-দুহিতা ; পার্ব্বতী।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী ঃ— সুরথ ও সমাধির নর্ম্মদাতীরে দেবীর আরাধনা।
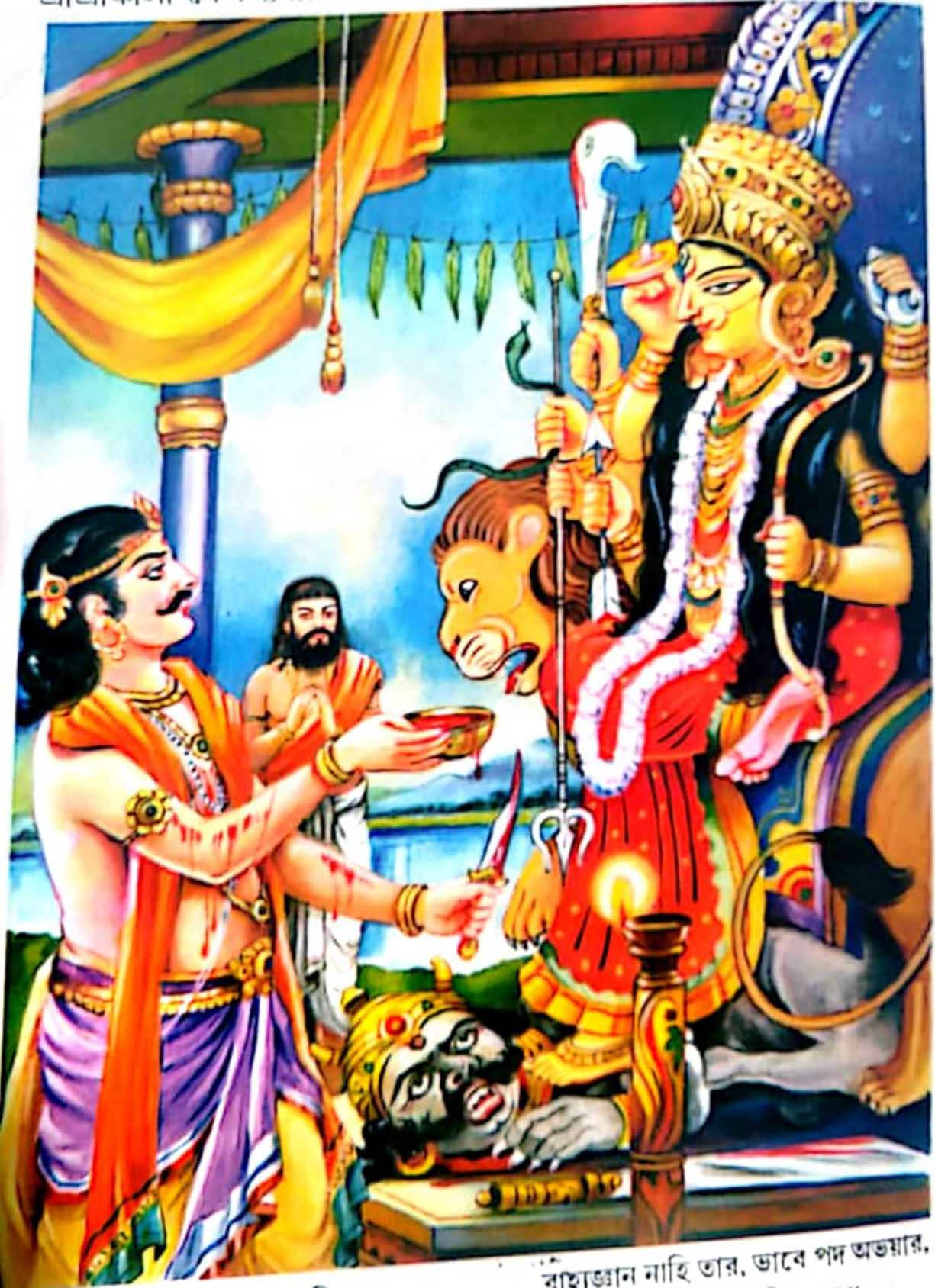
...রে ভূপতি সুরথ, নিজ অঙ্গ করি ক্ষত,
শোণিত করিল নিবেদন।

বাহ্যজ্ঞান নাহি তার, ভাবে পদ অভয়ার,
নিবিষ্ট করিয়া নিজ মন॥

[পৃষ্ঠা ঃ ১৫১]

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

—সূচীপত্র সমাপ্ত—

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী

সপ্তম খণ্ড।

ভাগুরি ব্রাহ্মণ কয়, শুন শুন মহাশয়,
যা কহিলে অপূর্ব্ব আখ্যান।
দেবীগুণ সুধাময়, শ্রবণে শমন-জয়,
কলিকালে লভ্য পরিত্রাণ॥
বিন্ধ্যবাসিনীর[১] তত্ত্ব, উৎপত্তি লীলা মহত্ত্ব,
শ্রবণে হইল অভিলাষ।
কহ বিস্তারিত করি, যে রূপে পরমেশ্বরী,
অষ্টভুজা হইল প্রকাশ॥
ভাগুরির প্রশ্ন শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি,
শুন দ্বিজ লীলা চমৎকার।
অসুরাংশে অবতংশে, কংসরাজ ভোজবংশে,
দেবী-দ্বেষী অতি দুরাচার॥
রাজা হয় মথুরায়, পিতরি পিতৃব্য যায়,
উগ্রসেন দেবক রাজন।
শঙ্করের তপস্যায়, কংসরাজ বর পায়,
বাহুবলে শাসিল ভুবন॥

ত্রৈলোক্যের রাজা হয়, পরম সুখেতে রয়,
কারে ডর নাহি করে আর।
পরে দেবকীর কন্যা, হইল রূপেতে ধন্যা,
রাখিল দৈবকী নাম তার॥
কংস অতি ভালবাসে, রাখিল আপন-পাশে,
এইরূপে কিছু দিন যায়।
কংস হৈল বলবান, বল হৈতে হত জ্ঞান,
ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাহি তায়॥
গাবীরূপা[২] দেখি ভূমে, দোহন করিতে ধুমে,
উপনীত মধুপুরে নাথ।
পৃথিবী সে গো আকার, দুগ্ধ কেন হবে তার,
কোপে কংস কৈল পদাঘাত॥
অপমান পেয়ে ধরা, শোকাতুরা সকাতরা,
শঙ্করে জানান বিবরণে।
শুনি শিব সক্রোধিত, ব্রহ্মাদি দেব সহিত,
ক্ষীরোদে কহিল নারায়ণে॥

১। বিন্ধ্যবাসিনীর—বিন্ধ্য নামক পর্ব্বতে নিবাসকারিণীর ; দুর্গাদেবীর। ২। গাবীরূপা—গাভীর মূর্ত্তিতে।

আশ্বাসিল জনার্দ্দন, করিব ভার হরণ,
নাশিব দুর্জ্জয় কংসাসুরে।
নিশ্চিন্ত থাকয়ে সবে, আর না ভাবিতে হবে,
যাহ সবে আপনার পুরে॥
শুনে সুখী দেবগণে, প্রণমিয়া নারায়ণে,
আপন আলয়ে উপনীত।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, চণ্ডিকাচরণ-আশে,
কবিরত্ন বিরচিল গীত॥

দৈবকীর বিবাহ।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়া।

হরিনাম সুধাপান কর রে রসনা!
কেন কর হলাহল বিষয় বাসনা॥ ধুয়া॥

ভাগুরিকে কহেন মার্কণ্ড তপোধন।
শুন কৃষ্ণ জন্মে বিন্ধ্যবাসিনী কারণ॥
দেবগণে প্রবোধিয়া পাঠাইলা হরি।
হেথা মথুরায় তত্ত্ব শুন ভক্তি করি॥
বয়স্থা দৈবকী হইলেন অতঃপর।
বিবাহে উদ্যোগী কৈল বাসুদেবে বর॥
শুদ্ধসত্ত্ব[1] গুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় অতি।
সত্যবাদী পরম ধার্ম্মিক মহামতি॥
যদুবংশ-চূড়ামণি অতি বীর্য্যবান।
পরমসুন্দর শ্যাম কমল সমান॥
দেবক করিল তাঁরে দৈবকী প্রদান।
কৌতুকে যৌতুক দিল রথ হস্তী যান॥
ধন-রত্ন অগণন বস্ত্র-আভরণ।
দাস-দাসী কৈল কত সেবার কারণ॥
পরদিন বসুদেব হইয়া বিদায়।
দৈবকী করিয়া সঙ্গে নিজালয়ে যায়॥
ভগ্নীর স্নেহেতে কংস হইয়ে মোহিত।
সারথি হইয়া রথে চলিল সহিত॥
বামহাতে অশ্বরজ্জু ডানি হাতে ছাট[2]।
কথোপকথনেতে হাঁটিয়া যায় বাট[3]॥

দৈব-নির্ব্বন্ধন কভু না যায় খণ্ডনে।
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল গগনে॥
শুন দুরাচার কংস দৈব ফেরে ঘোর।
ভালে বাণ মারে সে মৃত্যুর হেতু তোর॥
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে যে জন্মিবে।
তোর সংহারক সেই অবশ্য হইবে॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী হইল উদাস।
একদৃষ্টে চেয়ে রহে পেয়ে মহাত্রাস॥
আর সে নাহিক কংস অন্তরে ডরায়।
চুলে ধরি দৈবকীরে কাটিবারে যায়॥
প্রবোধিয়া বাসুদেব বারণ করিল।
তবে কংস দৈবকীর কেশ ছেড়ে দিল॥
বাসুদেব কহেন শুনহ কংসরায়।
যত পুত্র হবে এর দিবহে তোমায়॥
সত্য কৈল বাসুদেব ক্ষান্ত কংসাসুর।
দৈবকী সহিত পুনঃ আইল মধুপুর॥
কালে হৈল দৈবকীর পুত্র গুটি ছয়।
শীলে আছাড়িয়ে কংস মারে সমুদয়॥
সপ্তম গর্ভেতে আইলা অবনী-ধারণ।
স্থানান্তরে যোগমায়া করিলা স্থাপন॥
হইল অষ্টম গর্ভ দেখিয়া তখন।
কারাগারে বন্দী করি রাখে সেনাগণ॥
এইরূপে দশমাস হইল পূরণ।
চিন্তাযুক্ত কংসরাজ কবিরত্ন কন॥

বিন্ধ্যবাসিনীর উপাখ্যান।

রাগিণী বেহাগ,—তাল আড়া।

আর মজরে মন মথন হরিপদ-কমলে।
সম্মুখে আইল নিশি দিবা গেল বিফলে॥
বিষম কুটজ ফুল, ফল হীন কিবা মূল,
কেবল কণ্টক শূল, না মজ তাহাতে ছলে॥ ধুয়া॥

উপস্থিত ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষে শশী।
অষ্টমী রোহিণীযুক্ত অর্দ্ধেক তামসী[4]॥

১। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট। ২। ছাট—ছপ্‌টি। ৩। বাট—পথ। ৪। তামসী—রাত্রি।

শুনিয়া শঙ্করী-বাণী, অধোমুখ শূলপাণি,
কুচনী পাড়ার নামে কাঁপে।

দুর্গারে কহেন রাগি, মিছে মিছে পিছে লাগি,
ফেটে মর কুচনীর তাপে॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২১০]

বহিছে প্রবল বায়ু ঘোর ঘনঘটা[১]।
মন্দ মন্দ বরিষয়ে তড়িতের ছটা[২]॥
সুপ্রসন্ন দিশো দশ অতি শুভক্ষণ।
শুভ হয়ে বৈসে চক্রে যত গ্রহগণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ করিছে স্তবন।
মায়ায় রক্ষগণ নিদ্রায় অচেতন॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর বনমালা গলে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে করতলে॥
দেখিয়ে বিহ্বল হৈল বসুদেব অতি।
ব্রহ্মজ্ঞানে স্তব কৈল সুনির্ম্মল মতি॥
গোকুলেতে যোগমায়া মায়া আচ্ছাদনে।
নিদ্রায় করিলা অচেতন সর্ব্বজনে॥
অবতীর্ণা হৈলা দেবী হরের ঘরণী।
জিনিয়া কাঞ্চন কান্তি কাঞ্চির বরণী॥
হেথা কৃষ্ণ বসুদেবে করিলা আদেশ।
নন্দালয়ে রাখি কন্যা আনিতে বিশেষ॥
বসুদেব কৃষ্ণকোলে করিয়া তখন।
গোকুলাভিমুখে দ্রুত করেন গমন॥
অপার যমুনা দেখি ভাবিল হুতাশ।
শিবারূপে শিবা তার ভাঙ্গিলেন ত্রাস॥
কোল হৈতে জলেতে পড়িলা জলবাস।
পূর্ণ কলা যমুনার হৈল অভিলাষ॥
পুনর্ব্বার জনকের কোলে আগমন।
বসুদেব নন্দালয়ে দিল দরশন॥
পুত্র দিয়া যশোদারে কন্যা নিয়া তার।
অবিলম্বে আইলেন আপন আগার॥
করিলা বালক ধ্বনি শব্দেতে রোদন।
নিদ্রা-ভঙ্গে সম্বাদ পাইল সর্ব্বজন॥
কংসেরে জানায় সবে এই বিবরণ।
শুনি কংস আপনি আইলা ততক্ষণ॥
আজ্ঞা দিল বালকেরে করিতে নিধন।
শ্রুতমাত্র ধরিয়া লইল দূতগণ॥
চাহিয়া কংসের পানে দেবী কৈল হাস।
তা দেখি নৃপতি কংস মনে পায় ত্রাস॥
পায়ে ধরি যথা মতে বিনাশের আশে।
কে মারিতে পারে দেবী উঠিলা আকাশে॥
বিদ্যুৎ রূপেতে গৌরী হইল প্রকাশ।
ঘোর শব্দে করিলেন অট্ট অট্ট হাস॥
কোটি চন্দ্র জিনি প্রভা উজ্জ্বল বদন।
আপাদ লম্বিত কেশ দীর্ঘ ত্রিনয়ন॥
সুধারশ্মি-খণ্ড ভালে কেশরী-বাহন।
কটিতটে পরিধান লোহিত-বসন॥
উচ্চ কুচ-গিরি ভারি শোভে অষ্টভুজ।
বাম করে শঙ্খশরাসন পাশাম্বুজ॥
চক্র গদা শূল হস্তে দক্ষিণে ধারণ।
রূপ দেখি সশঙ্কিত হয় ত্রিভুবন॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের মঙ্গল-প্রদায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

দেবীর বিন্ধ্যাচলে যাত্রা।

শূন্যে থাকি হররাণী, কংসাসুরে কন বাণী,
আমারে কি করিবি নিধন।
তোরে যে করিবে বিনাশ, সে করে গোকুলে বাস,
দিনে দিনে বাড়িবে এখন॥
এই কথা বলি তায়, দেবী বিন্ধ্যাচলে যায়,
উপনীত হইল শিখরে।
বুঝিয়া নিয়ম ক্ষণ, করিলেন আগমন,
সেই স্থানে যতেক অমরে॥
শৃঙ্গ-উপরেতে স্থল, নির্ম্মাণ করি দেউল[৩],
সেই দিন করিল স্থাপন।
বিন্ধ্যবাসিনী শঙ্করী, এ নাম করণ করি,
পূজা কৈলা যত দেবগণ॥
বলি হোম চণ্ডীপাঠ, নানা বাদ্য গীত নাট,
পূজা তত্ত্ব করিল প্রকাশ।
দিন কৃষ্ণ নবমীর, নিয়ম হইল স্থির,
সিংহরাশি ভাদ্রপদ মাস॥
জয় জয় ধ্বনি করি, স্থাপিয়া পরমেশ্বরী,
সুখী হয়ে গেল দেবগণ।
শুন শুন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কহিনু আখ্যান স্পষ্ট,
বিন্ধ্যবাসিনীর বিবরণ॥

১। ঘনঘটা—মেঘাচ্ছাদিত। ২। তড়িতের ছটা—বিদ্যুতের কিরণ। ৩। দেউল—মন্দির।

শুনিয়া ভাগুরি কয়, যা কহিলে মহাশয়,
চমৎকার পরম পদার্থ।
এক প্রশ্ন আছে আর, কহ শুনি কথা সার,
বিস্তারিত সকল ভাবার্থ॥
আর ত আছয়ে স্থান, তাহা ছাড়ি অধিষ্ঠান,
বিন্ধ্যাচলে কি হেতু পার্ব্বতী।
শুনি মার্কণ্ডেয় কন, তুমি শ্রোতা মহাজন,
জিজ্ঞাসিলে অপূর্ব্ব ভারতী॥
বিন্ধ্যাচলে অভয়ার, অধিষ্ঠান হৈল তাঁর,
শুন দ্বিজ ইহার কারণ।
কাশীখণ্ডে নিরূপণ, শুনে থাকিবে ব্রাহ্মণ,
বিন্ধ্যগিরি যে রূপে পতন॥
অগস্ত্য মুনির ভক্ত, তৎসেবায় অনুরক্ত,
দিনে দিনে বাড়ে তনু তার।
লক্ষ যোজন হইল, উচ্চেতে শৃঙ্গ ঠেকিল,
সূর্য্যের বিমান[1] চলা ভার॥
সূর্য্য কহে অতঃপর, খর্ব্ব হও গিরিবর,
চূড়ায় আমার রথ ঠেকে।
দেবকার্য্য হয় হানি, রাখহ আমার বাণী,
যায় এক রথচক্র একে॥
না শুনে অগস্ত্য-শিষ্য, তৃণ তুল্য ভাবে বিশ্ব,
অহঙ্কারে অঙ্গ বাড়াইলে।
সূর্য্য কহে ভাল নয়, বাড়িলে পড়িতে হয়,
ঠেকে দায় অত্যন্ত করিলে॥
নাহি শুনে গিরিবর, দেবগণ অতঃপর,
জানাইল সব বিবরণ।
শুনি যত দেবতায়, অগস্ত্য-নিকটে যায়,
দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন॥

অগস্ত্য যাত্রা।

মুনি বড় দয়াময় দয়া কর দেবগণে হে। ধুয়া॥

ভাদ্রের প্রথম দিনে যত দেবগণ।
অগস্ত্য মুনির কাছে দিল দরশন॥
মহাশৈব মহামুনি পর-উপকারী।
অবস্থিতি বারাণসী পূজে ত্রিপুরারি॥
সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব তেজে দিক্ দীপ্ত।
পুণ্যের শরীর কভু পাপে নহে লিপ্ত॥
অস্থি-চর্ম্মসার তেজে সবে করে ত্রাস।
যাহা হৈতে দ্বিজ-দ্বেষী বাতাপি বিনাশ॥
বিশ্বেশ্বর পূজি মুনি আইলে তখন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করে দেবগণ॥
মুনি কন কি নিমিত্ত কর মোরে স্তব।
মলিন বদনে তবে কহেন বাসব॥
অঙ্গীকার কর যে করিব উপকার।
তবে নিবেদন করি দুঃখ দেবতার॥
সহসা বলিতে নারি ভয় হয় অতি।
কি জানি কি ঘটে এই ত্রাস মহামতি॥
শুনিয়া অগস্ত্য হাসি ত্রিসত্য করিল।
আমা হৈতে যা হবে করিব আজ্ঞা দিল॥
শুনি সুখী হইল কহিল দেবগণ।
ঠেকিয়াছি দায় তব শিষ্যের কারণ॥
বিন্ধ্যগিরি বাড়িয়ে রবির রোধে পথ।
দৈবকর্ম্ম নাহি হয় নাহি চলে রথ॥
খর্ব্ব[2] করি তব শিষ্যে রাখ তপোধন।
নহিলে সকল সৃষ্টি হয় বিনাশন॥
রাখহ দেবতাগণে তুমি দয়াময়।
খর্ব্ব কর গিরি যেন উচ্চ নাহি হয়॥
যেকালে তোমায় গিরি করিবে বন্দন।
থাক বলি কাশী ছাড়ি করিবে গমন॥
থাকিবার স্থান মোরা করেছি নির্ণয়।
এক আম্র-কানন কাশীর তুল্য হয়॥
এ কথা শুনিয়া ঋষি ছাড়িল নিশ্বাস।
বলে মুনি আমার করিলে সর্ব্বনাশ॥
শিষ্যের শোকেতে আর বিরহে কাশীর।
জ্ঞান-শূন্য চক্ষে ধারা বহিছে ঋষির॥
কিঞ্চিৎ বিলম্বে শোক কৈলা নিবারণ।
স্বীকার করিল পূর্ব্বে কি হবে এখন॥
দেবগণে বিদায় করিল তপোধন।
বিন্ধ্যাচল-নিকটেতে দিল দরশন॥

১। বিমান—রথ। ২। খর্ব্ব করি—(দেহের আকার) ছোট করে।

গুরুকে দেখিয়া কাছে নমিত শিখর।
দণ্ডাকার ভূমিতে লোটায়ে কলেবর॥
অগস্ত্য কহেন শুন শুন বাছাধন।
ক্ষণেক এরূপে ভূমি করিবে বন্দন॥
আমি যাব কার্য্যে কিন্তু যাবৎ না আসি।
তাবৎ থাকিবে বলি তেয়াগিল[১] কাশী॥
গুরুর আজ্ঞায় গিরি হইল বন্দন।
চলিলা অগস্ত্য মুনি একাম্র-কানন॥
দামোদর নদীতীরে হৈল উপনীত।
দেউল ঈশ্বর শিব করিলা স্থাপিত॥
একাম্র-কাননে সেই তপ আরম্ভিল।
বারাণসী পুনর্ব্বার আর না আইল॥
সর্ব্বদা অমরগণে ভাবিছেন ভয়।
পাছে বিন্ধ্যগিরি পুনর্ব্বার উচ্চ হয়॥
এইহেতু অষ্টভুজা দেবীরে স্থাপিল।
দেবী-ভয়ে ভারাক্রান্ত পর্ব্বত হইল।
বিন্ধ্যাচলে হইল দেবীর অধিষ্ঠান।
নৃসিংহ-আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গান॥

বাতাপির উপাখ্যান।

শুনিয়া ভাগুরি কয়, সুখী হৈনু মহাশয়,
এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব আর।
বিশেষ হইল কৈতে, অগস্ত্য ঠাকুর হৈতে,
বাতাপি-বিনাশ কি প্রকার॥
মার্কণ্ডে ঋষি কন, শুন তার বিবরণ,
ইল্বোল বাতাপি দুই ভাই॥
অসুর সে দুইজন, আরাধিয়া পঞ্চানন,
মন্ত্র পায় মহেশ্বর ঠাঞি॥
মরিলে সঞ্চারে প্রাণ, খণ্ড দেহ জোড়া পান,
দুই ভাই আনন্দিত অতি।
প্রণমিয়া মহেশ্বরে, দুই ভাই এলো ঘরে,
দিনে দিনে ঘটিল কুমতি[২]॥
দ্বিজে করি নিমন্ত্রণ, আনে নিজ নিকেতন,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে।
বাতাপিরে মেষ করি, কাটে তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি,
তার মাংস রান্ধে সমাদরে॥
শিষ্যান্ন করিয়া পাক, নানা দ্রব্যে শূপ-শাক,
প্রস্তুত করিয়া সমুদায়।
ইল্বোল বসিয়া নিজে, সযত্ন পূর্ব্বকে দ্বিজে,
সব দ্রব্য ভোজন করায়॥
ভোজনান্তে আচমন, তাম্বূলাদি সমাপন,
শয়নে সুশয্যা নিরূপন।
স্তব করি কত শত, হইয়া নিকটাগত,
করয়ে চরণ-সম্বাহন॥
ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হয়, ইল্বোল ডাকিয়া কয়,
বাতাপি জীবন নাহি পায়।
ইল্বোল কহিছে তবে, কেমনে জীবন পাবে,
উদর চিরিয়া বাহিরায়॥
ব্রাহ্মণ জীবন ছাড়ে, অসুরের হর্ষ[৩] বাড়ে,
বিপ্র-মাংস করয়ে ভক্ষণ।
লোভ পেয়ে একবার, নিত্য ঐ কর্ম্ম তার,
ভক্তি করি আনয়ে ব্রাহ্মণ॥
কত লক্ষ দ্বিজ মারে, কেহ না লঙ্ঘিতে পারে,
দ্বিজ ভক্ত বহু আইসে শুনি।
যোগী অভ্যাগত হত, মহন্ত সন্ন্যাসী কত,
আইসে বুড় বুড় ঋষি মুনি॥
ভক্তিতে তুষিয়া রাখে, ঐরূপ মারে তাকে,
স্বকুটুম্ব সহ সুখে খায়।
কিছু দিন পরে আর, প্রকাশ পাইল তার,
আর কেহ বড় নাহি যায়॥
জানিয়া সকল মর্ম্ম, বাহিরে সকটু ধর্ম্ম,
ব্রাহ্মণ হিংসক দুইজন।
অতি যে প্রণয়ে তোষে, তাতে সব মন দোষে,
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ॥
দ্বিজ সব ভয় পায়, খেতে কোথা নাহি যায়,
ব্রাহ্মণ ভোজন নাহি হয়।
ভক্তি কৈলে কেহ কারে, সমান সন্দেহ তারে,
বলে ইনি তদ্রূপ নিশ্চয়॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী॥
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। তেয়াগিল—ত্যাগ করিল। ২। কুমতি—দুর্ব্বুদ্ধি। ৩। হর্ষ—আনন্দ।

আশ্বাসিল জনার্দ্দন, করিব ভার হরণ,
নাশিব দুর্জ্জয় কংসাসুরে।
নিশ্চিন্ত থাকয়ে সবে, আর না ভাবিতে হবে,
যাহ সবে আপনার পুরে॥
শুনে সুখী দেবগণে, প্রণমিয়া নারায়ণে,
আপন আলয়ে উপনীত।
আদেশে নৃসিংহ দাসে, চণ্ডিকাচরণ-আশে,
কবিরত্ন বিরচিল গীত॥

দৈবকীর বিবাহ।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়া।

হরিনাম সুধাপান কর রে রসনা।
কেন কর হলাহল বিষয় বাসনা॥ ধুয়া॥

ভাগুরিকে কহেন মার্কণ্ড তপোধন।
শুন কৃষ্ণ জন্মে বিন্ধ্যবাসিনী কারণ॥
দেবগণে প্রবোধিয়া পাঠাইলা হরি।
হেথা মথুরায় তত্ত্ব শুন ভক্তি করি॥
বয়স্থা দৈবকী হইলেন অতঃপর।
বিবাহে উদ্যোগী কৈল বাসুদেবে বর॥
শুদ্ধসত্ত্ব[১] গুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় অতি।
সত্যবাদী পরম ধার্ম্মিক মহামতি॥
যদুবংশ-চূড়ামণি অতি বীর্য্যবান।
পরমসুন্দর শ্যাম কমল সমান॥
দেবক করিল তাঁরে দৈবকী প্রদান।
কৌতুকে যৌতুক দিল রথ হস্তী যান॥
ধন-রত্ন অগণন বস্ত্র-আভরণ।
দাস-দাসী কৈল কত সেবার কারণ॥
পরদিন বসুদেব হইয়া বিদায়।
দৈবকী করিয়া সঙ্গে নিজালয়ে যায়॥
ভগ্নীর স্নেহেতে কংস হইয়ে মোহিত।
সারথি হইয়া রথে চলিল সহিত॥
বামহাতে অশ্বরজ্জু ডানি হাতে ছাট[২]।
কথোপকথনেতে হাঁটিয়া যায় বাট[৩]॥

দৈব-নির্ব্বন্ধন কভু না যায় খণ্ডনে।
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল গগনে॥
শুন দুরাচার কংস দৈব ফেরে ঘোর।
ভালে বাণ মারে সে মৃত্যুর হেতু তোর॥
দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভেতে যে জন্মিবে।
তোর সংহারক সেই অবশ্য হইবে॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী হইল উদাস।
একদৃষ্টে চেয়ে রহে পেয়ে মহাত্রাস॥
আর সে নাহিক কংস অন্তরে ডরায়।
চুলে ধরি দৈবকীরে কাটিবারে যায়॥
প্রবোধিয়া বাসুদেব বারণ করিল।
তবে কংস দৈবকীর কেশ ছেড়ে দিল॥
বাসুদেব কহেন শুনহ কংসরায়।
যত পুত্র হবে এর দিবহে তোমায়॥
সত্য কৈল বাসুদেব ক্ষান্ত কংসাসুর।
দৈবকী সহিত পুনঃ আইল মধুপুর॥
কালে হৈল দৈবকীর পুত্র গুটি ছয়।
শীলে আছাড়িয়ে কংস মারে সমুদয়॥
সপ্তম গর্ব্ভেতে আইলা অবনী-ধারণ।
স্থানান্তরে যোগমায়া করিলা স্থাপন॥
হইল অষ্টম গর্ব্ভ দেখিয়া তখন।
কারাগারে বন্দী করি রাখে সেনাগণ॥
এইরূপে দশমাস হইল পূরণ।
চিন্তাযুক্ত কংসরাজ কবিরত্ন কন॥

বিন্ধ্যবাসিনীর উপাখ্যান।

রাগিণী বেহাগ,—তাল আড়া।

আর মজরে মন মথন হরিপদ-কমলে।
সম্মুখে আইল নিশি দিবা গেল বিফলে॥
বিষম কুটজ ফুল, ফল হীন কিবা মূল,
কেবল কন্টক শূল, না মজ তাহাতে ছলে॥ ধুয়া॥

উপস্থিত ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষে শশী।
অষ্টমী রোহিণীযুক্ত অর্দ্ধেক তামসী[৪]॥

১। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট। ২। ছাট—ছপ্‌টি। ৩। বাট—পথ। ৪। তামসী—রাত্রি।

আক্রোষ করিয়া তায়, পিতারে মারিতে যায়,
লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে বীর।

দুই স্কন্ধে দিয়া ক্ষুর, বিনাশীল জম্ভাসুর,
পাতালেতে ডুবায়ে শরীর॥

বাতাপি বিনাশ।

চলিল ঋষিরাজ অগস্ত্য তখন।
বাতাপির নাশ-আশে জানিয়া কারণ॥ ধুয়া॥

এইরূপে কিছুদিন গত হয়ে যায়।
ব্যতিব্যস্ত দ্বিজগণ সকম্পিত কায়॥
পরম্পরা অগস্ত্য শুনিয়া বিবরণ।
কি প্রকার করে তারা করি নিরূপণ॥
এত বলি মুনিবর বসিলেন ধ্যানে।
যোগবলে সকল দেখিব বিদ্যমানে॥
মেষ হয় বাতাপি ইল্বোল কাটে তায়।
তার মাংস সমুদায় ব্রাহ্মণে খাওয়ায়॥
মৃত সঞ্জীবনী[1] মন্ত্রে পায় প্রাণদান।
পেট চিরে বাহির হয় সিন্ধুর সন্তান॥
জানিয়া এ সব তত্ত্ব হাসে মুনিবর।
দ্রুতগতি চলিলেন বাতাপি-গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া তবে দুই সহোদর।
প্রণাম করিল অতি পুলক-অন্তর॥
সমাদরে বসিতে দিলেন সিংহাসন।
খাইব অগস্ত্য-মাংস চিন্তে মনে মন॥
মেষ রূপি বাতাপিরে করিয়া ছেদন।
রান্ধিয়া ঋষিরে দিল করিতে ভোজন॥
খাইয়া বাতাপি-মাংস অগস্ত্য তখন।
অপূর্ব্ব শয্যায় গিয়ে করিল শয়ন॥
বাম হস্ত পেটে বুলাইয়া ঋষিরায়।
জীর্ণ হও বাতাপি বলিয়া নিদ্রা যায়॥
ইল্বোল চরণ সেবে করিয়া যতন।
কপটে ঘুমায় মুনি হয়ে অচেতন॥
নিদ্রিত দেখিয়া তবে সিন্ধুর সন্তান।
বাতাপি বাতাপি বলি করয়ে আহ্বান॥
শতেক ডাকেতে তার উত্তর না পায়।
চিন্তিত ইল্বোল সচেতন দ্বিজরায়॥
হাসিয়া অগস্ত্য তবে ইল্বোলেরে কয়।
কালি পাবে বাতাপিরে শৌচের সময়॥
আর কি বাতাপি আছে অগস্ত্য-উদরে।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের উত্তরে॥
অনেক ব্রাহ্মণ খেয়ে বেড়েছিল বড়।
আজি গেল ভয় নাশ করিলাম জড়॥
তোমারে ভক্ষণ করি রাখিব সবায়।
মুনিবাক্যে ভয় পেয়ে ইল্বোল পলায়॥
অগস্ত্যেরে দ্বিজ সব বর দিল তবে।
তব নাম স্মরিলে অজীর্ণ জীর্ণ হবে॥
মার্কণ্ডেয় ভাগুরিরে বলে ইতিহাস।
বিরচিল কবিরত্ন অম্বিকা-বিলাস॥

মূল প্রশ্ন।

কি আনন্দ নন্দালয়ে অনিবার।
নিরানন্দ কিছু নাহি গোবিন্দের অবতার॥ ধুয়া॥

ভাগুরি কহেন কহ কহ মহামুনি।
কৃতার্থ হইনু সার ইতিহাস শুনি॥
পরে কহ মূল প্রশ্ন হৈল কি প্রকার।
সপ্তম্যাদি কল্পে দেবী পূজা গোপিকার॥
মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহে দ্বিজবর।
গোকুলে হইল নন্দোৎসব তার পর॥
আনন্দের সীমা নাহি মহা হুলস্থুল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ আনন্দে আকুল॥
এইরূপে সানন্দ সকলে ব্রজপুরে।
লাগিল দুর্জ্জয় চিন্তা দৈবে কংসাসুরে॥
পূতনায় পাঠাইল গোকুল-মণ্ডলে।
বিনাশিলা কৃষ্ণ তারে স্তনপান-ছলে॥
তৃণবর্ত্ত-বিনাশন শকট-ভঞ্জন।
বৃষ বৎস ধেনুক প্রলম্ব নিপাতন॥
কালীয়দমন করি দাবানল পান।
গোবর্দ্ধন ধরিয়া গোকুল পরিত্রাণ॥
নিজ মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখান যশোদায়।
মুনি-অন্ন ভোজন করিল শ্যামরায়॥
এইরূপে কিছুদিন লীলায় বঞ্চন[2]।
কৃষ্ণ-সুখে সুখী যত ব্রজবাসী-জন॥

১। মৃত-সঞ্জীবনী—(যে মন্ত্রে) মৃতদেহে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়, অর্থাৎ প্রাণ লাভ করে। ২। বঞ্চন—অতিবাহিত করা।

তথাস্তু বলিয়া হরি পদ দিলা শিরে।
বিনয় পূর্ব্বক গয়া কহিতেছে ফিরে॥

পিণ্ডদানে উদ্ধার না হবে যেই দিন।
পুনর্ব্বার উঠে যুদ্ধ করিব সে দিন॥

[পৃষ্ঠা ঃ ৮১]

পরম-পুরুষ কৃষ্ণ করেন বিহার।
স্বেচ্ছাময় স্বেচ্ছাধীন লীলা চমৎকার॥
বৃষভানুসুতা রাধা সখীগণ সনে।
গিয়াছিল একদিন যমুনা জীবনে॥
হেনকালে কৃষ্ণ দেখে যমুনার কূলে।
জিনিয়া নীরদ তনু কদম্বের মূলে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ ললিত কিশোর।
ওষ্ঠাধর কিশলয় বিম্বকি বিভোর॥
পীতবস্ত্র পরিধান চন্দন শরীরে।
চরণে নূপুর শোভে শিখিপুচ্ছ শিরে॥
মোহন মুরলী হাতে রসের আবাস।
বিধুমুখে সিধুমিশ্র মন্দ মন্দ হাস॥
হাস্যচ্ছলে কুলনাশে বনজবালার।
কেবা নাহি ধর্ম্ম ছাড়ে রূপ দেখি তাঁর॥
ভ্রূকটাক্ষে কুলবতী কুলে নাহি যায়।
রূপ দেখি অধৈর্য্য হইল গোপীকায়॥
ঈষৎ চাহিয়া দেখে যায় ধীরে ধীরে।
অচল হইল পদ নাহি চলে ফিরে॥
বাঁশী শুনে হরে মন দুঃখে আইল ঘরে।
কি রূপে পাইব পতি শ্যাম জলধরে॥
দিবা-রাত্র ঐ চিন্তা মিলি সখীগণে।
আহার বিহার নিদ্রা নাহি গোপীগণে॥
সর্ব্বদা আকুল প্রাণ শ্যাম-দরশনে।
সদা দেখে শ্যামরূপ শয়নে-স্বপনে॥
কৃষ্ণনাম বিনা সদা রসনা আবেশ।
কবিরত্ন বলে পরে শুনহ বিশেষ॥

পূর্ব্বরাগ।

বিভাষ রাগেন গীয়তে।

আহা মরি আহা মরি, কহ কহ সহচরি,
শ্যামচাঁদে পাইব কেমনে।
বিধি দিয়ে কত নিধি, গড়িল কেমন বিধি,
কিবা ছাঁদে না যায় কহনে॥
শ্যাম নব-জলধর, কামিনীর মনোহর,
কুল হরে কুরঙ্গ-নয়নে।
কেবা হেন ভাগ্যবতী, পাবে কালাচাঁদে পতি,
হবে সুখী কুসুম-শয়নে॥
হায় কালা কি করিলে, ধৈরজ হরিয়ে নিলে,
যে হৈতে দেখিনু কালাচাঁদে।
অবলা গোপের জাতি, নাহিক বুদ্ধির ভাতি[১],
পড়িনু মাকড় তন্ত-ফাঁদে॥
দেখে শ্যাম জলধরে, রহিতে না পারি ঘরে,
সদা মনে মনে কালা জাগে।
সর্ব্বদা চঞ্চল মন, দেখিবারে আকিঞ্চন,
অন্য আর ভাল নাহি লাগে॥
কিক্ষণে দেখিনু তায়, পাশরা নাহিক যায়,
হরে মন মুরলীর গানে।
কুরঙ্গিনী গোপবালা, বধিবারে সেই কালা,
রসজালে বান্ধিল সুতানে॥
জাতি লজ্জা কুল শীল, সরম ভরম[২] নিল,
ঘরে না রহিতে পারি আর।
সর্ব্বদা দেখিতে তায়, আমার মানস ধায়,
কিবা মন্ত্র করিল আমার॥
এইরূপ গোপীগণ, কৃষ্ণকথা আন্দোলন,
কিছু দিন যায় পূর্ব্বরাগে।
নাহি অন্য আলোচন, রাধার বিবেক মন,
নাহি নিদ্রা শ্যাম-অনুরাগে॥
দিবানিশি ভাবে রাই, মিলাইবে কে কানাই,
মন-প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে।
শ্যামরূপ বিনে আর, গৃহ-কুলশীল ছার,
জাতি লজ্জা মান অপমানে॥
কালা ভাবি হৈনু কালো, অন্য নাহি লাগে ভালো,
যদি কালাচাঁদে নাহি পাই।
তবে সখী এ জীবন, রেখে কিবা প্রয়োজন,
কালার বালাই লয়ে যাই॥
উৎকণ্ঠিতা হৈল রাই, কৃষ্ণগুণ সদা গাই,
কবে কৃষ্ণে পাব সহচরি।
পাগলিনী কাদম্বিনী, নব গোপ-নিতম্বিনী,
শ্বাস ছাড়ি বলে হরি হরি॥

১। ভাতি—কিরণ। ২। সরম ভরম—সম্মান ও ভ্রম (ভ্রান্তি)।

ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,
কহ বিধি কি উপায় করি।

মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায় ঠেকিলাম,
রক্ষিত রাবণে মহেশ্বরী॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২১৩]

শ্যাম নবীন কিশোরে, কেবা আনি দিবে মোরে,
আর কি সে কালাচাঁদে পাব।
যদি দেখা পাই তার, হিয়ায় রাখিব আর,
দাসী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাব॥
এইরূপ কথা বলে, বিগলিতা ভূমিতলে,
শ্যাম-ভাবে শোক উদ্দীপন[১]।
জাতি লজ্জা ভয় আর, নাহি তিলেক রাধার,
দ্বিজ নন্দকুমারে রচন॥

পৌর্ণমাসী-সংবাদ।

দেখিয়া রাধার দশা যত সখীগণে।
প্রবোধ করিছে সবে অতি সযতনে॥
রোদন সম্বর রাই চিন্তা কর দূর।
মিলাইয়ে দিব শ্যামে না হও বিধুর॥
শোকে অঙ্গ খোয়াইলি অস্থিচর্ম্ম সার।
চম্পকবরণ কালী কি কহিব আর॥
ললিতা কহিছে রাধা ভাবনা কি তায়।
অবশ্য মিলাবে বিধি সদা ভাব যায়॥
যাদৃশী ভাবনা যার তাদৃশী নিয়ম।
তার সাক্ষী ভরতের কুরঙ্গ-জনম॥
বিশাখা কহেন সুউপায় শুন রাই।
হবে সিদ্ধি চল পৌর্ণমাসী-কাছে যাই॥
ব্রজের ঈশ্বরী তুমি মান্য সবাকার।
বিশেষ তোমার প্রতি ভালবাসা তাঁর॥
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী সরসে কৌতুকী।
পরম সানন্দ যার কন্যা নান্দীমুখী॥
চিনিতে পারিবে তারে শুন ওগো রাই।
স্পষ্ট নাম ব্রজে বলে সকলে বড়াই॥
বড়াইর নাম শুনি হাসিলা কিশোরী।
বড়াইর কাছে যেতে কহ সহচরী॥
কেমনে বলিব সেত অতিশয় বুড়া।
দশন বাতাসে নড়ে কেশ শোণনুড়া॥
উঁচু হৈতে নাহি পারে কটি ভগ্নতর।
চলিতে মস্তক কাঁপে লগুড়েতে[২] ভর॥
কেমনে তাহায় কব পিরীতি-বিষয়।
সাক্ষাৎ থাকুক পিছে ভেবে লজ্জা হয়॥
বিশাখা কহেন রাই তাকে পারা যাবে।
দেখা হৈলে কথা কয়ে কত সুখ পাবে॥
বুড়া নয় বড়াই রসের গুড়া সার।
বসিলে উঠিতে ইচ্ছা নহে কাছে যার॥
তাহার জননী যিনি পৌর্ণমাসী নাম।
তার কাছে চল পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
বিশাখার কথা শুনি যত সখিগণ।
সম্মত হইয়া সবে করিল গমন॥
রাধিকা সহিত যত আহির তনয়ে।
উপনীত হৈল পৌর্ণমাসীর আলয়ে॥
বসিয়াছে পৌর্ণমাসী কন্যার সহিত।
উভয়ে সমান শীর্ণ শরীর ললিত॥
প্রণাম করিল যত বরজ যুবতী।
সবে বলে আশীর্ব্বাদ কর ভগবতী॥
শ্রীনৃসিংহ দাসের সঙ্গীত-সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

ব্রতোদ্যোগ।

পৌর্ণমাসী কয় কেন গো নৃপনন্দিনী মম ভবনে।
ছিন্নভিন্ন বেশ ভূষা মলিনা হয়েছ কি কারণে॥ ধুয়া॥

সসঙ্গিনী রাধিকায় দেখি পৌর্ণমাসী।
ব্যস্ত হয়ে উঠিলা অধরে মন্দ হাসি॥
এসো এসো বলি অতি কৈল সমাদরে।
কি নিমিত্তে আগমন দুঃখিনীর ঘরে॥
কোলে করি রাধিকারে বসিলা আসনে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে॥
রাজার কুমারী রাই কেন গো এমন।
মলিনা হয়েছে তনু জীর্ণ কি কারণ॥
হইল অনেক দিন আমি নাহি যাই।
ছেলেবেলা দেখেছিনু আর দেখি নাই॥
তোমার জননী মোর বোনঝি প্রসাদে।
তাহার তনয়া তুমি পরম আহ্লাদে॥

১। উদ্দীপন—উদ্দীপ্ত হওয়া; উথলাইয়া ওঠা। ২। লগুড়েতে—লাঠিতে।

তুমি মোর নাতিনী সম্পর্ক সুধামুখী।
দেখিয়া তোমারে আজি হইলাম সুখী॥
আয়লো নাতনী বৈস নিকটে আমার।
পতিতে বিবাহ রাই দিয়াছি তোমার॥
বয়স তো হইয়াছে যৌবন সময়।
নাতিনী-জামাইকে দেখিতে সাধ হয়॥
দেবীর বচনে মন্দ হাসেন কিশোরী।
উত্তর না করে আর কোন সহচরী॥
ভাব বুঝি ভগবতী কহেন পুনর্ব্বার।
কহ রাই কি হেতু আগমন তোমার॥
লজ্জায় শ্রীমতী কিছু কহিতে না পারে।
পরস্পর সখীগণ কহে ঠারে ঠোরে॥
বিশাখা মুখরা বড় কহিছে তখন।
শুন কই যে কারণে হেথা আগমন॥
কৈতে লজ্জা হয় কিন্তু না কহিলে নয়।
অন্য জনে নাহি কহি জনরব ভয়॥
তোমার নাতিনী বড় পড়েছেন আশে।
নন্দসুত দেখিয়া পিরীতি রাগে ফাঁসে॥
শুনে হাসি পৌর্ণমাসী সখী প্রতি কয়।
এখনি এমন রাই না হতে সময়॥
দারুণ লম্পট শঠ নন্দের কুমার।
পিরীতি সম্ভব নহে সহিত তাহার॥
কপটে নিষেধ করি কত কথা কয়।
তাহাতে শ্রীমতী কিছু অন্য মন হয়॥
সখীগণে কহে রাই কর সহকার।
একবার মিলাইয়া দেহ সঙ্গে তার॥
তোমা বৈ ভরসা নাহি বালিকা সকলে।
উপায় করিয়া রাখ দাসীরে কৌশলে॥
পৌর্ণমাসী কহে শেষে বিষম বারতা।
কৃষ্ণপতি দুর্ল্লভ সে দেবের দেবতা॥
আদি ভগবান হরি গোলোকের পতি।
লীলায় মানব-দেহ অখিলের গতি॥
গোপবালা হয়ে কেন হেন অভিলাষ।
লক্ষ্মীর একান্ত তার সহ সহবাস॥
তবে এর আছে এক উপায় নির্ণয়।
হিম[১] মাসে কাত্যায়নী ব্রত আদি হয়॥

শ্রীযুত নৃসিংহে দয়া কর গো অভয়া।
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে কর দয়া॥

কাত্যায়নী ব্রতের উপক্রম।

শুনিয়া তখন, কহে সখীগণ,
ব্রতের নিয়ম কিবা।
যতেক যুবতী, হয়ে শুদ্ধমতি,
কিরূপে পূজিব শিবা[২]॥
পৌর্ণমাসী বলে, এই ব্রতফলে,
মাধবে পাইবে পতি।
সর্ব্বাণী কালিকা, ভুবন-পালিকা,
দুর্গতিনাশিনী সতী॥
যে কামনা করি, পূজে মহেশ্বরী,
পূরে সে কামনা তার।
পূজিলে দুর্গায়, যত গোপীকায়,
পাবে পতি নহে ভার॥
হেমন্ত প্রথমে, আশ্বিনে নিয়মে,
সপ্তমী তিথি শরতে।
কল্প আরাধনে, চণ্ডিকা বোধনে,
শুক্লতিথি বেদমতে॥
কল্পের প্রভেদ, আছে নানা বেদ,
তাহে কাজ নাহি হয়।
গোপনে অর্চ্চনা, কর গোপাঙ্গনা,
আছে গুরুতর ভয়॥
অতএব তার, গৌণ কল্পে আর,
কার্য্য কিবা শ্রীরাধিকা।
যত গোপালিকা, পূজগে কালিকা,
সর্ব্ব কামনা-সাধিকা॥
মতান্তরে মত, ভিন্ন ভিন্ন কত,
নিষ্ঠায় জানিয়া পূজা।
যত গোপীগণে, গড়িয়া যতনে,
বালুকার দশভুজা॥

১। হিম—কার্ত্তিক। ২। শিবা—কাত্যায়নী।

ষষ্ঠ দিনে আর, সায়াহ্নে দুর্গার,
বিল্বাধিবাসন করি।
বোধনামন্ত্রণ, অর্চ্চন বন্দন,
তুষিবে স্তবে শঙ্করী॥
সপ্তমী অষ্টমী, সন্ধি যে নবমী,
ত্রিদিবা করি অর্চ্চন॥
দশমীতে তায়, দেবী প্রতিমায়,
জলে দিবে বিসর্জ্জন॥
পূজা-প্রকরণ, কহিল তখন,
শুনে সুখী সবে হয়।
পৌর্ণমাসী প্রতি, পরেতে শ্রীমতী,
পুরোহিত হৈতে কয়॥
ভাল বলে তায়, দেবী দিল সায়,
গোপীগণে ঘরে যায়।
দিবস গগনে, দিন মনে মনে,
করে ভাদ্রপদ সায়॥
মেলি সখীগণ, কৃষ্ণের শরণ,
করে বসিয়া বিরলে।
শ্রীনৃসিংহ দাস, করিলা আভাস,
শ্রীনন্দকুমার বলে॥

ব্রতারম্ভ।

উপস্থিত আশ্বিনেতে শুক্লষষ্ঠী-দিবা।
উদ্যোগী হইলা রাধা পূজিবারে শিবা॥
সংযম করিলা অতি আনন্দিত মন।
সন্ধ্যাকালে কৈলা বোধ বিল্বাধিবাসন॥
বালি দিয়া কৈলা দেবী প্রতিমা গঠন।
পৌর্ণমাসী কহিলেন পদ্ধতি যেমন॥
সদা সঙ্কোচিত গোপী গুরুজন-ভয়ে।
প্রকাশিতে নাহি পারে আপন আলয়ে॥
যমুনার কূলে করি মনোহর স্থান।
আবৃত পল্লবে কৈল অতি সাবধান॥
কেহ না তর্কিতে পারে হেন স্থান করি।
নিশিতে আইল ঘরে যত সহচরী॥

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্বজনে।
নানামত দ্রব্য বস্ত্র লইল গোপনে॥
কুসুম চন্দন আর আবশ্যক যাহা।
সযতনে গোপীগণ লইলেন তাহা॥
বিধিমতে আসি ক্রিয়া করিল সকলে।
ক্রমে বেদমতে অঙ্গ শুদ্ধি করে বলে॥
এইরূপে পূজা করে গোপালিকাগণ।
কৃতাঞ্জলি অম্বিকারে করেন স্তবন॥
জয় দেবী জগন্মাতা কুশলদায়িনী।
সর্ব্বকামপ্রদে দুর্গে হও সহায়িনী॥
রক্ষ রক্ষ বিশ্বমাতা রক্ষে মা ভবানী।
নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ঈশানী ইন্দ্রাণী॥
দেহিমে বাঞ্ছিত ফল দেবী ভগবতী।
সঙ্কটে রাখ মা দিয়ে নন্দসুতে পতি॥
কৃষ্ণপতি কামনা করেছি মনে মনে।
অন্য চিন্তা নাহি মা করি গো নিবেদনে॥
ত্রিলোচনপ্রিয়া মাতা ত্রিগুণধারিণী।
ত্রিলোচন-প্রাণরূপা ত্রিতাপহারিণী॥
দেহ মা মাধবে পতি রাখ দাসীগণে।
কৃশ[১] হনু কৃশোদরী[২] কৃষাণুদাহনে[৩]॥
দে মা কৃষ্ণপতি তারা দে মা কৃষ্ণপতি।
তোমা বিনে কেবা দিবে হয়েছে দুর্গতি॥
এইরূপে স্তব করে যত গোপীকায়।
নৃসিংহ-আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

বস্ত্রহরণ।

বৃষভানু-নন্দিনী সখী সনে কুতূহলে।
হয়ে উলাঙ্গিনী, যতেক সঙ্গিনী,
খেলিছে যমুনা-জলে॥ ধুয়া॥

এইরূপে পূজা করি যত গোপীগণ।
নিশাকালে যায় ঘরে প্রাতে আগমন॥
মার্কণ্ডেয় ঋষি কন শুনহে ব্রাহ্মণ।
সপ্তমী দিবসে রঙ্গ হইল যেমন॥
প্রভাতে উঠিয়া যত গোপীকামণ্ডলে।
যমুনার তীরে উপনীত কুতূহলে॥

১। কৃশ—দুর্ব্বল। ২। কৃশোদরী—উদরবিশিষ্টা। ৩। কৃষাণুদাহনে—অগ্নির (এস্থলে সূর্য্যের) দাবদাহে।

প্রতিমা নিকটে রাখি পূজোপকরণ।
নবনীত দধি দুগ্ধ কামাক্ষী খণ্ডন॥
ক্ষীর খণ্ড লড্ডুক ঘৃত আর আর।
ফল মূল কুসুম চন্দন পরিষ্কার॥
আপনি অঙ্গের সব বস্ত্র-আভরণ।
খুলিয়া রাখিল সবে দেবীর সদন॥
নগ্না হয়ে যত ব্রজাঙ্গনা কুতূহলে।
স্নান হেতু নামিলেন যমুনার জলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী মেলি।
করেন রাধিকা যমুনায় জলকেলি॥
উন্মত্তা হইয়া সবে খেলা করে জলে।
গগনে পূরিল জল শব্দ কোলাহলে॥
গোষ্ঠেতে থাকিয়া কৃষ্ণ সকল শুনিলা।
গোপীরা করয়ে ব্রত বিতর্ক করিলা॥
শ্রীদাম সুদাম বসুদাম চন্দ্রভানু।
সুবল সুপার্শ্ব রত্নভানু বীরভানু॥
সূর্য্যভানু বসুভানু সুভাঙ্গ সুন্দর।
প্রধান দ্বাদশ এই কৃষ্ণ-সহচর॥
রাম-কৃষ্ণসহ চতুর্দ্দশ পরিমাণ।
কোটি কোটি আছে আর বয়স সমান॥
গোপাল সহিত কৃষ্ণ দিল দরশন।
কাত্যায়নী ব্রত করে যথা গোপীগণ॥
দূরেতে থাকিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামে পাঠায়।
দেখে এস ভাই গোপী পূজা করে কায়॥
দেখিল শ্রীদাম তাহা হইয়া গোপন।
কাত্যায়নী পূজার সকল প্রকরণ[১]॥
বস্ত্র-অলঙ্কার আদি সব রাখি তীরে।
নগ্না মগ্না গোপীগণ খেলা করে নীরে॥
শ্রীদাম আসিয়ে কৃষ্ণে তাহা নিবেদিল।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতি পুলক হইল॥
আজ্ঞা দিল গোপগণে দ্রব্যাদি ভোজনে।
একে পায় আরে চায় ধায় শিশুগণে॥
পূজার সামগ্রী সব মহাসুখে খায়।
কৃষ্ণেরে খাওয়ায় আর টানিয়া ফেলায়॥
বস্ত্র-আভরণ যত ছিল হরে লয়।
গোপ-শিশুগণে আসি শ্রীকৃষ্ণেরে দেয়॥

বস্ত্র লয়ে বাসুদেব নন্দের নন্দন।
কদম্ব বৃক্ষেতে গিয়া কৈল আরোহণ॥
নানাবর্ণ বস্ত্র সব লয়ে নারায়ণ।
স্কন্ধে লয়ে তরুবরে করিলা বন্ধন॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কহিব আর।
শ্যামবর্ণ বৃক্ষ তাহা বস্ত্র চমৎকার॥
অতি উচ্চ ডালে করি বসিলা আপনি।
মধুর মুরলী করে মরকত মণি॥
কটাক্ষে করুণাময় গোপীকারে কন।
শ্রীনৃসিংহ-আদেশে কবির বিরচন॥

গোপীকাদিগের শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি।

কি কর গোপীকাগণ, নাহি তত্ত্বাবধারণ,
মগ্না হয়ে খেলিছ সলিলে।
দেখ দেখ তীরে চেয়ে, পূজার সামগ্রী খেয়ে,
বস্ত্র-আভরণ কেবা নিলে॥
উলাঙ্গিনী আছ জলে, জ্ঞান হয় ঐ ছলে,
রুক্ষ হৈল বরুণের মন।
তার দূতে দ্রব্যচয়, বস্ত্র আদি লয়ে যায়,
অনুভব করিনু এমন॥
ব্রত করিতেছ কার, নাম কিসে অবতার,
কিবা ফল লওয়া যায় তায়।
প্রথমেতে এই ফল, ফলিল দেখি সকল,
বস্ত্র হারাইল গোপীকায়॥
করে মাত্র এ বচন, মৌনী হৈলা নারায়ণ,
চমক ভাঙ্গিল গোপীগণে।
চাহিয়ে দেখেন রাই, তীরে বস্ত্র বস্তু নাই,
ভয় উপজিল[২] বড় মনে॥
বিষাদ করিয়া কন, শুন সহচরীগণ,
কোথা গেল বস্ত্র-অলঙ্কার।
কেবা হরিল বসন, দ্রব্যাদি হকু[৩] যেমন,
জলে হৈতে উঠা হৈল ভার॥

১। প্রকরণ—সম্যক্‌করণ; এস্থলে উপকরণ, সামগ্রী। ২। উপজিল—উপস্থিত হইল। ৩। হকু—হৌক, হোক।

গোলকে বিরাজাধারে শ্রীরাস মণ্ডলে।
দ্বিধারূপে শ্রীহরি হইলা কুতূহলে॥

বামাঙ্গ রাধিকা হৈল সুরূপসী অতি।
তাহাতে বিহারাসক্ত হইল শ্রীপতি॥

[পৃষ্ঠা ঃ ২০]

আক্ষেপে করে বিষাদ, কে হেন রুধিল সাধ,
ব্রতভঙ্গ করিল আমার।
উঠিতে সলজ্জা মন, জলে রব কতক্ষণ,
ঠেকিলাম কি দায় এবার॥
ভয়ে কাঁপে গোপীকায়, ইহা করি কি উপায়,
কেবা দিবে পরিতে বসন।
এই কি করিলে তারা, ওগো শিবে শিবদারা,
মরি শীতে লাগিল দশন॥
ললিতার দুঃখ মন, সকলের প্রতি কন,
দেখ সখী করি অন্বেষণ।
কে হেন আইল চোর, হরিল বসন মোর,
ধর ধর ধর সখীগণ॥
ললিতা কহেন তারে, অন্বেষিব কি প্রকারে,
জল হৈতে উঠিতে না পারি।
যদি দেখে কোনজন, লজ্জা পাব অকারণ,
তাতে সবে বয়স্থায় নারী॥
উপায় বলিগো সার, বস্ত্র নিল গোপীকার,
যেইজন স্তব কর তারে।
এই বই আর নাই, অন্যোপায়[1] দেখি নাই,
দিবে বস্ত্র গোপী সবাকারে॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
নাম কালী কৈবল্যদায়িনী॥

গোপীকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

বড় লম্পট শঠ কঠোর কালাচাঁদ।
নবনীরদ জলধর মনোহর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ছাঁদ॥ ধুয়া॥

যতেক গোপীকাগণ দাণ্ডাইয়া জলে।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনয় করি বলে॥
কেবা নিলে বসন-ভূষণ গোপীকার।
বিনয়ে সকলে বলি নিকটে তোমার॥
রক্ষা কর গোপীগণে দেহিমে বসন।
ব্রত নাহি করি বস্ত্র না কর ভোজন॥
স্তব করি কহে গোপী একি অনুচিত।
অদত্ত দেবের দ্রব্য ভক্ষণে বর্জ্জিত॥
বেদখণ্ডী কেন কৈলে হেন অপকর্ম্ম।
ইহাতে উভয় জনে নাশ হয় ধর্ম্ম॥
বস্ত্র দাও পরি করি দেবতা অর্চ্চন।
পশ্চাৎ প্রসাদি দ্রব্য করিহ ভোজন॥
রাখহে গোপীকাগণে তুমি মহাজন।
কাতর হয়েছি শীতে জলে অনুক্ষণ॥
কলেবর কম্পে জলে রহিতে না পারি।
বিবস্ত্রে কেমনে রই একে কুলনারী॥
সশঙ্কিতা গোপী সব কাতর অন্তরা।
উঠিতে না পারে লোমাঞ্চিত কলেবরা॥
দেখিয়া সদয় হৈল পরম-ঈশ্বর।
বৃক্ষে থাকি কন হরি রসিক-শেখর॥
আর স্তব না করিহ শুন গোপীগণ।
হইয়াছি পরিতুষ্ট নাও সে বসন॥
শুনিয়া যতেক গোপী উর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
সবস্ত্র কদম্বে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়॥
পুলকিত হয় যত গোপীকা সকলে।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণের প্রতি বলে॥
কূলেতে উঠিতে নারী লজ্জা হয় অতি।
বিবসনা আছি জলে যত কুলবতী॥
অনুগ্রহ করি এক বস্ত্র কর দান।
জনেক উঠিব কূলে করি পরিধান॥
শুনিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ মধুস্বরে কন।
নগ্না হয়ে না চাহিলে না পাবে বসন॥
কোন গোপী কহে হেন কোট কর কেন।
কুলবতী হইয়া কে করিবেক হেন॥
সহজে অবলা নারী লজ্জা অতিশয়।
অন্যের কি কব যে বেশ্যার সাধ্য নয়॥
পর-পুরুষের কাছে হইতে নগনা।
কে পারে থাকিতে লজ্জা আপনি বল না॥
ছাড় ছলা[2] দেহ বস্ত্র শীতার্ত্তি[3] সকলে।
বস্ত্রহীনা হয়ে কতক্ষণ রব জলে॥

১। অন্যোপায়—অন্য কোন প্রকার উপায়। ২। ছলা—ছলনা। ৩। শীতার্ত্তি—শীতে কাতরা।

শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী ঃ—

কাত্যায়নীর সব দেবতার তেজোদ্ভবা হওন আবর্ত্তন।

মহিষমর্দ্দিনী-রূপে অর্চ্চনা যাঁহার।
দেবতার তেজেতে জনম হৈল তাঁর॥

দিগম্বরী ত্রিলোচনা সহস্রেক কর।
আপাদলম্বিত বেণী ভ্রমর নিকর॥

[পৃষ্ঠা ঃ ৬৪]

কৃষ্ণ কন সে কথা কে শুনে এ সময়।
নগ্না না হইলে বস্ত্র পাইবার নয়॥
দায়েতে পড়িল গোপী উঠিতে না পারে।
নহে বস্ত্র নাহি পাব কহে রাধিকারে॥
পড়িনু শঠের[১] হাতে এড়াতে না পারি।
মাগিলে না দেয় বস্ত্র কঠিন মুরারি॥
হাসিয়া রাধিকা বলে এত রঙ্গ বড়।
কেহ না উঠিতে পারে লাজে জড়সড়॥
শ্রীমতী কহেন সখী কি করিবে আর।
যার জন্যে ব্রত করা লজ্জা করে তার॥
রাধিকার আজ্ঞা পেয়ে যত গোপীগণ।
কূলে উঠে হস্তে যোনি করি আচ্ছাদন॥
রাধিকা রহিল জলে আর সখীগণ।
কৃষ্ণের নিকটে আসি মাগিল বসন॥
কৃষ্ণ কহে কেবা বস্ত্র দিবে গোপীকায়।
রাধিকা না বিনয়েতে যাচিলে আমায়॥
তাহা শুনি গোপীগণ হাসে ধীরে ধীরে।
রাধিকায় কহিতে লাগিল আসি ফিরে॥
হাসিলা শ্রীমতী মন্দ কৃষ্ণের কথায়।
নৃসিংহ-আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

কাত্যায়নী ব্রত সাঙ্গ।

রসিক নাগর হরি বঙ্কিম নয়নে দেখে গোপীকায়।
হাসেন মৃদু মধুর দেখিয়া ত্রিভুবন মোহ যায়॥ ধুয়া॥

লজ্জা তেয়াগিয়া রাধা উঠিলেন তীরে।
হস্তে যোনি আচ্ছাদন যান ধীরে ধীরে॥
দেখিয়া হাসেন কৃষ্ণ গোপীগণে কন।
বল বল গোপীকা কি হইবে এখন॥
কৃষ্ণের বিনোদ[২] হাসে রাধিকার মন।
পীড়িতা হইলা দহে স্মর-হুতাশন[৩]॥
অধোমুখে কহে রাধা একি অবিচার।
কেমন এ কৰ্ম্ম রাখালিয়া-ব্যবহার॥
অনুগত হয় যেবা লইতে শরণ।
তারে কেন প্রবঞ্চনা কর নারায়ণ॥
কি তব পৌরষ উলাঙ্গিনী দরশনে।
জগতের পতি তুমি পতি গোপীজনে॥
তোমারে পাবার জন্যে এই ব্রত করা।
পাইনু তোমারে ক্ষতি কিবা বস্ত্র পরা॥
তুমি যে দেখিলে যোনি লজ্জা কিবা তার।
অন্য জনে দেখে পাছে লজ্জা গোপীকার॥
তুমি পতি প্রাণধন গোপীকার গতি।
দীনবন্ধু দিনেশ সৰ্ব্বেশ বিশ্বপতি॥
গোপ-গোপীশ্বর হরি নন্দের নন্দন।
ব্রজে যশোদার সুত আনন্দ-বৰ্দ্ধন॥
নিত্যানন্দ সদানন্দ পরম-ঈশ্বর।
শিবানন্ত ব্রাহ্মণেশ দেব-পরাৎপর॥
পূর্ণতম ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মাণ্ড-উদর।
গোপীজনবল্লভ নবনী ভিক্ষা কর॥
হইল জগতে খ্যাতি বস্ত্র হরি মোর।
ঘুষিবে জগতে নাম গোপীবস্ত্র-চোর॥
এইরূপে শ্রীরাধিকা তুষিলা কেশবে।
পরিতুষ্ট হয়ে হরি কহিছেন তবে॥
গোপন ছাড়িয়া সবে হইয়া প্রকাশ।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বস্ত্র মাগ মম পাশ॥
নতুবা না পাবে বস্ত্র মোর কিবা ভয়।
কৃতাঞ্জলি হয়ে গোপী শ্রীকৃষ্ণেরে কয়॥
বস্ত্র দাও লম্পট কপট শঠ হরি।
কিবা রঙ্গ করিলে রাখালে-খেলা করি॥
হাসিয়া বসন হরি করিলা প্রদান।
পরিতুষ্টা হয়ে গোপী করে পরিধান॥
শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠেতে গেলা সুখী গোপীকায়।
পুনৰ্ব্বার আনি দ্রব্য পূজে অভয়ায়॥
ধূপ দীপ উপহার নৈবেদ্য বসন।
পূজা সাঙ্গে স্তব পাঠ করে গোপীগণ॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তিবিধায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

১। শঠের—প্রবঞ্চকের। ২। বিনোদ—আমোদিত-করণ, আমোদ। ৩। দহে....হুতাশন—কামরূপ অগ্নি দহন করে।

কাত্যায়নীর স্তব।

মালসী রাগেন গীয়তে।

জয় কালী কালহরা, কান্তি শান্তি কলেবরা,
কালবামা মহাকালজায়া।
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
মহেশমোহিনী মহামায়া॥
দুর্গা দুর্গহরা তারা, ত্রিপুরাভুবন-সারা,
পরাৎপরা ত্রিলোক-তারিণী।
মহাবিদ্যা যোগধাত্রী, যোগেশ্বরী জয়দাত্রী,
স্মরিলে সঙ্কট-বিনাশিনী॥
ভৈরবী সুন্দরী বামা, ভীমা ধূমা উমা শ্যামা,
কীটেশ্বরী করাল-নাশিনী।
শশী-শিরোমণি রাণী, হরসিদ্ধা মহাবাণী,
গিরিসুতা কৈলাস-বাসিনী॥
স্মরিলে সঙ্কটে মুক্তি, এই সে শিবের উক্তি,
বেদ যুক্তি সার তব নাম।
শরণ লৈলে তোমার, আপদ না থাকে তার,
পূরণ কর মা মনস্কাম॥
পুরাণেতে শুনি সার, কতজনে কতবার,
বিস্তার করিলা নারায়ণী।
এবার এ গোপীজনে, আশ্রিতা ও শ্রীচরণে,
রক্ষা কর দেবী কাত্যায়নী॥
নন্দসুতে দে মা পতি; হয়েছি কাতর অতি,
আর দুঃখ সহিতে না পারি।
স্তব করে গোপীগণ, দেবীর কল্পিত মন,
সাক্ষাৎ হইলা হরনারী॥
দেখি গোপীকামণ্ডলে, ভক্তিভাবে ভূমিতলে,
পড়িয়া অষ্টাঙ্গে করে নতি[১]।
প্রণামে উত্তর দিয়া, রাধিকারে কোলে নিয়া,
কহিতে লাগিলা ভগবতী॥
শুনগো রাধিকা বাণী, তুমি কেশবের রাণী,
তিলেক না আছ ছাড়া তায়।
প্রধানা প্রকৃতি হও, কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে রও,
কিবা বর দিব গো তোমায়॥
মিথ্যা পূজা কর তুমি, গোলোকাদরতা ভূমি,
হরি কভু নহে তব পর।
তুমি গোপীকার ধন্যে, ব্রত প্রকাশের জন্যে,
পূজা কৈলে জানাইতে নর॥
তবে যদি চাহ বর, দিনু বর অতঃপর,
পাবে পতি গোকুলের পতি।
শুনি গোপী তুষ্টা হয়, ঘুচিল মদন-ভয়,
পুনঃ পুনঃ করে মা'রে নতি॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে,
কাত্যায়নী যারে সহায়িনী।
আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন,
কালী কৈবল্যদায়িনী॥

মার্কণ্ডেয়ের প্রতি ভাগুরির প্রশ্ন।

কহ কহ মুনিবর করিব শ্রবণ।
অদ্ভুত অম্বিকা লীলা শ্রবণে শ্রবণ রসায়ন॥ ধুয়া॥

বর দিয়া কাত্যায়নী তুষি গোপীগণে।
তিরোধান হইয়া চলিল নিকেতনে॥
গোপীগণ বিসর্জ্জন করিয়া ত্বরায়।
সুখী হয়ে মহোৎসব করি গৃহে যায়॥
ব্রত সাঙ্গ কৈল কাত্যায়নী আরাধনে।
মহারাস কালে কৃষ্ণ পাইল গোপীগণে॥
আনন্দের সীমা নাই ভাগুরির মনে।
সাঙ্গ হৈল ফল প্রশ্ন চণ্ডিকা-কীর্ত্তনে॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন ভাগুরি-আদেশে।
প্রশ্নের কথন যত অশেষ বিশেষে॥
পরম-ঈশ্বরী দুর্গা লীলা-কথা তাঁর।
শ্রবণে শমন-ভয়ে অবশ্য নিস্তার॥
আর কিবা প্রশ্ন তব কহ দ্বিজবর।
কহিব বিস্তার করি তাহার উত্তর॥
শ্রোতা না পাইব আর তোমার সমান।
আর কারে কহিব এ সকল আখ্যান॥
ভাগুরি কহেন তবে করিয়া বিনয়।
করিলে কৃতার্থ মোরে তুমি মহাশয়॥

১। অষ্টাঙ্গে করে নতি—জানু, পদ, হস্ত, উরঃ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, চক্ষুঃ—এই অষ্টাঙ্গের সহিত প্রণাম।

তোমার সমান প্রভু কে আছে দয়াল।
নিস্তার করিলে মোরে কাল পরকাল॥
এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহ তপোধন।
পঞ্চমুখ দশবাহু দেব ত্রিলোচন॥
অপূর্ব্ব বাহন ছাড়ি বৃষে আরোহণ।
ভুজঙ্গ-ভূষণ কেন ত্যজি আভরণ॥
ছাড়ি হার মণিময় গলে হাড়মাল।
পট্ট পরিহরি কেন পরে বাঘছাল॥
অপূর্ব্ব চন্দন ত্যজি ভস্ম প্রলেপন।
বিহার অপূর্ব্ব দ্রব্য ধুস্তুর অশন[১]॥
পারিজাত পরিহারি পুষ্প ধুতুরার।
গৃহ ছাড়ি শ্মশানে নিবাস কেন তাঁর॥
ব্রহ্মার পূজার শুনিয়াছি ফেরফার।
চতুর্ম্মুখ হইল যে রূপে বিধাতার॥
শিবতত্ত্ব শুনি ইচ্ছা কহ তপোধন।
শঙ্করের এ সব ভূষণ কি কারণ॥
মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহে দ্বিজবর।
যে হেতু এ সব শিবে শুন অতঃপর॥
শক্তিমন্ত্রে উপাসক আপনি শঙ্কর।
শক্তি-গুণগানে শিব কন নিরন্তর॥
কষ্টেতে তপস্যা করি শক্তি আরাধিল।
মাল্যবস্ত্র আভরণ দেবীরে সঁপিল॥
শঙ্করীরে সিংহ দিয়া করেন স্তবন।
আপনি সকল মাকে কৈল নিবেদন॥
আপনি ধুতুরা খায় বৃষে আরোহণ।
পরিধান বাঘছাল ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
আর যাহা আছে বলি শুন ভাব তার।
সতীর অস্থির মালা কি কহিব আর॥
সতী সৎকারের ভস্ম অঙ্গে প্রলেপন।
শ্মশানে নিবাস শুন তাহার কারণ॥
উদাসীন[২] মহাযোগী যোগে অধিষ্ঠান।
রত্নগৃহে থাকিলে বিষয়ে বাড়ে জ্ঞান॥
শ্মশান উদাস-স্থান বিরাগের হেতু।
শ্মশান বৈরাগ্য জন্য কন বৃষকেতু[৩]॥
কষ্টেতে তপস্যা করি দেবীরে সাধিল।
বহুবাহু অর্চ্চনা করিতে মাগি নিল॥
স্তব করিবার জন্যে হৈল পঞ্চানন।
এক মুখে তিন চক্ষু ক্রমেতে গণন॥
দেবীরূপ-দরশনে সুখী হৈল অতি।
শিবের কারণ এই শুন মহামতি॥
শুনিয়া হইল সুখী ভাগুরি ব্রাহ্মণ।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ প্রশ্ন সমাপন॥
হরি হরি বল সবে চণ্ডিকার প্রীতে।
শুন বন্ধুজন গীত পুলকিত চিতে॥
যুগল উদ্যানে বাস শ্রীনৃসিংহ দাস।
রচিতে চণ্ডিকা-গুণ তাঁর অভিলাষ॥
শ্রীনন্দকুমার দ্বিজ কবিরত্ন নাম।
গায় কালী কৈবল্যদায়িনী মোক্ষধাম॥

অথ অষ্টমঙ্গলা পালা।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

মার্কণ্ডের মুখে শুনি, সন্তুষ্ট ভাগুরি মুনি,
আপনারে কৃতার্থ মানিল।
সেই প্রশ্ন অনুসারে, ভণে শ্রীনন্দকুমারে,
চণ্ডিকা-কীর্ত্তন বিরচিল॥
দুই কাণ্ডে সপ্তখণ্ড, সুভাব অখণ্ড চণ্ড,
পঞ্চদশ পালা রসগান।
প্রথম বাসন্তী পূজা, দেবী দুর্গা দশভুজা,
পূজি কৃষ্ণ কৈল মূর্ত্তিমান॥
দ্বিতীয়ে পূজিল ধাতা, কৃপান্বিতা বিশ্বমাতা,
কৈল পূজা সৃজন উপায়।
তৃতীয়েতে দশানন, পূজি অম্বিকা-চরণ,
ত্রিভুবন জিনিল হেলায়॥
চতুর্থেতে দশভুজা, শরতে ইন্দ্রের পূজা,
মৈষাসুরে করিল বিনাশ।
তার মধ্যে পূজা আর, ইন্দ্র কৈল অম্বিকার,
পঞ্চমত তাহাতে প্রকাশ॥
দুর্গাসুর বধ তায়, নানারূপ দেবী যায়,
নানা স্তব তাহে নিরূপণ।
ষষ্ঠ প্রশ্ন বিবরণ, যাহে সুরথ রাজন,
পূজা কৈল দেবীর চরণ॥

১। অশন—ভোজন। ২। উদাসীন—বৈরাগী। ৩। বৃষকেতু—মহাদেব।

সপ্তদ্বীপেশ্বর হয়, কর্ণাট করিল জয়,
অন্তে পাইল দেবীর চরণ।
দেবত্ব হইল তার, অদ্যাবধি শাস্ত্রে যার,
আখ্যান ঘুষিল সর্ব্বজন॥
সপ্তমে শ্রীরঘুপতি, পূজা কৈল হৈমবতী,
সমুদ্রের কূলে কপিসনে।
কৃপা করি মহামায়, অভয় দিলেন তায়,
তবে রাম বধিলা রাবণে॥
মধ্যে রটন্তীর তত্ত্ব, বিশেষ সীতার মহত্ত্ব,
শতস্কন্ধ রাবণ বিনাশ।
অষ্টমে কৃষ্ণের লীলা, দেবের আশ্বাস দিলা,
গোকুলেতে গৌরব প্রকাশ॥
দেবী হৈলা অষ্টভুজা, দেবের নিলেন পূজা,
বিন্ধ্যাচলে করিলেন স্থিতি।
বিন্ধ্যনিবাসিনী নাম, গিরি হৈতে মোক্ষধাম,
দেবগণে করিলা নিষ্কৃতি॥
অগস্ত্যের উপাখ্যান, বাতাপির বিনাশন,
গোপী করে কাত্যায়নী ব্রত।
তুষ্টা হয়ে ভগবতী, মাধবে দিলেন পতি,
সুখী হয় গোপবালা যত॥
হরিলা বসন হরি, কপটে কৌশল করি,
ছল সাঙ্গে দিলেন বসন।
অষ্টম মঙ্গলা সায়, শ্রীনন্দকুমার গায়,
নৃসিংহের কল্যাণ কারণ॥

ফলশ্রুতি।

রাগিণী মুলতান,—তাল আড়া।

কাতরে করুণা লেশ কর গো কালিকে।
শঙ্করী শুভদায়িনী নগেন্দ্র-বালিকে॥ ধুয়া॥

শুন সবে একভাবে ভাবিয়া ভবানী।
শক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী আগমের বাণী॥
সর্ব্বভূতে ব্যাপ্তিরূপে আছে হৈমবতী।
ফলদা ফলিনী ফলে চিন্তে ফণিপতি॥
মহেশ সন্ন্যাসী যাঁর গুণানু-কীর্ত্তনে।
অবিরত যশঃ গায় স্বপ্নে-জাগরণে॥
সেই দেবী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী।
শৈলসুতা শাকম্ভরী শশাঙ্কবদনী॥
তাঁহার কীর্ত্তন এই নব কবিতায়।
শুনিলে আপদ খণ্ডে যম-ভয় যায়॥
শরতে বাসন্তীপূজা আদি প্রকরণ।
বিস্তারিয়া গীত তার করিনু রচন॥
পূজা কৈলে দশভুজা শুভ ফল পায়।
নাম যশঃ গানে তত লক্ষ গুণ হয়॥
গায় যে তাহার তিন কুলের উদ্ধার।
আত্মকুল মাতামহ শ্বশুরের আর॥
দশ দশ পুরুষ সংখ্যায় হয় মুক্তি।
অন্যথা নাহিক ইথে শঙ্করের উক্তি॥
যে জন গাওয়ায় তার কি কহিব আর।
আত্মসহ কোটি সংখ্যা ত্রিকুল[1] নিস্তার॥
গায় শ্রাদ্ধে নামোল্লেখ পিণ্ডদান চাই।
গাওয়াইলে মুক্তি ইথে নামোল্লেখ নাই॥
শ্রবণ যে করে তার মুক্তি অনায়াসে।
যার যম-ভয় মুক্ত হয় মায়াপাশে॥
যার যে মানস তার পূর্ণ হয় অতি।
সর্ব্বদা সম্পদযুক্ত করেন পার্ব্বতী॥
বৈষ্ণব শুনিলে তার কৃষ্ণে ভক্তি হয়।
ভয়ার্ত্তি জনেরে দেবী করেন অভয়॥
সুখ ইচ্ছা করিলে সকল সুখ বাড়ে।
মায়া ডরে যে জন তাহারে মায়া ছাড়ে॥
কামনায় পূজে দেবী পুরাণে প্রমাণ।
সংসারী জনেরে বৃদ্ধি আয়ু যশঃ মান॥
ধনে-মানে কুলে-শীলে মহাসুখে রয়।
পুত্র পৌত্রান্বিত ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হয়॥
মন নিজবশে থাকে ধর্ম্মের সঞ্চয়।
গ্রহাগ্নি তস্কর[2] আদি যায় রাজভয়॥
বিদ্যুদগ্নি ভয়ে তার না হয় মরণ।
শত্রুনাশ যায় ত্রাস সুখী হয় মন॥
আপদে পড়িলে হয় অনাসে উদ্ধার।
সুরথ বাসব দশানন সাক্ষী তার॥
স্ত্রীলোক শুনিলে হয় সাবিত্রী সমান।
গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা পতি-পুত্রের কল্যাণ॥

১। ত্রিকুল—পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল। ২। তস্কর—চোর।

মৃতবৎসার পুত্র রয় বন্ধ্যা পুত্রবতী।
নষ্টপুষ্পা[১] সুপুষ্প[২] যে হয় সে যুবতী॥
আদ্য অন্ত এই গীত করিবে শ্রবণ।
শেষদিনে লবে চামরের সমীরণ॥
বাসন্তী পূজায় গাবে তিন খণ্ড গীত।
শরতের চারি খণ্ড গ্রন্থ নিরূপিত॥
আরম্ভ করিবে কৃষ্ণ নবমী বাসরে।
শুক্ল একাদশীতে সারিবে সমাদরে॥
সময় উচিত দ্রব্য গায়কেরে দিবে।
চামরের বায়ু কর্ত্তা সমাদরে নিবে॥
সঙ্কটে হইবে মা নৃসিংহে সহায়িনী।
গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্যদায়িনী॥

প্রার্থনা।

রাগিণী গৌরী,—তাল খয়রা।

কল্যাণদায়িনী কালী কলুষনাশিনী।
কাতরে কল্যাণ কর কৈলাসবাসিনী॥ ধুয়া॥

জয় জয় কালী মহাকালী কালজায়া।
মহিষমর্দ্দিনী মহেশ্বরী মহামায়া॥
ত্রিজগতে জগদম্বা কল্যাণকারিণী।
অনুগতজনে রক্ষা করগো তারিণী॥
আমি অতি দীন হীন না জানি ভজন।
কর কৃপা কৃপাময়ী দেখি অকিঞ্চন॥
তব পদ বিনে আর নাহি মোর গতি।
দয়া কর মোর বংশে দেবী হৈমবতী॥
শ্রীযুত গোপাললাল আত্মজ আমার।
করিবে কল্যাণ কালী সেবক তোমার॥
তার সুখে সুখ মোর শুন গো অভয়া।
দেখ দয়াময়ী তারে না ছাড়িও দয়া॥
আমার বাসনা মাতা করহ সফলে।
মন যেন রহে হরি-চরণকমলে॥
গোবিন্দেতে ভক্তি হয় যেন এই চাই।
অহিকের সুখের বাসনা মোর নাই॥
আমার আত্মীয় তারে দিবে এই বর।
বাবুর কল্যাণ কালী কর অতঃপর॥
শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে হবে বরদায়[৩]।
ধনে-মানে কুলে-শীলে রাখ মহামায়॥
বাবুজীর সখা শ্রীদেবীচরণ দাস।
পূর্ণ কর কাত্যায়নী তাঁর অভিলাষ॥
শ্রীযুত শ্রীল শ্রীবাবু চুনিলাল দাস।
নৃসিংহের জ্যেষ্ঠ তাঁর পূর্ণ কর আশ॥
শ্রীযুত মাধব চন্দ্র অনুজ সোদর।
কামনা পূরণে কালী তারে দিব বর॥
অভিমত বংশের কল্যাণ কর মায়।
কাল পরকালে কালী হবে বর-দায়॥
গায়কে কল্যাণ কর দেবী হৈমবতী।
ধনে-ধান্যে গৃহ তার পূর্ণ কর সতী॥
বায়েন দেহাদি দেবী হবে বর-দায়[৪]।
আপদ-সম্পদে কালী হইবে সহায়॥
বংশাবলী কর্ত্তার কল্যাণ কর মাতা।
মানস করাও পূর্ণ হও বরদাতা॥
সভায় বরদা হও যত শ্রোতাগণে।
পূর্ণ কর যার যাহা অভিলাষ মনে॥
জমিদার শূদ্রমণি হরিচন্দ্র রায়।
রাজ্যের কল্যাণ তারে হবে বর-দায়॥
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে মহামায়।
ত্রিকুলে ত্রিপুরা তারা হবে বর-দায়॥
হরি হরি বল সবে চণ্ডিকার প্রীতে।
ভাব ভবে ভবজায়া পুলকিত চিতে॥
কালী কৈবল্যদায়িনী দেবীর কীর্ত্তন।
এত দূরে মূল গ্রন্থ কৈল সমাপন॥
ভাদ্রমাস সিংহরাশি শুক্লপক্ষে শশী।
নক্ষত্র শ্রবণা আর ছাব্বিশে দ্বাদশী॥
সুর গুরুবার বেলা দণ্ড ছয় মান।
হৈল চণ্ডিকার গুণগান সমাধান॥
বৎসরের পৃষ্ঠে রাম বসু নিয়োজন।
সালবাণ ভূপতির গণনায় সন॥
হরি হরি হরি বল যত বন্ধুজন।
কাত্যায়নী পূজা প্রশ্ন হৈল সমাপন॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

১। নষ্টপুষ্পা — [illegible]